শব্দে শব্দে আল কুরআন

পঞ্চম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

পঞ্চম খণ্ড

সূরা আত তাওবা, সূরা ইউনুস ও সূরা হূদ

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

স্বত্ব ঃ আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৩৬৪

২য় প্রকাশ

রমজান	১৪৩৫
শ্রাবন	১৪২১
জুলাই	২০১৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৩৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 5th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 135.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল করীম—

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের পঞ্চম খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তাহলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত

—প্রকাশক

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
১. সূরা আত তাওবা	১১
১ রুকূ'	১৩
২ রুকূ'	২০
৩ রুকূ'	২৮
৪ রুকূ'	৩৫
৫ রুকূ'	৪১
৬ রুকূ'	৪৯
৭ রুকূ'	৫৫
৮ রুকূ'	৬৮
৯ রুকূ'	৭৬
১০ রুকূ'	৮৩
১১ রুকূ'	৯১
১২ রুকূ'	৯৭
১৩ রুকূ'	১০৬
১৪ রুকূ'	১১৬
১৫ রুকূ'	১২৭
১৬ রুকূ'	১৩১
২. সূরা ইউনুস	১৩৭
১ রুকূ'	১৩৯
২ রুকূ'	১৪৯
৩ রুকূ'	১৫৯
৪ রুকূ'	১৬৮
৫ রুকূ'	১৭৬
৬ রুকূ'	১৮৪
৭ রুকূ'	১৮৯
৮ রুকূ'	১৯৫
৯ রুকূ'	২০২
১০ রুকূ'	২১০
১১ রুকূ'	২১৮

৩. সূরা হূদ ২২৩
১ রুকূ' ২২৫
২ রুকূ' ২৩২
৩ রুকূ' ২৪৪
৪ রুকূ' ২৫২
৫ রুকূ' ২৬২
৬ রুকূ' ২৬৯
৭ রুকূ' ২৭৬
৮ রুকূ' ২৮৬
৯ রুকূ' ২৯৬
১০ রুকূ' ৩০৩

সূরা আত-তাওবা
আয়াত-১২৯
রুকূ'-১৬

নামকরণ

এ সূরাটি 'তাওবা' নামেই অধিক পরিচিত। এতে ঈমানদারদের 'তাওবা' গ্রহণ তথা গুনাহ ক্ষমা করে দেয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে বিধায় এর নাম 'তাওবা' রাখা হয়েছে। সূরাটি 'বারায়াত' নামেও পরিচিত। সূরার শুরুতেই মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষিত হয়েছে বিধায় এর নাম 'বারায়াত' রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরাটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে। বিষয়বস্তু ও আলোচনার সামঞ্জস্যের কারণে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সব কয়টি অংশকে এক সাথে সংযোজন করা হয়েছে। বিভিন্ন অংশ নাযিলের সময়কাল নিম্নরূপ—

শুরু থেকে পঞ্চম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত অংশ নাযিলের সময়কাল নবম হিজরীর যিলকদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়।

ষষ্ঠ রুকূ'র শুরু থেকে নবম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত অংশ নাযিলের সময়কাল একই সন তথা নবম হিজরীর রজব মাস বা তার কিছুটা আগে।

দশম রুকূ'র শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত অংশ কয়েকটি ভাগে বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

নাযিলের সময়কালের দিক থেকে প্রথম অংশটি শেষে সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) সে অংশকে প্রথমে সংযোজনের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিষয়বস্তু

সূরা আত-তাওবার আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহকে নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যায়—

(১) সমগ্র আরব দেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য অপরিহার্য নীতি প্রণয়ন—যেমন, সারা দেশ থেকে শিরকী ব্যবস্থা উৎখাত এবং আরব দেশকে চিরতরে ইসলামের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুশরিকদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দান।

(২) কা'বাঘরকে সকল প্রকার শিরকের সাজ-সরঞ্জাম থেকে পবিত্রকরণ এবং তার পরিচালন ব্যবস্থা মু'মিনদের হাতে নিয়ে আসা। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বারা

পুনর্নির্মিত আল্লাহর এ পবিত্র ঘর ও এর আশপাশ থেকে কুফর ও শিরকের সমস্ত রসম-রেওয়াজকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া এবং কাফির-মুশরিকদেরকে কা'বার নিকটেও আসতে না দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান।

(৩) আরব দেশে ইসলাম পূর্ণত্ব লাভ করার পর আরবের বাইরে যারা ইসলামের এ সুশীতল ছায়ার বাইরে রয়েছে, তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান। তারা যেন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা অবশ্য তাদের ইচ্ছাধীন ; কিন্তু মানব সমাজকে নিজেদের করায়ত্বে রেখে নিজেদের বাতিল ব্যবস্থা মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়ার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। এ পর্যায়ে 'জিযিয়া' ব্যবস্থা আরোপ করা।

(৪) 'মুনাফিক' সমস্যা যা এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়নি তার সমাধানের দিকে দৃষ্টি দান—এ পর্যায়ে 'মসজিদে যিরার' ধ্বংস করা, তাদের সাথে নম্র আচরণ করতে নিষেধাজ্ঞা এবং ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুদের মত কঠোরভাবে এদের সাথে আচরণের নির্দেশ প্রদান।

(৫) সত্যিকার মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত দুর্বলতা—জিহাদে অংশগ্রহণে ওযর-আপত্তি পেশ করার জন্য তিরস্কার। অযৌক্তিক ওযর পেশকারীকে 'মুনাফিক' হিসেবে গণ্য করার জন্য প্রমাণ পেশ এবং মু'মিনদের ঈমানের দাবীর পরীক্ষা হিসেবে ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বকে স্থায়ী মানদণ্ড হিসেবে ঘোষণা করা। ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বে যারা পশ্চাৎপদ থাকবে তাদের ঈমানকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করা এবং এ ঘাটতি অন্য কোনো ইবাদাত দ্বারা পূর্ণ না হওয়া ইত্যাদি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সূরায় আলোচিত হয়েছে।

শুরুতে বিসমিল্লাহ না থাকার কারণ

রাসূলুল্লাহ (স) এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখাননি। আর এ কারণে সাহাবায়ে কিরামও বিসমিল্লাহ লিখেননি। এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারে কত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। অবশ্য এ পর্যায়ে আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে।

রুকূ' ১৬ | **৯. সূরা আত তাওবা-মাদানী** | আয়াত ১২৯

① بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

১. এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা[১] মুশরিকদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলে।[২]

①بَرَآءَةٌ-(এটা) সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ; مِّنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; اِلَى-প্রতি ; الَّذِيْنَ-তাদের যাদের সাথে ; عٰهَدْتُّمْ-তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলে ; مِّنَ-মধ্য থেকে ; الْمُشْرِكِيْنَ-(ال+مشركين)-মুশরিকদের।

১. মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী যুগে প্রথম হজ্জ ৮ম হিজরীতে পালিত হয় এবং এ হজ্জ প্রাচীন রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ৯ম হিজরীতে ইসলামী যুগের দ্বিতীয় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করে রাসূলুল্লাহ (স) হজ্জ কাফেলাকে মক্কায় প্রেরণ করেন। এ দ্বিতীয় হজ্জও মুশরিকরা প্রাচীন রীতিতেই পালন করে। আর মুসলমানরা নিজেদের রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন করে। এ দুটো হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় তাশরীফ নেন নি। হযরত আবু বকর (রা) যখন দ্বিতীয় হজ্জ কাফেলা নিয়ে মক্কায় গমণ করেন তখন সূরা বারায়াতের প্রথম থেকে পঞ্চম রুকূ' পর্যন্ত নাযিল হয়। এ অংশটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করলেন যে, এ অংশটি মদীনায় পাঠিয়ে দিন যাতে হযরত আবুবকর (রা) সমবেত লোকদের শুনিয়ে দিতে পারেন ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ইশরাদ করলেন —"এ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি আমার পক্ষ থেকে আমার ঘরের কারো দ্বারা প্রচারিত হওয়া উচিত।" এজন্য তিনি হযরত আলী (রা)-কে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। এ সংগে নিম্নোক্ত চারটি কথা ঘোষণা করে দেয়ারও নির্দেশ দিলেন—

(ক) যারা দীন ইসলামকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (খ) এ বছরের পরে কোনো মুশরিক আর হজ্জ করার জন্য মক্কায় আসতে পারবে না। (গ) কা'বা ঘরের চারপার্শ্বে উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ। (ঘ) যাদের সাথে সন্ধি চুক্তি এখনও বলবৎ আছে অর্থাৎ যারা সন্ধিচুক্তির বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেনি, তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তা রক্ষা করা হবে।

দশম হিজরীতে ইসলামী যুগের তৃতীয় হজ্জ খালেস ইসলামী রীতিতে উদযাপিত হয় এবং শিরক ও তার নাম-চিহ্ন সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। এ তৃতীয় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স) অংশগ্রহণ করেন। এটাই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জ নামে খ্যাত।

② فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

২. অতএব তোমরা এদেশে চারটি মাস ঘোরাফেরা করে নাও[3] এবং জেনে রেখো, অবশ্যই তোমরা অক্ষমকারী নও

اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ③ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

আল্লাহকে ; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের অপদস্তকারী। ৩. আর এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা—

② فَسِيحُوا-(ف+سيحوا)-অতএব ঘোরাফেরা করে নাও ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-এ দেশে ; أَرْبَعَةَ-চার أَشْهُرٍ-মাস ; وَ-এবং ; اعْلَمُوا-জেনে রেখো ; أَنَّكُمْ-(ان+كم)-অবশ্যই তোমরা ; غَيْرُ مُعْجِزِي-(غير+معجزى)-অক্ষমকারী নও ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; وَ-আর ; أَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; مُخْزِي-অপদস্তকারী ; الْكَافِرِينَ-(ال+كفرين)-কাফিরদের। ③ وَ-আর ; أَذَانٌ-এটা সাধারণ ঘোষণা ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللَّهِ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولِهِ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ;

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার ফলে বেশিরভাগ মুশরিক গোত্রগুলোর সাথেই সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেল। কারণ এ গোত্রগুলো সন্ধির শর্তাবলী ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করছিল। তারা এ আশায় বসেছিল যে, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু হলে অথবা রাসূলুল্লাহ (স) যখন পরলোক গমন করবেন তখন তারাও ভেতর থেকে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেবে এবং নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেবে। এদিকে আল্লাহ তাআলা তাদের আকাঙ্খিত সময় আসার পূর্বেই তাদের আসন উল্টে দিলেন। সম্পর্কচ্ছেদের এ ঘোষণার ফলে তাদের সামনে তিনটি পথ খোলা রইল— (ক) ইসলামী শক্তির সাথে যুদ্ধ করে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। (খ) দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া। (গ) ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের অঞ্চলকে অন্যান্য অঞ্চলের মত ইসলামের শাসনাধীনে নিয়ে আসা।

৯ম হিজরীতে মুশরিকদের সাথে যদি এভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হতো এবং মুশরিকদের সুসংগঠিত শক্তিকে খর্ব করে দেয়া না হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে মুরতাদ হওয়া তথা ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে যাওয়ার ফিতনা বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটাতো, আর ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থাও ভিন্নদিকে মোড় নিত।

৩. ৯ম হিজরীর যিলহজ্জের দশ তারিখে ঘোষণা দেয়ার পর থেকে চার মাস মুশরিকদেরকে অবকাশ দেয়া হয় যাতে করে তারা এর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে

إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ

মহান হজ্জের দিনে[৪] মানুষের প্রতি যে, "অবশ্যই আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত,

وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا

আর তাঁর রাসূলও (দায়মুক্ত)"; তবে তোমরা যদি তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে ; আর যদি তোমরা মুখ ফেরাও তবে জেনে রেখো!

أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

তোমরা অবশ্যই আল্লাহকে অক্ষমকারী নও ; আর যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুখবর দিন।

④ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا

৪. তবে মুশরিদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ আছো অতপর তারা তোমাদের (চুক্তি রক্ষায়) কোনো বিষয়ে ত্রুটি করেনি।

إِلَى-প্রতি ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; يَوْمَ-দিনে ; الْحَجِّ الْأَكْبَرِ-(ال+حج+ال+اكبر)-মহান হজ্জের ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; بَرِيءٌ-দয়ামুক্ত ; مِنَ-থেকে ; الْمُشْرِكِينَ-(ال+مشركين)-মুশরিকদের ; وَ-আর ; رَسُولُهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলও (দায়মুক্ত) ; فَإِنْ-(ف+ان)-তবে যদি ; تُبْتُمْ-তোমরা তাওবা করে নাও ; فَهُوَ-(ف+هو)-তাহলে তা ; خَيْرٌ-কল্যাণকর হবে ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَوَلَّيْتُمْ-তোমরা মুখ ফেরাও ; فَاعْلَمُوا-(ف+اعلموا)-তবে জেনে রেখো ; أَنَّكُمْ-(ان+كم)-অবশ্যই তোমরা ; غَيْرُ مُعْجِزِي-(غير+معجزى)-অক্ষমকারী নও ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; وَ-আর ; بَشِّرِ-আপনি সুখবর দিন ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-শাস্তির; أَلِيمٍ-যন্ত্রণাময়। ④ إِلَّا-তবে ; الَّذِينَ-যাদের সাথে ; عَاهَدْتُمْ-তোমরা পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ আছো ; مِنَ-মধ্যে ; الْمُشْرِكِينَ-(ال+مشركين)-মুশরিকদের ; ثُمَّ-অতপর ; لَمْ يَنْقُصُوكُمْ-(لم ينقصوا+كم)-তারা তোমাদের (চুক্তি রক্ষায়) কোনো ত্রুটি করেনি ; شَيْئًا-কোনো বিষয়ে ;

সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, তারা কি যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নেবে অথবা দেশ ত্যাগ করবে কিংবা ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। দেশত্যাগ করলে তাদের গন্তব্য কোথায় হবে সে ব্যাপারেও তারা ভেবে-চিন্তে যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

وَلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে তোমরা চুক্তি পূর্ণ করো

اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ④ فَاِذَا انْسَلَخَ

তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ; নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।[৫]

৫. অতপর যখন অতিবাহিত হয়ে যায়

الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

হারাম মাসগুলো[৬] তখন মুশরিকদেরকে যেখানে তোমরা পাও তাদেরকে হত্যা করো

وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا

আর তাদেরকে গ্রেফতার করো ও তাদেরকে বন্দী করো এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকো ; তবে তারা যদি তাওবা করে

وَ-এবং ; لَمْ يُظَاهِرُوْا-সাহায্য করেনি ; عَلَيْكُمْ-তোমদের বিরুদ্ধে ; اَحَدًا-কাউকে ; فَاَتِمُّوْٓا-(ف+اتموا)-অতএব তোমরা পূর্ণ করো ; اِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদের সাথে ; عَهْدَهُمْ-(عهد+هم)-তাদের চুক্তি ; اِلٰى-পর্যন্ত ; مُدَّتِهِمْ-(مدة+هم)-তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُحِبُّ-ভালোবাসেন ; الْمُتَّقِيْنَ-(ال+متقين)-এমন মুত্তাকীদেরকে। ⑤ فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; انْسَلَخَ-অতিবাহিত হয়ে যায়; الْاَشْهُرُ-(ال+اشهر)-মাসগুলো ; الْحُرُمُ-(ال+حرم)-হারাম ; فَاقْتُلُوْا-(ف+اقتلوا)-তখন তোমরা হত্যা করো ; الْمُشْرِكِيْنَ-(ال+مشركين)-মুশরিকদেরকে ; حَيْثُ-যেখানেই ; وَجَدْتُّمُوْهُمْ-(وجدتموا+هم)-তাদেরকে তোমরা পাও ; وَ-আর ; خُذُوْهُمْ-(خذوا+هم)-তাদেরকে পাকড়াও করো ; وَ-ও ; احْصُرُوْهُمْ-(احصروا+هم)-তাদেরকে বন্দী করো ; وَ-এবং ; اقْعُدُوْا-ওঁত পেতে বসে থাকো ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য ; كُلَّ-প্রত্যেকটি; مَرْصَدٍ-ঘাঁটিতে ; فَاِنْ-(ف+ان)-তবে যদি; تَابُوْا-তারা তাওবা করে;

৪. 'মহান হজ্জের দিনে' দ্বারা ১০ যিলহজ্জ বুঝানো হয়েছে। এ দিনকে 'ইয়াওমুন নাহ্‌র' তথা কুরবানীর দিন বলা হয়।

৫. অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের মধ্যে যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবিরুদ্ধ কোনো কাজ করেনি তাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ভঙ্গের কোনো কাজ করা তাকওয়ার খেলাফ।

وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ

ও সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও ;[৭] অবশ্যই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল

رَّحِيمٌ ⑤ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى

পরম দয়ালু। ৬. আর মুশরিকদের মধ্যেকার কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দিন যাতে

يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ○

সে শুনতে পায় আল্লাহর বাণী, অতপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দিন ; এটা এজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা কিছুই জানে না।[৮]

وَ-ও ; أَقَامُوا-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-সালাত ; وَ-এবং ; اٰتَوُا-দেয় ; الزَّكٰوةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; فَخَلُّوا-(ف+خلوا)-তাহলে ছেড়ে দাও ; سَبِيلَهُمْ-(سبيل+هم)-তাদের পথ ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু। ⑥ وَ-আর ; إِنْ-যদি ; أَحَدٌ-কেউ ; مِّنَ-মধ্যেকার ; الْمُشْرِكِينَ-(ال+مشركين)-মুশরিকদের ; اسْتَجَارَكَ-(استجار+ك)-আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে ; فَأَجِرْهُ-(ف+اجر+ه)-তবে তাকে আশ্রয় দিন ; حَتّٰى-যাতে ; يَسْمَعَ-সে শুনতে পায় ; كَلٰمَ-বাণী; اللّٰهِ-আল্লাহর ; ثُمَّ-অতপর ; أَبْلِغْهُ-(ابلغ+ه)-তাকে পৌছে দিন ; مَأْمَنَهُ-(مأمن+ه)-তার নিরাপদ স্থানে ; ذٰلِكَ-এটা ; بِأَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্যে যে তারা ; قَوْمٌ-এমন এক সম্প্রদায় ; لَّا يَعْلَمُونَ-যারা কিছুই জানে না।

আল্লাহ তাদেরকেই ভালবাসেন যারা সকল অবস্থায়-ই তাকওয়ার নীতিতে অটল থাকে।

৬. অর্থাৎ চার মাস তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। কেননা, এ চার মাস মুশরিকদের উপর আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ ছিল না। আর এজন্য এ চার মাসকে 'হারাম মাস' বলা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ তারা যদি ইসলামকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদের উপর কোনো প্রকার কাঠিন্য আরোপ করা হবে না। তবে আংশিক গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা তারা নিরাপত্তা পাবে না। হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠিয়েছিলেন এ আয়াতের ভিত্তিতে। তাদের কথা ছিল—আমরা ইসলামকে

মানি, সালাতও আমরা অস্বীকার করি না ; কিন্তু আমরা যাকাত দেবো না। এসব লোকদের বিরুদ্ধে কঠোরতা আরোপ করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) বললেন যে, এদেরকে কেবল তখন-ই ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যখন তারা তাওবা করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এ তিনটি শর্তের একটি লংঘন করলেও তাদেরকে রেহাই দেয়া যেতে পারে না।

৮. অর্থাৎ যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রুপক্ষের কোনো লোক যদি তোমাদের নিকট আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দেয়া তোমাদের কর্তব্য। এতে সে তোমাদের সংস্পর্শে এসে ইসলামকে জানতে ও বুঝতে সুযোগ পাবে। তারপরও সে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাকে নিজেদের হিফাযতে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়া তোমাদের কর্তব্য।

১ম রুকূ' (১-৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরা আত তাওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজিত না হওয়ার প্রধান কারণ সূরা আনফাল ও সূরা আত তাওবা একটি সূরা হওয়ার সম্ভাবনা।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা) থেকে এর একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন যা প্রধান কারণের পরিপন্থি নয়, আর তাহলো—'বিসমিল্লাহ'-তে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, আর সূরা তাওবায় রয়েছে কাফিরদের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি নাকচ করে দেয়ার ঘোষণা ; তাই এতে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন সঙ্গত নয়।

৩. কাফির-মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি—তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি-বিরোধী কোনো তৎপরতা প্রকাশ না পেলে তা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মেনে চলা কর্তব্য।

৪. কাফির-মুশরিকদের থেকে চুক্তি-বিরোধী কোনো তৎপরতা প্রকাশ পেলে বা এ জাতীয় কোনো আশংকা সৃষ্টি হলে তখন প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে চুক্তি বাতিল করা বৈধ।

৫. কোনো প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়া চুক্তি-বিরোধী কোনো তৎপরতা চালানো বৈধ নয়।

৬. চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের মধ্যে যাদের পক্ষ থেকে চুক্তি-বিরোধী কোনো তৎপরতা প্রকাশ পায়নি বা এমন আশংকাও সৃষ্টি হয়নি, তাদের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলা কর্তব্য।

৭. 'হজ্জে আকবর' দ্বারা যিলহজ্জ মাসের হজ্জকে বুঝানো হয়েছে। আর বছরের অন্য সময়ে যে 'ওমরা' করা হয় তাকে বলা হয় 'হজ্জে আসগর'।

৮. কোনো বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল জানতে চায় তবে দলীল-প্রমাণ সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

৯. কোনো অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে তাকে অনুমতি দেয়া এবং তার নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর ওয়াজিব।

১০. ইসলামকে জানার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে—যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে আসতে চাইলে, তা মুসলিম শাসকদের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সংগত মনে করলে অনুমতি দেবেন নচেৎ নয়।

১১. কোনো অমুসলমান বিদেশীকে ইসলামী রাষ্ট্রে এতটুকু সময় অবস্থানের অনুমতি দেয়া যেতে পারে, যতক্ষণ সময় আল্লাহর কালাম শ্রবণের তথা ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রয়োজন। অনাবশ্যক অধিক সময় অবস্থান করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

১২. কোনো অমুসলমান ইসলামী দেশের অনুমতি সাপেক্ষে সে দেশে আগমন করলে মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কদের কর্তব্য তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে তার দেশে পৌঁছে দেয়া।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১০

٦ كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ

৭. কিরূপে (কার্যকর) হতে পারে মুশকরিকদের জন্য কোনো ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি আল্লাহর নিকট এবং তাঁর রাসূলের নিকট

إِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ

তবে যাদের সাথে তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে ;[৯] অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকে

فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۭ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ٧ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا

তোমরাও তাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। ৮. কিভাবে (চুক্তি ঠিক) থাকবে, অথচ তারা যদি জয়ী হয়

عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ يُرْضُوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ

তোমাদের উপর, তারা তোমাদের না কোনো মর্যাদা দেবে আত্মীয়তার আর না চুক্তির আর তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে তাদের মুখের দ্বারা

৭ كَيْفَ-কিরূপে ; يَكُوْنُ-হতে পারে (কার্যকর) ; لِلْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের জন্য ; عَهْدٌ-কোনো ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর নিকট ; وَ-এবং ; عِنْدَ-নিকট ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; اِلَّا-তবে ; الَّذِيْنَ-যাদের সাথে ; عٰهَدْتُّمْ-তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে ; عِنْدَ-নিকট ; الْمَسْجِدِ-মাসজিদে ; الْحَرَامِ-(ال+حرام)-হারামের ; فَمَا اسْتَقَامُوْا-(ف+ما+استقاموا)-অতএব যে পর্যন্ত তারা চুক্তিতে স্থির থাকে ; لَكُمْ-তোমাদের সাথে ; فَاسْتَقِيْمُوْا-(ف+استقيموا)-তোমরাও চুক্তিতে স্থির থাকবে ; لَهُمْ-তাদের সাথে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُحِبُّ-ভালবাসেন ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের। ৮ كَيْفَ-কিভাবে (চুক্তি ঠিক) থাকবে ; وَ-অথচ ; اِنْ-যদি ; يَّظْهَرُوْا-তারা জয়ী হয় ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; لَا يَرْقُبُوْا-না কোনো মর্যাদা দেবে; فِيْكُمْ-তোমাদের ; اِلًّا-আত্মীয়তার ; وَّ-আর ; لَا ذِمَّةً-না চুক্তির ; يُرْضُوْنَكُمْ-(يرضون+كم)-তারা সন্তুষ্ট রাখে তোমাদেরকে ; بِاَفْوَاهِهِمْ-তাদের মুখের দ্বারা ;

وَتَأْبٰى قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ⑧ إِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে[10] এবং তাদের অধিকাংশই সত্য বিমুখ।[11]
৯. তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে নগণ্য মূল্যই গ্রহণ করেছে,[12]

فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑨ لَا يَرْقُبُوْنَ

অতপর তারা তাঁর (আল্লাহর) পথে বাধার সৃষ্টি করেছে,[13] তারা যা করছে তা নিশ্চিত অত্যন্ত মন্দ। ১০. তারা মর্যাদা দেবে না

وَ-এবং ; تَأْبٰى-তা অস্বীকার করে ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তর ; وَ-কিন্তু ; أَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই فٰسِقُوْنَ-সত্যবিমুখ। ⑨ اِشْتَرَوْا-তারা গ্রহণ করেছে ; بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-আয়াতের বিনিময়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; ثَمَنًا-মূল্যই ; قَلِيْلًا-নগণ্য ; فَصَدُّوْا-(ف+صدوا)-অতপর তারা বাধার সৃষ্টি করেছে ; عَنْ سَبِيْلِهٖ-(عن+سبيل+ه)-তাঁর (আল্লাহর) পথে ; اِنَّهُمْ-নিশ্চিত তারা ; سَاءَ-অত্যন্ত মন্দ ; مَا-যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-করছে। ⑩ لَا يَرْقُبُوْنَ-তারা মর্যাদা দেবে না ;

৯. এখানে বনী কিনানা, বনী খুযায়া ও বনী জুমরা গোত্রের লোকদের দিকে ইংগীত করা হয়েছে।

১০. মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সামনে মুখে মুখে সন্ধি-চুক্তির কথা বলে মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করে ; কিন্তু তাদের অন্তরে থাকে সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করা ও বিশ্বাসঘাতকতা করার নোংরা মনোভাব। এ মুশরিকরা যখনই কোনো সন্ধি করেছে তা-ই ভঙ্গ করেছে। মূলত কাফির-মুশরিকদের কোনো কথা-ই বিশ্বাসযোগ্য নয়, এটা অনেকবারই প্রমাণিত সত্য।

১১. অর্থাৎ যারা সত্য-বিমুখ তাদের না থাকে কোনো দায়িত্বানুভূতি আর না থাকে নৈতিক বিধি-বিধান ভঙ্গ করার কারণে আল্লাহর ভয়।

১২. অর্থাৎ এ মুশরিকদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ এক-দিকে কল্যাণ, ইনসাফ ও সত্যপথে চলার জন্য আহ্বান করছিল, অন্যদিকে ছিল তাদের দুনিয়ার জীবনের অল্প কয়েক দিনের স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা। তারা এ দু'টি থেকে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করে নিয়েছে যার মূল্য প্রথমটির তুলনায় নিতান্ত নগণ্য।

১৩. অর্থাৎ এ মুশরিকরা হিদায়াত-এর পরিবর্তে পথ ভ্রষ্টতাকে শুধু যে নিজের জন্যই বেছে নিয়েছিল তা নয়, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকেও এ পথে চলতে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। সত্যের এ দাওয়াত যেন আর কেউ শুনতে ও গ্রহণ করতে না পারে ; কেউ যেন আল্লাহর মনোনীত এ সত্য-সুন্দর জীবন ব্যবস্থা অবলম্বনে নিজের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে না পারে সেই চেষ্টাও তারা করেছিলো। আর যারা তাদের এ

فِيْ مُؤْمِنٍ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ⑪ فَإِنْ تَابُوْا

কোনো মু'মিনের ব্যাপারে আত্মীয়তার আর না কোনো চুক্তির ; আর এরাই তারা যারা সীমালংঘনকারী। ১১. অতপর তারা যদি তাওবা করে

وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۗ

এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই

وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑫ وَإِنْ نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ

আর আমি আয়াতসমূহ এমন সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি যারা জ্ঞান রাখে।[১৪] ১২. আর যদি তারা ভঙ্গ করে তাদের অঙ্গীকার

مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ

তাদের চুক্তির পর এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে তবে কাফির প্রধানদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো

فِيْ-ব্যাপারে ; مُؤْمِنٍ-কোনো মু'মিনের ; اِلًّا-আত্মীয়তার ; وَ-আর ; لَا-না ; ذِمَّةً-কোনো চুক্তির ; وَ-আর ; اُولٰٓئِكَ-এরাই তারা ; هُمُ-যারা ; الْمُعْتَدُوْنَ-(ال+معتدون)-সীমা লংঘনকারী।⑪ فَاِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; تَابُوْا-তাওবা করে ; وَ-এবং ; اَقَامُوا-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-সালাত ; وَ-ও ; اٰتَوُا-দেয় ; الزَّكٰوةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; فَاِخْوَانُكُمْ-(ف+اخوان+كم)-তবে তারা তোমাদের ভাই ; فِي الدِّيْنِ-(فى+ال+دين)-দীনী ; وَ-আর ; نُفَصِّلُ-আমি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি ; الْاٰيٰتِ-আয়াতসমূহ ; لِقَوْمٍ-এমন সম্প্রাদয়ের জন্য ; يَّعْلَمُوْنَ-যারা জ্ঞান রাখে।⑫ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; نَّكَثُوْٓا-তারা ভঙ্গ করে ; اَيْمَانَهُمْ-(ايمان+هم)-তাদের অঙ্গীকার ; مِنْ بَعْدِ-পর ; عَهْدِهِمْ-(عهد+هم)-তাদের চুক্তির ; وَ-এবং ; طَعَنُوْا-বিদ্রূপ করে ; فِيْ-সম্পর্কে; دِيْنِكُمْ-(دين+كم)-তোমাদের দীন ; فَقَاتِلُوْٓا-(ف+قاتلوا)-তবে তোমরা যুদ্ধ করো ; اَئِمَّةَ الْكُفْرِ-(ائمة+ال+كفر)-কাফির-প্রধানদের সাথে ;

বাধা অমান্য করে প্রাণান্ত চেষ্টায় এ জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে থাকার সংকল্প করেছিলো, তাদের জীবনকেও এ যালিমরা অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো।

১৪. 'যারা জ্ঞান রাখে' বলে তাদের বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর নির্দেশ পালনের সুফল এবং না-ফরমানীর পরিণাম জানে ও বুঝে। মুশরিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করলে তারাও তোমাদের

إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَـٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ⑫ أَلَا تُقَـٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟

নিশ্চিত তাদের কোনো চুক্তিই (বাকী) নেই ; যেন তারা (যুদ্ধ থেকে) বিরত হয়।[১৫]
১৩. তোমরা কি যুদ্ধ করবে না এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে,[১৬] যারা ভঙ্গ করেছে

أَيْمَـٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

তাদের অঙ্গীকার এবং সংকল্প করেছে রাসূলকে (দেশ থেকে) বের করে দেয়ার আর এরাই তোমাদের প্রতি প্রথমবার শুরু করেছে (বিরুদ্ধতা) ;

إِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চিত তাদের ; لَآأَيْمَانَ-(لا+ايمان)-নেই কোনো চুক্তি ; لَهُمْ-তাদের ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-যেন তারা ; يَنْتَهُونَ-বিরত হয় (যুদ্ধ থেকে)। ⑬ أَلَا تُقَاتِلُونَ-(ا+لاتقاتلون)-তোমরা কি যুদ্ধ করবে না ; قَوْمًا-এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ; نَكَثُوٓا-যারা ভঙ্গ করেছে ; أَيْمَانَهُمْ-(ايمان+هم)-তাদের অঙ্গীকার ; وَ-এবং ; هَمُّوا-সংকল্প করেছে ; بِإِخْرَاجِ-(ب+اخراج)-বের করে দেয়ার ; الرَّسُولِ-(ال+رسول)-রাসূলকে ; وَ-আর ; هُمْ-এরাই ; بَدَءُوكُمْ-(بداءوا+كم)-তোমাদের প্রতি শুরু করেছে (বিরুদ্ধতা) ; أَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বার ;

অন্যান্য মুসলমান ভাইয়ের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে যাবে। অতপর তাদের উপর হাত তোলা ও তাদের জান-মাল-ই তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। উপরন্তু সমাজে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজ থেকে বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। তাদের উন্নতি-অগ্রগতির পথে আর কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। স্মরণীয় যে, একমাত্র সালাত কায়েম এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রচলন দ্বারাই সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসতে পারে—এছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই।

১৫. এখানে 'অংগীকার ভংগ করা' দ্বারা ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের অংগীকার ভংগ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তথা তাওবা করে নিয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য করার অংগীকার করে তা ভংগ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। মূলত এখানে 'মুরতাদ' হওয়ার ফিতনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে যা মাত্র দেড় বছর পর প্রথম খলীফার খিলাফতকালের শুরুতে মাথাচাড়া দিয়েছিলো। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা)-এ আয়াত অনুসারেই মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

১৬. এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, যারা তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করেছে, যারা রাসূলকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে ; এসব অন্যায় যুল্মের সূচনা তারাই করেছে। তোমাদের কর্তব্য এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং এ ব্যাপারে কোনো আত্মীয়তা বা কোনো বৈষয়িক স্বার্থের প্রতি একবিন্দুও গুরুত্ব না দেয়া।

أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

তবে কি তোমরা তাদেরকে ভয় পাও, অথচ আল্লাহ-ই সর্বাধিক যোগ্য যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

۝١٤ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ

১৪. তোমরা যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে, তিনি তোমাদের হাতেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন ও তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝١٤ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

আর মু'মিন সম্প্রদায়ের অন্তরকে করবেন প্রশান্ত। ১৫. আর তিনি দূর করে দেবেন তোমাদের মনের ক্ষোভ ;

أَتَخْشَوْنَهُمْ-(ا+تخشون+هم)-তবে কি তোমরা তাদেরকে ভয় পাও ; فَاللَّهُ-(ف+)-(الله)-অথচ আল্লাহ-ই ; أَحَقُّ-সর্বাধিক যোগ্য ; أَنْ-যে ; تَخْشَوْهُ-(تخشو+ه)-তোমরা তাঁকেই ভয় করবে ; إِنْ-যদি ; كُنتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; مُؤْمِنِينَ-মু'মিন। ⑭ قَاتِلُوهُمْ-(قاتلوا+هم)-তোমরা যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে ; يُعَذِّبْهُمْ-(يعذب+هم)-তাদেরকে শাস্তি দেবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِأَيْدِيكُمْ-(ب+ايدى+كم)-তোমাদের হাতেই ; وَ-এবং ; يُخْزِهِمْ-(يخز+هم)-তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন ; وَ-ও ; يَنصُرْكُمْ-তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের বিরুদ্ধে ; وَ-আর ; يَشْفِ-করবেন প্রশান্ত ; صُدُورَ-অন্তরকে ; قَوْمٍ-সম্প্রদায়ের ; مُؤْمِنِينَ-মু'মিন। ⑮ وَ-আর ; يُذْهِبْ-তিনি দূর করে দেবেন ; غَيْظَ-ক্ষোভ ; قُلُوبِهِمْ-(قلوب+هم)-তাদের মনের ;

মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা যখন দেয়া হয়েছিলো, তখন ইসলাম যদিও আরবের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো, তা সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে সে সময় যেসব বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিলো তা স্থূল দৃষ্টিতে হঠকারিতা বলেই মনে হতে পারে ; কিন্তু পরবর্তীতে তখনকার বিপ্লবী পদক্ষেপের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে। সে সময়কার পদক্ষেপসমূহের মধ্যে ছিল—

(ক) মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি বাতিল করে দিয়ে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া ; (খ) মুশরিকদের হজ্জ করা বন্ধ করে দেয়া ; (গ) খানায়ে কা'বার মুতাওয়াল্লীর দায়িত্বে পরিবর্তন আনা ; (ঘ) হজ্জের সময়কার জাহেলী রসম-রেওয়াজ বন্ধ করে দেয়া ; (ঙ) কেবলমাত্র তাওহীদ বাদীদের জন্য হজ্জকে নির্দিষ্ট করে দেয়া, যার ফলে মুশরিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থও বিঘ্নিত হয়েছে। এসব বিপ্লবী পদক্ষেপের ফল যদিও

وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

এবং আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার তাওবা মনযুর করেন ;[১৭]
আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

۝١٦ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ

১৬. তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে অথচ তোমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে এখনও আলাদা করেননি যারা প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়েছে

وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ

এবং গ্রহণ করেনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ছাড়া কাউকে

وَلِيْجَةً ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

অন্তরঙ্গ বন্ধু ;[১৮] আর তোমরা যা করেছো সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরিই অবহিত।

وَ-এবং ; يَتُوْبُ-তাওবা মনযুর করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى-প্রতি ; مَنْ-যার ; يَّشَآءُ-ইচ্ছা করেন ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। ⑯ اَمْ حَسِبْتُمْ-(ام+حسبتم)-তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছো ; اَنْ-যে ; تُتْرَكُوْا-তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে ; وَ-অথচ ; لَمَّا يَعْلَمِ-এখনও আলাদা করেননি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; جٰهَدُوْا-প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্য থেকে ; وَ-এবং ; لَمْ يَتَّخِذُوْا-গ্রহণ করেনি ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; وَ-এবং ; لَا رَسُوْلِهٖ-(لا+رسول+ه)-না তাঁর রাসূল ; وَ-ও ; لَا الْمُؤْمِنِيْنَ-(لا+ال+مؤمنين)-না মু'মিনদের ; وَلِيْجَةً-অন্তরঙ্গ বন্ধু ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; خَبِيْرٌ-পুরোপুরি অবহিত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো।

শুভ হয়েছে, কিন্তু এ সবের শুভ পরিণাম সম্পর্কে কেউ তো অগ্রিমভাবে অবহিত হয়নি। এসব ঘোষণার সাথে সাথে মুসলমানরা যদি শক্তি প্রয়োগে তা কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত না থাকতো তা হলে কোনো সুফল আদৌ পাওয়া যেতো না। তাই আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে বিপদের আংশকা থাকা সত্ত্বেও জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যা ছিল একান্তই আবশ্যক।

১৭. এখানে মুসলমানদেরকে ইংগিতে বলা হয়েছে যে, এসব বিপ্লবী ঘোষণা এবং যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির দ্বারা যেমন একটা রক্তারক্তি অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার যেমন আশংকা রয়েছে, তেমনি এসব লোকদের তাওবা করতে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং তার তাওফীক লাভ

করার সম্ভাবনাও রয়েছে। এটা সুস্পষ্টভাবে না বলে ইংগিতে বলার কারণ হলো নচেৎ মুসলমানদের মনে যুদ্ধ প্রেরণা ও প্রস্তুতি যেমন হ্রাস পেতো, তেমনি মুশরিকদের প্রতি সৃষ্ট হুমকিও হালকা হয়ে যেতো। অথচ এ হুমকির ফলেই মুশরিকরা অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ও সমাজব্যবস্থার সাথে একাত্ম হতে উদ্যোগী হয়েছে।

১৮. এখানে সেসব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা অল্প কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, সত্যিকার নিষ্ঠাবান প্রাথমিক কালের মুসলমানদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যার ফলে তোমরাও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছো। তোমাদেরকেও ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনকে নিজের ভাই-বোন ও জান-মাল অপেক্ষা বেশি ভালোবাস। কেবলমাত্র এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তোমরা সত্যিকার মু'মিন বলে বিবেচিত হবে।

২ রুকূ' (৭-১৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. শত্রুর ওয়াদা ভংগ ও বাড়াবাড়ির জবাবে বাড়াবাড়ি করা মুসলমানদের কাজ নয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইনসাফের উপর অবিচল থাকতে হবে।

২. মুশরিকরা অধিকাংশ-ই চুক্তি ভংগকারী। তাদের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ভাল মানসিকতা-সম্পন্ন থাকলেও তারা সংখ্যাগুরুর ভয়ে কোনঠাসা হয়ে থাকে। তাই সংখ্যাগুরু মুশরিকদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ সংখ্যালঘু ভদ্রজনদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা বৈধ নয়।

৩. মুশরিকরা বিজয়ী হলে তারা মু'মিনদের প্রতি যুলম-অত্যাচার করার সময় কোনো প্রকার মানবতা, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব ইত্যাদির প্রতি কোনো সমীহ করবে না, এটাই তাদের নীতি।

৪. দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের মোহে পড়ে ঈমান ও অন্যায়-ইনসাফের বিরুদ্ধে কাজ করা উত্তম জিনিসের বিনিময়ে তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিস গ্রহণ করার শামিল। এ থেকে আমাদের অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৫. মুশরিকদেরকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যাবে না। যারা তাদেরকে বিশ্বাস করবে তারা দুনিয়াতেও এ বিশ্বাসের জন্য করুণ পরিণতির সম্মুখীন হবে, আর আখিরাতে তো রয়েছে এর জন্য কঠিন শাস্তি।

৬. মুশরিকরা যদি তাওবা করে নেয় অতপর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তা হলে তারাও অন্য সকল মুসলমানের মত সমমর্যাদার অধিকারী হবে।

৭. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে শিক্ষা লাভ করে প্রকৃত অর্থে তারাই জ্ঞানী। বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহর আয়াত থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয় না তারা নির্বোধ।

৮. এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, মু'মিনরা জ্ঞানী, এবং কাফির-মুশরিকরা নির্বোধ।

৯. যেসব কাফির-মুশরিক মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভংগ করে, মুসলমানদের প্রতি অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালায়। সাধারণ মানুষকে আল্লাহর দীনের কথা শুনতে ও আল্লাহর দীন গ্রহণে বাধা প্রদান করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয।

১০. আল্লাহকে ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তিকে ভয় করা মু'মিনদের জন্য বৈধ নয়।

১১. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব লাভের জন্য শর্ত তিনটি—

(ক) শিরক-কুফর থেকে তাওবা করা, (খ) সালাত কায়েম করা, (গ) যাকাত দেয়া। বস্তুত ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মূলমন্ত্রও এ তিনটি।

১২. তাওবা ও ঈমান অন্তরের বিষয়। সালাত ও যাকাতের মাধ্যমেই তাওবা ও ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। এর অর্থ যারা সালাত কায়েম ও যাকাত দেয় এবং ইসলামের খেলাফ কোনো কথা ও কাজ না করে তারা সর্বক্ষেত্রে মুসলমানরূপে গণ্য।

১৩. যাদের মুখে তাওবার ঘোষণা, অন্তরে স্বীকৃতি এবং কর্মে তার প্রতিফলন থাকে এমন লোকের তাওবা-ই আল্লাহ কবুল করেন।

১৪. মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য তাদেরকে দুনিয়া থেকে নির্মূল করে দেয়া নয় ; বরং এর উদ্দেশ্য তাদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখা।

১৫. ঈমান আনার মৌখিক ঘোষণা দ্বারাই জান্নাত পাওয়া যাবে না ; এর জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঈমানের প্রমাণ পেশ করতে হবে।

১৬. মু'মিনদের বন্ধু একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ। এছাড়া দুনিয়াতে অপর কোনো জাতি-ধর্মের মানুষ মু'মিনদের বন্ধু হতে পারে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৮

⑰ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ

১৭. আল্লাহর মাসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ মুশরিকদের কাজ হতে পারে না, যখন তারা সাক্ষ্যদানকারী

عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِي النَّارِ

তাদের নিজেদের উপর কুফরীর ;[১৯] এরাই তারা যাদের সকল কর্ম বরবাদ হয়ে গেছে ;[২০] আর জাহান্নামে

هُمْ خٰلِدُوْنَ ⑱ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

তারাই চিরস্থায়ী হবে। ১৮. আল্লাহর মাসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো অবশ্যই তারা করবে যারা ঈমান রাখে আল্লাহর উপর

⑰ مَا كَانَ-হতে পারে না ; لِلْمُشْرِكِيْنَ-(ل+ال+مشركين)-মুশরিকদের জন্য; أَنْ يَعْمُرُوا -রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ; مَسٰجِدَ-মসজিদসমূহের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; شٰهِدِيْنَ-যখন তারা সাক্ষ্যদানকারী ; عَلٰٓى-উপর ; أَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের ; بِالْكُفْرِ-(ب+ال+كفر)-কুফরীর ; أُولٰٓئِكَ-এরাই তারা ; حَبِطَتْ-বরবাদ হয়ে গেছে ; أَعْمَالُهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের সকল কর্ম ; وَ-আর ; فِي النَّارِ-(فى+ال+نار)-জাহান্নামে ; هُمْ-তারাই হবে ; خٰلِدُوْنَ-চিরস্থায়ী। ⑱ إِنَّمَا يَعْمُرُ-রক্ষণাবেক্ষণ তো অবশ্যই তারা করবে ; مَسٰجِدَ-মসজিদসমূহের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَنْ-যারা ; اٰمَنَ-ঈমান রাখে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর উপর ;

১৯. অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্মিত ঘরের মুতাওয়াল্লী তথা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এমন লোকের হাতে ন্যস্ত হতে পারেনা, যে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে শিরক করে। তা ছাড়া এমন লোকেরা এমন দায়িত্বে কিভাবে নিয়োজিত হতে পারে যারা তাওহীদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা প্রদান করে ; যারা ইবাদাত-বন্দেগীকে খালেসভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে প্রস্তুত নয় তারা—আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্মিত পবিত্র ঘরের মুতাওয়াল্লী হওয়ার কোনো অধিকার-ই পেতে পারে না।

২০. অর্থাৎ এসব লোক কা'বা ঘরের যা কিছু খিদমত করেছে, শিরক ও

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ

ও শেষ দিবসের উপর, আর কায়েম করে সালাত ও আদায় করে
যাকাত এবং ভয় করে না

اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

কাউকে আল্লাহ ছাড়া ; বস্তুত আশা করা যায়—
তারাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্তদের শামিল।

⑲ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۤجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

১৯. হাজীদের পানি পান করানো এবং মাসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে
তোমরা কি সেই ব্যক্তির কাজের সম পর্যায়ের ধরে নিয়েছো, যে

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ

ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি এবং জিহাদ করেছে
আল্লাহর পথে ;[২১] তারা সমান নয়

وَ-ও ; الْيَوْمِ-(ال+يوم)-দিবসের ; الْاٰخِرِ-(ال+اخر)-শেষ ; وَ-আর ; اَقَامَ-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-সালাত ; وَ-ও ; اٰتَى-দেয় ; الزَّكٰوةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; وَ-এবং ; لَمْ يَخْشَ-ভয় করে না কাউকে ; اِلَّا-ছাড়া ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; فَعَسٰى-(ف+عسى)-বস্তুত আশা করা যায় ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; اَنْ يَّكُوْنُوْا-হবে ; مِنَ-শামিল ; الْمُهْتَدِيْنَ-(ال+مهتدين)-হিদায়াতপ্রাপ্তদের। ⑲ اَجَعَلْتُمْ-(ا+جعلتم)-তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে, سِقَايَةَ-পানি পান করানো ; الْحَاۤجِّ-(ال+حاج)-হাজীদেরকে ; وَ-এবং ; عِمَارَةَ-রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে ; الْمَسْجِدِ-(ال+مسجد)-মসজিদে ; الْحَرَامِ-(ال+حرام)-হারামের ; كَمَنْ-(ك+من)-সেই ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের যে ; اٰمَنَ-ঈমান এনেছে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; الْيَوْمِ-(ال+يوم)-দিবসের ; الْاٰخِرِ-(ال+اخر)-শেষ ; وَ-এবং ; جٰهَدَ-জিহাদ করেছে ; فِيْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَا يَسْتَوٗنَ-তারা সমান নয় ;

জাহেলিয়াতের অনৈসলামিক রীতিনীতি তার সাথে সংমিশ্রণের কারণে তাও বিফলে গেছে।

২১. দুনিয়ার স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ কোনো মাযার বা যিয়ারতের স্থানের গদীনশীন হওয়া অথবা সেবায়েত—খাদেম হওয়া এবং কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে

عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑲ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আল্লাহর নিকট ; আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

২০. যারা ঈমান এনেছে

وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ

ও হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে

اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

আল্লাহর নিকট মর্যাদায় তারা শ্রেষ্ঠ ; আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

㉑ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ

২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন দয়া-অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি এবং তাদের জন্য জান্নাতের

عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَايَهْدِى-সঠিক পথ দেখান না ; الْقَوْمَ-(ال+قوم)-সম্প্রদায়কে ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-যালিম। ⑳ اَلَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; هَاجَرُوْا-হিজরত করেছে ; وَ-এবং ; جٰهَدُوْا-জিহাদ করেছে ; فِىْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِاَمْوَالِهِمْ-(ب+اموال+هم)-নিজেদের মাল দিয়ে ; وَ-ও ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-নিজেদের জান ; اَعْظَمُ-তারা শ্রেষ্ঠ ; دَرَجَةً-মর্যাদায় ; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اُولٰٓئِكَ هُمُ-তারাই ; الْفَآئِزُوْنَ-(ال+فائزون)-যথার্থ সফলকাম। ㉑ يُبَشِّرُ-শুভ সংবাদ দিচ্ছেন ; هُمْ-তাদেরকে ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; بِرَحْمَةٍ-(ب+رحمة)-দয়া-অনুগ্রহের ; مِّنْهُ-(من+ه)-তাঁর পক্ষ থেকে ; وَ-ও ; رِضْوَانٍ-তার সন্তুষ্টির ; وَ-এবং ; جَنّٰتٍ-জান্নাতের ; لَهُمْ-তাদের জন্য ;

প্রদর্শনীমূলক কোনো ধর্মীয় কাজ-কর্মকে শরাফতী ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উপায় মনে করতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর নিকট এর কোনো মূল্য নেই। আল্লাহর নিকট মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী তারাই যারা তাঁর উপর খালেসভাবে ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথে ত্যাগ স্বীকার করেছে। সে কোনো উচ্চ বংশজাত না-ই বা হোক। আল্লাহর উপর সঠিক ঈমান ও সে জন্য ত্যাগ স্বীকার-এর গুণ না থাকলে শুধুমাত্র কোনো বুযুর্গ লোকের সন্তান হওয়া বা দীর্ঘকালের বংশীয় মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া এবং জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করার কারণে কেউ আল্লাহর নিকট কোনো মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (২২) خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ

তাতে রয়েছে চিরস্থায়ী নিয়ামত। ২২. তারা থাকবে তাতে অনন্তকাল ;
নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে

أَجْرٌ عَظِيمٌ (২৩) يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوٓا اٰبَآءَكُمْ

মহান প্রতিদান। ২৩. হে যারা ঈমান এনেছো,
তোমরা গ্রহণ করো না তোমাদের পিতাদেরকে

وَإِخْوٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمٰنِ ۚ

এবং তোমাদের ভাইদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে, যদি তারা
ঈমানের চেয়ে কুফরীকে অধিক ভালোবাসেন ;

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ (২৪) قُلْ إِن كَانَ

আর তোমাদের মধ্যে যারাই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারাই হবে যালিম।
২৪. আপনি বলে দিন—যদি হয়

اٰبَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوٰنُكُمْ وَأَزْوٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই-বেরাদর। তোমাদের
স্ত্রীগণ ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন

فِيهَا-(فى+ها)-তাতে রয়েছে ; نَعِيمٌ-নিয়ামতরাজী ; مُقِيمٌ-চিরস্থায়ী। (২২) خٰلِدِينَ-
তারা থাকবে ; فِيهَا-তাতে ; أَبَدًا-অনন্তকাল ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; عِنْدَهٗ-
তাঁর নিকট রয়েছে ; أَجْرٌ-প্রতিদান ; عَظِيمٌ-মহান। (২৩) يٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; اٰمَنُوا
-ঈমান এনেছো! ; لَا تَتَّخِذُوٓا-তোমরা গ্রহণ করো না ; اٰبَآءَكُمْ-তোমাদের
পিতাদেরকে ; وَ-এবং ; إِخْوٰنَكُمْ-(اخوان+كم)-তোমাদের ভাইদেরকে ; أَوْلِيَآءَ -
অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে; إِن-যদি ; اسْتَحَبُّوا-তারা অধিক ভালোবাসে ; الْكُفْرَ-কুফরীকে;
عَلَى-চেয়ে ; الْإِيمٰنِ-ঈমানের ; وَ-আর ; مَنْ-যারাই ; يَتَوَلَّهُمْ-(يتول+هم)-তাদেরকে
বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; فَأُولٰٓئِكَ هُمُ-(ف+اولئك+هم)-
তারাই হবে ; الظّٰلِمُونَ-যালিম। (২৪) قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِنْ-যদি ; كَانَ-হয় ;
اٰبَآؤُكُمْ-(اباؤ+كم)-তোমাদের পিতা ; وَأَبْنَآؤُكُمْ-(و+ابناؤ+كم)-তোমাদের সন্তান-
সন্ততি ; وَإِخْوٰنُكُمْ-(و+اخوان+كم)-তোমাদের ভাই-বেরাদর ; وَأَزْوٰجُكُمْ-(و+ازواج+
كم)-তোমাদের স্ত্রীগণ ; وَ-ও ; عَشِيرَتُكُمْ-(عشيرة+كم)-তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ;

وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

এবং (তোমাদের) ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর (তোমাদের) ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দার আশংকা তোমরা করো,

وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

আর (তোমাদের) বাসগৃহ যা তোমরা পছন্দ করো—তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় (হয়) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে

وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط

এবং তাঁর (আল্লাহর) পথে জিহাদের চেয়ে, তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আসেন আল্লাহ তাঁর ফায়সালা নিয়ে ;[২২]

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

আর আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না যারা ফাসিক।

وَ-এবং ; اَمْوَالُ نِ-ধন-সম্পদ ; اقْتَرَفْتُمُوْهَا-(اقترفتمو+ها)-যা তোমরা অর্জন করেছো ; وَ-আর ; تِجَارَةٌ-ব্যবসা-বাণিজ্য ; تَخْشَوْنَ-তোমরা আশংকা করো ; كَسَادَهَا-(كساد+ها)-যার মন্দার ; وَ-আর ; مَسٰكِنُ-বাসগৃহ ; تَرْضَوْنَهَا-(ترضون+ها)-যা তোমরা পসন্দ করো ; اَحَبَّ-অধিক প্রিয় ; اِلَيْكُمْ-(الى+كم)-তোমাদের নিকট ; مِنَ-চেয়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; وَ-এবং ; جِهَادٍ-জিহাদের চেয়ে ; فِىْ سَبِيْلِهٖ-(فى+سبيل+ه)-তাঁর পথে ; فَتَرَبَّصُوْا-(ف+تربصوا)-তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَاْتِىَ-আসেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِاَمْرِهٖ-(ب+امر+ه)-তাঁর ফায়সালা নিয়ে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِى-হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ-(ال+قوم)-এমন সম্প্রদায়কে ; الْفٰسِقِيْنَ-(ال+فسقين)-যারা ফাসিক।

এসব মেকী বংশীয় মর্যাদাকে মূল্য দিয়ে এসব লোককে কোনো দীনী প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী, সভাপতি, সেক্রেটারীর দায়িত্ব অর্পণ করা কিছুতেই জায়েয ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে উল্লেখিত বস্তুসমূহ অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহর ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করো। এক্ষেত্রে আল্লাহর ফায়সালা হলো এ দীনের দায়িত্ব, বিশ্বের মানুষকে

হিদায়াতের আলোকময় পথে আনার দায়িত্ব তোমাদের পরিবর্তে অন্যদের হাতে সোপর্দ করবেন ; সেক্ষেত্রে তোমাদের কিছুই করণীয় থাকবে না।

৩ রুকূ' (১৭-২৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কোনো কাফির-মুশরিককে কোনো মসজিদ, মাদরাসা, মুসলমানদের সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও কোনো ওয়াক্‌ফ স্টেট-এর মুতাওয়াল্লী, সভাপতি বা সেক্রেটারী ইত্যাদি পদে নিয়োগ দেয়া বৈধ নয়।

২. কাফির-মুশরিকদের জনকল্যাণমূলক কোনো কাজের প্রতিদান তারা আখিরাতে পাবে না। কারণ কুফর ও শিরক-এর কারণে তাদের এসব কাজ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

৩. দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুতাওয়াল্লী, তত্ত্বাবধানকারী, পরিচালক বা সভাপতি-সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালনের বৈধ অধিকার একমাত্র মু'মিনদের ; যারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর দৃঢ় ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না।

৪. দীনী প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ করা ; হজ্জ করতে যাওয়া লোকদের সেবা করা ; আর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করা উভয় কাজই দীনী কাজ ; কিন্তু উভয়ের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহর কাছে মুজাহিদের মর্যাদা সবচেয়ে উপরে। আর আখিরাতে তাদের সফলতার নিশ্চয়তা রয়েছে।

৫. মসজিদ-মাদরাসার রক্ষণাবেক্ষণ করা, এগুলোর উন্নয়নে কাজ করা, মুসল্লীদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা দীনী খিদমত—সন্দেহ নেই। কিন্তু দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলন-সংগ্রামকে রুখে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা, আল্লাহর আইনের পূর্ণবাস্তবায়নের বিরোধীতা করা কুফরী। সুতরাং প্রথমোক্ত খিদমতসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে—কোনো ফল বয়ে আনবে না।

৬. নিষ্ঠাবান মুজাহিদদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো দীনী কাজে জান্নাতের নিশ্চয়তা নেই।

৭. মু'মিনদেরকে অবশ্যই পিতা, সন্তান-সন্তুতি, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি থেকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদকে অধিক প্রিয় মনে করতে হবে ; এটাই ঈমানের দাবী। অন্যথায় মু'মিনদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা রদ-বদল হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পুরোপুরি আশংকা বিদ্যমান।

৮. পিতা, ভাই-বেরাদর যদি আল্লাহর দীনের বিরোধী হয় বা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধী হয়, তাহলে তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বা অভিভাবক মানা যাবে না। কোনো মু'মিন যদি এ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তা করে, তা হলে সে সীমালংঘনাকারী হিসেবে আল্লাহর নিকট বিবেচিত হবে।

৯. ১৯-২৩ আয়াত থেকে আরও কিছু বিষয় জানা যায় যে—

(ক) ঈমান বিহীন আমল প্রাণহীন দেহের মত। আখিরাতে মুক্তির ক্ষেত্রে এমন আমলের কোনো মূল্য নেই।

(খ) গোনাহ তথা পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে ভাল-মন্দ বিচার করা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

(গ) নেক আমলের মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সে হিসেবে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে।

(ঘ) আরাম-আয়েশের জন্য নিয়ামতের স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন। আখিরাতে জান্নাতীদের জন্য উল্লেখিত দু'টো বিষয়ের নিশ্চয়তা থাকবে।

(ঙ) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পর্ক সকল প্রকার সম্পর্কের উপর অগ্রগণ্য।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৫

㉕ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ

২৫. নিসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক জায়গায় সাহায্য করেছেন এবং হোনায়েন যুদ্ধের দিন,[২৩]

إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ

যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করেছিলো অতপর তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিলো

عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝

যমীন—তোমাদের জন্য যা ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত, তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী হিসেবে পালিয়ে এসেছিলে।

㉕ لَقَدْ نَصَرَكُمُ-(ل+قد نصر+كم)-নিসন্দেহে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فِيْ مَوَاطِنَ-(فى+مواطن)-জায়গায় ; كَثِيْرَةٍ-অনেক ; وَّ-এবং ; يَوْمَ-দিন ; حُنَيْنٍ-হুনাইন যুদ্ধের ; إِذْ-যখন ; أَعْجَبَتْكُمْ-(اعجبت+كم)-তোমাদেরকে গর্বিত করেছিলো ; كَثْرَتُكُمْ-(كثرة+كم)-তোমাদের সংখ্যাধিক্য ; فَلَمْ تُغْنِ-(ف+لم تغن)-অতপর তা কাজে আসেনি ; عَنْكُمْ-তোমাদের ; شَيْئًا-কোনো কিছু ; وَّ-এবং ; ضَاقَتْ-সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিলো ; عَلَيْكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْأَرْضُ-(ال+ارض)-যমীন ; بِمَا رَحُبَتْ-(ب+ما+رحبت)যা ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত ; ثُمَّ-তারপর ; وَلَّيْتُمْ-তোমরা পালিয়ে এসেছিলে ; مُّدْبِرِيْنَ-পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী হিসেবে।

২৩. মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার পর মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ এ আশংকা পোষণ করতে লাগলো যে, এ ঘোষণা অনুসারে অগ্রসর হলে আরবের সমগ্র এলাকায় যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। এখানে তাদের প্রতি সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই ; যে আল্লাহ তোমাদেরকে এর চেয়ে কঠিন সময়ে সাহায্য করেছেন, তিনি এখনও তোমাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। তোমাদের এ অগ্রগতি তো তোমাদের শক্তির জোরে হয়নি, এর পেছনে তো আল্লাহর শক্তিই কার্যকর রয়েছে। ভবিষ্যতেও আল্লাহ-ই সহায়তা করবেন।

㉖ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ

২৬. অতপর আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন। তাঁর রাসূলের প্রতি এবং মু'মিনদের প্রতি, আর নাযিল করলেন

جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ

এমন সেনাদল যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তাদেরকে দিলেন শাস্তি যারা কুফরী করেছিলো ; আর এটাই কর্মের ফল

الْكَافِرِينَ ㉗ ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ

কাফিরদের। ২৭. আর এরপরও আল্লাহ্ যার উপর চান ক্ষমা পরবশ হন ;[২৪]

㉖ ثُمَّ-অতপর ; أَنْزَلَ-নাযিল করলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَكِينَتَهُ-(سكينة)-নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি ; عَلَىٰ-প্রতি ; رَسُولِهِ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; وَ-এবং ; عَلَى-প্রতি ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের ; وَ-আর ; أَنْزَلَ-নাযিল করলেন ; جُنُودًا-এমন সেনাদল ; لَّمْ تَرَوْهَا-(لم تروا+ها)-যা তোমরা দেখতে পাওনি ; وَ-এবং ; عَذَّبَ-শাস্তি দিলেন ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছিলো ; وَ-আর ; ذَٰلِكَ-এটাই ; جَزَاءُ-কর্মের ফল ; الْكَافِرِينَ-(ال+كفرين)-কাফিরদের। ㉗ ثُمَّ-আর ; يَتُوبُ-ক্ষমা পরবশ হন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ-(من+بعد+ذلك)-এরপরও ; عَلَىٰ-উপর ; مَنْ-যার ; يَشَاءُ-চান ;

তোমাদের শক্তির জোরে যে, তোমরা এতদূর অগ্রসর হতে পারোনি তাতো মাত্র অল্প কিছুদিন আগে হোনায়েনের যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে। সেদিন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের বড়াই অন্তরে পোষণ করেছিলে। আল্লাহর সাহায্য না হলে সেদিন তোমরা মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তোমাদের অর্জিত অগ্রগতি নিঃশেষে হারিয়ে ফেলতে। সুতরাং এখনও তোমাদের আশংকার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ-ই সকল সমস্যার সমাধান দেবেন।

২৪. হোনায়েন যুদ্ধের বন্দীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আচরণে মুগ্ধ হয়ে মুশরিকদের অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখানে হোনায়েনের দৃষ্টান্ত দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের এমন চিন্তা করা সঠিক নয় যে, কাফিরদেরকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার পর বুঝি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। মূলত তাদের নিশ্চিহ্ন করা উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের বাতিল ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। তাদের জাহেলী ব্যবস্থা যখন ভেংগে পড়বে তখন তারাই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেবে এবং তখনই তারা ইসলামী ব্যবস্থার কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারবে।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

কেননা আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ২৮. হে যারা ঈমান এনেছো!

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

মুশরিকরাতো অবশ্যই অপবিত্র অতএব তারা মসজিদে হারামের কাছেও আসতে পারবে না[২৫]

بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ

এ বছরের পরে ; আর যদি তোমরা অভাব-অনটনের আশংকা করো, তবে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন

مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ

নিজ অনুগ্রহে যদি তিনি চান ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ২৯. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যারা

وَ-কেননা ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ﴿٢٨﴾ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছো ; اِنَّمَا-অবশ্যই ; الْمُشْرِكُوْنَ-মুশরিকরাতো ; نَجَسٌ-অপবিত্র ; فَلَا يَقْرَبُوْا(ف+لايقربوا)-অতএব তারা কাছেও আসতে পারবে না ; الْمَسْجِدَ(ال+مسجد)-মাসজিদে ; الْحَرَامَ-হারামের ; بَعْدَ-পরে ; عَامِهِمْ(عام+هم)-তাদের বছরের ; هٰذَا-এ ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; خِفْتُمْ-তোমরা আশংকা করো ; عَيْلَةً-অভাব-অনটনের ; فَسَوْفَ(ف+سوف)-তবে শীঘ্রই ; يُغْنِيْكُمْ(يغنى+كم)-অভাবমুক্ত করে দেবেন তোমাদেরকে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ فَضْلِهٖ(من+فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহে ; اِنْ-যদি ; شَآءَ-তিনি চান ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। ﴿٢٩﴾ قَاتِلُوْا-তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো ; الَّذِيْنَ-তাদের সাথে যারা ;

২৫. আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশের দ্বারা কাফির-মুশরিকদের জন্য মসজিদে হারাম তথা কা'বার চতুঃসীমার মধ্যে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। মুশরিকদের অপবিত্র হওয়ার অর্থ তাদের দেহগত অপবিত্রতা নয় ; বরং এর অর্থ তাদের আচার-আচরণ ও আকীদা-বিশ্বাসগত অপবিত্রতা। কা'বার চৌহদ্দীর মধ্যে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এজন্য যেন মসজিদে হারামে পুনরায় শির্ক ও জাহেলিয়াতের রীতি-নীতির পুনঃ প্রচলন হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ

ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি এবং না শেষ দিবসের প্রতি,[২৬] আর তারা তা হারাম বলে মনে করে না যা হারাম করেছেন

اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল[২৭] এবং তারা আনুগত্য করে না সত্য দীনের— তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে দেয়া হয়েছিলো

الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

কিতাব—যতক্ষণ না তারা বিনত অবস্থায় নিজ হাতে 'জিযিয়া' দেয়।[২৮]

ب+)-بِالْيَوْمِ ; না-لَا ; এবং-وَ ; আল্লাহর প্রতি-بِاللهِ ; ঈমান রাখে না-لَا يُؤْمِنُوْنَ
ال+يوم)-দিবসের ; الْاٰخِرِ-(ال+اخر)-শেষ ; وَ-আর ; لَا يُحَرِّمُوْنَ-তারা হারাম বলে
মনে করে না ; مَا-তা যা ; حَرَّمَ-হারাম করেছেন ; اللهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلُهٗ-
(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; وَ-এবং ; لَا يَدِيْنُوْنَ-তারা অনুগত্য করে না ; دِيْنَ-দীনের ;
الْحَقِّ-(ال+حق)-সত্য ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الَّذِيْنَ-তাদের যাদেরকে ; اُوْتُوا-দেয়া
হয়েছিলো ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يُعْطُوا-দেয় ; الْجِزْيَةَ-
(ال+جزية)-জিযিয়া ; عَنْ يَّدٍ-(عن+يد)-নিজ হাতে ; وَّهُمْ-এমতাবস্থায় যে, ; صٰغِرُوْنَ
-তারা বিনত।

২৬. 'আহলে কিতাব' যদিও আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখার দাবীদার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আর না আখিরাতের প্রতি। আল্লাহর উপর ঈমান রাখার অর্থ এ নয় যে, মানুষ শুধু এতটুকু মেনে নেবে যে, আল্লাহ আছেন ; বরং এর অর্থ হলো– মানুষ আল্লাহকেই একমাত্র 'ইলাহ' একমাত্র 'প্রতিপালক' হিসেবে মেনে নেবে। তাঁর মূল সত্তা, গুণাবলী, তাঁর অধিকার ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে সে নিজেও শরীক হয়ে বসবে না, আর না অন্যকে শরীক বলে মানবে ; কিন্তু আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা উভয় প্রকার অপরাধে লিপ্ত রয়েছে। একইভাবে আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখার অর্থও এটা নয় যে, পরকাল আছে, সেখানে আবার মানুষকে উঠানো হবে ; বরং সে সংগে এটাও মেনে নিতে হবে যে, পরকালে এ দুনিয়ার ভাল-মন্দ সব ধরনের কাজের বিচার হবে এবং প্রতিদান দেয়া হবে। সেদিনের বিচার-কাজে কোনো প্রকার চেষ্টা, সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না ; আর না কোনো বুযর্গ ব্যক্তির হাতে হাতে দেয়ার ফলে কোনো প্রকার সহানুভূতি পাওয়া যাবে। সেখানে সম্পূর্ন ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে বিচার কাজ চলবে ; ঈমান ও নেক

আমল ছাড়া সেখানে অন্যকিছুর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে না। এরূপ আকীদা-বিশ্বাস ছাড়া আখিরাতে ঈমানের কোনো অর্থই নেই। ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা আখিরাতে ঈমানের ব্যাপারেও পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানের দাবী কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে শরীআত নাযিল করেছেন তাকে তারা নিজেদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

২৮. কাফির-মুশরিকদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্য এই যে, এর ফলে বাতিলের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে, আর সে স্থলে দুনিয়ার কর্তৃত্বে আসবে আল্লাহর দীনের অনুসারীরা। আর দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা ইসলাম। আর দুনিয়াতে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যও তাই। লড়াইয়ের ফলে আল্লাহর দীন বিজয়ী হলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে অমুসলিমরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে থাকবে। রাষ্ট্রই তাদের সার্বিক হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর এ সেবার বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রকে যে কর দেবে তা-ই জিযিয়া কর। তাছাড়া তারা যে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে এটা তার চিহ্নও বটে। 'নিজ হাতে' জিযিয়া দেয়ার অর্থ স্বেচ্ছায় আনুগত্যপূর্ণ মনোভাব সহকারে প্রদান করা। আর 'বিনত অবস্থায়' অর্থ এরা দুনিয়ায় কোনো দিক দিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারবে না। এরা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরের। প্রথমপর্যায়ের মর্যাদাশীল থাকবে তারাই যারা আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করছে।

৪ রুকূ' (২৫-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কোনো অবস্থাতেই শক্তি-সামর্থ ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করা মুসলমানদের জন্য সমিচীন নয়। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

২. বিজিত শত্রুর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাদের সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৩. আল্লাহ তাআলা শক্তি-সামর্থ ও বিজয় দান করলে বিগত দিনের বিপদাপদ স্মরণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য।

৪. মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুর ধ্বংস নয় ; বরং তাদেরকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসাই মূল উদ্দেশ্য। তাই এ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৫. পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয় ; আল্লাহ ঈমান ও ইসলামের নিয়ামত তাদেরকেও দান করতে পারেন।

৬. ব্যক্তি প্রভাব খাটিয়ে কারও নিকট থেকে দীনী কাজে চাঁদা আদায় বৈধ নয়। এরূপে আদায়কৃত অর্থে কোনো বরকত থাকে না।

৭. 'মুশরিকরা অপবিত্র' বলা দ্বারা দেহগত বা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কথা বলা হয়নি। এখানে তাদের শিরক ও কুফরীর অপবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। দেহগত ও প্রকাশ্য অপবিত্রতা নিয়ে তো কোনো মুসলমানেরও মসজিদে হারামে প্রবেশ জায়েয নয়।

৮. উল্লেখিত হুকুম যদিও মসজিদে হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট, তথাপি অন্যান্য মসজিদের ব্যাপারেও হুকুমটি প্রযোজ্য। কেননা মুশরিকরা ফরয গোসল করে না বিধায় দেহগতভাবেও অপবিত্র।

৯. পার্থিব অভাব-অনটনের আশংকায় আল্লাহর নির্দেশ পালনে বিরত থাকা বৈধ নয়।

১০. আল্লাহ ও রাসূলের শরয়ী বিধান অস্বীকারকারীর মৌখিক ঈমান আনার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

১১. আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করা এবং হালালকৃত বস্তুকে হারাম মনে করা কুফরী।

১২. ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে 'জিযিয়া' দিয়ে কাফির-মুশরিকরা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে।

১৩. জিযিয়ার হার—স্থান ও কালের উপর বিবেচনা করে নির্ধারিত হবে।

১৪. ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ জিযিয়া বাধ্যতামূলকভাবে আদায়যোগ্য কর।

১৫. জিযিয়ার বিধান শুধুমাত্র আহলে কিতাব নয় ; বরং সকল মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৬. জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٣٠﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ

৩০. আর ইয়াহুদীরা বলে—উযাইর আল্লাহর পুত্র[২৯]
এবং নাসারারা বলে—মাসীহ আল্লাহর পুত্র

ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا

এটাতো তাদের মুখের কথা ; তারা তাদের কথার সাথে মিল রেখে বলে,
যারা কুফরী করেছিলো

مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣١﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ

ইতিপূর্বে ;[৩০] আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন ; কিভাবে তাদেরকে বিপরীত দিকে
ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে ! ৩১. তারা বানিয়ে নিয়েছে তাদের আলিমদেরকে

(৩০) وَ-আর ; قَالَتِ-বলে ; الْيَهُوْدُ-(ال+يهود)-ইহুদীরা ; عُزَيْرُ ن-উযাইর ; ابْنُ-পুত্র ;
اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-এবং ; قَالَتِ-বলে ; النَّصٰرٰى-(ال+نصرى)-নাসারারা ; الْمَسِيْحُ-
(ال+مسيح)-মাসীহ ; ابْنُ-পুত্র ; اللّٰه-আল্লাহর ; ذٰلِكَ-এটাতো ; قَوْلُهُمْ-(قول+
هم)-তাদের কথা ; بِأَفْوَاهِهِمْ-(ب+افواه+هم)-তাদের মুখের ; يُضَاهِئُوْنَ-তারা মিল
রেখে বলে ; قَوْلَ-কথার সাথে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিলো ; مِنْ
قَبْلُ-(من+قبل)-ইতিপূর্বে ; قٰتَلَهُمُ-(قتل+هم)-তাদরেকে ধ্বংস করুন ; اللّٰهُ-আল্লাহ;
أَنّٰى-কিভাবে ; يُؤْفَكُوْنَ-তাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। (৩১) اتَّخَذُوْٓا-
তারা বানিয়ে নিয়েছে ; أَحْبَارَهُمْ-(احبار+هم)-তাদের আলিমদেরকে ;

২৯. 'উযাইর' খৃস্টপূর্ব ৪৫০ সনের কাছাকাছি সময়ে ইয়াহুদীদের ধর্মকে পুনর্জীবন দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বাইবেলের আদি পুস্তককে সংকলন করেন এবং ইয়াহুদীদের শরীআতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়াহুদীরা তাঁকে তাদের ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতো। তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের একটি অংশ তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র' বলে আখ্যায়িত করা শুরু করেছিল। আসলে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা 'উযাইর'-কে আল্লাহর পুত্র হিসেবে অভিহিত করা শুরু করেছিলো। ইয়াহুদী সমাজে তিনি 'এজরা' (Ezra) নামে পরিচিত।

وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ

ও দরবেশদেরকে প্রতিপালক হিসেবে[৩১]—আল্লাহকে ছেড়ে এবং
মাসীহ ইবনে মারইয়ামকেও

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়নি এছাড়া যে, তারা ইবাদাত করবে
এক ইলাহর ; তিনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ ;

وَ-ও ; رُهْبَانَهُمْ-(رهبان+هم)-তাদের দরবেশদেরকে ; أَرْبَابًا-প্রতিপালক হিসেবে ; مِّنْ - دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; الْمَسِيْحَ-(ال+مسيح)-মাসীহকেও ; ابْنَ-পুত্র ; مَرْيَمَ-মারইয়াম ; وَ-অথচ ; مَآ أُمِرُوْٓا-তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়নি ; اِلَّا-এছাড়া যে ; لِيَعْبُدُوْٓا-তারা ইবাদাত করবে ; اِلٰهًا-ইলাহের ; وَّاحِدًا-এক ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ;

৩০. অর্থাৎ ইতিপূর্বে মিসর, গ্রীক, পারস্য ও রোম-এর অধিবাসীরা যারা সত্য দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, তাদের দার্শনিকদের বিকৃত চিন্তা, ধারণা-কল্পনা ও মতবাদে এরাও প্রভাবান্বিত হয়ে গিয়েছিলো। সেসব পথভ্রষ্ট লোকদের মত এরাও বিভিন্ন মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা শুরু করেছিলো।

৩১. আলেম ও দরবেশদেরকে 'রব' মেনে নেয়ার অর্থ—আল্লাহর কিতাবের সনদ ব্যতিরেকে তাদের ঘোষিত হালাল-হারাম বা জায়েয-নাজায়েয-এর অনুসরণ করা ; অর্থাৎ বান্দাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের যে হক আল্লাহর রয়েছে তাকে আলেম ও দরবেশ শ্রেনীর জন্য উৎসর্গ করা এবং আল্লাহ ও রাসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেনো সর্বাবস্থায় তাদের আনুগত্য করে চলা।

প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য যে, শরয়ী বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষের পক্ষে হকপন্থি আলেমদের সাহায্য ছাড়া দীনী জীবন যাপন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাদের দীনী বিধান পালন করার সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। ইহুদী ও খৃস্টানদের আলেম ও পীর-পুরোহিতরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদেশ-নিষেধকে উপেক্ষা করে তাদের জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করতো এবং জনগণও তাদের কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়ে সত্য দীনের বিরোধীতায় লিপ্ত ছিল, সেই কথাই এখানে বলা হয়েছে। তবে আজকের যুগেও যেসব স্বার্থপর আলেম ও দরবেশ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত পথে মানুষকে পরিচালিত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে তৎপর রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এ আয়াত প্রযোজ্য।

سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٣١ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ

তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি অতি পবিত্র।

৩২. তারা নিভিয়ে দিতে চায় আল্লাহর নূরকে

بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

তাদের মুখের ফুৎকারের সাহায্যে অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু অস্বীকার করেন, যদিও কাফিরগণ তা অপছন্দ করে।

۝٣٣ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ

৩৩. তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে যেন তিনি তাকে বিজয়ী করেন

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝٣٣ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

সকল দীনের উপরে,[৩২] যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। ৩৪. হে যারা

سُبْحٰنَهٗ-(سبحن+ه)-তিনি অতি পবিত্র ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে ; يُشْرِكُوْنَ-তারা যে শরীক করে। ৩২ يُرِيْدُوْنَ-তারা চায় ; اَنْ يُّطْفِـُٔوْا-নিভিয়ে দিতে ; نُوْرَ-নূরকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِاَفْوَاهِهِمْ-(ب+افواه+هم)-তাদের মুখের ফুৎকারের সাহায্যে ; وَ-অথচ ; يَاْبَى-অস্বীকার করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اِلَّآ-ছাড়া অন্য কিছু ; اَنْ يُّتِمَّ-পূর্ণ করা ; نُوْرَهٗ-(نور+ه)-তাঁর নূরকে ; وَلَوْ-যদিও ; كَرِهَ-অপছন্দ করে ; الْكٰفِرُوْنَ-(ال+كفرون)-কাফিরগণ। ৩৩ هُوَ-তিনি সেই সত্তা ; الَّذِيْٓ-যিনি ; اَرْسَلَ-পাঠিয়েছেন ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলকে ; بِالْهُدٰى-(ب+ال+هدى)-হিদায়াত সহকারে ; وَ-ও ; دِيْنِ-দীন ; الْحَقِّ-(ال+حق)-সত্য ; لِيُظْهِرَهٗ-(ليظهر+ه)-যেন তিনি তাকে বিজয়ী করেন ; عَلَى-উপর ; الدِّيْنِ-দীনের ; كُلِّهٖ-সকল ; وَلَوْ-যদিও ; كَرِهَ-অপসন্দ করে ; الْمُشْرِكُوْنَ-মুশরিকরা। ৩৪ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ;

৩২. 'আদ-দীন' দ্বারা একমাত্র ও পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা বা জীবনযাপন পদ্ধতি বুঝায়। এখানে দুনিয়াতে রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা ও মালিকের নিকট থেকে মানুষের জন্য উপযোগী সত্য ও সঠিক জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন। তিনি এ দীন তথা জীবনব্যবস্থা মানুষের মাঝে প্রচলিত অন্য সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে দেবেন। অন্য সব ব্যবস্থা থাকবে এ সত্য দীনের অধীন। দুনিয়ার মালিকের দেয়া এ ব্যবস্থার অধীনে থেকে এর দেয়া সীমিত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এমন কখনো হবে

أٰمَنُوٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ

ঈমান এনেছো! নিশ্চয়ই (আহলে কিতাবের) আলিম ও দরবেশদের অধিকাংশ ভোগ করে

اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ

মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে এবং (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে ;[৩৩]

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا

আর যারা জমা করে রাখে সোনা ও রূপা এবং তা খরচ করে না

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا

আল্লাহর পথে, তাদেরকে আপনি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিয়ে দিন। ৩৫. যেদিন সেগুলোকে গরম করা হবে

أٰمَنُوٓا-ঈমান এনেছো ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; كَثِيْرًا-অধিকাংশ ; مِّنَ الْاَحْبَارِ-(من+ال+احبار)-(আহলি কিতাবের) আলিমদের ; وَ-ও ; الرُّهْبَانِ-(ال+رهبان)-দরবেশদের ; لَيَاْكُلُوْنَ-ভোগ করে ; اَمْوَالَ-ধন-সম্পদ ; النَّاسِ-মানুষের ; بِالْبَاطِلِ-(ب+ال+باطل)-অন্যায়ভাবে ; وَ-এবং ; يَصُدُّوْنَ-ফিরিয়ে রাখে (লোকদেরকে) ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-পথ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَكْنِزُوْنَ-জমা করে রাখে ; الذَّهَبَ-(ال+ذهب)-সোনা ; وَ-ও ; الْفِضَّةَ-(ال+فضة)-রূপা ; وَ-এবং ; لَايُنْفِقُوْنَهَا-(لاينفقون+ها)-তা খরচ করে না ; فِيْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَبَشِّرْهُمْ-(ف+بشر+هم)-তাদেরকে আপনি সুসংবাদ দিন ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-আযাবের ; اَلِيْمٍ-যন্ত্রণাদায়ক।﴿٣٥﴾ يَوْمَ-যেদিন ; يُحْمٰى-গরম করা হবে ; عَلَيْهَا-সেগুলোকে ;

না যে, আল্লাহর দেয়া এ ব্যবস্থা অন্য কোনো ব্যবস্থার অধীনে পরাজিত ও বিজিত হয়ে থাকবে এবং রাসূলও সে ব্যবস্থার অধীনে প্রদত্ত সীমিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সন্তুষ্ট থাকবেন। এজন্য রাসূল পাঠানো হয়নি।

৩৩. অর্থাৎ ইয়াহুদী-খৃস্টানদের স্বার্থপর এ আলেম ও দরবেশ লোকেরা হাদিয়া-তোহফা,ভেট-বেগাড় ও মানতের নামে জনগণের সম্পদ লুট করে। তারা এমন সব নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন প্রচলন করে যার ফলে লোকেরা নিজেদের পরকালীন নাযাত বা মুক্তি তাদের নিকটই সংরক্ষিত বলে মনে করে এবং তাদের নিকট থেকেই তা কিনে নিতে হবে বলে বিশ্বাস করা শুরু করে। এখানেই শেষ নয়, এসব ধর্মীয়

فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ

জাহান্নামের আগুনে অতপর তা দিয়ে দাগিয়ে দেয়া হবে তাদের কপাল, তাদের পাঁজর এবং তাদের পীঠ ;

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

(এবং বলা হবে) এগুলো তা-ই যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে তোমাদের নিজেদের জন্য, অতএব যা তোমরা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।

৩৬ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ

৩৬. নিশ্চয়ই মাসসমূহের সংখ্যা আল্লাহর নিকট বারটি[৩৪]— আল্লাহর কিতাবে (নির্দিষ্ট)

يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ

(সেদিন থেকে) যেদিন তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ ; এটাই

فِيْ نَارِ-(فى+نار)-আগুনে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; فَتُكْوٰى-(ف+تكوى)-অতপর দাবিয়ে দেয়া হবে ; بِهَا-(ب+ها)-তা দিয়ে ; جِبَاهُهُمْ-(جباه+هم)-তাদের কপাল ; وَ-ও ; جُنُوْبُهُمْ-(جنوب+هم)-তাদের পাঁজর ; وَ-এবং ; ظُهُوْرُهُمْ-(ظهور+هم)-তাদের পীঠ ; هٰذَا-এগুলো তা-ই ; مَا-যা ; كَنَزْتُمْ-তোমরা জমা করে রেখেছিলে ; لِاَنْفُسِكُمْ-(ل+انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের জন্য ; فَذُوْقُوْا-(ف+ذوقوا)-অতএব স্বাদ গ্রহণ করো ; مَا-তার যা ; كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-তোমরা জমা করে রাখতে। ৩৬ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; عِدَّةَ-সংখ্যা ; الشُّهُوْرِ-(ال+شهور)-মাসসমূহের ; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اثْنَا عَشَرَ-বারটি ; شَهْرًا-মাস ; فِيْ كِتٰبِ-(فى+كتب)-কিতাবে নির্দিষ্ট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يَوْمَ-যেদিন ; خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; مِنْهَا-(من+ها)-তার মধ্যে ; اَرْبَعَةٌ-চারটি মাস ; حُرُمٌ-নিষিদ্ধ ; ذٰلِكَ-এটাই ;

কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দীন প্রতিষ্ঠার কোনো প্রচেষ্টাকে বক্র দৃষ্টিতে দেখে এবং নিজেদের হীনস্বার্থে দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে নিজেদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কূট-কৌশলের মাধ্যমে বাধার সৃষ্টি করে এবং লোকদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা চালায়। কারণ তারা মনে করে—দীন প্রতিষ্ঠার এ সর্বাত্মক আন্দোলন সফল হলে তাদের কায়েমী স্বার্থ বিনষ্ট হবে এবং তাদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হয়ে যাবে। দীন প্রতিষ্ঠার পথে যত বাধা আছে এটা তার মধ্যে অন্যতম।

الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا

স্থায়ী বিধান ; অতএব এগুলোর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলম করবে না।[৩৫] আর তোমরা যুদ্ধ করো

الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ

মুশরিকদের সাথে সর্বদিক থেকে যেমন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে সর্বদিক থেকে ;[৩৬] আর জেনে রেখো, আল্লাহ অবশ্যই

مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٣٧ اِنَّمَا النَّسِیْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ

মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। ৩৭. 'নাসী' (নিষিদ্ধ মাসকে পিছিয়ে দেয়া) তো কুফরী বাড়িয়ে দেয়া ছাড়া কিছুই নয়। এর দ্বারা পথভ্রষ্ট করা হয়

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا

তাদেরকে যারা কুফরী করে, তারা কোনো বছর তাকে (নিষিদ্ধ মাসকে) হালাল করে নেয় আর কোনো বছর করে নেয় তাকে হারাম

الدِّيْنُ-(ال+دين)-বিধান ; الْقَيِّمُ-(ال+قيم)-স্থায়ী ; فَلَا تَظْلِمُوْا-(ف+لاتظلموا)-অতএব তোমরা যুলম করো না ; فِيْهِنَّ-(فى+هن)-এগুলোর মধ্যে; اَنْفُسَكُمْ-(انفس+كم)-নিজেদের প্রতি ; وَ-আর ; قَاتِلُوْا-তোমরা যুদ্ধ করো ; الْمُشْرِكِيْنَ-(ال+مشركين)-মুশরিকদের সাথে ; كَآفَّةً-সর্বদিক থেকে ; كَمَا-যেমন ; يُقَاتِلُوْنَكُمْ-(يقاتلون+كم)-তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে ; كَآفَّةً-সর্বদিক থেকে ; وَ-আর ; اعْلَمُوْا-জেনে রেখো ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; مَعَ-সাথে রয়েছেন ; الْمُتَّقِيْنَ-(ال+متقين)-মুত্তাকীদের। ৩৭ اِنَّمَا-কিছুইতো নয় ; النَّسِیْٓءُ-'নাসী'; (নিষিদ্ধ মাসকে পিছিয়ে দেয়া) ; زِيَادَةٌ-বাড়িয়ে দেয়া ছাড়া ; فِى الْكُفْرِ-(فى+ال+كفر)-কুফরীতে ; يُضَلُّ-পথভ্রষ্ট করা হয় ; بِهِ-এর দ্বারা ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে; يُحِلُّوْنَهٗ-(يحلون+ه)-তারা তাকে হালাল করে নেয় ; عَامًا-কোনো বছর; وَّ-আর ; يُحَرِّمُوْنَهٗ-(يحرمون+ه)-তাকে করে নেয় হারাম ; عَامًا-কোনো বছর ;

৩৪. অর্থাৎ আসমান-যমীনের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মাসে একবার চাঁদ উদয় হয় এবং সে হিসেবে মাসের সংখ্যাও বারটি হয়। আরবের লোকেরা 'নাসী' তথা হারাম মাসকে প্রয়োজনমত হালাল করে নিত এবং হালাল মাসকে করে নিত হারাম ; সেই কারণে মাসসমূহের সংখ্যা ১৩ কিংবা ১৪ মনে করে নিত। এখানে তাদের এ কাজের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ

যাতে তারা পূর্ণ করে নিতে পারে তার সংখ্যা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাই তারা হালাল করে নেয় তা যা আল্লাহ হারাম করেছেন ;[৩৭]

زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○ ٤

তাদের জন্য মনোরম করে দেয়া হয়েছে তাদের মন্দ কাজগুলোকে ;
আর আল্লাহ এমন কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

لِّيُوَاطِـُٔوا-যাতে তারা পূর্ণ করে নিতে পারে ; عِدَّةَ-সংখ্যা ; مَا-তার যা ; حَرَّمَ- হারাম করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; (ف+يحلوا)-فَيُحِلُّوا-তাই তারা হালাল করে নেয় ; مَا-তা যা ; حَرَّمَ-হারাম করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; زُيِّنَ-মনোরম করে দেয়া হয়েছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; سُوٓءُ-মন্দ ; (اعمال+هم)-أَعْمَالِهِمْ-তাদের কাজগুলোকে ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِي-সঠিক পথ দেখান না ; (ال+قوم)-الْقَوْمَ-এমন সম্প্রদায়কে ; الْكَافِرِينَ-কাফির।

৩৫. অর্থাৎ নিষিদ্ধ চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম করে তোমাদের কল্যাণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা এ দিনগুলোতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে নিজেদের অকল্যাণ ডেকে এনোনা, এরূপ করা তোমাদের নিজেদের উপর যুল্ম করার শামিল।

৩৬. অর্থাৎ মুশরিকরা যদি নিষিদ্ধ মাসসমূহের মর্যাদা রক্ষা না করে এবং তোমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরাও তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করো।

৩৭. আল্লাহ তাআলা আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহকে চান্দ্র মাসের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন, যাতে করে সৌর বছরের সাথে পার্থক্যের কারণে পালাক্রমে সকল মৌসুমে ইবাদাত পালনে বান্দাহ অভ্যস্ত হয়ে উঠে। এতে স্বাভাবিক ও কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করার মনোভাব সৃষ্টি হয়। আরবের লোকেরা হজ্জকে একই মৌসুমে রাখার উদ্দেশ্যে চান্দ্র বছরের সাথে কাবিসা নামে একটি মাস বাড়িয়ে সৌর বছরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতো, এতে জাহেলী যুগে হজ্জ একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে অনুষ্ঠিত হতো। এটা ছিল এক প্রকার 'নাসী'। আর নিষিদ্ধ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লুঠতরাজ চালানোর লক্ষ্যে তারা হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম করে নিত—এটা ছিল তাদের অপর এক প্রকার 'নাসী'। আল্লাহ তাআলা এ দু' প্রকার 'নাসী'-কে 'কুফরীতে বাড়াবাড়ি' বলে উল্লেখ করেছেন। অতপর ইসলামী যুগ থেকে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর তখন থেকেই হজ্জ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত চান্দ্র মাস তথা যিল হজ্জের ৯-১০ তারিখেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

৫ রুকূ' (৩০-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের ঈমান ও তাওহীদের দাবী নিরর্থক ; কারণ তাদের মুখের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি দ্বারাই শির্‌ক প্রমাণিত। আর শির্‌ক হলো সবচেয়ে বড় যুল্‌ম।

২. আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো আলেম ও দরবেশের আনুগত্য করা যাবে না।

৩. কারো আদেশ-নিষেধ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধী কিনা তা যাঁচাই করার মত জ্ঞান থাকা ফরয।

৪. আল্লাহর দীনকে ধ্বংস করে দেয়ার শক্তি কারো নেই, কারণ আল্লাহ স্বয়ং তাঁর দীনের আলোকে উদ্ভাসিত করতে চান। আর আল্লাহ যা চান তা-ই বাস্তবায়িত হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা রাসূলকে দুনিয়াতে এ জন্যই পাঠিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার বুকে সকল দীন ও সকল মতাদর্শের উপর বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৬. ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের আলেম ও সংসারবিরাগী দরবেশরাও শিরকে লিপ্ত। তারা অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে। সুতরাং তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করে তারাও পথভ্রষ্ট।

৭. যাকাত আদায় না করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা অবৈধ। এর জন্য আখিরাতে শাস্তি অনিবার্য। তবে যাকাত আদায় এবং দীনের প্রয়োজনে ব্যয় সাপেক্ষে সঞ্চয় করা জায়েয।

৮. অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ ও বৈধ আয় কিন্তু যাকাত দেয়া হয়নি এতদুভয় প্রকার সম্পদের জন্য আখিরাতে একই প্রকার শাস্তি হবে।

৯. ইসলামের ইবাদাতসমূহ চান্দ্র বছরের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং মুসলমানদের যাবতীয় হিসাব-কিতাব চান্দ্র বছরের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। এটাই আল্লাহর নির্দেশিত পথ।

১০. ইসলামী আচার-আচরণ ও চাল-চলন ছেড়ে দেয়ার জন্যই মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত।

১১. ইসলামের হুকুম-আহকামগুলোকে চান্দ্র বছর থেকে বিচ্ছিন্ন করে সৌর বছরের সাথে যুক্ত করা জায়েয নেই। তবে চান্দ্র বছরের সন-তারিখ ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রে হিসাব করা জায়েয। তবে অনাবশ্যক তা করাও উচিত নয়।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৫

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا

৩৮. হে যারা ঈমান এনেছো,[৩৮] তোমাদের কি হলো, যখন তোমাদেরকে বলা হয়—বের হয়ে পড়ো

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

আল্লাহর পথে, তখন তোমরা বোঝার ভারে যমীনে ঝুঁকে পড়ো ; তবে কি তোমরা দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছো

مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

আখিরাতের চেয়ে ? আসলে আখিরাতের হিসেবে দুনিয়ার ভোগ্য সামগ্রী নিতান্ত নগণ্য বৈ-তো নয়।[৩৯]

(৩৮) يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; مَا-কি হলো ; لَكُمْ-তোমাদের ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; لَكُمُ-তোমাদেরকে ; انْفِرُوْا-তোমরা বের হয়ে পড়ো ; فِيْ سَبِيْلِ-(فى+سبيل)-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اثَّاقَلْتُمْ-তখন তোমরা বোঝার ভারে ঝুঁকে পড়ো ; اِلَى الْاَرْضِ-(الى+ال+ارض)-যমীনে ; اَرَضِيْتُمْ-(ا+رضيتم)-তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়ে গেছো ; بِالْحَيٰوةِ-(ب+ال+حيوة)-জীবন নিয়েই ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; مِنَ-চেয়ে ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতের ; فَمَا-আসলে নয় ; مَتَاعُ-ভোগ্য সামগ্রী ; الْحَيٰوةِ-(ال+حيوة)-জীবনের ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; فِيْ-মধ্যে ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতের ; اِلَّا-বৈ-তো ; قَلِيْلٌ-নিতান্ত নগণ্য।

৩৮. তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হিদায়াত এসেছে তার সূচনা এখান থেকেই হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ যখন পরকালীন জীবনের ভোগ্য সামগ্রী তোমরা দেখতে পাবে তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে, দুনিয়ার জীবনের যেসব ভোগ্য-সামগ্রীর জন্য তোমরা ব্যতিব্যস্ত, আখিরাতের সামগ্রীর সাথে তার কোনো তুলনাও চলে না। আখিরাতের সামগ্রী এমন হবে দুনিয়ার মানুষের কোনো চোখ যা দেখেনি, কোনো মন কোনো দিন যা কল্পনা করতে সক্ষম হয়নি। সেদিন তোমরা আফসোস করবে কেন যে দুনিয়ার

৩৯ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

৩৯. যদি তোমরা বের না হও, তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন[৪০] এবং স্থলাভিষিক্ত করবেন অন্য এক জাতিকে

غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

তোমাদের ছাড়া,[৪১] এবং (তখন) তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না ; আর আল্লাহ তো অবশ্যই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

৩৯ اِلَّا تَنْفِرُوْا-(ان+لا تنفروا)-যদি তোমরা বের না হও ; يُعَذِّبْكُمْ-(يعذب+كم)-তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন ; عَذَابًا-শাস্তি ; اَلِيْمًا-যন্ত্রণাদায়ক ; وَّ-এবং ; يَسْتَبْدِلْ-স্থলাভিষিক্ত করবেন ; قَوْمًا-অন্য এক জাতিকে ; غَيْرَكُمْ-(غير+كم)-তোমাদের ছাড়া ; وَ-এবং ; لَا تَضُرُّوْهُ-(لا تضروا+ه)-তোমরা তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না ; شَيْئًا-কোনোই ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহর ; عَلٰى-উপর ; كُلِّ شَيْءٍ-(كل+شئ)-সবকিছুর ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান।

ক্ষণস্থায়ী ও সামান্যতম স্বার্থ-সুখ লাভের জন্য নিজেকে নিজে এ চিরন্তন ও শাশ্বত স্বার্থ-সুখ থেকে বঞ্চিত করেছি।

এর আরেকটি অর্থ এ হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে যত সম্পদ-সামগ্রীই অর্জন ও সঞ্চয় করো না কেনো আখিরাতে তা কোনো কাজেই আসবে না। মৃত্যুর সাথে সাথেই এসব সম্পদ-সামগ্রী তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরপারে এখানকার কোনো সম্পদই স্থানান্তর করে নেয়া যাবে না। তবে কিছু কিছু সম্পদ তুমি অবশ্য ইচ্ছা করলে নিতে পারো, আর তা হবে তোমার সেই সম্পদ যা তুমি আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য একনিষ্ঠভাবে খরচ করবে ; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেখানে খরচ করার জন্য বলেছেন—তথা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে যে সম্পদ খরচ করা হবে, কেবলমাত্র তা-ই মৃত্যুর পরপারে স্থানান্তরিত হবে এবং লাভসহ তা ফেরত পাওয়া যাবে।

৪০. জিহাদ সর্বদাই ফরয। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলিম দেশের বা কোনো মুসলিম অঞ্চলের সকল অধিবাসিকে যুদ্ধের জন্য সাধারণ ডাক না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে কেফায়া থাকবে। অর্থাৎ কিছু লোক জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে গেলে অন্যদের উপর থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যখন মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ ডাক আসবে তখন জিহাদে যেতে সক্ষম সকল মুসলমানের জন্য জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরযে আইন হয়ে যাবে। এতে কেউ শরয়ী ওযর ছাড়া বিরত থাকলে তার ঈমানদার হওয়ায় সন্দেহ সৃষ্টি হবে।

⑩ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

৪০. তোমরা যদি তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তো নিসন্দেহে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, যখন তাঁকে বের করে দিয়েছিলো কাফিররা

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ

(তখন) তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়, যখন তারা উভয়ই ছিল গুহার মধ্যে যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন—চিন্তিত হয়ো না

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন ;[৪২] অতপর আল্লাহ তাঁর উপর নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন

⑩ تَنْصُرُوهُ-الا-(ان+لاتنصروا+ه)-তোমরা যদি তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো ; فَقَدْ نَصَرَهُ-(ف+قد نصر+ه)-তবে নিসন্দেহে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِذْ-যখন ; أَخْرَجَهُ-(اخرج+ه)-তাঁকে বের করে দিয়েছিল ; الَّذِينَ كَفَرُوا-কাফিররা ; ثَانِيَ-তখন তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ; اثْنَيْنِ-দু'জনের ; إِذْ-যখন ; هُمَا-তারা উভয়ে ছিল ; فِي الْغَارِ-(فى+ال+غار)-গুহার মধ্যে ; إِذْ-যখন ; يَقُولُ-তিনি বলেছিলেন ; لِصَاحِبِهِ-(ل+صاحب+ه)-তাঁর সাথীকে ; لَا تَحْزَنْ-চিন্তিত হয়ো না ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; مَعَنَا-(مع+نا)-আমাদের সাথেই আছেন ; فَأَنْزَلَ-(ف+انزل)-অতপর নাযিল করলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; سَكِينَتَهُ-(سكينة+ه)-নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি ; عَلَيْهِ-(على+ه)-তাঁর উপর ;

৪১. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন, এটা তোমাদের প্রতি তাঁর এক অসীম দয়া। এখন তোমরা যদি এ মহা সুযোগ হেলায় নষ্ট করো, তাহলে তিনি অন্য কোনো জনসমষ্টিকে দিয়ে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করিয়ে নেবেন। তোমাদের এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তোমরা না করলে এ কাজ পড়ে থাকবে ; বরং তোমরা না করলে ক্ষতি তোমাদেরই হবে।

৪২. এখানে সেই দিকে ইংগিত করা হয়েছে যখন মক্কায় কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিলো। তারা যে রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো সেই রাত্রিতেই তিনি আবুবকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন। মুসলমানরা দু' চারজন করে পূর্বেই মদীনায় যাত্রা করেছিলো।

وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

এবং এমন সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাঁকে শক্তিশালী করলেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি, আর তাদের কথাকে যারা কুফরী করেছিলো

السُّفْلٰى ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

করে দিলেন নিচু ; আর আল্লাহর বাণী সর্বোপরি সমুন্নত ; কারণ আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী প্রজ্ঞাময়।

(৪১) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

৪১. তোমরা বের হয়ে পড়ো হালকা অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় কিংবা ভারী অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায়[৬৩] এবং জিহাদ করো তোমাদের সম্পদ দিয়ে আর তোমাদের জীবন দিয়ে

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহর পথে ; এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা জানতে।

وَ-এবং ; اَيَّدَهٗ-(ايد+ه)-তাঁকে শক্তিশালী করলেন ; بِجُنُوْدٍ-(ب+جنود)-এমন সৈন্যবাহিনী দিয়ে ; لَمْ تَرَوْهَا-(لم تروا+ها)-যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি ; وَ-আর ; جَعَلَ-করেছিলেন ; كَلِمَةَ-কথাকে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিলো ; السُّفْلٰى-(ال+سفلى)-নীচু ; وَ-আর ; كَلِمَةُ-বাণী ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; هِيَ-তা ; الْعُلْيَا-(ال+عليا)-সর্বোপরি সমুন্নত ; وَ-কারণ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَزِيْزٌ-প্রবল-প্রতাপশালী ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। (৪১) اِنْفِرُوْا-তোমরা বের হয়ে পড়ো ; خِفَافًا-হালকা অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ; وَّ-কিংবা ; ثِقَالًا-ভারী অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ; وَّ-এবং ; جَاهِدُوْا-জিহাদ করো ; بِاَمْوَالِكُمْ-(ب+اموال+كم)-তোমাদের সম্পদ দিয়ে ; وَ-আর ; اَنْفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের জীবন দিয়ে ; فِيْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; ذٰلِكُمْ-এটাই ; خَيْرٌ-সর্বোত্তম ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানতে।

কেবলমাত্র কতিপয় সহায়-সম্বলহীন লোক এবং মুনাফিকরাই মক্কায় রয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনার দিকে সরাসরি না গিয়ে বিপরীত দিকে তথা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন, কারণ তিনি ধারণা করেছিলেন যে, কাফিররা তাঁর পশ্চাদাবন করবে। এ পথে তাঁরা 'সওর' নামক পর্বত গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন। কাফিররা চতুর্দিকেই তাকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে

৪২ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ

৪২. সম্পদলাভের সম্ভাবনা যদি কাছাকাছি হতো এবং সফরও কম দূরত্বের হতো তবে অবশ্যই তারা আপনার সাথী হতো। কিন্তু দীর্ঘ মনে হয়েছিলো

عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ

তাদের নিকট সফর ;[৪৪] আর তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে—'যদি আমাদের সামর্থ থাকতো আমরা অবশ্যই আপনার সাথে বের হয়ে পড়তাম'

يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۟

তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে আর আল্লাহ তো জানেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৪২ لَوْ-যদি ; كَانَ-হতো ; عَرَضًا-সম্পদ লাভের সম্ভাবনা ; قَرِيْبًا-কাছাকাছি ; وَّ-এবং ; سَفَرًا-সফর ; قَاصِدًا-কম দূরত্বের ; لَّاتَّبَعُوْكَ-(ل+اتبعوا+ك)-তবে অবশ্যই তারা আপনার সাথী হতো ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; بَعُدَتْ-দীর্ঘ মনে হয়েছিলো ; عَلَيْهِمُ-তাদের নিকট ; الشُّقَّةُ-(ال+شقة)-সফর ; وَ-আর ; سَيَحْلِفُوْنَ-তারা অচিরেই শপথ করে বলবে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর নামে ; لَوِ-যদি ; اسْتَطَعْنَا-আমাদের সামর্থ থাকতো ; لَخَرَجْنَا-আমরা অবশ্যই বের হয়ে পড়তাম ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-আপনার সাথে ; يُهْلِكُوْنَ-তারা ধ্বংস করছে ; اَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেরাই নিজেদেরকে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; يَعْلَمُ-জানেন যে, اِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা অবশ্যই ; لَكٰذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী।

তাঁদের অবস্থান স্থলে গুহার মুখে এসে পৌঁছল। আবু বকর (রা) এসময় শংকিত হয়ে পড়লেন। তারা একটু অগ্রসর হয়ে গুহার দিকে তাকালেই তাঁদেরকে দেখতে পাবে। এ সময় আবু বকর (রা) শংকিত হয়ে পড়লেন ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বিন্দুমাত্রও বিচলিত হলেন না। তিনি আবু বকর (রা)-কে এ বলে সান্ত্বনা দান করলেন যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই।

৪৩. 'খিফাফান' অর্থ হালকা অবস্থায় আর 'সিকালান অর্থ ভারী অবস্থায় অর্থাৎ নিরস্ত্র অবস্থা ও সশস্ত্র অবস্থা। এর উদ্দেশ্য হলো—যখন বের হও—যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র থাকুক আর নাই-থাকুক ; তোমাদের অবস্থা অনুকূল হোক বা প্রতিকূল ; তোমরা স্বচ্ছল হও বা দরিদ্র অবশ্যই তোমাদেরকে বের হতে হবে।

৪৪. এটা ছিল তাবূক যুদ্ধযাত্রাকালীন অবস্থা। তখন মদীনাতে ছিল দুর্ভিক্ষ, মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের, প্রধান অর্থকরী ফসল খেজুর কাটার সময়, যার উপর ছিল সাংবৎসরের নির্ভরতা আর যাত্রাপথও ছিল দীর্ঘ, তাই এ যাত্রা তাদের নিকট বড়ই কঠিন ও দুঃসহ অনুভূত হতে থাকে। তবে যাদের নিকট দুনিয়ার জীবন থেকে আখিরাতের জীবন-ই অগ্রগণ্য, তারা যতই দুঃসহ হোক না কেন তাবুক অভিযানে বের হতে কোনো প্রকার দ্বিধা করেনি।

৬ রুকূ' (৩৮-৪২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়ার প্রতি মোহ ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা জগতের সকল অপরাধের মূল।

২. দুনিয়ার ভোগ্য-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য, যা তুলনারও অযোগ্য।

৩. দুনিয়ার শান্তি-শৃংখলা ও কল্যাণ আখিরাতের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল।

৪. জিহাদ ফরয তবে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে জিহাদ ফরযে কিফায়া অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক লোক দায়িত্ব পালন করলে সকলের উপর থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে।

৫. মুসলমানদের নেতাদের পক্ষ থেকে জিহাদের সাধারণ ডাক আসলে তখন সকল সক্ষম লোকের উপর জিহাদে যোগদান করা 'ফরযে আইন'।

৬. এমতাবস্থায় কেউ যদি শরয়ী কারণ ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকে যায়, তাহলে ঈমান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যায়। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৭ জিহাদ থেকে বিরত থাকার ফলে দুনিয়াতে অন্য জাতিকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে আর আখিরাতেও কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেতে হবে।

৮. আল্লাহ যদি কাউকে সাহায্য করতে চান তাহলে যেকোনভাবেই করতে পারেন।

৯. আল্লাহ কাউকে বাঁচাতে চাইলে দুনিয়ার কেউ তাকে মারতে পারে না।

১০. মুসলমান নেতার পক্ষ থেকে সাধারণ যুদ্ধের নির্দেশ এলে সশস্ত্র নিরস্ত্র যে কোনো অবস্থায় যুদ্ধাভিযানে বের হয়ে পড়া বাধ্যতামূলক।

১১. কোনো শরয়ী গ্রহণযোগ্য ওযর ছাড়া এ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকী।

১২. এসব মুনাফিকের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এদেরকে বিশ্বাস করার কোনো প্রকার সুযোগ নেই, কারণ এরা মিথ্যাবাদী।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১৭

﴿٤٣﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ

৪৩. আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ; কেন আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন যতক্ষণ না আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় তাদের পরিচয় যারা

صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

সত্য বলেছে এবং আপনি জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদেরকেও।[৪৫] ৪৪. তারা কখনো আপনার নিকট অব্যাহতি চাইবে না যারা ঈমান রাখে

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ

আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে ;

(৪৩) عَفَا-ক্ষমা করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَنْكَ-(عن+ك)-আপনাকে ; لِمَ-কেন ; اَذِنْتَ-আপনি অব্যাহতি দিলেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَتَبَيَّنَ-সুস্পষ্ট হয়ে যায় তাদের পরিচয় ; لَكَ-আপনার কাছে ; الَّذِيْنَ-যারা ; صَدَقُوْا-সত্য বলেছে ; وَ-এবং تَعْلَمَ-আপনি জেনে নিতেন ; الْكٰذِبِيْنَ-(ال+كذبين)-মিথ্যাবাদীদেরকেও। (৪৪) لَا يَسْتَاْذِنُكَ-(لايستاذن+ك)-তারা আপনার নিকট অব্যাহতি চাইবে না ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; الْيَوْمِ-(ال+يوم)-দিবসের প্রতি ; الْاٰخِرِ-(ال+اخر)-শেষ ; اَنْ يُّجَاهِدُوْا-জিহাদ করা থেকে ; بِاَمْوَالِهِمْ-(ب+اموال+هم)-তাদের সম্পদ দিয়ে ; وَ-ও ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের জীবন (দিয়ে) ;

৪৫. তাবুক যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মিথ্যা ওযর পেশ করেছিলো, এরা ছিল মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ (স) এদের সম্পর্কে জানতেন, তারপরও তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দিলেন ; অব্যাহতি না দিলেও এরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। তখন তাদের নিফাকী প্রকাশ হয়ে পড়তো। তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়ে যেতো। তাদের সাথে এরূপ নম্র আচরণ আল্লাহ পছন্দ করেননি, তাই এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

আর এমন মুত্তাকীদের সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। ৪৫. অব্যাহতি তো তারাই আপনার নিকট চাইবে যারা ঈমান রাখে না

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ

আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং তাদের অন্তর সন্দেহে পড়েছে, তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে

يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَأَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً

ঘুরপাক খাচ্ছে।[৪৬] ৪৬. আর তারা যদি (যুদ্ধে) বের হতে ইচ্ছা করতো তবে অবশ্যই তারা তার জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো

وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا

কিন্তু আল্লাহ তাদের উঠে দাঁড়ানোকে অপছন্দ করেছেন,[৪৭] তাই তিনি তাদেরকে বিরত রেখেছেন এবং বলা হয়েছে—তোমরা বসে থেকো

وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সবিশেষে অবহিত ; بِالْمُتَّقِيْنَ-(ب+ال+متقين)-এমন মুত্তাকীদের সম্পর্কে। ﴿٤٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ-(ان+ما+يستاذنك)-অব্যাহতি তো আপনার নিকট তারাই চাইবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে না ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; الْيَوْمِ-(ال+يوم)-দিবসের প্রতি ; الْاٰخِرِ-(ال+اخر)-শেষ ; وَ-এবং ; ارْتَابَتْ-সন্দেহে পড়েছে ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তর ; فَهُمْ-তারা ; فِيْ-মধ্যে ; رَيْبِهِمْ-(ريب+هم)-তাদের সন্দেহের ; يَتَرَدَّدُوْنَ-তারা ঘুরপাক খাচ্ছে। ﴿٤٦﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; أَرَادُوْا-তারা ইচ্ছা করতো ; الْخُرُوْجَ-(ال+خروج)-বের হতে (যুদ্ধে) ; لَأَعَدُّوْا-অবশ্যই তারা গ্রহণ করতো ; لَهٗ-তার জন্য ; عُدَّةً-কিছু প্রস্তুতি ; وَّلٰكِنْ-কিন্তু ; كَرِهَ-অপসন্দ করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; انْبِعَاثَهُمْ-(انبعاث+هم)-তাদের উঠে দাঁড়ানোকে ; فَثَبَّطَهُمْ-(ف+ثبط+هم)-তাই তিনি তাদেরকে বিরত রেখেছেন ; وَ-এবং ; قِيْلَ-বলা হয়েছে ; اقْعُدُوْا-তোমরা বসে থাকো ;

৪৬. খাঁটি ঈমান ও ভেজাল ঈমান পরখ করার জন্য নির্ভুল মানদণ্ড হলো কুফর ও ইসলামের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম। এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঈমানের দাবিতে খাঁটি-অখাঁটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যারা এ সময় নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে ইসলামকে

مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٧﴾ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا

বসে থাকা লোকদের সাথে। ৪৭. তারা যদি তোমাদের সাথে (যুদ্ধে) বেরও হতো তাতে তোমাদের বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই বাড়তো না

وَّلَا۠اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ

এবং তারা অবশ্যই তোমাদের মধ্যে দৌড়ে বেড়াতো—খুঁজে ফিরতো তোমাদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ ; আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে গুপ্তচর

لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٨﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ

তাদের ; আল্লাহ এ যালিমদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

৪৮. তারা তো ফিতনা খুঁজেই বেড়িয়েছিলো

مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ

ইতিপূর্বে এবং আপনার কার্যকলাপ ওলট-পালট করে দিয়েছিল যতক্ষণ না সত্য এসে পড়লো আর বিজয়ী হলো

مَعَ-সাথে ; الْقٰعِدِيْنَ-(ال+قعدين) -বসে থাকা লোকদের সাথে। ﴿٤٧﴾ لَوْ-যদি ; خَرَجُوْا-তারা (যুদ্ধে) বেরও হতো ; فِيْكُمْ-(فى+كم)-তোমাদের সাথে ; مَّا زَادُوْكُمْ-(مازادوا+كم)-তোমাদের কিছুই বাড়তো না ; اِلَّا-ছাড়া ; خَبَالًا-বিভ্রান্তি ; وَّ-এবং ; لَاَوْضَعُوْا-তারা অবশ্যই দৌড়ে বেড়াতো ; خِلٰلَكُمْ-(خلل+كم)-তোমাদের মধ্যে ; يَبْغُوْنَكُمُ-(يبغون+كم)-খুঁজে ফিরতো তোমাদের মধ্যে ; الْفِتْنَةَ-(ال+فتنة)-ফিতনা-ফাসাদ ; وَ-আর ; فِيْكُمْ-(فى+كم)-তোমাদের মধ্যে রয়েছে ; سَمّٰعُوْنَ-গুপ্তচর; لَهُمْ-তাদের ; وَ-এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; بِالظّٰلِمِيْنَ-(ب+ال+ظلمين)-এ যালিমদের সম্পর্কে। ﴿٤٨﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا-(ل+قد ابتغوا)-তারা তো খুঁজেই বেড়িয়েছিল ; الْفِتْنَةَ-(ال+فتنة)-ফিতনা ; مِنْ قَبْلُ-(من+قبل)-ইতিপূর্বে ; وَ-এবং ; قَلَّبُوْا-ওলট-পালট করে দিয়েছিলো ; لَكَ-আপনার ; الْاُمُوْرَ-(ال+امور)-কার্যকলাপ ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; جَآءَ-এসে পড়লো ; الْحَقُّ-সত্য ; وَ-আর ; ظَهَرَ-বিজয়ী হলো ;

প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে লিপ্ত হয় তারাই সত্যিকার ঈমানদার—ঈমানের দাবীতে তারাই সত্যবাদী। অপরদিকে যারা এ সময় বিভিন্ন অজুহাতে পিছিয়ে থাকবে, কুফর-এর প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার বিপদ দেখেও নিজেদের জান-মাল এ কাজে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে, তাদের ঈমানের দাবী সঠিক নয়।

أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ

আল্লাহর ফায়সালা অথচ তারা ছিল অপছন্দকারী। ৪৯. আর তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক) আছে যারা বলে—আমাকে (যুদ্ধ থেকে) অব্যাহতি দিন

وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ

এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না ;[৪৮] জেনে রাখুন! এরা তো বিপদে পড়েই আছে ;[৪৯] আর জাহান্নাম তো অবশ্যই পরিবেষ্টনকারী

بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ

কাফিরদেরকে।[৫০] ৫০. আপনার কোনো কল্যাণ হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর যদি হয় আপনার

أَمْرُ-ফায়সালা ; اَللّٰه-আল্লাহর ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ছিল ; كٰرِهُوْنَ-অপসন্দকারী। ﴿٤٩﴾ وَ-আর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে আছে ; مَنْ-যারা ; يَقُوْلُ-বলে ; ائْذَنْ-অব্যাহতি দিন ; لِّيْ-আমাকে ; وَ-এবং ; لَاتَفْتِنِّيْ-(لاتفتن+نى)-আমাকে বিপদে ফেলবেন না ; اَلَا-জেনে রাখুন! ; فِي الْفِتْنَةِ-(فى+ال+فتنة)-বিপদে ; سَقَطُوْا-এরাতো পড়েই আছে ; وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামতো ; لَمُحِيْطَةٌ-(ل+محيطة)-অবশ্য পরিবেষ্টনকারী ; بِالْكٰفِرِيْنَ-(ب+ال+كفرين)-কাফিরদেরকে। ﴿٥٠﴾ اِنْ تُصِبْكَ-(ان تصب+ك)-আপনার হলে ; حَسَنَةٌ-কোনো কল্যাণ ; تَسُؤْهُمْ-(تسؤ+هم)-তা তাদেরকে কষ্ট দেয় ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تُصِبْكَ-আপনার হয় ;

৪৭. যাদের অন্তরে খাঁটি ঈমান নেই, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য তাদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া-ই স্বাভাবিক। আর যাদের অন্তরে এজন্য কোনো ইচ্ছা-আগ্রহ নেই, একাজে তাদের অংশ নেয়াটা আল্লাহর অপছন্দ ; কারণ তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে অংশ নিলে তাতে মুসলমানদের বিরাট ক্ষতির আশংকা-ই সৃষ্টি হয়। পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ তাআলা একথা ইরশাদ করেছেন।

৪৮. জিহাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত পেশ করতো। তাদের মধ্যেকার জাদ্দ ইবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বললো—'আমি অত্যন্ত নারী-লোলুপ, আমার এ ব্যাপারটা সবাই জানে, আমি যদি এ যুদ্ধে যাই তাহলে রোমান নারীদের দেখলে আমার পদস্খলন ঘটতে পারে। সুতরাং আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না, এ যুদ্ধ থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন, আমাকে অক্ষমদের মধ্যে শামিল করুন। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا

কোনো বিপদ তারা বলে—'আমরা আগেই আমাদের পথ বেছে নিয়েছিলাম' এবং (এ বলে) তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়

وَهُمْ فَرِحُونَ ۞ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ

আনন্দিত অবস্থায়। ৫১. আপনি বলে দিন—আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা ছাড়া আমাদের কখনো কিছু হবে না

هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ

তিনিই তো আমাদের অভিভাবক ; আর সকল ব্যাপারে মু'মিনদের তো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।[৫১] ৫২. আপনি বলে দিন—

مُصِيبَةٌ-কোনো বিপদ ; يَقُولُوا-তারা বলে ; قَدْ أَخَذْنَا-আমরা বেছে নিয়েছিলাম ; أَمْرَنَا-(امر+نا)-আমাদের পথ ; مِنْ قَبْلُ-আগেই ; وَ-এবং ; يَتَوَلَّوا-তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায় ; وَهُمْ فَرِحُونَ-(و+هم+فرحون)-আনন্দিত অবস্থায়। (৫১) قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَنْ يُصِيبَنَا-আমাদের কখনো কিছু হবে না ; إِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যা ; كَتَبَ-নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَنَا-আমাদের জন্য ; هُوَ-তিনিই তো ; مَوْلَانَا-(مولى+نا)-আমাদের অভিভাবক ; وَ-আর ; عَلَى-উপরই ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَلْيَتَوَكَّلِ-(ف+يتوكل)-ভরসা করা উচিত ; الْمُؤْمِنُونَ-(ال+مؤمنون)-মু'মিনদের। (৫২) قُلْ-আপনি বলে দিন ;

৪৯. অর্থাৎ কুফর ও ইসলামের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন অজুহাত পেশ করে তারা মূলত বড় বিপদে পড়েই আছে। কারণ তাদের লোক দেখানো ঈমান যে মিথ্যা তা প্রমাণিত। তাদের মুনাফিকী সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে।

৫০. অর্থাৎ মুসলমান সমাজে অবস্থান করার কারণে লোক দেখানো ঈমান তাদেরকে জাহান্নামের পরিবেষ্টন থেকে রক্ষা করতে পারবে না ; কারণ মুনাফিকীর অনিবার্য পরিণাম জাহান্নাম। জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরই তাদের শেষ ঠিকানা।

৫১. দুনিয়া পুজারী লোকেরা বৈষয়িক লাভ-ক্ষতিকেই বড় করে দেখে। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করে, নিজের কামনা-বাসনা পূরণের জন্যই করে। তাদের মনের পরিতৃপ্তি বৈষয়িক সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা লাভ হলেই তারা আনন্দিত হয়, আর এটা না হলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মু'মিনদের অবস্থা

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ

তোমরা কি আমাদের জন্য দুটো কল্যাণের একটি ছাড়া (অন্য কিছু) অপেক্ষা করছো ?[৫২] আর আমরাও অপেক্ষা করছি।

بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ

তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে ;

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ-(هل+تربصون)-তোমরা কি অপেক্ষা করছো ; بِنَآ-আমাদের জন্য ; اِلَّآ-
ছাড়া ; اِحْدَى-একটি ; الْحُسْنَيَيْنِ-(ال+حسنيين)-দু'টো কল্যাণের ; وَ-আর ; نَحْنُ-
আমরাও ; نَتَرَبَّصُ-অপেক্ষা করছি ; بِكُمْ-(ب+كم)-তোমাদের জন্য ; اَنْ-যে ;
يُصِيْبَكُمُ-(يصيب+كم)-তোমাদেরকে দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-
শাস্তি ; مِنْ-থেকে ; عِنْدِهٖٓ-(عند+ه)-তাঁর পক্ষ ; اَوْ-অথবা ; بِاَيْدِيْنَا-(ب+ايدى+نا)-
আমাদের হাতে ;

তার বিপরীত। তাদের মূল লক্ষ্যই থাকে পরকাল, সেখানে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করতে পারাই তাদের সকল চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য। সুতরাং দুনিয়াতে বৈষয়িক ক্ষতিতে যেমন তাদের কোনো পেরেশানী থাকে না, তেমনি বৈষয়িক প্রাচুর্যেও তাদের মধ্যে কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হতে পারে না। আল্লাহর পথের সংগ্রামে কোনো বিপদ-মসীবত আসলে তারা এটাকে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন যেমন মনে করে, তেমনি এ পথে সফলতা আসলেও তারা এটাকে আল্লাহর মর্জির প্রতিফলনই মনে করে। সুতরাং বিপদ-মসীবতের ফলে তারা যেমন দমিত হয় না, তেমনি সফলতায়ও তারা গর্বিত হয় না। সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর উপরই ভরসা রাখে। এটাই তো মু'মিনদের কাজ। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তোমরা মুনাফিকদের বলে দাও যে, তোমাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার কারণ ও আমাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার কারণ এক নয়। তোমাদের পরিতৃপ্তি ও আমাদের পরিতৃপ্তির ধরনও এক নয় ; বরং এ দুটো পরস্পর বিরোধী। তোমরা মু'মিনদের বিপদ-মসীবত দেখলেই আনন্দ পাও এবং তাদের বিজয় দেখলেই তোমাদের মুখ মলিন হয়। অপর দিকে ইসলাম ও মুসলমানের বিপদে আমরা দুঃখিত হই এবং তাদের বিজয়ে আমরা আনন্দিত হই।

৫২. মুনাফিকদের ধারণা ছিল—মুসলমান ও খৃস্টান শক্তির লড়াইয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তারা এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ না করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে বলে মনে করতো। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের বিজয় হলে তো তার কল্যাণ সুস্পষ্ট। আর পরাজয় ঘটলে তাও পরিণামে বিজয়রূপেই দেখা দেয়। কেননা তাদের যুদ্ধ

فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا

অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমরাও তোমাদের সাথে নিশ্চিত অপেক্ষারত। ৫৩. বলে দিন—'তোমরা স্বেচ্ছায় ব্যয় করো

اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

অথবা অনিচ্ছায়,[৫৩] তোমাদের থেকে কখনো তা গৃহীত হবে না ; তোমরা তো নিশ্চিত ফাসিক সম্প্রদায়।

﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ

৫৪. আর তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে এছাড়া আর কোনো কারণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি যে, তারা নিশ্চিত কুফরী করেছে আল্লাহর সাথে

وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ

ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তারা অলসতা ছাড়া নামায আদায় করে না আর অর্থ ব্যয়ও করে না

فَتَرَبَّصُوْٓا-(ف+تربصوا)-অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো ; اِنَّا -আমরাও নিশ্চিত ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ; مُتَرَبِّصُوْنَ-অপেক্ষারত। ﴿৫৩﴾ قُلْ -বলে দিন ; اَنْفِقُوْا-তোমরা ব্যয় করো ; طَوْعًا-স্বেচ্ছায় ; اَوْ-অথবা ; كَرْهًا-অনিচ্ছায় ; لَنْ يُّتَقَبَّلَ-কখনো তা গৃহীত হবে না ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের থেকে ; اِنَّكُمْ كُنْتُمْ-(ان+كم+كنتم)-তোমরা তো নিশ্চিত ; قَوْمًا-সম্প্রদায় ; فٰسِقِيْنَ-ফাসিক। ﴿৫৪﴾ وَ-আর ; مَا مَنَعَهُمْ-(مامنع+هم)-কোনো কারণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ; اَنْ تُقْبَلَ-গ্রহণ করতে ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের থেকে ; نَفَقٰتُهُمْ-(نفقت+هم)-তাদের অর্থ-সাহায্য ; اِلَّآ-এছাড়া ; اَنَّهُمْ-যে তারা নিশ্চিত ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর সাথে ; وَ-ও ; بِرَسُوْلِهٖ-(ب+رسول+ه)-তাঁর রাসূলের সাথে ; وَ-এবং ; لَايَاْتُوْنَ-তারা আদায় করে না ; الصَّلٰوةَ-নামায ; اِلَّا-ছাড়া ; وَهُمْ-(و+هم)-এমতাবস্থায় যে তারা ; كُسَالٰى-অলস ; وَ-আর ; لَايُنْفِقُوْنَ-অর্থ ব্যয়ও করে না ;

সংগ্রামের লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। তারা কোনো দেশ জয় করতে পারলো কি পারলো না ; কোনো সরকার গঠন করতে পারলো কি পারলো না সেটা ব্যর্থতা-সফলতার কোনো মাপকাঠি নয় বরং তারা আল্লাহর কালিমা বলুন্দ করার সংগ্রামে নিজেদের জান-মাল কুরবান করতে সমর্থ হলো কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়। তারা যদি

إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

একান্ত অনিচ্ছুকভাবে ছাড়া। ৫৫. অতএব আপনাকে যেন অবাক করে না দেয় তাদের ধন-সম্পদ এবং না তাদের সন্তান-সন্ততি ;

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ

অবশ্য আল্লাহ চান যে, এসবের মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দেবেন[৫৪] এবং বের হবে

اِلَّا-ছাড়া ; وَهُمْ كَرِهُوْنَ-(و+هم+كرهون)-একান্ত অনিচ্ছুকভাবে। ﴿٥٥﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ-(ف+لا تعجب+ك)-অতএব অপনাকে যেন অবাক করে না দেয় ; اَمْوَالُهُمْ-(اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ ; وَ-এবং ; لَآ اَوْلَادُهُمْ-(لا+اولاد+هم)-না তাদের সন্তান-সন্তুতি ; اِنَّمَا يُرِيْدُ-(ان+ما+يريد)-অবশ্য চান ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِيُعَذِّبَهُمْ-(ليعذب+هم)-তাদেরকে শাস্তি দেবেন ; بِهَا-এসবের মাধ্যমে ; فِى الْحَيٰوةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; تَزْهَقَ-বের হবে ;

তা করতে পারে তবে দুনিয়ার দৃষ্টিতে সফল হোক বা ব্যর্থ—প্রকৃতপক্ষে তারা সফল। মুনাফিকরা তো প্রতীক্ষায় ছিল যে, মুসলমানরা পরাজিত হবে, কিন্তু সেটাও যে মুসলমানদের সফলতা তা তাদের জানা ছিল না। এখানে সেকথাই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে পরিণতির অপেক্ষা করছো, তা-ও আমাদের জন্য কল্যাণকর। আর বিজয় আসলে তার কল্যাণকারিতা তো সবার সামনেই সুস্পষ্ট।

৫৩. এখানে এমন মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা নিজেদেরকে কোনো বিপদের মধ্যে ফেলতে রাজী ছিল না, আবার মুসলমানদের এ যুদ্ধ-জিহাদ থেকে নিজেদেরকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদেরকে মুসলমানদের সামনে মর্যাদাহীন করতেও রাজী ছিল না। আর নিজেদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়ুক তা-ও তারা চাইতো না। এজন্য তাদের কথা ছিল যে, আমরা যুদ্ধ করতে সক্ষম না হতে পারি, কিন্তু ধন-সম্পদ দিয়ে তো আমরা সাহায্য করতে পারি, আর সেজন্য আমরা প্রস্তুতও রয়েছি।

৫৪. এখানে মুসলিম সমাজে মুনাফিকদের অবস্থান সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় পড়ে তারা যে মুনাফিকী নীতি গ্রহণ করেছে সেই কারণে মুসলিম সমাজে তারা নিতান্ত মর্যাদাহীন অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হবে। তাদের বংশগত সম্মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব-খ্যাতি সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর সাধারণ লোক, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসের সন্তান, নিজেদের ঈমান, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ফলে নেতৃত্ব, সম্মান খ্যাতির সুউচ্চ আসনে স্থান পাবে।

أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ۝٥٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ

তাদের প্রাণবায়ু কাফির অবস্থায়।[৫৫] ৫৬. আর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই দলভুক্ত ;

وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝٥٦ لَوْ يَجِدُونَ

অথচ তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়, মূলত তারা এমন সম্প্রদায় যারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। ৫৭. যদি তারা পেতো

مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا۟ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝

কোনো আশ্রয়স্থল বা কোনো গিরি-গুহা কিংবা মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই তাহলে অবশ্যই তারা সেদিকে পালাতো দ্রুতগতিতে।[৫৬]

أَنفُسُهُمْ-(انفس+هم)-তাদের প্রাণবায়ু ; وَهُمْ كَٰفِرُونَ-(و+هم+كفرون)-কাফির অবস্থায়। ৫৬ وَ-আর ; يَحْلِفُونَ-তারা কসম করে বলে ; بِٱللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহর নামে ; إِنَّهُمْ-যে, তারা ; لَمِنكُمْ-(ل+من+كم)-তোমাদেরই দলভুক্ত ; وَ-অথচ ; مَا-নয় ; هُم-তারা ; مِّنكُمْ-তোমাদের দলভুক্ত ; وَلَٰكِنَّهُمْ-(و+لكن+هم)-মূলত তারা ; قَوْمٌ-এমন সম্প্রদায় ; يَفْرَقُونَ-যারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। ৫৭ لَوْ-যদি ; يَجِدُونَ-তারা পেতো ; مَلْجَـًٔا-কোনো আশ্রয়স্থল ; أَوْ-বা ; مَغَٰرَٰتٍ-কোনো গিরিগুহা ; أَوْ-কিংবা ; مُدَّخَلًا-মাথা গোজার কোনো ঠাঁই ; لَّوَلَّوْا۟-তাহলে অবশ্যই তারা পালাতো ; إِلَيْهِ-সেদিকে ; وَهُمْ يَجْمَحُونَ-(و+هم+يجمحون)-দ্রুত গতিতে।

এ অবস্থা তারা নিজেরাও অনুধাবন করতে পেরেছিল। হযরত উমর (রা)-এর সময় কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসল, যাদের মধ্যে সুহাইল ইবনে আমর ও হারিস ইবনে হিশামের মত লোকও ছিল। এ সময়ে আনসার ও মুহাজিরদের অতি সাধারণ কিছু লোকও উপস্থিত হলো। হযরত উমর এসব লোককে অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের কাছে বসালেন এবং কুরাইশ নেতাদেরকে এদের জন্য স্থান করে দিতে বললেন। অবস্থা এমন হলো যে, কুরাইশ নেতারা তাদের জন্য স্থান করে দিতে গিয়ে মজলিসের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। পরে তারা এ ব্যাপারে নিজেরাই মন্তব্য করলো যে, "এটাতো আমাদেরই কর্মফল। এতে উমরের কোনো দোষ নেই। যখন দীনের দাওয়াত আসলো তখন এ শ্রেণীর লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার পরিচয় দিয়ে মর্যাদায় অগ্রসর হয়ে গেছে।" পরবর্তী সময় কুরাইশদের দু' ব্যক্তি এসে হযরত উমরের নিকট জানতে চাইলো যে, এ অবস্থার কোনো সুরাহা আছে কিনা। হযরত উমর মুখে কোনো জবাব

۝٥٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَٰتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا

৫৮. আর তাদের মধ্যে (এমন লোকও) আছে, যে দোষারোপ করে আপনাকে সদকা বিতরণের ব্যাপারে ; তবে যদি তা থেকে কিছু দেয়া হয়, তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়

وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝٥٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا

আর যদি তা থেকে তাদেরকে কিছু না দেয়া হয়, তখনই তারা নারায হয়ে যায়।[৫৭]

৫৯. আর (ভালো হতো) যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো তাতে

(৫৮) و-আর ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে আছে ; مَنْ-যে ; يَلْمِزُكَ-(يلمز+ك)-আপনাকে দোষারোপ করে ; فِي الصَّدَقَٰتِ-(فى+ال+صدقت)-সাদকা বিতরণের ব্যাপারে ; فَإِنْ-(ف+ان)-তবে যদি ; أُعْطُوا-তাদেরকে দেয়া হয় ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে কিছু ; رَضُوا-তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায় ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; لَمْ يُعْطَوْا-তাদের না দেয়া হয় ; مِنْهَا-তা থেকে কিছু ; إِذَا-তখনই ; هُمْ-তারা ; يَسْخَطُونَ-নারায হয়ে যায়। (৫৯) وَ-আর (ভালো হতো) لَوْ-যদি ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা ; رَضُوا-সন্তুষ্ট থাকতো ;

না দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তের দিকে ইশারা করলেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, জিহাদের ময়দানে জান-মাল কুরবান করার মাধ্যমেই তোমরা তোমাদের হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে পারো।

৫৫. অর্থাৎ মুনাফিকরা নিজেদের মধ্যে মুনাফিকী স্বভাব লালন করার কারণে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা-অবমাননা ছাড়াও মৃত্যু পর্যন্তও তারা নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান লাভ করতে পারবে না, ফলে এ অবস্থায়-ই তাদের মৃত্যু হবে। আর পরকাল তো তাদের জন্য আরো ভয়াবহ হবে।

৫৬. মদীনার মুনাফিকদের প্রায় সকলেই ছিল ধনী, বয়স্ক ও বহুদর্শী লোক। মদীনার বড় বড় ক্ষেত-খামার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারবারের মালিকও ছিল এ মুনাফিকরা। ফলে তারা ছিল চরম সুবিধাবাদী লোক। মদীনায় ইসলামের দাওয়াত আসার পরে সাধারণ জনগণের এক বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করে নেয়ার ফলে মুনাফিকরা দারুণ অসুবিধায় পড়ে গেল। বেশীরভাগ লোক এবং তাদের ছেলে-সন্তানদের প্রায় সকলেই মুসলমান হয়ে যাওয়ার ফলে তারা আশংকা করলো যে, তারা যদি কুফরীর উপর অটল থাকে তাহলে তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও সম্মান-মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হবে এবং তাদের সম্পদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। এসব চিন্তা করে তারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখতে চাইলো ; কিন্তু নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মত জান-মাল কুরবান করার মতো ঝুঁকি গ্রহণ করতে তারা সম্মত হলো না। তাদের অবস্থা এমন হলো যে, কুফরীর উপর দৃঢ় থাকার মধ্যেও তারা বিপদ দেখতে পেলো, আবার

مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا

যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে দিয়েছেন ;[৫৮] আর বলতো—'আল্লাহ-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, অচিরেই আমাদেরকে দেবেন

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۝

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে এবং তাঁর রাসূলও (দেবেন) ;[৫৯] নিশ্চিত আমরা আল্লাহর প্রতিই অনুরক্ত।[৬০]

مَآ-তাতে, যা ; اٰتٰهُمُ-(اتى+هم)-তাদেরকে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلُهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; وَ-আর ; قَالُوْا-বলতো ; حَسْبُنَا-(حسب+نا)-আমাদের জন্য যথেষ্ট ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; سَيُؤْتِيْنَا-(سيؤتى+نا)-অচিরেই আমাদেরকে দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهٖ-(فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহ ; وَ-এবং ; رَسُوْلُهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলও ; اِنَّآ-নিশ্চিত আমরা ; اِلَى-প্রতিই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; رٰغِبُوْنَ-অনুরক্ত।

একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনার মধ্যেও বিরাট ঝুঁকি আছে বলে লোক দেখানো ও দায়সারা গোছের ঈমান আনার মহড়া দেখালো। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এটাকেই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পন্থা মনে করলো। এটাই ছিল মুনাফিকদের প্রকৃত মানসিক অবস্থা। এখানে এদের ব্যাপারেই মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, হে মুসলমান! এ মুনাফিকরা তোমাদের লোক নয়—এরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তোমাদের সংগী হয়েছে। তাদের অন্তরে রয়েছে একটি ভয়, আর তা হলো মদীনার সমাজে অমুসলিম হয়ে থাকলে নিজেদের ইয্যত-সম্মান বরবাদ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজনদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। মদীনা ত্যাগ করলেও সহায়-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য হারাতে হবে। তাই তারা বাধ্য হয়ে সালাত আদায় ও যাকাত দিতে বাধ্য হয়েছে। তারা এ মসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এমন অস্থির হয়ে পড়েছে যে, কোথাও কোনো পর্বত-গুহায় আশ্রয় পেলেও তারা সেখানে প্রবেশ করতেও দ্বিধা করতো না।

৫৭. যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পর নির্ধারিত হারে যাকাত আদায়ের পর দেখা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ জমা হচ্ছে এবং এক সুষ্ঠু নিয়মের মাধ্যমে তাঁর হাতেই তা বন্টিত হচ্ছে। এর সম্পদের পরিমাণ এত বিপুল ছিল যে, ইতিপূর্বে কোনো এক ব্যক্তির হাতে এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সঞ্চিত ও বন্টিত হতে আরবের লোকেরা দেখেনি। দুনিয়া পূজারি মুনাফিকরা এসব সম্পদ দেখে লোভাতুর হয়ে পড়েছিলো। তারা চাইতো এতে তাদেরকে অংশীদার করা হোক ; কিন্তু

এখানকার বণ্টন-নীতি ছিল ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ (স) যাকাতের যথার্থ হকদারদের মধ্যেই এসব সম্পদ বণ্টন করেন। যারা যাকাতের সম্পদ পাওয়ার যোগ্য নয় তাদের এ সম্পদ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা-ই নেই। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্য এ সম্পদ সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছেন। মুনাফিকরা তাঁর বণ্টন-নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বলতো যে, সুষ্ঠু বণ্টন হচ্ছে না—পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। মূলত তারা চাইতো যে, এতে তাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হোক।

৫৮. অর্থাৎ গনীমতের মাল থেকে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে যা দিতেন এবং আল্লাহর দেয়া উপায়-উপাদান ব্যবহার করে তারা যা রোজগার করতো—এতে তারা যে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতো, এতে তারা যদি সন্তুষ্ট থাকতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো।

৫৯. অর্থাৎ যাকাত ছাড়াও যেসব সম্পদ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে, তা থেকেও তারা অধিকার অনুসারে অংশ পাবে, যেমনভাবে এতদিন পর্যন্ত তারা পেয়ে আসছে।

৬০. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যা কিছু আমাদেরকে দান করেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। দুনিয়ার নগণ্য ও মূল্যহীন সম্পদের প্রতি আমাদের কোনো মোহ নেই। আমরা আল্লাহর সন্তোষ-ই কামনা করি।

৭ রুকূ' (৪৩-৫৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যাবাদী তা একমাত্র কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই নির্ণয় করা সম্ভব।

২. কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত লড়াই থেকে শারীরিকভাবে সক্ষম কোনো মু'মিন-ই বিরত থাকতে পারে না। যারা এ ধরনের যুদ্ধ থেকে গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া বিরত থাকে তাদের ঈমান সন্দেহজনক।

৩. খাঁটি মু'মিন কখনো এমন পরিস্থিতিতে জিহাদ থেকে অব্যাহতি চাইতে পারে না।

৪. যারা এমতাবস্থায় অব্যাহতি চাইবে তারা সন্দেহবাদীদের শামিল

৫. এ ধরনের সন্দেহবাদী কোনো লোক মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলে তা লাভের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়ায়। সুতরাং এ ধরনের লোক মুসলিম বাহিনীর সাথে না থাকা-ই উত্তম।

৬. আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে সম্পদ ও জীবন উভয় দিয়ে। তবেই ঈমানের দাবীর সত্যতা প্রমাণ হবে।

৭. আল্লাহর দীনের জন্য সম্পদ ব্যয় করার অর্থ—আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামে সম্পদ ব্যয় করা।

৮. আল্লাহর দীনের জন্য জীবন দান করার অর্থ—এ লক্ষ্যে নিজের সময়, শ্রম তথা শারীরিক শক্তি দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা। অবশেষে প্রয়োজনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়া।

৯. নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হওয়া যেমন কল্যাণকর, তেমনি এ সংগ্রামে পরাজিত হলে তা-ও ব্যর্থতা নয় ; বরং তা-ও সফলতা।

১০. সকল অবস্থায় মু'মিনদের একমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

১১. সম্ভাব্য সকল তদবীর বা প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে আর বলবে—'ভাগ্যে যা আছে তা হবে'– এর নাম তাওয়াক্কুল নয়।

১২. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা সর্বযুগেই মুসলমানদের কোনো কল্যাণ অথবা বিজয় দেখলে দুঃখবোধ করে : আর যদি কোনো অকল্যাণ বা পরাজয় দেখে তবে তারা তৃপ্তি পায়।

১৩. আল্লাহর পথে মুনাফিকদের স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অর্থ ব্যয় আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

১৪. তাদের নামাযে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকার কারণে তা-ও আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

১৫. দুনিয়ার জীবনে মুনাফিকদের অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ও সন্তান-সন্তুতির আধিক্য দেখে মু'মিনদের অবাক হওয়া উচিত নয়।

১৬. দুনিয়াতে মুনাফিকদের অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য মূলত শাস্তির উপকরণ, কেননা এসবের পেছনে তাদেরকে সদা-সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। সেজন্য তারা কোনো প্রকার মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

১৭. মুনাফিকদের মৃত্যু কাফির অবস্থায় হয়। তাই পরকালে তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১৮. মুনাফিকরা তাদের অর্থ-সম্পদের নিরপত্তার চিন্তায় সদা-সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে ; এমন অবস্থায় তাদের মানসিক শান্তি পাওয়া অসম্ভব।

১৯. মুনাফিকদের অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসার শেষ নেই। তাই তারা সম্পদ লাভের চেষ্টায়ই জীবনকাল অতিবাহিত করে।

২০. তাদের এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো—একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল নির্দেশ সন্তুষ্টি সহকারে পালন করা।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٦٠﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا

৬০. সাদকা (যাকাত) ফকীর,[৬১] মিসকীন,[৬২] সংশ্লিষ্ট কর্মচারী,[৬৩]

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

যাদের মন (দীনের দিকে) আকর্ষণ করা প্রয়োজন,[৬৪] দাসমুক্তিতে,[৬৫] ঋণগ্রস্তদের জন্য,[৬৬] আল্লাহর রাস্তায়,[৬৭]

﴿٦٠﴾ اَنَّمَا الصَّدَقٰتُ-(ان+ما+ال+صدقات)-সাদকা-তো ; لِلْفُقَرَآءِ-(ل+ال+فقراء)-ফকীরদের জন্য ; وَالْمَسٰكِيْنِ-(و+ال+مسكين)-ও মিসকীনদের ; وَالْعٰمِلِيْنَ-(و+ال+عملين)-ও কর্মচারীদের ; عَلَيْهَا-তৎসংশ্লিষ্ট ; وَالْمُؤَلَّفَةِ-(و+ال+مؤلفة)-ও আকর্ষণ করার প্রয়োজন ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-যাদের মন ; وَفِى الرِّقَابِ-(و+ال+رقاب)-ও দাস মুক্তিতে ; وَالْغٰرِمِيْنَ-(و+ال+غرمين)-ও ঋণ গ্রস্থদের জন্য ; وَفِى سَبِيْلِ-(و+فى+سبيل)-ও পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

৬১. 'ফকীর' দ্বারা সব ধরনের অভাবগ্রস্ত লোককে বুঝায়। যে ব্যক্তি নিজের জীবন-জীবিকার জন্য অপরের মুখাপেক্ষী। তার এ অবস্থা শারীরিক ক্রুটির কারণে হোক বা বার্ধক্যের কারণে হোক, অথবা অন্য কোনো কারণে হোক। ইয়াতীম শিশু, বিধবা নারী, কর্মহীন লোক এবং সাময়িক অভাবগ্রস্ত লোক এর মধ্যে শামিল।

৬২. 'মিসকীন' দ্বারা সাধারণ অভাবগ্রস্ত লোক অপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত লোককে বুঝায়। সহায়-সম্বলহীন, শ্রান্ত-ক্লান্ত ও লাঞ্ছনাময় জীবন যার এমন লোককে মিসকীন বলে। রাসূলুল্লাহ (স) এমন লোককে সাদকা তথা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত বলেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ উপায়-উপাদান অর্জনে অক্ষম ; কিন্তু তাদের আত্মসম্মানবোধ কারো কাছে হাত পাততে বাধা দেয়। আর তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়েও আসে না এমন লোককে মিসকীন বলে। এক কথায় বলতে গেলে 'মিসকীন' দ্বারা এক দরিদ্র ভদ্রলোককে বুঝায়।

৬৩. 'আমেলীন' দ্বারা যাকাত আদায়, তার হিসাব সংরক্ষণ এবং যাকাত বিলি বণ্টনের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এসব কর্মচারীকে যাকাতের তহবীল থেকে বেতন দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য এবং নিজ বংশ বনী হাশেমের জন্য যাকাতের অর্থ-সম্পদ হারাম করে নিয়েছেন। বনী হাশেম গোত্রের কোনো লোক যাকাত বিভাগে কাজ করে মজুরী স্বরূপও যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারে না।

৬৪. 'মুয়াল্লাফাতে কুলূবুহু'ম' অর্থ কাফিরদের মধ্য থেকে যাদেরকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করা ইসলামের স্বার্থেই প্রয়োজন। অথবা যাদেরকে ইসলামের বিরোধীতা থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন। অথবা যারা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছে, এখনো ইসলামের সৌন্দর্যে তার মন-মগজ আলোকিত হয়ে উঠেনি—আশংকা হয় টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য না করলে কুফরের দিকে ফিরে যেতে পারে। এসব লোককে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে, অথবা ইসলামের বিরোধীতা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে অথবা বিরোধীতার তীব্রতা হ্রাসের লক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের গণীমতের খাত বা প্রয়োজনে যাকাতের খাত থেকে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। এদের ফকীর বা মিসকীন হওয়া শর্ত নয়। তারা ধনী ও নেতৃস্থানীয় হলেও উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যে তাদেরকে যাকাতের অর্থ-সম্পদ দেয়া যাবে।

এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে যে, বর্তমানে এ খাতে যাকাতের সম্পদ খরচ করার বৈধতা আছে কিনা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে এ খাতে অর্থ ব্যয় করার উদাহরণ রয়েছে। তাঁর পরবর্তীকালে ইসলামের বিজয় যুগে তার প্রয়োজনীয়তা নেই এবং সাহাবীদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তা নাকচ হয়ে গেছে বলে হানাফীরা মত প্রকাশ করেন। অন্যান্য ফিকাহবিদদের মতে—প্রয়োজন হলে এ খাত এখনো কার্যকর রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে 'তা'লীফে কলব'-এর জন্য যাকাত-এর অর্থ ব্যয় করার কোনো নজীর রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমল থেকে নেই। এ পর্যায়ের হাদীসসমূহ থেকে এটাই জানা যায় যে, তিনি তা'লীফে কলব-এর জন্য কাফিরদেরকে গণীমতের মাল থেকে অর্থ দিয়েছেন, যাকাত থেকে নয়।

আইম্মায়ে কিরামের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের ইজমার আলোকে এ খাত কিয়ামত পর্যন্ত নাকচ হয়ে গেছে—একথা বলার কোনো দলিল নেই। ইসলামের তখনকার অবস্থান ও পরিস্থিতির আলোকে তখনকার জন্য তা স্থগিত হয়ে যাওয়াটা সঠিক ছিল। তাই বলে কিয়ামত পর্যন্ত তার আর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে না এটা বলার কোনো অবকাশ নেই। মূলকথা হলো ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ যদি প্রয়োজনবোধ করে তখন এ খাতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করতে পারবে। বিশেষ করে কুরআন মজীদে যে উদ্দেশ্যে এ খাতে যাকাত-এর অর্থ ব্যয়-এর বিধান রাখা হয়েছে। সে ধরনের পরিস্থিতি-পরিবেশ সৃষ্টি হলে এবং তা যখনই সৃষ্টি হবে তখনই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ যেন এ খাতে অর্থ ব্যয় করতে পারে—এমন অবকাশ থাকাই যুক্তিযুক্ত।

৬৫. দাসমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। দাস মুক্তির দুটি পন্থা হতে পারে—একটি এই যে, কোনো দাস বা দাসী তার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিলে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। যাকাতের অর্থ থেকে চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ দান করে সে দাসকে মুক্ত করে দেয়া যাবে। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, কোনো দাসকে তার মনিব থেকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দেয়া। এ কাজেও যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

এবং মুসাফিরদের জন্য ;[৬৮] (এটা) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ; কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

(و+ابن+ال+سبيل)-وَابْنِ السَّبِيْلِ-এবং মুসাফিরদের জন্য ; فَرِيْضَةً-(এটা) নির্ধারিত ; مِّنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-কারণ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়।

৬৬. 'গারেমীন' দ্বারা এমন ঋণগ্রস্ত বুঝানো হয়েছে। যার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে তার ঋণ শোধ করলে যা অবশিষ্ট থাকে তা যাকাতের নিসাব থেকে কম হয়ে যায়। সে ব্যক্তি সাধারণভাবে ধনী-হিসেবে পরিচিত থাকুক বা ফকীর হিসেবে উভয় অবস্থাতেই যাকাতের অর্থ দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে। তবে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে এমন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে সাহায্য করা যাবে না, যে অসৎ কাজে ও অন্যায় অপকর্মে অর্থ ব্যয় করে ঋণী হয়ে গেছে। তবে সে যদি খালেসভাবে তাওবা করে তবে তাকে ঋণ পরিশোধে যাকাতের অর্থে সাহায্য করা যাবে।

৬৭. যেসব সৎ কাজে আল্লাহর সন্তোষ রয়েছে, সেসব কাজকেই 'সাধারণভাবে' আল্লাহর পথে' কথাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে সঠিক কথা হলো 'আল্লাহর পথে' কথাটি দ্বারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বা সংগঠন কার্যত অংশ গ্রহণ করবে তাদের সফর খরচ এবং অস্ত্রশস্ত্র সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য খরচ বাবদ যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। ব্যক্তিগতভাবে তারা সচ্ছল হলেও কোনো অসুবিধা নেই। এমনিভাবে যারা নিজেদের পূর্ণ সময় বা শ্রম সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার কাজে নিয়োজিত করেছে তাদের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের জন্যও যাকাতের অর্থ থেকে সাময়িক বা সার্বক্ষণিক সাহায্য দেয়া যেতে পারে। স্মরণীয় যে, 'ফী-সাবীলিল্লাহ' দ্বারা আল্লাহর পথের চূড়ান্ত সংগ্রামকেই বুঝানো হয়নি ; বরং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত দল বা জামায়াতের প্রাথমিক দাওয়াত ও প্রচার থেকে শুরু করে চূড়ান্ত লড়াই পর্যন্ত সকল অবস্থা-ই এর অন্তর্ভুক্ত।

৬৮. 'ইবনিস সাবীল'-এর শাব্দিক অর্থ 'রাস্তার পুত্র'। এর দ্বারা 'মুসাফির' বুঝানো হয়েছে। মুসাফির যদি নিজ গৃহে ধনীও হয়ে থাকে তবুও সফরে সে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে-যাকাতের তহবিল থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। কোনো কোনো ফিকাহবিদ এতে শর্ত আরোপ করেছেন যে, তার সফর কোনো পাপ বা আল্লাহদ্রোহিতার উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। তবে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা থেকে জানা যায় যে, যে লোক সাহায্য লাভের উপযুক্ত তাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তার পাপী বা অপরাধী হওয়া কোনো বাধা হতে পারে না। বরং পাপী বা নৈতিক অধপতিত লোকদেরকে সংশোধনের এক অতি বড় সুযোগ হলো তার বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা। এতে তার নৈতিক সংশোধনের আশা করা যায়।

٦١ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ

৬১. আর তাদের মধ্যে আছে (এমন লোক) যারা কষ্ট দেয় নবীকে এবং বলে—তিনিতো কর্ণপাতকারী ;[৬৯]

قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ

আপনি বলে দিন—তিনিতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর[৭০] কর্ণপাতকারী, তিনি ঈমান রাখেন আল্লাহর প্রতি এবং বিশ্বাস করেন মু'মিনদেরকে,[৭১] আর তিনি রহমত স্বরূপ

لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ

তাদের জন্য যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে ;
আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়

(৬১) وَ-আর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে আছে ; الَّذِينَ-যারা ; يُؤْذُونَ-কষ্ট দেয় ; النَّبِيَّ-(ال+نبي)-নবীকে ; وَ-এবং ; يَقُولُونَ-বলে ; هُوَ-তিনি তো ; أُذُنٌ-কর্ণপাতকারী ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; أُذُنُ-তিনি তো কর্ণপাতকারী ; خَيْرٍ-কল্যাণকর ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; يُؤْمِنُ-তিনি ঈমান রাখেন ; بِاللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; يُؤْمِنُ-বিশ্বাস করেন ; لِلْمُؤْمِنِينَ-(ل+ال+مؤمنين)-মু'মিনদেরকে ; وَ-আর ; رَحْمَةٌ-রহমত স্বরূপ ; لِّلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; مِنكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; يُؤْذُونَ-কষ্ট দেয় ; رَسُولَ-রাসূলকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ;

৬৯. এটা ছিল মুনাফিকদের একটি অভিযোগ যে, তিনি সর্বশ্রেণীর লোকের কথা শুনে এবং তা বিশ্বাস করে নিজের কান ভারী করে রাখেন। নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকেরা মুনাফিকদের সকল ষড়যন্ত্রের খবর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছাতো, এতে মুনাফিকরা রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বলতেন—"আপনিতো আমাদের মত সম্মানিত লোকদের ব্যাপারে যে সে লোকের কথা শুনেন এবং বিশ্বাস করেন।"

৭০. অর্থাৎ রাসূল যা কিছুই শুনেন তা থেকে উম্মতের কল্যাণ কিসে হবে সে পদক্ষেপ-ই গ্রহণ করেন। তিনি তোমাদের কল্যাণের চিন্তাই করেন। আল্লাহর রাসূল হিসেবে উম্মতের দীন ও ঈমানের কল্যাণ বিধানের জন্য এটা তাঁর মহৎ গুণ। তিনি যদি সকলের কথা ধৈর্য সহকারে না শুনতেন এবং তোমাদের ঈমানের মিথ্যা দাবী ও লোক দেখানো কল্যাণ কামনার পরিপ্রেক্ষিতে ধৈর্য প্রদর্শন না করতেন, বরং তোমাদেরকে কঠোর হস্তে শাসন করতেন, তাহলে মদীনায় বসবাস করা তোমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়তো। সুতরাং তোমরা যেসব অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করছো সেগুলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর গুণ-ই বটে।

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ

তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৬২. তোমাদেরকে খুশী করার জন্য তারা আল্লাহর নামে কসম করে

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এটারই অধিক হকদার যে, তাদেরকেই খুশী করা হবে যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে।

﴿٦٣﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ

৬৩. তারা কি জানে না, এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা যে কেউ করবে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন

خَالِدًا فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ

সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে ; এটাই মহা লাঞ্ছনা। ৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে—

اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ

তাদের সম্পর্কে এমন কোনো সূরা যেন নাযিল না হয় তাদের মনে যা আছে তা জানিয়ে দেবে,[৭২]

لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٦٢﴾ يَحْلِفُوْنَ-তারা কসম করে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর নামে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; لِيُرْضُوْكُمْ-(ليرضو+كم)-যেন খুশী করতে পারে তোমাদেরকে ; وَ-অথচ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلُهٗ-তাঁর রাসূল ; اَحَقُّ-অধিক হকদার ; اَنْ يُّرْضُوْهُ-(ان يرضوا+ه)-এটারই যে তাদেরকেই খুশী করা হবে ; اِنْ-যদি ; كَانُوْا-তারা হয়ে থাকে ; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ﴿٦٣﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا-(ا+لم يعلموا)-তারা কি জানে না ; اَنَّهٗ-এটা নিশ্চিত যে ; مَنْ-যে কেউ ; يُحَادِدِ-বিরোধীতা করবে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-তাঁর রাসূলের ; فَاَنَّ-(ف+ان)-অবশ্যই ; لَهٗ-তার জন্য রয়েছে ; نَارَ-আগুন ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; خَالِدًا-সে চিরস্থায়ী হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; ذٰلِكَ-এটাই ; الْخِزْيُ-(ال+خزى)-লাঞ্ছনা ; الْعَظِيْمُ-মহা। ﴿٦٤﴾ يَحْذَرُ-ভয় করে ; الْمُنٰفِقُوْنَ-(ال+منفقون)-মুনাফিকরা ; اَنْ تُنَزَّلَ-নাযিল না হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের সম্পর্কে ; سُوْرَةٌ-এমন কোনো সূরা ; تُنَبِّئُهُمْ-(تنبئ+هم)-তাদেরকে জানিয়ে দেবে ; بِمَا-যা আছে ; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-তাদের মনে ;

قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۝

আপনি বলুন—তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেই যাও ; তোমরা যে (ব্যাপারে) ভয় করছো আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশকারী।

٦٥ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۚ

৬৫. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তারা অবশ্যই বলবে—আমরাতো খোশগল্প করছি ও কৌতুক করছি ;[৭৩]

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

আপনি বলুন—তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-তামাশা করছো ?

قُلْ-আপনি বলুন ; اسْتَهْزِءُوْا-তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেই যাও ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; مُخْرِجٌ-প্রকাশকারী ; مَّا-যে ব্যাপারে ; تَحْذَرُوْنَ-তোমরা ভয় করছো। ৬৫ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; سَأَلْتَهُمْ-(سالت+هم)-তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ; لَيَقُوْلُنَّ-তারা অবশ্যই বলবে ; اِنَّمَا-প্রকৃতপক্ষে ; كُنَّا نَخُوْضُ-আমরাতো খোশগল্প করছি ; وَ-ও ; نَلْعَبُ-কৌতুক করছি ; قُلْ-আপনি বলুন ; اَبِاللّٰهِ-(ا+ب+الله)-আল্লাহকে নিয়ে কি ; وَ-ও ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনকে ; وَ-এবং ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলকে (নিয়ে কি) ; كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ-তোমরা হাসি-তামাশা করছো।

৭১. অর্থাৎ তিনি তোমাদের ব্যাপারে সত্যবাদী মু'মিনদের কথাই বিশ্বাস করেন, যদিও তিনি সকলের কথা-ই শুনেন। তোমাদের ষড়যন্ত্র ও শয়তানী কাজকর্মের যেসব সংবাদ তিনি শুনেছেন ও বিশ্বাস করেছেন সেগুলো বিশ্বাসেরই যোগ্য কারণ এসব সংবাদদাতারা একান্তই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।

৭২. মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতের প্রতি যদিও খাঁটি বিশ্বাসী ছিল না, তবে বিগত সময়ের অভিজ্ঞতায় তারা এটা বুঝতে পারতো এবং বিশ্বাস করতো যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জ্ঞানের কোনো অসাধারণ সূত্র রয়েছে যার মাধ্যমে তিনি তাদের গোপন রহস্যও অবগত হতে সক্ষম। এজন্য তারা আশংকায় থাকতো যে, কুরআনের মাধ্যমে কখন তাদের মুনাফিকী ও ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৭৩. তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। এতে করে মুসলমানদের সাহস-হিম্মতকে দমিয়ে দিতে চাইতো। হাদীসে মুনাফিকদের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন, এক মজলিশের মুনাফিদের একজন বললো—"রোমানদেরকে তোমরা আরবদের মত মনে করে নিয়েছো, কাল-ই দেখবে,

٦٦ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۚ اِنْ نَّعْفُ

৬৬. তোমরা অজুহাত পেশ করো না, ঈমান আনার পর তোমরা নিসন্দেহে কুফরী করছো ; আমি যদি ক্ষমাও করি

عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۟

তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে, অন্য দলকে শাস্তি দেবোই, কেননা তারা ছিল অপরাধী।[৭৪]

٦٦ لَا تَعْتَذِرُوْا-তোমরা অজুহাত পেশ করো না ; قَدْ كَفَرْتُمْ-তোমরা নিসন্দেহে কুফরী করছো ; بَعْدَ-পর ; اِيْمَانِكُمْ-(ايمان+كم)-তোমাদের ঈমান আনার ; اِنْ-যদি ; نَّعْفُ-আমি ক্ষমাও করি ; عَنْ طَآئِفَةٍ-(عن+طائفة)-কোনো দলকে ; مِّنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; نُعَذِّبْ-শাস্তি দেবোই ; طَآئِفَةً-অন্য দলকে ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-কেননা তারা ; كَانُوْا-ছিল ; مُجْرِمِيْنَ-অপরাধী।

তোমাদের এসব বীর-বাহাদুর যারা যুদ্ধ করতে এসেছে—রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।" অপর একজন বললো—"উপর থেকে শত শত চাবুক মারার হুকুম হলেই মজা টের পাবে।" আর একজন রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করে বললো—"এ লোকটাকে দেখো, তিনি চলছেন রোম ও সিরিয়ার দুর্গ জয় করতে।"

৭৪. অর্থাৎ এসব ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মধ্যে যারা নির্বোধ, দুনিয়ার কোনো কিছুকেই যারা গুরুত্ব সহকারে বুঝতে চেষ্টা করে না, তাদেরকে মাফ করা যেতে পারে ; কিন্তু যারা সবকিছু বুঝে-শুনে রাসূল এবং তাঁর প্রচারিত সত্য দীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনার দাবী করা সত্ত্বেও এটাকে হাস্যকর মনে করে, তাদেরকে কোনোমতেই মাফ করা যেতে পারে না। কারণ তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের মূল লক্ষ্য হলো—মু'মিনদের সাহস-হিম্মতকে কমিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে জিহাদের প্রস্তুতিতে বাধা প্রদান করা। এরা মূলতই অপরাধী।

৮ রুকূ' (৬০-৬৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ রুকূ'তে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের আটটি খাত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর বাইরে কোনো খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার কারো অধিকার নেই। সর্বযুগে, সকল দেশ ও অঞ্চলে এ বিধানই প্রযোজ্য।

২. যাকাতের হারও কুরআন মাজীদে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ হারের কম-বেশী করারও কারো অধিকার নেই।

৩. যাকাত ধনীদের পক্ষ থেকে দরিদ্রদের জন্য দান নয় : বরং তা ধনীদের প্রদত্ত সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার।

৪. যাকাতের ৮টি খাত হলো—(ক) ফকীর, (খ) মিসকীন, (গ) যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, (ঘ) যাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন এমন লোক, (ঙ) দাসমুক্তি, (চ) ঋণ গ্রস্তদের ঋণের দায় থেকে মুক্তি, (ছ) আল্লাহর পথে, (জ) মুসাফির।

৫. মু'মিনদের জন্য আল্লাহর রাসূল রহমত স্বরূপ। সুতরাং জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা উর্ধে তুলে ধরা মু'মিনদের ঈমানী দায়িত্ব।

৬. মুনাফিকদের পরিচয় হলো—তারা কথায় কথায় কসম করে তাদের কথা মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে। পেছনে এরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

৭. ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং নবী-রাসূলকে ও তাদের হুকুম-আহকাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা মুনাফিকের লক্ষণ। আর মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

৮. মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য যারা মুখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, কিন্তু অন্তরে কোনো দুরভিসন্ধি না থাকে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হয়ত ক্ষমা করতে পারেন। তবে এসব কথা থেকে মু'মিনদেরকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯

পারা হিসেবে রুকূ'-১৫

আয়াত সংখ্যা-৬

٦٧ اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ

৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের মতই,
তারা নির্দেশ দেয় মন্দ কাজের,

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللّٰهَ

এবং বিরত রাখে ভাল কাজ থেকে, আর তারা গুটিয়ে রাখে তাদের হাত,[৭৫]
তারা ভুলে গেছে আল্লাহকে

فَنَسِيَهُمْ ۗ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٦٧ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ

তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন ; নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই ফাসিক।
৬৮. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন মুনাফিক পুরুষ

٦٧ اَلْمُنٰفِقُوْنَ-(ال+منفقون)-মুনাফিক পুরুষ ; وَ-ও ; اَلْمُنٰفِقٰتُ-মুনাফিক নারী ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; مِنْ بَعْضٍ-(من+بعض)-অপরের মতই ; يَاْمُرُوْنَ-তারা নির্দেশ দেয় ; بِالْمُنْكَرِ-(ب+ال+منكر)-মন্দ কাজের ; وَ-এবং ; يَنْهَوْنَ-বিরত রাখে ; عَنِ-থেকে ; الْمَعْرُوْفِ-(ال+معروف)-ভাল কাজ ; وَ-আর ; يَقْبِضُوْنَ-তারা গুটিয়ে রাখে ; اَيْدِيَهُمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাত ; نَسُوا-তারা ভুলে গেছে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে; فَنَسِيَهُمْ-(ف+نسى+هم)-তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ-(ال+منفقين+هم)-মুনাফিকরাই ; الْفٰسِقُوْنَ-(ال+فسقون)-ফাসিক। ٦٨ وَعَدَ-ওয়াদা দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْمُنٰفِقِيْنَ-(ال+منفقين)-মুনাফিক পুরুষ ;

৭৫. মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ সর্বযুগে ও সর্বস্থানে একই রকম। তারা সকল মন্দ কাজেই আর্থিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। এতে তারা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে। এসব খারাপ কাজের সাহায্যে তাদের তৎপরতা দেখলে বুঝা যায় যে, এসব কাজের প্রচলনে তারা মনে শান্তি পায়, তাদের চোখ এতে শীতল হয়।

অপরদিকে কোনো ভাল কাজ করতে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করলে এটা তাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠে। তারা চেষ্টা করে যেন কাজটি সফল না হয়। কোনো ভাল কাজে

وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ

ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে ; তা-ই তাদের উপযুক্ত ;

وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

এবং আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন ; আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব । ৬৯. (তোমরাও)[৭৬] তাদের মত যারা তোমাদের পূর্বে ছিল ।

كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ

তারা শক্তিতে ছিল তোমাদের চেয়ে অধিক প্রবল এবং সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক থেকে ছিল অনেক বেশি ;

فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ

অতপর তারা উপভোগ করেছে তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ এবং তোমরা উপভোগ করেছো তোমাদের নির্ধারিত অংশ । যেমন উপভোগ করেছে

وَ-ও; الْمُنٰفِقٰتِ-মুনাফিক নারী ; وَ-এবং ; الْكُفَّارَ-কাফিরদেরকে ; نَارَ-আগুনের ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; خٰلِدِيْنَ-তারা চিরস্থায়ী হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; هِيَ-তা-ই ; حَسْبُهُمْ-(حسب+هم)-তাদের উপযুক্ত ; وَ-এবং ; لَعَنَهُمْ-(لعن+هم)-তাদেরকে লা'নত করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; مُّقِيْمٌ-চিরস্থায়ী । ﴿٦٩﴾ كَالَّذِيْنَ-(ك+الذين)-তাদের মত যারা ছিল ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+كم)-তোমাদের পূর্বে ; كَانُوْٓا-তারা ছিল ; اَشَدَّ-অধিক প্রবল ; مِنْكُمْ-তোমাদের চেয়ে ; قُوَّةً-শক্তিতে ; وَ-এবং ; اَكْثَرَ-অনেক বেশী ; اَمْوَالًا-সম্পদ; وَ-ও ; اَوْلَادًا-সন্তান-সন্ততির দিক থেকে ; فَاسْتَمْتَعُوْا-(ف+استمتعوا)-অতপর তারা উপভোগ করেছে ; بِخَلَاقِهِمْ-(ب+خلاق+هم)-তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ ; فَاسْتَمْتَعْتُمْ-(ف+استمتعتم)-তোমরা উপভোগ করেছো ; بِخَلَاقِكُمْ-(ب+خلاق+كم)-তোমাদের জন্য নির্ধারিত অংশ ; كَمَا-যেমন ; اسْتَمْتَعَ-উপভোগ করেছে ;

অর্থ ব্যয় করতে তাদের হাত উঠে না, তখন তাদের হাত গুটিয়ে আসে। তাদের ধন-সম্পদ থাকে বাক্স-বন্দী হয়ে, অথবা হারাম পথে খরচ হয়ে যায়। এটাই হলো মুনাফিকদের সাধারণ চরিত্র।

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ط

তারা তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ যারা ছিল তোমাদের পূর্বে, আর তোমরা মশগুল রয়েছো বেহুদা আলাপে তাদের মত যারা মশগুল রয়েছে বেহুদা আলাপচারিতায়

أُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَأُولٰٓئِكَ هُمُ

তারা এমন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকল নেক কাজই বরবাদ হয়ে গেছে এবং তারাই

الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ

ক্ষতিগ্রস্ত। ৭০. তাদের নিকট কি সেই লোকদের খবর[৭৭] পৌছেনি যারা তাদের পূর্বে গত—নূহের জাতি,

وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۵ وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحٰبِ مَدْيَنَ

আদ জাতি, সামূদ জাতি, ইবরাহীমের জাতি এবং মাদইয়ানের অধিবাসী

وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ط أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج فَمَا كَانَ اللّٰهُ

ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদবাসী ;[৭৮] তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন ; আল্লাহ তো এমন নন যে,

اَلَّذِيْنَ-তারা যারা ছিল ; مِنْ قَبْلِكُمْ-তোমাদের পূর্বে ; بِخَلَاقِهِمْ-তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ ; وَ-আর ; خُضْتُمْ-তোমরা মশগুল রয়েছো বেহুদা আলাপে ; كَالَّذِيْ-তাদের মতো যারা ; خَاضُوْا-মশগুল রয়েছে বেহুদা আলাপচারিতায় ; أُولٰٓئِكَ-তারা এমন যে ; حَبِطَتْ-বরবাদ হয়ে গেছে ; أَعْمَالُهُمْ-তাদের সকল নেক কাজই ; فِي-الدُّنْيَا-দুনিয়াতে ; وَ-ও ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতে ; وَ-এবং ; أُولٰٓئِكَ هُمُ-তারাই ; الْخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত ﴿٦٩﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ-তাদের নিকট কি পৌছেনি ; نَبَأُ-খবর ; الَّذِيْنَ-সেই লোকদের যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-তাদের পূর্বে গত ; قَوْمِ-জাতি ; نُوْحٍ-নূহের ; وَّعَادٍ-আ'দ জাতি ; وَّثَمُوْدَ-সামূদ জাতি ; وَقَوْمِ-(و+قوم)-জাতি ; إِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের ; وَ-এবং ; أَصْحٰبِ-অধিবাসী ; مَدْيَنَ-মাদইয়ানের ; وَ-ও ; الْمُؤْتَفِكٰتِ-(ال+مؤتفكت)-ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদবাসী ; أَتَتْهُمْ-(اتت+هم)-তাদের নিকট এসেছিলেন ; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ; فَمَا كَانَ-(ف+ما كان)-এমন নন যে ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ;

لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧١﴾ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

তিনি তাদের উপর যুল্ম করবেন বরং তারাই নিজেদের উপর যুল্ম করছিল।[৭৯]

৭১. আর মু'মিন পুরুষ

وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

ও মু'মিন নারী—তারা একে অপরের বন্ধু-অভিভাবক, তারা নির্দেশ দেয় সৎকাজের

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

এবং বিরত রাখে মন্দ কাজ থেকে, আর কায়েম করে নামায ও আদায় করে যাকাত,

وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ أُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ

আর তারা আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ;[৮০]

আল্লাহ অচিরেই এদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখাবেন ;

لِيَظْلِمَهُمْ-(ليظلم+هم)-তিনি যুল্ম করবেন তাদের উপর ; وَلٰكِنْ-বরং ; كَانُوْٓا-তারা ছিল ; أَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেদের উপর ; يَظْلِمُوْنَ-যুলুম করছিলো। ﴿٧١﴾ وَ-আর ; الْمُؤْمِنُوْنَ-(ال+مؤمنون)-মু'মিন পুরুষ ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنٰتُ-(ال+مؤمنت)-মু'মিনা নারী ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তারা একে ; أَوْلِيَآءُ-বন্ধু-অভিভাবক ; بَعْضٍ-অপরের ; يَأْمُرُوْنَ-তারা নির্দেশ দেয় ; بِالْمَعْرُوْفِ-(ب+ال+معروف)-সৎকাজের ; وَ-এবং ; يَنْهَوْنَ-বিরত রাখে ; عَنِ-থেকে ; الْمُنْكَرِ-(ال+منكر)-মন্দ কাজ ; وَ-আর ; يُقِيْمُوْنَ-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-নামায ; وَ-ও ; يُؤْتُوْنَ-দেয় ; الزَّكٰوةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; وَ-আর ; يُطِيْعُوْنَ-তারা আনুগত্য করে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; أُولٰٓئِكَ-এদের প্রতি ; سَيَرْحَمُهُمُ-(سيرحم+هم)-অচিরেই দয়া-অনুগ্রহ দেখাবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

৭৬. পূর্ব থেকে আল্লাহ তাআলা তৃতীয় পুরুষে মুনাফিকদের আলোচনা করে আসছেন। এখানে এসে তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে বলছেন।

৭৭. এখান থেকে পুনরায় তৃতীয় পুরুষে আলোচনা শুরু হয়েছে।

৭৮. এখানে লূত জাতির জনপদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এ জনপদকে তাদের অপরাধের কারণে উল্‌টে দেয়া হয়েছে।

৭৯. অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ দায়ী নন। তাদের সাথে আল্লাহর তো কোনো শত্রুতা ছিল না। তারা নিজেরা-ই নিজেদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ৭২. আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ওয়াদা দিয়েছেন

جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا

এমন জান্নাতের যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।

وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ

আর চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে উত্তম বাসস্থানসমূহ ; এবং (থাকবে) শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত আল্লাহর সন্তোষ ;

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

মহান সফলতা তো এটাই।

إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; عَزِيزٌ-পরাক্রমশালী ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময়। ⑦② وَعَدَ- ওয়াদা দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْمُؤْمِنِينَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিন পুরুষ ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنَٰتِ-(ال+مؤمنت)-মু'মিনা নারীকে ; جَنَّٰتٍ-এমন জান্নাতের ; تَجْرِي-প্রবাহিত ; مِن تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যারা তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهَٰرُ-(ال+انهار)-ঝর্ণাধারা ; خَٰلِدِينَ-তারা থাকবে চিরদিন ; فِيهَا-সেখানে ; وَ-আর ; مَسَٰكِنَ-বাসস্থানসমূহ ; طَيِّبَةً-পবিত্র ; فِي جَنَّٰتِ-(فى+جنت)-জান্নাতে থাকবে ; عَدْنٍ-চিরস্থায়ী ; وَ-এবং ; رِضْوَٰنٌ-সন্তোষ ; مِّنَ اللَّهِ-(من+الله)-আল্লাহর ; أَكْبَرُ-শ্রেষ্ঠতম ; ذَٰلِكَ-তো ; هُوَ-ওটাই ; الْفَوْزُ-(ال+فوز)–সফলতাতো ; الْعَظِيمُ-(ال+عظيم)-মহান।

নিজেদেরকে শাস্তির উপযুক্ত করেছে। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, ভাল-মন্দ পথ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন। নিজেদেরকে সুপথে পরিচালিত করার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। সুপথে চলার সুফল এবং কুফথে চলার কুফল সম্পর্কে রাসূলদের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে তাদেরকে অবহিত করেছেন ; কিন্তু তারা এসব কিছুকে উপেক্ষা করে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করেছে। সুতরাং নিজেদের জন্য নিজেরাই দায়ী। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

৮০. মুনাফিকরা বাহ্যিক পরিচিতিতে মুসলমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা এক আলাদা সম্প্রদায় এবং খাঁটি মুসলমানরাও এক আলাদা উম্মাহ। মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র,

আচার-আচরণ ও চাল-চলন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একইরূপ। তাই তারা মুসলমানদের থেকে আলাদা গোষ্ঠিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। অপরদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরা তাদের স্বভাব-চরিত্র ও জীবন-যাপন পদ্ধতিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুনাফিকদের থেকে ভিন্নরূপ হওয়ার কারণে আলাদা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। তারা ভাল কাজে উৎসাহ রাখে ; অন্যায় ও পাপ কাজে তারা অনাগ্রহ দেখায় এবং ঘৃণা পোষণ করে। সদা-সর্বদা তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে তারা দরাজ হস্ত। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলা তাদের জীবনের স্থায়ী গুণ। এজন্য মু'মিনরা পরস্পর নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এবং মুনাফিকদের থেকে আলাদা উম্মাহ।

৯ রুকূ' (৬৭-৭২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রকাশ্যে মুসলমান হিসেবে পরিচিত, মুসলিম সমাজে বসবাস করে, নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবীও করে, একান্ত অনিচ্ছা ও আলস্য সহকারে নামাযও আদায় করে ; কিন্তু নেক কাজে উৎসাহবোধ করে না ; আল্লাহর দীন বিজয়ী করার আন্দোলনে নিজেরাতো অংশগ্রহণ করেই না বরং এরূপ আন্দোলন-সংগ্রাম হতে দেখলে তাদের মনে জ্বালা অনুভব করে, দীনের কাজে অর্থ ব্যয় করাকে জরিমানা বলে মনে করে—এমন লোকেরা নিসন্দেহে মুনাফিক।

২. মুনাফিকরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে ভুলে যেমন স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপন করছে, তেমনি আল্লাহ ও আখিরাতে তাদেরকে উপেক্ষা করবেন।

৩. মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের ওয়াদা দিয়েছেন ; সুতরাং তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। কারণ জাহান্নাম-ই তাদের উপযুক্ত স্থান। অতএব নিফাক তথা মুনাফিকী থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে হবে।

৪. অতীতের কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা মু'মিনদের জন্য একান্ত আবশ্যক। যেসব কারণে এসব জাতি দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেসব কারণ জেনে নিয়ে তা থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নিতে হবে।

৫. বেহুদা আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হয়ে নিজের মূল্যবান সময়কে বরবাদ করা কোনো বুদ্ধির কাজ নয়, কেননা আমাদের জীবনকাল একান্ত নির্দিষ্ট।

৬. মুনাফিক ও কাফির-মুশরিকদের দুনিয়াতে কৃত যাবতীয় ভাল কাজগুলো বরবাদ হয়ে গেছে। যাদের ভাল কাজগুলো বিনষ্ট, আখিরাতে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, যে ক্ষতি পূরণ করার কোনো সুযোগ আখিরাতে পাওয়া যাবে না।

৭. আখিরাতে মুনাফিকদের মন্দ পরিণতির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। সত্যিকারভাবে ঈমান গ্রহণ ও সে অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই সর্বযুগে আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করেছেন ; সুতরাং তাদের কোনো অজুহাত-ই গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুনাফিকরা আলাদা গোষ্ঠী ; আর মু'মিনরাও আলাদা উম্মাহ।

৯. মু'মিনরা পরস্পর একে অপরের বন্ধু ও অভিভাবক। তাদের পরিচয় হলো—তারা পরস্পর সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে, তারা সম্মিলিতভাবে নামায কায়েম করে,

নিজেদের মালের যাকাত দেয় এবং নিজেদের সকল ব্যাপারেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয়।

১০. উল্লেখিত গুণাবলীর মু'মিনদেরকে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করছেন ; যে ওয়াদা কখনো ভঙ্গ হবার নয়।

১১. সর্বোপরি এ সকল মু'মিনদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে উত্তম প্রতিদান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

১২. উপরোল্লিখিত মু'মিনদের দলভুক্ত হওয়ার জন্যই আমাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও উপায়-উপাদান ব্যয় করা এবং আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা কর্তব্য।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৮

৭৩ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ

৭৩. হে নবী![৮১] আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং কঠোর হোন তাদের প্রতি[৮২]

৭৩ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلنَّبِىُّ-(ال+نبى)-নবী ; جَٰهِدِ-আপনি জিহাদ করুন ; ٱلْكُفَّارَ-(ال+كفار)-কাফির ; وَ-ও ; ٱلْمُنَٰفِقِينَ-(ال+منفقين)-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে ; وَٱغْلُظْ-এবং আপনি কঠোর হোন ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের প্রতি ;

৮১. এখান থেকে যে বক্তব্য শুরু হয়েছে তা তাবুক যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়েছে। মুনাফিকদের ব্যাপারে এতদিন শুধু নীরবতা-ই অবলম্বন করা হয়েছিলো। এখানে কাফিরদের সাথে সাথে মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে মুনাফিকদের সাথে জিহাদের ধরণ কাফিরদের সাথে জিহাদের মত হবে না। এর ধরণ রাসূলের কর্মধারা থেকে জানা যায়।

৮২. তাবুক যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুনাফিকদের ব্যাপারে সহনশীল মনোভাব দেখানো হয়েছে। কারণ তখন পর্যন্ত মুসলমানদের শক্তি এত মজবুত হয়ে উঠেনি যে, বাইরের শত্রুদের সাথে সাথে ভেতরের শত্রুদের সাথেও মুকাবিলা করা সম্ভবপর ছিল। এ যুদ্ধের পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো, তাই মুনাফিকদের ব্যাপারে এখন আর উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তাদেরকে এমন সুযোগ দেয়াও প্রয়োজন ছিলো যেন মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে তাদের মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। অতপর যখন দেখা গেল তাদের কোনো পরিবর্তনের আশা নেই এবং তাদের ব্যাপারে এখনই কোনো পদক্ষেপ না নিলে তারা বাইরের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি করে ফেলতে পারে। তাই তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সঠিক সময় বলে নিরূপিত হলো।

মুনাফিকদের সাথে কঠোর নীতি অবলম্বনের অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে কাফিরদের মত সশস্ত্র জিহাদ শুরু করা হবে ; বরং এর অর্থ হলো, তাদের সাথে আর উদার আচরণ করা হবে না। মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যত প্রকার ষড়যন্ত্র রয়েছে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে। সমাজের লোকজনদের মধ্যে তাদের মুনাফিকী মনোভাব ছড়াবার সুযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। তারা যে, ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান নয় তা ধরিয়ে দিতে হবে। যার ফলে সমাজে বিদ্যমান তাদের মর্যাদা নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনভাবে তাদের কূটনীতি সম্পর্কে প্রচার চালাতে হবে যাতে

وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۖ

কেননা তাদের ঠিকানা-ই হলো জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।
৭৪. তারা আল্লাহর নামে কসম করে যে, তারা (এরূপ) বলেনি

وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ

অথচ তারা সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কথা বলেছে[৮৩] এবং ইসলাম
প্রকাশ করার পর তারা কাফির হয়ে গেছে

-وَ-কেননা ; مَأْوٰىهُمْ-(ماوى+هم)-তাদের ঠিকানা-ই হলো ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; وَ-আর ; بِئْسَ-তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ; الْمَصِيْرُ-(ال+مصير)-গন্তব্যস্থল। ﴿٧٤﴾ يَحْلِفُوْنَ-তারা কসম করে যে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর নামে ; مَا قَالُوْا-তারা (এরূপ) বলেনি ; وَ-অথচ ; لَقَدْ قَالُوْا-(ل+قد+قالوا)-তারা সন্দেহাতীতভাবে বলেছে ; كَلِمَةَ-কথা ; الْكُفْرِ-(ال+كفر)-কুফরী ; وَ-এবং ; كَفَرُوْا-তারা কাফির হয়ে গেছে ; بَعْدَ-পর ; اِسْلَامِهِمْ-(اسلام+هم)-তাদের ইসলাম প্রকাশ করার ;

আদালতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত না হয় এবং কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদের দূয়ার তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে তিরস্কার করতে হবে। মাহফিলসমূহে তাদের সাথে কোনো কথা-বার্তা বলা বন্ধ করে দিতে হবে; তাদের সাথে সকল সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে, মুসলিম সমাজে তাদের আর এক বিন্দু মর্যাদাও অবশিষ্ট নেই, তাদের আর কোনো গুরুত্ব এ সমাজে নেই। তারা যদি কোনো ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তা আর ক্ষমা করা যাবে না ; বরং প্রকাশ্য আদালতে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এরূপ করলে অবশ্যই 'মুনাফিকী' নামক সংক্রামক ব্যধি থেকে ইসলামী সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

৮৩. মুনাফিকরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম, মুসলমান এবং ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অনেক বিদ্রূপাত্মক কথা-বার্তা বলতো। তাদের এসব কথা যদি মুসলমানরা শুনে ফেলতো এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কানে পৌঁছতো তখন তারা মিথ্যা কসম করে এসব কথা অস্বীকার করতো। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবীকে তা জানিয়ে দিতেন। মুনাফিকরা যেসব কুফরী কথা বলতো, হাদীসে সেসব অনেক কথা-ই বর্ণিত হয়েছে। তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক ভাষণের শ্রোতা হিসেবে মুসলমানদের সাথে জুল্লাস নামে এক মুনাফিকও ছিল। ভাষণ শেষে সে মন্তব্য করেছিল—'মুহাম্মাদ (স)-এর কথা যদি সত্য হয় তাহলে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। তার একথাটি আমের ইবনে কায়েস (রা) নামক এক সাহাবী

وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ

আর তারা এমন বিষয়ে সংকল্প করেছে যা তারা সফল করতে পারেনি ;[৮৪] এবং তারা এছাড়া (অন্য কোনো কারণে) প্রতিশোধ নিতে চায়নি যে, তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন আল্লাহ

وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ

ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে ;[৮৫] অতপর তারা যদি তাওবা করে তা হবে তাদের জন্য উত্তম ;

وَ-আর ; هَمُّوْا-তারা সংকল্প করেছে ; بِمَا-(ب+ما)-এমন বিষয়ে যা ; لَمْ يَنَالُوْا-তারা সফল করতে পারেনি ; وَ-এবং ; مَا نَقَمُوْا-তারা প্রতিশোধ নিতে চায়নি ; اِلَّآ-এছাড়া (অন্য কোনো কারণে) ; اَنْ-যে, ; اَغْنٰهُمُ-(اغنى+هم)-তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلُهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; مِنْ فَضْلِهٖ-(من+فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহে ; فَاِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; يَّتُوْبُوْا-তারা তাওবা করে ; يَكُ-তা হবে ; خَيْرًا-উত্তম ; لَّهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য ;

শুনে বলেছিলেন—'রাসূলুল্লাহ (স) যা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে সত্য এবং তোমরা গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট ; তাবুক থেকে ফেরার পর আমের (রা) একথা রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করেন। অতপর জুল্লাস একথা অস্বীকার করে। রাসূলুল্লাহ (স) উভয়কে মসজিদের মিম্বরে তাঁর [রাসূলুল্লাহ (স)] পাশে দাঁড়িয়ে কসম করার জন্য নির্দেশ দেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমের ইবনে কায়েস (রা)-এর সত্যতা প্রকাশ করেন। যথাসম্ভব এখানে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

৮৪. এখানে তাবুক যুদ্ধকালীন মুনাফিকরা যে ষড়যন্ত্র করেছিলো সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাবুক থেকে ফেরার পথে মুসলমানরা এমন একস্থানে এসে পৌছল যেখান থেকে পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে রাস্তা গিয়েছে। মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করেছিলো যে, রাতের বেলা পার্বত্য পথে চলার সময় মুহাম্মাদ (স)-কে কোনো গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। তিনি এটা জানতে পেরে মুসলিম বাহিনীকে পার্বত্য পথে না গিয়ে ময়দানের পথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তাঁর সাথে আম্মার ইবনে ইয়াসার ও হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানকে নিয়ে পার্বত্য পথে চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল দশ বারো জন মুনাফিক প্রস্তুতি নিয়ে পেছন দিক থেকে আসছে। তখন হুযায়ফা (রা) তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের উটগুলোকে মেরে পেছন দিকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন ; কিন্তু মুনাফিকরা হুযায়ফা (রা)-কে দেখে আগেই ভীত হয়ে পড়লো এবং ধরাপড়ার ভয়ে দূর থেকেই পালিয়ে গেল।

এ পর্যায়ে তাদের অপর একটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তাহলো—মুনাফিকদের ধারণা ছিলো রোমানদের সাথে যুদ্ধে অবশ্যই মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটবে। আর

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا

আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন—দুনিয়াতে

وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

ও আখিরাতে ; এবং দুনিয়াতে থাকবে না তাদের কোনো অভিভাবক আর না কোনো সাহায্যকারী।

⑦⑤ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ

৭৫. আর তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছিলো যে, তিনি যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করেন তবে অবশ্যই আমরা সাদকা দেবো

وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑦⑥ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ

এবং অবশ্যই আমরা সৎলোকদের শামিল হয়ে যাবো। ৭৬. অতপর যখন তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করলেন তখন তারা কৃপণতা করলো তার সাথে

وَ-আর ; إِنْ-যদি ; يَتَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; يُعَذِّبْهُمُ-(يعذب+هم)-তবে আযাব দেবেন তাদেরকে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَذَابًا-আযাব ; أَلِيمًا-যন্ত্রণাদায়ক ; فِي الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ; وَ-ও ; الْآخِرَةِ-(الا+اخرة)-আখিরাতে ; وَ-এবং ; مَا-থাকবে না ; لَهُمْ-তাদের ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; مِنْ وَلِيٍّ-(من+ولى)-কোনো অভিভাবক ; وَ-আর ; لَا-না ; نَصِيرٍ-কোনো সাহায্যকারী। ⑦⑤ وَ-আর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; مَنْ-কেউ কেউ ; عَاهَدَ-অংগীকার করেছিলো ; اللَّهَ-আল্লাহর সাথে ; لَئِنْ-যদি ; آتَانَا-আমাদেরকে দান করেন ; مِنْ فَضْلِهِ-(من+فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহে ; لَنَصَّدَّقَنَّ-তবে অবশ্যই আমরা সাদকা দেবো ; وَ-এবং ; لَنَكُونَنَّ-অবশ্যই আমরা হয়ে যাবো ; مِنَ-শামিল ; الصَّالِحِينَ-(ال+صلحين)-সৎ লোকদের। ⑦⑥ فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; آتَاهُمْ-(اتى+هم)-তাদেরকে দান করলেন ; مِنْ فَضْلِهِ-নিজ অনুগ্রহে ; بَخِلُوا-তারা কৃপণতা করলো ; بِهِ-তার সাথে ;

বিপর্যয়ের খবর তাদের নিকট পৌঁছলেই তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে বরণ করে নেবে।

৮৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের পূর্বে মদীনা ছিল একটি আঞ্চলিক শহর। তাই সমগ্র আরবের দিক থেকে তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আর এখানকার আওস ও

وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ

এবং তারা হঠকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।[৮৬] ৭৭. ফলে তিনি (আল্লাহ) তাদের অন্তরে মুনাফিকীর চিহ্ন এঁকে দিলেন

اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا

(যা থাকবে) সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর মুখোমুখি হবে, কেননা তারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছিলো তা ভঙ্গ করেছে এবং যেহেতু

كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

তারা মিথ্যা বলতো। ৭৮. তারা কি জানতো না যে, আল্লাহ নিশ্চিত জানেন তাদের অন্তরের গোপন কথা

وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ

ও তাদের গোপন পরামর্শ কেননা আল্লাহ সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। ৭৯. যারা দোষারোপ করে

وَ-এবং ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নিল ; وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ-(و+هم+معرضون)-হঠকারী হয়ে।(৭৬) فَاَعْقَبَهُمْ-(ف+اعقب+هم)-ফলে তিনি চিহ্ন এঁকে দিলেন; نِفَاقًا-মুনাফিকীর; فِىْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-সেদিন ; يَلْقَوْنَهٗ-(يلقوا+ه)-যেদিন তারা তাঁর মুখোমুখি হবে; بِمَآ-কেননা ; اَخْلَفُوا-তারা ভঙ্গ করেছে; اللّٰهَ-আল্লাহর সাথে ; مَا-যে ; وَعَدُوْهُ-(وعدوا+ه)-ওয়াদা তারা করেছিলো তা ; وَبِمَا-এবং যেহেতু ; كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ-তারা মিথ্যা বলতো।(৭৭) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا-(ا+لم)-(يعلموا)-তারা কি জানতো না যে; اَنَّ-নিশ্চিত ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; سِرَّهُمْ-(سر+هم)-তাদের অন্তরের গোপন কথা ; وَ-ও ; نَجْوٰىهُمْ-(نجوى+هم)-তাদের গোপন পরামর্শ ; وَاَنَّ-কেননা ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلَّامُ-বিশেষভাবে অবহিত ; الْغُيُوْبِ-(ال+غيوب)-সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে।(৭৮) الَّذِيْنَ-যারা ; يَلْمِزُوْنَ-দোষারোপ করে ;

খাযরাজ গোত্রও ধন-সম্পদ এবং মান-মর্যাদায় উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। হিজরতের পর মদীনা কেন্দ্রীয় শহর হিসেবে গুরুত্ব পেলো। আওস ও খাযরাজ গোত্রের কৃষকরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে আসীন হলো। চারদিক থেকে বিজয় ও গণীমতের সম্পদ এসে বায়তুল মালে জমা হতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সৃষ্টি হওয়ার ফলে লাভ-মুনাফা অনেক বৃদ্ধি পেলো। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই বলে

الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ

মু'মিনদের মধ্যকার—আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে দানকারীদেরকে তাদের দান-সাদকা সম্পর্কে এবং যারা

لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ

নিজ শ্রম-সাধনা ছাড়া কিছুই পায় না (তাদেরকেও দোষারোপ করে)[৮৭] এবং তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহও তাদেরকে বিদ্রূপ করেন ;

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٨٠﴾ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না-ই করুন, (সমান কথা)

مِنَ ; -মধ্যকার ; الْمُطَّوِّعِيْنَ-(ال+مطوعين)-আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে দানকারীদেরকে ; فِي-সম্পর্কে ; الصَّدَقٰتِ-(ال+صدقت)-তাদের দান-সাদকা; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يَجِدُوْنَ-পায় না কিছুই ; اِلَّا-ছাড়া ; جُهْدَهُمْ-(جهد+هم)-নিজ শ্রম-সাধনা ; فَيَسْخَرُوْنَ-(ف+يسخرون)-এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ; مِنْهُمْ-তাদেরকে ; سَخِرَ-বিদ্রূপ করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহও ; مِنْهُمْ-তাদেরকে ; وَ-আর ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٨٠﴾ اِسْتَغْفِرْ-আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; اَوْ-অথবা ; لَا تَسْتَغْفِرْ-ক্ষমা প্রার্থনা না করুন (সমান কথা) ; لَهُمْ-তাদের জন্য ;

লজ্জা দিচ্ছেন যে, 'আমার নবীর প্রতি তোমাদের ক্ষোভ কি এজন্য যে, তোমরা তাঁর বদৌলতেই এসব নিয়ামতের অধিকারী হয়েছো ?'

৮৬. এখানে মুনাফিকদের অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মুনাফিকরা স্বভাবগতভাবেই পাপী। কৃতজ্ঞতা, শুকরিয়া জানানো এবং নিয়ামতের স্বীকৃতি দান ও ওয়াদা পূরণের মত সদগুণ তাদের চরিত্রে নেই। তাদের চরিত্র হঠকারিতায় পরিপূর্ণ, তাদের থেকে এসব সদগুণের আশা করা যায় কিভাবে ?

৮৭. তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে রাসূলুল্লাহ (স) সকলের নিকট যুদ্ধ-তহবীলে সাহায্যের আবেদন জানালে নিষ্ঠাবান মুসলমানরা যথাসাধ্য দান করতে থাকলো। সামর্থবান মুসলমানরা বেশি বেশি দান করলো এবং গরীব মুসলমানরা তাদের সাধ্যের চেয়ে বেশিও দিতে থাকলো। কিন্তু সম্পদশালী মুনাফিকরা এতে যে চরম কৃপণতা করলো, তা নয়, তারা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করতে থাকলো। দরিদ্র মুসলমানদের

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না ; এটা এজন্য যে, তারা

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

কুফরী করেছে আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ; আর আল্লাহ এমন ফাসিক সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

إِنْ-যদি ; تَسْتَغْفِرْ-আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; سَبْعِينَ-সত্তর ; مَرَّةً-বারও ; فَلَنْ يَغْفِرَ(ف+لن يغفر)-কখনো ক্ষমা করবেন না ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَهُمْ-তাদেরকে ; ذَٰلِكَ-এটা ; بِأَنَّهُمْ(ب+ان+هم)-এজন্য যে তারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; بِاللَّهِ(ب+الله)-আল্লাহর সাথে ; وَ-এবং ; رَسُولِهِ(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের সাথে ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِي-সঠিক পথ দেখান না ; الْقَوْمَ(ال+قوم)-এমন সম্প্রদায়কে ; الْفَاسِقِينَ(ال+فسقين)-ফাসিক।

মধ্যে অনেকে ছিল নিতান্ত স্বল্প আয়ের লোক, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার সন্তানদের জন্য কিছু না রেখে আয়ের পুরোটাই যুদ্ধ-তহবীলে দিয়ে দিলো ; আবার কেউ কেউ সামান্য কিছু রেখে বাকীটা দিয়ে দিলো। যদিও এসব দান পরিমাণের দিক থেকে ছিল নিতান্ত কম। মুনাফিকরা এদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলতো—"দেখো এরাও এসেছে দান করতে, এর দ্বারা নাকি রোমান সম্রাটের দুর্গ জয় করা হবে।"

১০ রুকূ' (৭৩-৮০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুনাফিকদের পরিচিতি রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের নিকট সুস্পষ্ট থাকার পরও তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেয়ার কারণ ছিল—তাদেরকে সংশোধন করে নেয়ার জন্য সময় দেয়া এবং নিজেদেরকে সুসংগঠিত করে নেয়া।

২. সর্বকালে সর্বদেশে মুনাফিকদের অস্তিত্ব ছিল, আছে এবং থাকবে, তাই এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৩. মুনাফিকদের সাথে কঠোরতা করার অর্থ মৌখিক কটুবাক্য প্রয়োগ করা নয় ; এর অর্থ তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা এবং শরয়ী শাস্তি তাদের উপর যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।

৪. মুনাফিকরা কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাই তাদের কসমও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৫. সম্পদের প্রাচুর্য দীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধার সৃষ্টি করে, তাই সম্পদের মোহে পড়ে তার পেছনে দৌড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৬. সম্পদের যাকাত না দেয়া মুনাফিকী এবং যাকাত অস্বীকারকারী কাফির।

৭. তাওবা করা ছাড়া যাকাত না দেয়ার গুনাহ থেকে মুক্তি নেই। এ ধরনের যারা বাহ্যিক দিক থেকে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে; কিন্তু যাকাত দিতে ইচ্ছুক নয়,তারা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে শাস্তির যোগ্য।

৮. যাকাত দিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির জন্য দুনিয়াতে শাস্তি হলো—দুনিয়াতে তার কোনো বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। আর আখিরাতে তার শাস্তি হলো—তার সম্পদসমূহ আগুনে গরম করে তা দিয়ে তার শরীরে বিভিন্ন স্থানে দাগ দেয়া হবে এবং তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে।

৯. আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে আরও অধিক পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

১০. মুনাফিকদের অপরাধ অত্যন্ত জঘন্য। আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রার্থনা বার বার না-মঞ্জুর হওয়া আল্লাহর ঘোষণা থেকে এদের অপরাধের জঘন্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

১১. ঈমানের বাহ্যিক ঘোষণা আন্তরিক বিশ্বাস ও কার্যত তার প্রতিফলন ছাড়া আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় নয়।

১২. আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় লোকদের হিদায়াত পাওয়ার সুযোগ দেন না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৯

٨١ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا

৮১. পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা[৮৮] আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদের বসে থাকাতে আনন্দ পেলো এবং তারা অপছন্দ করলো

اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে

وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ۭ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۭ

আর তারা বললো—'গরমের মধ্যে তোমরা অভিযানে বের হয়ো না' ; আপনি বলে দিন—'জাহান্নামের আগুনের তাপ সবেচেয়ে বেশি ;

لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ٨٢ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ

যদি তারা বুঝতো। ৮২. সুতরাং তারা একটু হেসে নিক, কেননা তাদেরকে অনেক বেশি কাঁদতে হবে—

৮১ فَرِحَ-আনন্দ পেলো ; الْمُخَلَّفُوْنَ-(ال+مخلفون)-পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা ; بِمَقْعَدِهِمْ-(ب+مقعد+هم)-তাদের বসে থাকাতে ; خِلٰفَ-বিরোধিতা করে ; رَسُوْلِ-রাসূলের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; كَرِهُوْٓا-তারা অপসন্দ করলো ; اَنْ يُّجَاهِدُوْا-জিহাদ করতে ; بِاَمْوَالِهِمْ-(ب+اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ; وَ-ও ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের জীবন দিয়ে ; فِىْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বললো ; لَاتَنْفِرُوْا-তোমরা অভিযানে বের হয়ো না ; فِى الْحَرِّ-(فى+ال+حر)-গরমের মধ্যে ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; نَارُ-আগুনের ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; اَشَدُّ-সবচেয়ে বেশি ; حَرًّا-তাপ ; لَوْ-যদি ; كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ-তারা বুঝতো। ৮২ فَلْيَضْحَكُوْا-(ف+ليضحكوا)-সুতরাং তারা হেসে নিক ; قَلِيْلًا-একটু ; وَلْيَبْكُوْا-কেননা তাদেরকে কাঁদতে হবে ; كَثِيْرًا-অনেক বেশি ;

৮৮. 'মুখাল্লাফুন' শব্দটি 'মুখাল্লাফ' শব্দের বহুবচন, অর্থাৎ যাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। এতে ইংগিত রয়েছে যে, মুনাফিকরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে,

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ

তারা যা কামাই করতো তার বদলা হিসেবে। ৮৩. অতপর আল্লাহ যদি আপনাকে ফিরিয়ে আনেন কোনো দলের কাছে

مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا

তাদের এবং তারা যদি (কোনো অভিযানে) বের হতে আপনার কাছে অনুমতি চায়, তখন আপনি বলে দেবেন—'তোমরা কখনো আমার সাথে বের হবে না'

وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ

এবং তোমরা কখনো আমার সাথী হয়ে যুদ্ধ করবে না কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে ;[৮৯] তোমরা তো বসে থাকাকেই পছন্দ করে নিয়েছিলে—

أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ

প্রথম বারে ; অতএব তোমরা পেছনে থাকা লোকদের সাথে বসেই থাকো। ৮৪. আর আপনি জানাযার নামায পড়াবেন না কারো—

جَزَاءً-তার বদলা হিসেবে ; بِمَا-যা ; كَانُوا يَكْسِبُونَ-তারা কামাই করতো। (৮৩) فَإِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; رَجَعَكَ-(رجع+ك)-আপনাকে ফিরিয়ে আনেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اِلَى-কাছে ; طَائِفَةٍ-কোনো দলের ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের ; فَاسْتَاْذَنُوكَ-(ف+استاذنوا+ك)-এবং তারা যদি অনুমতি চায় ; لِلْخُرُوجِ-(ل+ال+خروج)-(কোনো অভিযানে) বের হতে ; فَقُلْ-তখন আপনি বলে দেবেন ; لَنْ تَخْرُجُوا-তোমরা বের হবে না ; مَعِيَ-(مع+ى)-আমার সাথে ; اَبَدًا-কখনো ; وَ-এবং ; لَنْ تُقَاتِلُوا-তোমরা কখনো যুদ্ধ করবে না ; مَعِيَ-(مع+ى)-আমার সাথে ; عَدُوًّا-কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে ; اِنَّكُمْ-তোমরা তো ; رَضِيتُمْ-পসন্দ করে নিয়েছিলে ; بِالْقُعُودِ-(ب+ال+قعود)-বসে থাকাকেই ; اَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বারে ; فَاقْعُدُوا-(ف+اقعدوا)-অতএব তোমরা বসেই থাকো ; مَعَ-সাথে ; الْخَالِفِينَ-(ال+خلفين)-বসে থাকা লোকদের। (৮৪) وَ-আর ; لَا تُصَلِّ-আপনি জানাযায় নামায পড়াবেন না ; عَلَى اَحَدٍ-কারো ;

আমরা জিহাদে শামিল না হয়ে নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের মত মহান কাজের যোগ্য মনে করেননি। কাজেই তারা জিহাদ 'বর্জনকারী' নয় ; বরং জিহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-ই তাদেরকে অযোগ্য মনে করে বর্জন করেছেন।

مِنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ

কখনো তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না, যেহেতু তারা কুফরী করেছে আল্লাহর সাথে

وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ⑧٤ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ

ও তাঁর রাসূলের সাথে, কেননা তারা ফাসিক অবস্থায়-ই মৃত্যুবরণ করেছে।[৯০]

৮৫. আর আপনাকে যেন অবাক করে না দেয় তাদের ধন-সম্পদ

وَأَوْلَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا

ও তাদের সন্তান-সন্ততি ; আল্লাহ অবশ্যই চান এসবের দ্বারা তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে

مِنْهُمْ-তাদের কেউ ; مَاتَ-মৃত্যুবরণ করলে ; أَبَدًا-কখনো ; وَ-এবং ; لَاتَقُمْ-দাঁড়াবেন না ; عَلٰى-পাশে ; قَبْرِهٖ-(قبر+ه)-তার কবরের ; إِنَّهُمْ-(ان+هم)-যেহেতু তারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর সাথে ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের সাথে ; وَ-কেননা ; مَاتُوْا-তারা মৃত্যুবরণ করেছে ; وَ-এমন অবস্থায় যে, ; هُمْ فٰسِقُوْنَ-(هم+فسقون)-তারা ফাসিক। ⑧৫ وَ-আর ; لَاتُعْجِبْكَ-(لاتعجب+ك)-আপনাকে যেন অবাক করে না দেয় ; أَمْوَالُهُمْ-(اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ ; وَ-ও ; أَوْلَادُهُمْ-(اولاد+هم)-তাদের সন্তান-সন্ততি ; إِنَّمَا-অবশ্যই ; يُرِيْدُ-চান ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; أَنْ يُّعَذِّبَهُمْ-(ان يعذب+هم)-তাদেরকে শাস্তি দিতে ; بِهَا-(ب+ها)-এসবের দ্বারা ; فِي الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ;

৮৯. মুনাফিকদের অন্তরে যেহেতু ঈমান নেই, তাই ভবিষ্যতে কোনো জিহাদে তাদের অংশগ্রহণের ইচ্ছা ও আন্তরিক আগ্রহ আছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো—তারা নিজেরো কখনো যদি জিহাদে যেতে চায় তাহলে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমাদের কোনো কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা আমার সাথে জিহাদে যেতে পারবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও পারবে না। তাফসীরকারদের মতে এ হুকুম মুনাফিকদের জন্য দুনিয়াবী শাস্তি হিসেবে দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তারা কোনো জিহাদে অংশ নিতে চাইলেও যেন তাদেরকে সে সুযোগ না দেয়া হয়।

৯০. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিকদের নেতা। তাবুক যুদ্ধের কয়েকদিন পর তার মৃত্য হয়। তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন খাঁটি মুসলমান। তিনি

وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَآ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ

এবং যেন অতিকষ্টে কাফির অবস্থায় তাদের প্রাণ বের হয়।

৮৬. আর যখন কোনো সূরা নাযিল করা হয়

أَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَأْذَنَكَ

এ মর্মে যে, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং জিহাদ করো তাঁর রাসূলের সাথী হয়ে, তখন অব্যাহতি চায় আপনার নিকট

أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

তাদের মধ্যকার সামর্থবান লোকেরা এবং বলে—'আমাদেরকে রেহাই দিন, আমরা বসে থাকা লোকদের সাথেই থাকবো।

﴿٨٧﴾ رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

৮৭. তারা পসন্দ করে নিয়েছে অন্দরমহল বাসিনীদের সাথে থাকাকে আর তাই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে

وَ-এবং ; تَزْهَقَ-যেন অতি কষ্টে বের হয় ; أَنْفُسُهُمْ-(انفس+هم)-তাদের প্রাণ ; وَهُمْ كٰفِرُوْنَ-(و+هم+كفرون)-কাফির অবস্থায়। ﴿٨٦﴾ وَ-আর ; إِذَآ-যখন ; أُنْزِلَتْ-নাযিল করা হয় ; سُوْرَةٌ-কোনো সূরা ; أَنْ-এ মর্মে যে ; اٰمِنُوْا-তোমরা ঈমান আনো ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; جَاهِدُوْا-জিহাদ করো ; مَعَ-সাথী হয়ে ; رَسُوْلِهِ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; اسْتَأْذَنَكَ-(استاذن+ك)-তখন অব্যাহতি চায় আপনার নিকট ; أُولُوا الطَّوْلِ-(اولوا+ال+طول)-সামর্থবান লোকেরা ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যকার ; وَ-এবং ; قَالُوْا-বলে ; ذَرْنَا-(ذر+نا)-আমাদেরকে রেহাই দিন ; نَكُنْ-আমরা থাকবো ; مَّعَ-সাথে ; الْقٰعِدِيْنَ-(ال+قعدين)-বসে থাকা লোকদের। ﴿٨٧﴾ رَضُوْا-তারা পসন্দ করে নিয়েছে ; بِأَنْ يَّكُوْنُوْا-(ب+ان يكونوا)-থাকাকে ; مَعَ-সাথে ; الْخَوَالِفِ-(ال+خوالف)-অন্দর মহল বাসিনীদের ; وَ-আর ; طُبِعَ-মোহর মেরে দেয়া হয়েছে ; عَلٰى قُلُوْبِهِمْ-(على+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ;

রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর পিতার কাফনে ব্যবহার করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামা চেয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও উদারতা সহকারে তাঁর জামা মুবারক দিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাযার নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি সেজন্যও তৈরি হলেন ; কিন্তু ওমর (রা) বার বার

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

অতএব তারা বুঝতে পারে না।[৯১] ৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে

جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز

তারা জিহাদ করেছে তাদের মাল দিয়ে ও তাদের জীবন দিয়ে ; এবং এরাই (তারা), তাদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ ;

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ

আর তারা প্রকৃত সফলকাম। ৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন এমন জান্নাত,

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

প্রবাহিত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ ; তারা সেখানে চিরদিন থাকবে ; এটাই বিরাট সাফল্য।

فَهُمْ-(ف+هم)-অতএব তারা ; لَا يَفْقَهُوْنَ-বুঝতে পারে না। ৮৭ لٰكِنِ-কিন্তু ; الرَّسُوْلُ-(ال+رسول)-রাসূল ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; مَعَهٗ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; جٰهَدُوْا-তারা জিহাদ করেছে ; بِاَمْوَالِهِمْ-(ب+اموال+هم)-তাদের মাল দিয়ে ; وَ-ও ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের জীবন দিয়ে ; وَ-এবং ; اُولٰٓئِكَ-এরাই তারা ; لَهُمُ-তাদের জন্য রয়েছে ; الْخَيْرٰتُ-(ال+خيرت)-যাবতীয় কল্যাণ ; وَ-আর ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-(هم+ال+مفلحون)-প্রকৃত সফলকাম। ৮৮ اَعَدَّ-তৈরি করে রেখেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাত ; تَجْرِيْ-প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-(ال+انهار)-নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ-তারা চিরদিন থাকবে ; فِيْهَا-সেখানে ; ذٰلِكَ-এটাই ; الْفَوْزُ-(ال+فوز)-সাফল্য ; الْعَظِيْمُ-(ال+عظيم)-বিরাট।

বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) আপনি কি এমন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবেন যে মুনাফিক ছিল ? রাসূলুল্লাহ (স) মুচকী হাসলেন। তিনি দয়া পরবশ হয়ে তাঁর নিকৃষ্ট শত্রুর জন্যও মাগফিরাত কামনা করার জন্য নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর তখনই আল্লাহ তাআলা সরাসরি ওহীর মারফতে তাঁকে এ জানাযার নামায থেকে বিরত রাখলেন।

৯১. মুনাফিকদের চরিত্র হলো—প্রকাশ্যে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেবে ; কিন্তু ইসলামের জন্য কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার এবং ঝুঁকি গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যাবে। আর এজন্যই সুস্থ-সবলতা ও শারীরিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধের ময়দানে না গিয়ে নিষ্ক্রীয়ভাবে ঘরে বসে থাকাকে পছন্দ করে নিয়েছে। এটা একজন পুরুষের জন্য লজ্জাজনক সে অনুভূতিও তাদের বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১১ রুকূ' (৮১-৮৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে পেছনে থেকে যাওয়াটাকে মুনাফিকরা আনন্দের বিষয় মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের দুনিয়াবী শাস্তি। কেননা এজন্য মুজাহিদীনের তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেয়া হলো এবং ভবিষ্যতে তারা আর কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

২. দুনিয়ার হাসি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী তদ্রূপ দুনিয়ার কাঁদাটাও ক্ষণস্থায়ী ; আখিরাতের হাসি যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি কাঁদাও চিরস্থায়ী। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী কাঁদার পরিবর্তে চিরস্থায়ী হাসিকে বরণ করে নেয়া-ই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ ক্ষণস্থায়ী হাসির পরিবর্তে চিরস্থায়ী কাঁদাকে কেবলমাত্র নির্বোধরাই গ্রহণ করে নিতে পারে।

৩. সংখ্যায় অধিক দেখানোর জন্য মুনাফিকী চরিত্রের লোকদেরকে জিহাদে শরীক হতে দেয়া সার্বিক সিদ্ধান্ত নয় ; কারণ এতে ক্ষতির আশংকা-ই বেশি থাকে।

৪. ফাসিক-ফাজির এবং ফাসেকী কাজে কুখ্যাত কোনো লোকের জানাযার নামায পড়ানো 'মুসলিম সমাজের নেতা' ইমাম বা নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্য সমিচীন নয়।

৫. কোনো কাফিরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানোর উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা যিয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়।

৬. মুনাফিকদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তাদের জন্য রহমত ও নিয়ামত নয় ; বরং দুনিয়ার জীবনে এসব তাদের জন্য আযাব বিশেষ। সুতরাং এসব দেখে মু'মিনদের অবাক হওয়া উচিত নয়।

৭. মুনাফিকদের জন্য আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারাও যখন তাদের ক্ষমা নেই তখন বুঝা গেলো আখিরাতে কখনো তাদের মুক্তি নেই।

৮. যারা নিজেদের ঈমানের দাবীতে নিষ্ঠাবান, তারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে রাসূলের সাথী হয়ে জিহাদ করেছে ; পরবর্তীকালেও যারা দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করবে তাদের জন্যই রয়েছে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে জান্নাত যা হবে চিরস্থায়ী।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-১০

٩٠ وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ

৯০. আর বেদুইনদের মধ্য থেকে কতেক অজুহাত পেশকারী এলো[৯২] যাতে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়, আর বসে থাকলো সেসব লোক যারা

كَذَبُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল ; যারা তাদের মধ্যে কুফরী করেছে[৯৩] তাদের উপর অচিরেই আপতিত হবে

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٩١ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا

যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৯১. নেই দুর্বলদের উপর এবং না রোগাক্রান্তদের উপর আর না

৯০ وَ-আর ; جَآءَ-এলো ; الْمُعَذِّرُوْنَ-(ال+معذرون)-কতেক অজুহাত পেশকারী ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْاَعْرَابِ-(ال+اعارب)-বেদুইনদের ; لِيُؤْذَنَ-যাতে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয় ; لَهُمْ-তাদেরকে ; وَ-আর ; قَعَدَ-বসে থাকলো সেসব লোক ; الَّذِيْنَ-যারা; كَذَبُوْا-মিথ্যা বলেছিল ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের সাথে ; سَيُصِيْبُ-অচিরেই আপতিত হবে ; الَّذِيْنَ-তাদের উপর যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; عَذَابٌ-আযাব ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ৯১ لَيْسَ-নেই ; عَلَى-উপর ; الضُّعَفَآءِ-(ال+ضعفاء)-দুর্বলদের ; وَ-এবং ; لَا-না ; عَلَى-উপর ; الْمَرْضٰى-রোগাক্রান্তদের ; وَلَا-আর না।

৯২. 'আ'রাব' তথা বেদুইন দ্বারা সেসব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মদীনার আশে-পাশে মরুভূমিতে বসবাস করতো। তাদেরকে সাধারণত 'বদ্দু' বলা হয়।

৯৩. মুনাফিকদের ঈমানের দাবী ছিল মিথ্যা। তাতে ছিল না কোনো আন্তরিকতা, নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য। বাহ্যত এরা মু'মিন পরিচয় দিলেও দীন অপেক্ষা নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থ ও আনন্দ-ফুর্তির বিষয়গুলোকে অধিক প্রিয় বলে মনে করতো ; প্রকৃত পক্ষে এদের ঈমান ও কুফরীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর নিকট এরা সেই ব্যবহার-ই পাবে যা কাফির ও আল্লাহদ্রোহী লোকেরা পাবে। যদিও দুনিয়াতে এ

عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ

তাদের উপর যারা পাচ্ছে না তা যা তারা খরচ করবে—কোনো অপরাধ যদি তাদের আন্তরিকতা থাকে আল্লাহর প্রতি

وَرَسُوْلِهٖ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

ও তাঁর রাসূলের প্রতি ;[৯৪] নেককারদের প্রতি (অভিযোগের) কোনো কারণ নেই ; আর আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

۝٩٢ وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ

৯২. আর নেই (কোনো অপরাধ) তাদেরও যারা তখন এসেছিল আপনার নিকট, যাতে আপনি তাদের পরিবহনের ব্যবস্থা করেন, আপনি বলেছিলেন—'আমি পাচ্ছি না

عَلَى الَّذِيْنَ-তাদের উপর যারা ; لَا يَجِدُوْنَ-পাচ্ছে না ; مَا-তা, যা তারা খরচ করবে ; يُنْفِقُوْنَ ; حَرَجٌ-কোনো অপরাধ ; إِذَا-যদি ; نَصَحُوْا-তাদের আন্তরিকতা থাকে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-তাঁর রাসূলের প্রতি ; مَا-নেই ; عَلَى-প্রতি (অভিযোগের) ; مِنْ سَبِيْلٍ-কোনো কারণ ; الْمُحْسِنِيْنَ-(ال+محسنين)-নেককারদের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহতো ; غَفُوْرٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। (৯২) وَ-আর ; لَا-নেই ; عَلَى الَّذِيْنَ-(على+الذين)-তাদেরও যারা ; إِذَا مَا-তখন ; أَتَوْكَ-(اتوا+ك)-এসেছিল আপনার নিকট ; لِتَحْمِلَهُمْ-(لتحمل+هم)-যাতে আপনি তাদের পরিবহনের ব্যবস্থা করেন ; قُلْتَ-আপনি বলেছিলেন ; لَا أَجِدُ-আমি পাচ্ছি না ;

ধরনের লোকদেরকে কাফির বলা যাবে না এবং তাদের সাথে মুসলমানদের মতই আচরণ করা হবে। যেসব আইন-বিধানের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী সমাজের বিচার ব্যবস্থা কার্যকর তার ভিত্তিতেও মুনাফিকদেরকে তখনই কাফির বলা যাবে যদি তাদের মুনাফিকী কার্যক্রম তথা আল্লাদ্রোহীতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এজন্য দেখা যায় অনেক মুনাফিক-ই তাদের তৎপরতা গোপন থেকে যাওয়ার কারণে তারা মুসলিম সমাজে মুসলিম হিসেবেই বিবেচিত হয়। এদের শরয়ী আইনেও কাফির ঘোষণা দেয়া যায় না। শরীয়তের বিচারে এরা কাফির নামে অভিহিত না হলেও আল্লাহর বিচারে এরা যে কাফির, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং কুফরীর শাস্তি থেকে এরা রেহাইও পাবে না ।

৯৪. অর্থাৎ কোনো লোক শুধুমাত্র বাহ্যিক অক্ষমতা, রোগ বা নিছক সহায়-সম্বলহীনতার জন্যই জিহাদে যাওয়া থেকে রেহাই পেতে পারে না, যদি না সে আল্লাহ

مَآ اَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ ۪ تَوَلَّوۡا وَّ اَعۡيُنُهُمۡ تَفِيۡضُ مِنَ الدَّمۡعِ حَزَنًا

এমন কিছু যার উপর তোমাদেরকে সওয়ার করাবো'—(তখন) তারা ফিরে গেলো অথচ তাদের চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছিল এ দুঃখে

اَلَّا يَجِدُوۡا مَا يُنۡفِقُوۡنَ ﴿٩٢﴾ اِنَّمَا السَّبِيۡلُ عَلَى الَّذِيۡنَ

যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা তারা খরচ করতে পারে।[৯৫] ৯৩. অভিযোগের পথতো রয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা

مَآ-এমন কিছু ; اَحۡمِلُكُمۡ-(احمل+كم)-তোমাদেরকে সওয়ার করাবো ; عَلَيۡهِ-যার উপর ; تَوَلَّوۡا-তারা ফিরে গেলো ; وَّ-অথচ ; اَعۡيُنُهُمۡ-(اعين+هم)-তাদের চোখ ; تَفِيۡضُ-ঝরাচ্ছিল ; مِنَ الدَّمۡعِ-(من+ال+دمع)-অশ্রু ; حَزَنًا-এ দুঃখে ; اَلَّا يَجِدُوۡا-যে, তারা পাচ্ছে না ; مَا-যা ; يُنۡفِقُوۡنَ-তারা খরচ করতে পারে।﴿٩٢﴾ اِنَّمَا-(ان+ما) ; السَّبِيۡلُ-(ال+سبيل)-অভিযোগের পথতো রয়েছে ; عَلَى-সম্পর্কে ; الَّذِيۡنَ-তাদের যারা ;

ও রাসূলের নিষ্ঠাবান অনুগত হয়। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব ছাড়া শুধু এজন্য সে ক্ষমা পেতে পারে না যে, সে ফরয আদায় কালীন অসুস্থ বা সম্বলহীন ছিল। আল্লাহতো শুধু বাহ্যিক প্রকাশটাই দেখেন না, তিনি তো মানুষের মনের অবস্থাও যাঁচাই করে দেখবেন। এক ব্যক্তি কর্তব্য পালনের সময় অসুস্থ হয়ে মনে মনে খুশী হয়ে বলে—'ঠিক সময়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নচেত জিহাদে যাওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না।' অপর এক ব্যক্তি একই সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার অন্তর এ বলে কেঁদে উঠে যে, 'একি হলো জিহাদের ডাক এলো আর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম।' প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজে অসুস্থতার সুযোগে দায়িত্ব পালন থেকে বেঁচে গেলো এবং অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলো ; আর শেষোক্ত ব্যক্তি নিজের অক্ষমতার জন্য আফসোস করে মরলো ; কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও ভাই-বেরাদার এবং একান্ত প্রিয়জনকে জিহাদে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকলো, এমন কি তার সেবায় নিযুক্ত জনকেও এ বলে জিহাদে পাঠালো যে, 'আমাকে আল্লাহর উপর ভরসা করে রেখে যাও'—এ দু'জন লোকের পরিণতি আল্লাহর নিকট এক হতে পারে না। প্রথম ব্যক্তি অক্ষমতা সত্ত্বেও তার অন্তরের অবস্থার কারণে ক্ষমা পেতে পারে না ; আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তার অক্ষমতা সত্ত্বে আল্লাহর নিকট তার অন্তরের অবস্থার কারণেই ক্ষমার যোগ্য, এমন কি সে জিহাদে যেতে না পারলেও তার প্রতিদান পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৯৫. এরা ছিল সেসব লোক, যারা ইসলামের খিদমত করার জন্য সদা-সর্বদা অস্থির ও কাতর, কিন্তু প্রকৃত অক্ষমতার কারণে কিংবা উপায়-উপকরণের অভাবে তারা এতে অংশগ্রহণে অসমর্থ। এতে তাদের আফসোসের সীমা থাকে না, দুনিয়াদার লোকেরা

يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ

অব্যাহতি চায় আপনার কাছে অথচ তারা ধনী ; তারা অন্দরবাসিনীদের সাথে থাকতে পেরেই আনন্দিত

وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

এবং আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরের উপর ফলে তারা জানতেই পারে না।

(৯৪) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا

৯৪. তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা তোমাদের নিকট ওযর পেশ করবে ; আপনি বলে দিন—'তোমরা ওযর পেশ করো না

لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

আমরা কখনো তোমাদেরকে বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ তো আমাদেরকে জানিয়েই দিয়েছেন 'তোমাদের খবর' ; আর আল্লাহই অবশ্যই তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন

يَسْتَأْذِنُونَكَ-(يستاذنون+ك)-অব্যাহতি চায় আপনার কাছে ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; أَغْنِيَاءُ-ধনী ; رَضُوا-তারা আনন্দিত ; بِأَنْ يَكُونُوا-(ب+ان يكونوا)-থাকতে পেরেই ; مَعَ-সাথে ; الْخَوَالِف-(ال+خوالف)-অন্দরবাসিনীদের ; وَ-এবং ; طَبَعَ-মোহর মেরে দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَى-উপর ; قُلُوبِهِمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরের ; فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা ; لَايَعْلَمُونَ-জানতেই পারে না। (৯৪) يَعْتَذِرُونَ-তারা ওযর পেশ করবে ; إِلَيْكُمْ-(الى+كم)-তোমাদের নিকট ; إِذَا-যখন ; رَجَعْتُمْ-তোমরা ফিরে আসবে ; إِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদের কাছে ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَاتَعْتَذِرُوا-তোমরা ওযর পেশ করো না ; لَنْ نُؤْمِنَ-আমরা কখনো বিশ্বাস করবো না ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ-আল্লাহতো আমাদেরকে জানিয়েই দিয়েছেন ; مِنْ أَخْبَارِكُمْ-(من+اخبار+كم)-তোমাদের খবর ; وَ-আর ; سَيَرَى-অবশ্যই দৃষ্টি রাখবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَمَلَكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

যেমন তাদের দুনিয়াবী স্বার্থহানী ঘটলে ব্যথাতুর হয়ে পড়ে, এরাও জিহাদে যোগ দিতে অক্ষম হয়ে তেমনি ব্যথাতুর হয়ে পড়ে। এজন্য তারা আল্লাহর নিকট ইসলামের খেদমতকারীরূপেই গণ্য হবে। যদিও কার্যত তারা কোনো খেদমত করতে পারেনি।

وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم

এবং (দেখবেন) তাঁর রাসূলও, অতপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ

যা তোমরা করতে। ৯৫. তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে তখনই তোমাদের সামনে তারা আল্লাহর নামে কসম করবে

لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

যাতে তোমরা তাদের ব্যাপার এড়িয়ে যাও; অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো;[৯৬] তারা তো নিশ্চিত অপবিত্র; আর তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম—

وَ-এবং ; رَسُولُهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলও ; ثُمَّ-অতপর ; تُرَدُّونَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ; اِلَى-নিকট ; عٰلِمِ-অবগত সত্তার ; الْغَيْبِ-(ال+غيب)-গোপন ; وَ-ও ; الشَّهَادَةِ-(ال+شهادة)-প্রকাশ্য বিষয় ; فَيُنَبِّئُكُمْ-(ف+ينبئ+كم)-তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا-যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করতে। ﴿٩٥﴾ سَيَحْلِفُوْنَ-তারা তখনই কসম করবে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর নামে ; لَكُمْ-তোমাদের সামনে ; اِذَا-যখন ; انْقَلَبْتُمْ-তোমরা ফিরে আসবে ; اِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদের কাছে ; لِتُعْرِضُوْا-যাতে তোমরা এড়িয়ে যাও ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের ব্যাপারে ; فَاَعْرِضُوْا-(ف+اعرضوا)-অতএব তোমরা উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো ; عَنْهُمْ-তাদের ব্যাপারে ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারাতো নিশ্চিত ; رِجْسٌ-অপবিত্র ; وَ-আর ; مَاْوٰهُمْ-(ماوى+هم)-তাদের শেষ ঠিকানা ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ;

তাবুক থেকে ফেরার সময় তাই রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন—"মদীনায় এমন কিছু লোক রয়ে গেছে—তোমরা এমন কোনো প্রান্তর সফর করোনি ; এমন কোনো উপত্যকা অতিক্রম করোনি—যাতে তারা তোমাদের সাথী ছিল না।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন—"তারা মদীনায় থেকেই কি এরূপ করেছে ?" তিনি বললেন—"হা, মদীনায় থেকেই এরূপ করেছে। কারণ তাদের অক্ষমতা তাদেরকে ঘরে আটকে রেখেছে, নচেৎ তারা জিহাদ থেকে বিরত থাকার লোক নয়।"

৯৬. এখানে 'এড়িয়ে যাও' তাদেরকে যেন তোমরা 'ক্ষমা করে দাও' আর 'উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো' অর্থ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো'। অর্থাৎ তারা চায় যে, তোমরা তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করো ; কিন্তু তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা হলো

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ

তারা যা কামাই করতো তার প্রতিফল হিসেবে। ৯৬. তারা তোমাদের সামনেই কসম করে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও ;

فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

তোমরা যদি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, তবুও আল্লাহ এসব ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

﴿٩٧﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ

৯৭. বেদুইনরা কুফরী ও মুনাফিকীতে কঠোরতর এবং সেসব সীমারেখা না জানাটা তাদেরই অধিকতর উপযোগী

مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ

যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন ;[৯৭] আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৯৮. আর বেদুইনদের

جَزَآءً-প্রতিফল হিসেবে ; بِمَا-তার যা ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা কামাই করতো। ⑨৬ يَحْلِفُوْنَ-তারা কসম করে ; لَكُمْ-তোমাদের সামনেই ; لِتَرْضَوْا-যাতে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাও ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের প্রতি ; فَاِنْ تَرْضَوْا-(ف+ان ترضوا)-তোমরা যদি সন্তুষ্ট হয়ে যাও ; عَنْهُمْ-তাদের প্রতি ; فَاِنَّ-তবুও ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يَرْضٰى-সন্তুষ্ট হবেন না ; عَنِ-প্রতি ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-এসব সম্প্রদায়ের ; الْفٰسِقِيْنَ-(ال+فسقين)-ফাসিক। ৯৭ اَلْاَعْرَابُ-(ال+اعراب)-বেদুইনরা ; اَشَدُّ-কঠোরতর ; كُفْرًا-কুফরীতে ; وَّ-ও ; نِفَاقًا-মুনাফিকীতে ; وَّ-এবং ; اَجْدَرُ-অধিকতর উপযোগী ; اَلَّا يَعْلَمُوْا-তাদের না জানাটা ; حُدُوْدَ-সেসব সীমারেখা ; مَآ-যা ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى-প্রতি ; رَسُوْلِهٖ-তাঁর রাসূলের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। ৯৮ وَ-আর ; مِنَ الْاَعْرَابِ-(من+ال+اعراب)-বেদুইনদের ;

তোমরা মনে মনে এ ধারণা রাখবে যে, তাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই।

৯৭. বেদুইন তথা মদীনার আশে-পাশে মরু ভূমিতে বসবাস করে এমন গ্রাম্য লোকেরা ইসলামের ক্রম-বর্ধমান শক্তির ছত্রছায়ায় থাকাতে নিজেদের কল্যাণ দেখতে পেয়ে মুসলমানদের দলে যোগ দিয়েছে। এরা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে

مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ

কেউ কেউ যা সে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে[১৮]
এবং অপেক্ষায় থাকে তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের ;

عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ

দুর্ভাগ্যের চাকা তাদের উপরই পড়ুক ; কেননা আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।
৯৯. আর বেদুইনদের

مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ

কেউ আছে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং যা সে ব্যয় করে
আল্লাহর পথে তাকে মনে করে নৈকট্য লাভের মাধ্যম

مَنْ-কেউ কেউ ; يَتَّخِذُ-মনে করে ; مَا-যা ; يُنْفِقُ-সে ব্যয় করে (আল্লাহর পথে) ; مَغْرَمًا-জরিমানা ; وَ-এবং ; يَتَرَبَّصُ-অপেক্ষায় থাকে ; بِكُمُ-তোমাদের ; الدَّوَآئِرَ-(ال+دوائر)-ভাগ্য বিপর্যয়ের ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপরেই পড়ুক ; دَآئِرَةُ-চাকা ; السَّوْءِ-(ال+سوء)-দুর্ভাগ্যের ; وَ-কেননা ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَمِيْعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। ﴿٩٩﴾ وَ-আর ; مِنَ الْاَعْرَابِ-(من+ال+اعراب)-বেদুইনদের ; مَنْ-কেউ আছে ; يُّؤْمِنُ-ঈমান রাখে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; الْيَوْمِ-(ال+يوم)-দিনের ; الْاٰخِرِ-(ال+اخر)-শেষ ; وَ-এবং ; يَتَّخِذُ-মনে করে ; مَا-যা ; يُنْفِقُ-সে ব্যয় করে (আল্লাহর পথে) ; قُرُبٰتٍ-নৈকট্য লাভের মাধ্যম ;

ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই ইসলামের বিধি-বিধান নামায, রোযা ও যাকাত এবং জিহাদ তহবীলে অর্থদান ও সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ ইত্যাদি নিয়মতান্ত্রিক বিধান পালন তাদের পক্ষে একেবারে অসহ্য মনে হতো। ফলে তারা এসব থেকে বাঁচার জন্য নানা ধরনের ছল-চাতুরির আশ্রয় নিত। তাদের আকর্ষণ ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি। নিজেদের আরাম-আয়েশ, জায়গা-জমি, উট-বকরী ইত্যাদির বাইরে কোনো দায়িত্ব পালনের প্রতি তাদের ইচ্ছা-আগ্রহ মোটেই ছিল না। তবে নিজেদের কামাই-রোযাগার বৃদ্ধি, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি এবং এ জাতীয় অন্যান্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পীর-ফকীরদের প্রতি ভেট-বেগাড় ও নযর-নিয়ায দিয়ে দোয়া-তাবীয ও ঝাড়-ফুঁক নিতে তারা অভ্যস্ত ছিল এবং এতে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। আলোচ্য আয়াতে এ ধরনের লোকের কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—শহরবাসীর তুলনায় এই গ্রাম্য ও মরুচারী লোকদের মধ্যে মুনাফিকীর প্রবণতা বেশি। সত্য দীনকে অস্বীকার করার তথা কুফরীর মাত্রাও তাদের মধ্যেই তীব্র।

عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۚ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ

আল্লাহ ও রাসূলের দোয়া (পাওয়ার উপায়) ; জেনে রেখো! অবশ্যই তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম ;

سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতে শামিল করবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

عِنْدَ اللّٰهِ-(عند+الله)-আল্লাহর (নিকট) ; وَ-ও ; صَلَوٰتِ-দোয়া (পাওয়ার উপায়) ; الرَّسُوْلِ-(ال+رسول)-রাসূলের ; اَلَآ-জেনে রেখো ; اِنَّهَا-অবশ্যই তা ; قُرْبَةٌ-নৈকট্য লাভের মাধ্যম ; لَّهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য ; سَيُدْخِلُهُمُ-(سيدخل+هم)-অচিরেই তাদেরকে শামিল করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فِيْ رَحْمَتِهٖ-(فى+رحمة+ه)-তাঁর রহমতে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ আয়াত নাযিলের দু বছর পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে যাকাত অস্বীকার এবং ইসলাম ত্যাগের যে হিড়িক পড়েছিল অন্যান্য কারণের মধ্যে এ আয়াতে বর্ণিত কারণও একটি বড় কারণ ছিল।

৯৮. অর্থাৎ আল্লাহর পথে জান-মাল খরচ করাটা তাদের নিকট দুঃসহ বোঝা মনে হতো। যাকাতকে জোরপূর্বক আদায় করা জরিমানা মনে করতো ; বিদেশী মুসাফিরদের মেহমানদারী করা তাদের নিকট অসহনীয় মনে হতো ; জিহাদ তহবীলে দান করা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেদেরকে ইসলামের অনুগত প্রমাণের জন্য তা দিতে তারা বাধ্য হতো।

১২ রুকূ' (৯০-৯৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. জিহাদ থেকে বিরত থাকা কিংবা অন্য কোনো দীনী দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার পক্ষে বাহ্যিক কারণ যতই যথার্থ হোক না কেন, অন্তরের অবস্থার উপরই আল্লাহ তাআলা বিচার করবেন।

২. যারা শারীরিক দিক থেকে প্রকৃতই অসমর্থ ছিল, আর যারা অর্থনৈতিক সংকটের জন্য যানবাহনের অভাবে জিহাদে যেতে অপারগ ছিল ; কিন্তু তাদের অন্তর এজন্য ব্যথাতুর ছিল এবং তাদের চোখ জিহাদে যেতে না পারার জন্য অশ্রুপূর্ণ ছিল, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন।

৩. যারা শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ থাকা সত্ত্বেও জিহাদ থেকে বিরত থাকার জন্য নানা ছল-চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং জিহাদ থেকে ফেরত আসার পর কসম করে জিহাদ থেকে বিরত

থাকার জন্য বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত পেশ করে, এমন লোকদের ঈমান সন্দেহজনক। এদের সাথে মু'মিনদের সম্পর্ক রাখা সমিচীন নয়।

৪. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি তিনটি নির্দেশ– (১) মিথ্যা অজুহাত পেশকারীদের অজুহাত গ্রহণ না করা এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। (২) জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর যারা কসম করে নিজেদের যেতে না পারার বিভিন্ন কারণ দর্শায় তাদের ব্যাপারে উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক না রাখা। (৩) এসব অজুহাত পেশকারীদের প্রতি সন্তোষজনক ব্যবহার না করা।

৫. বেদুইন মরুচারীদের মধ্যে কুফরী ও মুনাফিকীতে কঠোরতা রয়েছে, কারণ তারা শহর থেকে দূরে থাকার কারণে জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের সংশ্রব না পেয়ে মুর্খতায় ভোগে, ফলে মনের দিক থেকে তারা কঠোর হয়ে পড়ে। এর জন্য এরা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকে।

৬. এসব বেদুইনরা যাকাতকে জরিমানা মনে করে ; কিন্তু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য লোক দেখানো নামাযও পড়ে নেই এবং অনিচ্ছায় দীনী কাজে অর্থ ব্যয়ও করে ; কিন্তু এসব থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদের বিপর্যয় কামনা করে। এমন লোক সর্বযুগেই বর্তমান থাকে।

৭. অবশ্য তাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান লোকও আছে এবং তারা অত্যন্ত খালেস নিয়তে ইসলামী বিধি-বিধান পালন করে এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও রাসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। এসব লোক অবশ্যই তাদের নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে।

৮. সকল দীনী কাজে যথার্থ প্রতিদান পাওয়ার জন্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৩
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১১

(১০০) وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা

اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ

তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট, আর তিনি তাঁদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ

এমন জান্নাতসমূহ যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে তাঁরা চিরস্থায়ী থাকবে ; এটাই

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (১০১) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ

মহান সফলতা। ১০১. আর তোমাদের আশে-পাশের বেদুইনদের মধ্যে কতক লোক মুনাফিক ;

(১০০) وَ-আর ; السّٰبِقُوْنَ-(ال+سبقون)-যারা অগ্রগামী ; الْاَوَّلُوْنَ-(ال+اولون)-প্রথম ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْمُهٰجِرِيْنَ-(ال+مهجرين)-মুহাজির ; وَ-ও ; الْاَنْصَارِ-(ال+انصار)-আনসারদের ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; اتَّبَعُوْهُمْ-(اتبعوا+هم)-অনুসরণ করেছে তাদেরকে ; بِاِحْسَانٍ-(ب+احسان)-নিষ্ঠার সাথে ; رَضِيَ-সন্তুষ্ট ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের প্রতি ; وَ-এবং ; رَضُوْا-তারাও সন্তুষ্ট ; عَنْهُ-(عن+ه)-তাঁর প্রতি ; وَ-আর ; اَعَدَّ-তিনি তৈরি করে রেখেছেন ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য ; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাত ; تَجْرِيْ-প্রবাহিত ; تَحْتَهَا-(تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-(الا+انهار)-ঝর্ণাধারা ; خٰلِدِيْنَ-তারা থাকবে ; فِيْهَا-(فى+ها)-তাতে ; اَبَدًا-চিরস্থায়ী ; ذٰلِكَ-এটাই ; الْفَوْزُ-(ال+فوز)-সফলতা ; الْعَظِيْمُ-(ال+عظيم)-মহান। (১০১) وَ-আর ; مِمَّنْ-(من+من)-কতক লোক ; حَوْلَكُمْ-(حول+كم)-তোমাদের আশে-পাশের ; مِنَ-মধ্যে ; الْاَعْرَابِ-(ال+اعراب)-বেদুইনদের ; مُنٰفِقُوْنَ-মুনাফিক ;

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۛ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ

এবং (কতক) মদীনার অধিবাসীদের মধ্যেও (মুনাফিক) ; তারা মুনাফিকীতে চরমে পৌঁছেছে ; আপনি তাদেরকে চেনেন না ;

نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

আমি তাদেরকে চিনি ;[৯৯] অচিরেই আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো,[১০০] অতপর তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে মহা শাস্তির দিকে।

﴿١٠٢﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا

১০২. আর অপর কতক লোক—তারা স্বীকার করে নিয়েছে তাদের অপরাধ ;[১০১] তারা সৎকাজের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে অন্য অসৎকাজকে ;

عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ

আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৩. আপনি গ্রহণ করুন

- وَ-এবং ; مِنْ-মধ্যেও ; أَهْلِ-অধিবাসীদের ; الْمَدِينَةِ-(ال+مدينة)-মদীনার ; مَرَدُوا-তারা চরমে পৌঁছেছে ; عَلَى النِّفَاقِ-(على+ال+نفاق)-মুনাফিকীতে ; لَا تَعْلَمُهُمْ-(لاتعلم+هم)-আপনি তাদেরকে চেনেন না ; نَحْنُ-আমি ; نَعْلَمُهُمْ-(نعلم+هم)-তাদেরকে চিনি ; سَنُعَذِّبُهُمْ-(سنعذب+هم)-অচিরেই আমি শাস্তি দেবো ; مَرَّتَيْنِ-দ্বিগুণ ; ثُمَّ-অতপর ; يُرَدُّونَ-তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ; إِلَى-দিকে ; عَذَابٍ عَظِيمٍ-(عذاب+عظيم)-মহা শাস্তির। ﴿١٠٢﴾ وَ-আর ; آخَرُونَ-অপর কতক লোক ; اعْتَرَفُوا-তারা স্বীকার করে নিয়েছে ; بِذُنُوبِهِمْ-(ب+ذنوب+هم)-তাদের অপরাধ ; خَلَطُوا-তারা মিলিয়ে ফেলেছে ; عَمَلًا صَالِحًا-(عملا+صالحا)-সৎকাজের সাথে ; وَآخَرَ-অন্য ; سَيِّئًا-অসৎকাজকে ; عَسَى-আশা করা যায় যে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَنْ يَتُوبَ-ক্ষমা করবেন ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু। ﴿١٠٣﴾ خُذْ-আপনি গ্রহণ করুন ;

৯৯. অর্থাৎ তারা মুনাফিকীতে এতই দক্ষ যে, রাসূলুল্লাহ (স) পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে অবহিত হতে সমর্থ হননি ; কিন্তু আল্লাহ যেহেতু মানুষের অন্তরের বিষয়ও ভালভাবে অবহিত, তাই তাঁর নিকট তাদের মুনাফিকী গোপন থাকতে পারে না, তিনি তাদের মুনাফিকী সম্পর্কেও ভালভাবেই ওয়াকিফহাল।

مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

তাদের মাল থেকে সাদকা, এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন ;

إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ

নিশ্চয়ই আপনার দোয়া—তাদের অন্তরের প্রশান্তি স্বরূপ ; আর আল্লাহতো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ১০৪. তারা কি জানেনা যে, অবশ্যই আল্লাহ—

هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَٰتِ

তিনিই তাঁর বান্দার তাওবা মনযুর করেন এবং তিনিই সাদকাসমূহ গ্রহণ করেন,

مِنْ-থেকে ; أَمْوَالِهِمْ-(اموال+هم)-তাদের মাল ; صَدَقَةً-সাদকা ; تُطَهِّرُهُمْ-(تطهر+هم)-আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন ; وَ-ও ; تُزَكِّيهِمْ-(تزكى+هم)-তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন ; بِهَا-(ب+ها)-এর দ্বারা ; وَ-এবং ; صَلِّ-আপনি দোয়া করুন ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের জন্য ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; صَلَوٰتَكَ-(صلوة+ك)-আপনার দোয়া ; سَكَنٌ-অন্তরের প্রশান্তি স্বরূপ ; لَّهُمْ-তাদের ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহতো ; سَمِيعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ। ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا-তারা কি জানে না যে ; أَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; يَقْبَلُ-মনযুর করবেন ; التَّوْبَةَ-(ال+توبة)-তাওবা ; عَنْ-থেকে ; عِبَادِهِ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দার ; وَ-এবং ; يَأْخُذُ-তিনি গ্রহণ করেন ; الصَّدَقَٰتِ-(ال+صدقت)-সাদকাসমূহ ;

১০০. 'দ্বিগুণ শাস্তি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে—দুনিয়ার সম্পদের লোভ-লালসায় পড়ে তারা নিষ্ঠাবান মু'মিন হওয়ার পরিবর্তে মুনাফিকী ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করেছে ; কিন্তু এসব সম্পদ তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, তার পরিবর্তে অপমান, লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতা-ই তারা লাভ করবে— এটা তাদের এক প্রকার শাস্তি। অপরদিকে তারা যে দীনী আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামের ধ্বংস কামনা করে, তা চোখের সামনেই সফলতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছবে, তাদের সকল আশা-আকাংখা ধূলায় মিশে যাবে—এটা তাদের আর এক প্রকার শাস্তি।

১০১. তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে দশজন মু'মিনও বিরত ছিলেন। এদের সাতজন মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বেঁধে রেখে তাদের মনের অনুতাপ অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বাকী তিন জনের সম্পর্কে ১০৬ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ

আর আল্লাহ অবশ্যই একমাত্র তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু। ১০৫. আর আপনি বলে দিন— 'তোমরা কাজ করে যাও, অচিরেই আল্লাহ দেখবেন

عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۖ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ

তোমাদের কাজ, আর (দেখবেন) তাঁর রাসূল এবং মু'মিনরাও ;[১০২] অতপর শীঘ্রই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে সেই সত্তার নিকট যিনি অবগত সকল গোপন

وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ التَّوَّابُ-(هو+ال+تواب)-একমাত্র তাওবা গ্রহণকারী ; الرَّحِيْمُ-(ال+رحيم)-পরম দয়ালু। ﴿١٠٥﴾ وَ-আর ; قُلِ-আপনি বলে দিন ; اعْمَلُوْا-তোমরা কাজ করে যাও ; فَسَيَرَى-অচিরেই দেখবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَمَلَكُمْ-(عمل+كم)-তোমাদের কাজ ; وَ-আর (দেখবেন) ; رَسُوْلُهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; وَ-এবং ; الْمُؤْمِنُوْنَ-(ال+مؤمنون)-মু'মিনরাও ; وَ-অতপর ; سَتُرَدُّوْنَ-শীঘ্রই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ; اِلٰى-নিকট ; عٰلِمِ-সেই সত্তার, যিনি অবগত ; الْغَيْبِ-(ال+غيب)-সকল গোপন ;

১০২. এখানে মুনাফিক ও গুনাহগার মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অপরাধ মুনাফিকরা তো করেছেই, কিছু কিছু মু'মিনও কোনো প্রকার কারণ ছাড়া সাময়িক দুর্বলতাবশত যুদ্ধ থেকে বিরত থেকে একই অপরাধ করেছে। উভয়ের অপরাধ এক হলেও উভয়ের সাথে মুসলমানদের আচরণ একরূপ হবে না। যারা মুনাফিক বলে চিহ্নিত হবে তাদের সাথে আচরণ হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে কোনো অর্থ দান করতে চাইলেও তাদের এ দান গ্রহণ করা হবে না। তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে কোনো মু'মিন তাদের জানাযার নামায পড়াবে না। তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য কোনো মু'মিন দোয়া করবে না। অপরদিকে যে প্রকৃতই মু'মিন ; কিন্তু সাময়িক দুর্বলতা হেতু কোনো অপরাধ তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেছে, তাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে, তার দানও গৃহীত হবে, তার মৃত্যুর পর তার জানাযার নামাযেও মুমিনরা অংশগ্রহণ করবে এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য দোয়াও করা হবে। তবে একই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের মধ্যে কে মুনাফিক আর কে গুনাহগার মু'মিন তা কিভাবে জানা যাবে ? আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা সে জন্য তিনটি মূলনীতি পেশ করেছেন—

এক ঃ গুনাহগার মু'মিন কোনো অজুহাত পেশ না করে সোজাসুজি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেবে। মুনাফিক বিভিন্ন অজুহাত পেশ করতে চাইবে।

দুই ঃ তার ইতিপূর্বেকার আচরণ ও কর্মনীতি পর্যালোচনা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ

ও প্রকাশ্য বিষয়, তখন তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।[১০৩] ১০৬. আর অপর কিছু লোক অপেক্ষমান

لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায়, হয়তো তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করে নেবেন ; যেহেতু আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।[১০৪]

وَ-ও ; الشَّهَادَةِ-(ل+شهادة)-প্রকাশ্য বিষয় ; فَيُنَبِّئُكُمْ-(ف+ينبئ+كم)-তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا-(ب+ما)-সে সম্পর্কে যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করতে। ﴿১০৬﴾ وَ-আর ; آخَرُونَ-অপর কিছু লোক ; مُرْجَوْنَ-অপেক্ষমান ; لِأَمْرِ-নির্দেশের অপেক্ষায় ; اللَّهِ-আল্লাহর ; إِمَّا-হয়ত ; يُعَذِّبُهُمْ-(يعذب+هم)-তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন ; وَإِمَّا-(و+اما)-অথবা ; يَتُوبُ-তাওবা কবুল করে নেবেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; وَ-যেহেতু ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময়।

যে, সংঘটিত অপরাধ সাময়িক দুর্বলতা মাত্র। অপরদিকে যে মুনাফিক, তার পূর্বেকার কর্মনীতিতেও মুনাফিকীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

তিন ঃ এদের ভবিষ্যত আচরণ ও কর্মের প্রতিও পূর্ণ দৃষ্টি রাখলেও এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তার অপরাধের স্বীকৃতি শুধুমাত্র মৌখিক, না কি তার সাথে প্রকৃতই লজ্জা ও অনুশোচনার অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে। যদি তা থাকে তবে বুঝতে হবে সে প্রকৃতই মু'মিন, যদিও সাময়িক দুর্বলতা হেতু তার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আর যদি তা না থাকে তবে বুঝতে হবে যে, সে মুনাফিক।

১০৩. এর অর্থ হলো—সকল ব্যাপার তো আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। তাঁর নিকট থেকে কোনো কিছু কারো পক্ষে গোপন করা সম্ভব নয়। আর তাই দুনিয়াতে কেউ যদি তার মুনাফিকী দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় এবং কারো ঈমান-ইখলাসকে যেসব মানদণ্ডের দ্বারা পরীক্ষা করা সম্ভব তার সব পরীক্ষায়ও যদি সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তারপরও সে আল্লাহর দরবারে তার মুনাফিকীর শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে—এমন ভাবার কোনো সুযোগ নেই।

১০৪. এ লোকদের ব্যাপার মুসলমানদের সামনে সন্দেহ সংশয়পূর্ণ ছিল। এদেরকে মুনাফিকদের দলভুক্ত করা যাচ্ছে না, আবার গুনাহগার মু'মিনদের দলেও ফেলা যাচ্ছে না। তাই আল্লাহ তাআলা এদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত পেশ করেননি। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর নিকটও এদের ব্যাপার সংশয়-সন্দেহের ব্যাপার হয়ে রয়েছে ; বরং এর অর্থ হলো—কোনো দল বা ব্যক্তি সম্পর্কে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কর্মনীতি

(১০৭) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا

১০৭. আর যারা মাসজিদ তৈরি করেছে (ইসলামের) ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যে ও কুফরী করার জন্য এবং বিভেদ সৃষ্টির জন্য

بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ؕ

মু'মিনদের মাঝে, আর সেই ব্যক্তির জন্য ঘাঁটি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে ;

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

আর তারা অবশ্যই কসম করে বলবে—কল্যাণ ছাড়া আমরা অন্য কিছু চাই না ; অথচ আল্লাহ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

(১০৮) لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

১০৮. আপনি কখনো তাতে (সেই মাসজিদে) দাঁড়াবেন না ; প্রথম দিন থেকে সেই মাসজিদেই যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর

(১০৭) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اتَّخَذُوْا-তৈরি করেছে ; مَسْجِدًا-মাসজিদ ; ضِرَارًا-(ইসলামের) ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ; وَ-ও ; كُفْرًا-কুফরী করার জন্য ; وَ-এবং ; تَفْرِيْقًا-বিভেদ সৃষ্টির জন্য ; بَيْنَ-মাঝে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের ; وَ-আর ; اِرْصَادًا-ঘাঁটি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ; لِمَنْ-(ل+من)-সেই ব্যক্তির জন্য যে ; حَارَبَ-যুদ্ধ করে আসছে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে ; مِنْ قَبْلُ-পূর্বে থেকেই ; وَ-আর ; لَيَحْلِفُنَّ-তারা অবশ্যই কসম করে বলবে ; اِنْ اَرَدْنَا-আমরা অন্য কিছু চাই না ; اِلَّا-ছাড়া ; الْحُسْنٰى-(ال+حسنى)-কল্যাণ ; وَ-অথচ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَشْهَدُ-সাক্ষ্য দিচ্ছেন ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা অবশ্যই ; لَكٰذِبُوْنَ-(ل+كذبون)-মিথ্যাবাদী। (১০৮) لَا تَقُمْ-আপনি দাঁড়াবেন না ; فِيْهِ-তাতে ; اَبَدًا-কখনো ; لَمَسْجِدٌ-সেই মসজিদেই ; اُسِّسَ-যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ; عَلَى-উপর ; التَّقْوٰى-(ال+تقوى)-তাকওয়ার উপর ; مِنْ-থেকে ; اَوَّلِ-প্রথম ; يَوْمٍ-দিন ;

নিশ্চিতভাবে ঠিক করে নেয়া মুসলমানদের জন্য উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দল বা ব্যক্তির কাজে-কর্মে ও আচার-আচরণে এমন কোনো আলামত বা চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে ফুটে না উঠবে, যার মাধ্যমে অনুভূতি ও জ্ঞান দ্বারা সেই দল বা ব্যক্তিকে সহজেই যাঁচাই করা যাবে। আর আল্লাহ তো অবশ্যই সেই দল বা ব্যক্তি সম্পর্কে পুরোপুরিই ওয়াকিফহাল।

أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ

সেটাই আপনার দাঁড়ানোর অধিক যোগ্য ; সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে ;

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ

আর আল্লাহও ভালভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।[১০৫] ১০৯. তবে কি সেই ব্যক্তি—যে স্থাপন করেছে তার (ঘরের) ভিত্তি তাকওয়ার উপর—

أَحَقُّ-অধিক যোগ্য ; أَنْ تَقُومَ-আপনার দাঁড়ানোর ; فِيهِ-সেটাই ; فِيهِ-সেখানে ; رِجَالٌ-এমন লোক রয়েছে ; يُحِبُّونَ-যারা ভালবাসে ; أَنْ يَتَطَهَّرُوا-ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহও ; يُحِبُّ-ভালবাসেন ; الْمُطَّهِّرِينَ-(ال+مطهرين)-ভালভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে। ﴿١٠٩﴾ أَفَمَنْ-(ا+ف+من)-তবে কি সেই ব্যক্তি যে; أَسَّسَ-স্থাপন করেছে ; بُنْيَانَهُ-(بنيان+ه)-তার (ঘরের) ভিত্তি ; عَلَىٰ-উপর ; تَقْوَىٰ-তাকওয়ার ;

১০৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় আগমণের পূর্বে আবু আমের নামক এক খৃস্টান পাদ্রীর পাণ্ডিত্য ও দরবেশীর প্রভাব মদীনায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সে আহলে-কিতাবের আলেম-পণ্ডিতদের মধ্যে গণ্য ছিল। তবে তার পাণ্ডিত্য ও দরবেশী তার মধ্যে সত্যের প্রতি আগ্রহ এবং সত্যকে মেনে নেয়ার উদারতা সৃষ্টি করতে পারেনি। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় আগমনের পর সে ইসলামের বিরোধিতা আরম্ভ করলো এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে তার প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। প্রথমে তার ধারণা ছিল ইসলামকে নির্মূল করার জন্য কুরাইশ-কাফিররাই যথেষ্ট। বদরের যুদ্ধের পর তার ধারণা বদলে গেলো এবং সে মদীনা ত্যাগ করে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা শুরু করলো। উহুদ যুদ্ধ থেকে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এসব যুদ্ধে এ পাদ্রী-দরবেশ ইসলামের বিরুদ্ধে শিরক-এর সক্রিয় সমর্থক ছিল। অবশেষে সে কুরাইশদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আরব দেশ ত্যাগ করে রোমে চলে গেলো। সে রোম সম্রাট কাইযারকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে লাগলো। অবশেষে মদীনায় খবর পৌঁছলো যে, রোম সম্রাট কাইযার আরব দেশ আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাবুক অভিযানে বের হতে হলো।

মুনাফিকদের একটি দল সর্বদা এ পাদ্রী-দরবেশের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, আবু আমের পাদ্রী যখন রোম সম্রাটের সাথে এবং উত্তর আরবের খৃস্টান রাজ্যগুলোর সাথে সামরিক সাহায্য লাভের জন্য যোগাযোগ করতে

مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ

আল্লাহর এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর—উত্তম, না-কি সেই ব্যক্তি, যে স্থাপন করেছে তার (ঘরের) ভিত্তি খাদের কিনারায়

هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

যা পতনোন্মুখ,[১০৬] ফলে তা পতিত হয়, তাকে সহ জাহান্নামের আগুনে ; আর আল্লাহ এসব যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।[১০৭]

مِنَ اللّٰهِ-(من+الله)-আল্লাহর ; وَ-এবং ; رِضْوَانٍ-তাঁর সন্তুষ্টির ; خَيْرٌ-উত্তম ; اَمْ-না-কি ; مَّنْ-সেই ব্যক্তি, যে ; اَسَّسَ-স্থাপন করেছে ; بُنْيَانَهٗ-(بنيان+ه)-তার (ঘরের) ভিত্তি ; عَلٰى شَفَا-(على+شفا)-কিনারায় ; جُرُفٍ-খাতের ; هَارٍ-যা পতনোন্মুখ ; فَانْهَارَ-(ف+انهار)-ফলে তা পতিত হয় ; بِهٖ-তাকে সহ ; فِيْ نَارِ-আগুনে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِى-হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ-(ال+قوم)-এসব সম্প্রদায়কে ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-যালিম।

যাত্রা করবে তখন মুনাফিকরা মদীনায় আলাদা একটা মসজিদ তৈরি করে নেবে। এ মসজিদে মুনাফিকরা-ই সংঘবদ্ধ হবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আলাপ-আলোচনা ও শলা-পরামর্শ করা সহজ হবে। তাছাড়া আবু আমেরের নিকট থেকে যেসব গোয়েন্দা ফকীর-মুসাফিরের ছদ্মবেশে আসবে তাদের কথাবার্তা-ও এ মসজিদে বসেই করা যাবে। একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে সমাজের কেউ কোনো সন্দেহও করবে না। আলোচ্য আয়াত কয়টিতে 'মসজিদে যিরার' নির্মাণের যে মন্দ উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে, এটাই ছিল সেই নাপাক ও গোপন উদ্দেশ্য।

অতপর মুনাফিকরা চেয়েছিল রাসূলুল্লাহ (স) একবার এ মসজিদে নামায আদায় করে উদ্বোধন করে দিলে তারা এতে সহজেই তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) এতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন যে, এখন তো আমি যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে দেখা যাবে।" এদিকে মুনাফিকরা পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে, তাবুক যুদ্ধে তো অবশ্যই মুসলমানরা পরাজিত হবে, পরাজয়ের খবর মদীনায় আসলেই তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বাদশাহীর মুকুট পরিয়ে দেবে ; কিন্তু তাবুকের ঘটনায় তাদের সব আশা-ভরসা ব্যর্থ হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (স) তাবুক থেকে ফেরত আসার পথেই 'যি-আওয়ান' নামক স্থানে পৌঁছলে এ আয়াত কয়টি নাযিল হলে তিনি কয়েকজন লোককে এ নির্দেশ দিয়ে মদীনায় পাঠালেন, যেন তিনি মদীনায় পৌঁছার আগেই উক্ত 'যিরার' মসজিদটি ধ্বংস করে দেয়া হয়।

(১১০) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ

১১০. তাদের গৃহ যা তারা তৈরি করেছে, তা তাদের অন্তরে সর্বদা সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে,

اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়[১০৮] আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

(১১০) لَا يَزَالُ-সর্বদা হয়ে থাকবে ; بُنْيَانُهُمْ-(بينان+هم)-তাদের গৃহ ; الَّذِىْ-যা ; بَنَوْا-তারা তৈরি করেছে ; رِيْبَةً-সন্দেহের কারণ ; فِىْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ; اِلَّآ-যে পর্যন্ত না ; اَنْ تَقَطَّعَ-ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তর ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়।

১০৬. 'তাকওয়া' তথা আল্লাহর ভয় শূন্য সকল সৎ কর্মসমূহ নদীর কিনারায় নির্মিত ভবনের মতো, যে কিনারার নীচ থেকে মাটি পানির স্রোতে সরে গিয়েছে। যে কোনো সময় তা ধ্বসে পড়তে পারে। মানুষের জীবনের সকল কাজকর্ম সবই নদীর কিনারায় ভিত্তিহীন মাটির স্তরে তৈরি ভবনের মতো, যদি না তার মূলে থাকে আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্য।

১০৭. অর্থাৎ তাকে সেই পথ দেখান না যে পথে চলে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সফলকাম হয়েছে এবং আখিরাতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

১০৮. অর্থাৎ এসব মুনাফিকরা ধোঁকা-প্রতারণা করে এমন অপরাধ করেছে যে, চিরদিনের জন্য তারা ঈমান আনার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। মুনাফিকীর এ রোগ তাদের অন্তরে এমনভাবে বসে গিয়েছে যে, যতদিন তাদের জীবন থাকবে ততদিন এ রোগ তাদের অন্তরে বর্তমান থাকবে। কেউ যদি প্রকাশ্যে কুফরী করার জন্য ঘাঁটি তৈরি করে, তার হিদায়াত লাভ হয়ত কোনোদিন সম্ভব হতে পারে, কেননা তার মধ্যে ন্যায়পরায়নতা, নিষ্ঠা ও নৈতিক সাহসিকতার একটা প্রাণশক্তি বর্তমান রয়েছে যা বর্তমানে যেমন ঃ অন্যায়-অসত্যের পক্ষে কাজে লাগছে, তেমনি তা সত্য ও ন্যায়ের কাজেও লাগতে পারে ; কিন্তু যেসব কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী লোক কুফরীর জন্য মসজিদ তৈরি করেছে এবং আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য আল্লাহর আনুগত্যের মুখোশ পরিধান করেছে, মুনাফিকীর রোগ তাদের অন্তরকে নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান গ্রহণের সকল যোগ্যতাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। সুতরাং তাদের সঠিক ঈমান গ্রহণের কোনো যোগ্যতা-ই অবশিষ্ট নেই।

১৩ রুকূ' (১০০-১১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'সাবেকূন আওয়ালুন' দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম এবং 'তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী' দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত যেসব নিষ্ঠাবান মুসলমান সাহাবায়ে কিরামকে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা যেহেতু অন্তরের অবস্থা জানেন, তাই আল্লাহর দরবারে মু'মিন হিসেবে গণ্য হতে হলে আন্তরিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে ঈমান ও সৎকর্ম করে যেতে হবে।

৩. কোনো মু'মিন ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে ফেললে, সাথে সাথে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চেয়ে নেয়া ঈমানের দাবী। গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৪. আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হওয়া শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

৫. গুনাহ থেকে তাওবা করার সাথে সাথে গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ সদকা দেয়া আবশ্যক।

৬. মু'মিনদের যাবতীয় ওয়াজিব ও নফল সদকাসমূহ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ-ই গ্রহণ করেন। সকল সদকা দেয়ার সময় এ নিয়তেই দিতে হবে। তাহলে সদকার যথাযথ প্রতিদান পাওয়া যাবে।

৭. মানুষের সকল কাজই আখিরাতে মানুষের সামনে উপস্থিত করা হবে। একথা স্মরণ রেখেই দুনিয়ার জীবনে কাজ করতে হবে।

৮. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে মসজিদ তৈরি করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যিক পরিচয়ে ধর্মীয় কাজ হলেও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে এবং ইসলামের ক্ষতি হতে পারে—এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

৯. মু'মিনের সকল কাজের ভিত্তি হবে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির উপর। আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যবিহীন কোনো সৎকর্ম আল্লাহ নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

১০. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীরা যালিম। এমন লোকদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿١١١﴾ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم

১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও তাদের মাল

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ

এর বিনিময়ে তাদের জন্য থাকবে নিশ্চিত জান্নাত ;[১০৯] তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, তাতে তারা হত্যা করবে ও নিহত হবে ;

﴿١١١﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; اشْتَرَىٰ-খরিদ করে নিয়েছেন ; مِنَ-থেকে ; الْمُؤْمِنِينَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের ; أَنْفُسَهُمْ-(نفس+هم)-তাদের জান ; وَ-ও ; أَمْوَالَهُمْ-(اموال+هم)-তাদের মাল ; بِأَنَّ-(ب+ان)-এর বিনিময়ে নিশ্চিত ; لَهُمُ-তাদের জন্য থাকবে ; الْجَنَّةَ-(ال+جنة)-জান্নাত ; يُقَاتِلُونَ-তারা যুদ্ধ করবে ; فِي سَبِيلِ-(فى+سبيل)-পথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَيَقْتُلُونَ-(ف+يقتلون)-তাতে তারা হত্যা করবে ; وَ-ও ; يُقْتَلُونَ-নিহত হবে ;

১০৯. আল্লাহ তাআলা এখানে ঈমান তথা আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পর্ককে কেনা-বেচার চুক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ক্রেতা, মু'মিনগণ বিক্রেতা। বিক্রয়ের পণ্য হলো মু'মিনের জান ও মাল, আর মূল্য হলো জান্নাত। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুরই স্রষ্টা, মু'মিনের জান-মালেরও স্রষ্টা। সুতরাং মু'মিনের জান-মালের মালিকানাও আল্লাহর। আল্লাহ তাআলা তাঁর জিনিসই মানুষের নিকট আমানত রেখেছেন এবং মানুষকে সীমিত ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছা করলে আমানতদারী রক্ষা করতে পারে বা ইচ্ছা করলে অমানতের খিয়ানতও করতে পারে। তবে মানুষের নিকট আল্লাহর দাবী হলো—মানুষ যেন বাধ্য হয়ে নয়—নিজ ইচ্ছায় ও আগ্রহে আল্লাহর মালিকানা স্বীকার করে নেয় এবং আমানতের মর্যাদা রক্ষা করে। আল্লাহ তাঁকে সীমিত ক্ষেত্রে যে ইচ্ছার স্বাধীনতাটুকু দিয়েছেন তার অপব্যবহার যেন না করে। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাটুকু বিক্রয় করাই হলো আল্লাহর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। যারা এ আত্মবিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ তারাই মু'মিন। আর যারা এ চুক্তিতে আবদ্ধ নয়, তারাই কাফির। মানুষের দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী, এখানকার সকল সম্পদও অস্থায়ী। জান-মাল আল্লাহর দেয়া ; তিনি তাঁর দেয়া

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ

এ সম্পর্কে সুদৃঢ় ওয়াদা রয়েছে তাওরাত ও ইনজীল এবং কুরআনে ;[১১০]
আর কে আছে

أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ

আল্লাহর চেয়ে অধিক পালনকারী নিজ ওয়াদা, সুতরাং তোমরা তোমাদের সেই ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আনন্দিত হও যে ক্রয়-বিক্রয় তোমরা তাঁর (আল্লাহর) সাথে করেছো

وَعْدًا-ওয়াদা রয়েছে ; عَلَيْهِ-এ সম্পর্কে ; حَقًّا-সুদৃঢ় ; فِي التَّوْرٰىةِ-(فى+ال+تورىة)-তাওরাতে ; وَ-ও ; الْإِنْجِيْلِ-(ال+انجيل)-ইনজীলে ; وَ-এবং ; الْقُرْاٰنِ-(ال+قران)-কুরআনে ; وَ-আর ; مَنْ-কে আছে ; أَوْفٰى-অধিক পালনকারী ; بِعَهْدِهٖ-(ب+عهد+ه)-নিজ ওয়াদা ; مِنَ-চেয়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاسْتَبْشِرُوْا-(ف+استبشروا)-সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও ; بِبَيْعِكُمُ-(ب+بيع+كم)-তোমাদের সেই ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ; الَّذِيْ بَايَعْتُمْ-(الذى+بايعتم)-যেই ক্রয় বিক্রয় তোমরা করেছো ; بِهٖ-(ب+ه)-তার (আল্লাহর) সাথে ;

অস্থায়ী পণ্য জান-মাল কিনে নিয়েছেন স্থায়ী ও মহামূল্যবান জান্নাতের বিনিময়ে। কিন্তু জান-মাল দিয়ে দিতে হবে এ দুনিয়াতেই, আর জান্নাত পাওয়া যাবে মৃত্যুর পর স্থায়ী জগতে। বিনিময় যদি এখানে দিয়ে দেয়া হতো তাহলে তাও অস্থায়ীই হতো। তাই আল্লাহ তাআলা দয়া করে স্থায়ী জগতেই স্থায়ী বিনিময় দেবেন। তা ছাড়া মহামূল্যবান স্থায়ী জান্নাতের বিনিময়ে যে পণ্য আল্লাহ কিনে নিয়েছেন তা যাঁচাই পরখ করারও প্রয়োজন রয়েছে। মু'মিনরা যারা এ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তারা আল্লাহর মালিকানা যথাযথভাবে স্বীকার করে কিনা অর্থাৎ আল্লাহর জিনিস আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ভোগ-ব্যবহার করে কিনা তা প্রমাণ হওয়ার পরই আল্লাহ মূল্য দেবেন, নচেত শুধু মুখে মুখে আল্লাহর মালিকানার কথা বলে কার্যত নিজের ইচ্ছা-বাসনা অনুসারে জান-মালকে ভোগ-ব্যবহার করলে চুক্তির খেলাপ বলেই গণ্য হবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই চুক্তিতে উল্লিখিত জান্নাত পাওয়া যাবে না। কারণ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির যাবতীয় শর্ত পূরণ না হলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা যায় না ; আর ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন না হলে ন্যায়-ইনসাফের বিচারেই বিক্রেতা মূল্য পাওয়ার অধিকারী নয়। আল্লাহ তাআলা তাই মূল্য নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন এবং পণ্য তথা জান-মালও বিক্রেতার নিকট আমানত রেখে—তা কোথায় কিভাবে ভোগ-ব্যবহার করতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর দেয়া জান-মাল আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করলেই মূল্যস্বরূপ জান্নাত পাওয়া যাবে। না হয় পাওয়া যাবে না, এটাই স্বতসিদ্ধ কথা।

وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾ اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ

আর এটাই তা যা মহান সফলতা। ১১২. তারা তাওবাকারী ;[১১১]
ইবাদাতকারী, (আল্লাহর) প্রশংসাকারী

السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

রোযা পালনকারী,[১১২] রুকূ'কারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী

-وَ-আর ; ذٰلِكَ هُوَ-এটাই তা ; الْفَوْزُ-(ال+فوز)-যা সফলতা ; الْعَظِيْمُ-(ال+عظيم)-মহান। ﴿١١١﴾ التَّائِبُوْنَ-(ال+تائبون)-তারা তাওবাকারী ; الْعٰبِدُوْنَ-(ال+عبدون)-ইবাদাতকারী; الْحٰمِدُوْنَ-(ال+حمدون)-(আল্লাহ) প্রশংসাকারী; السَّائِحُوْنَ-(ال+سائحون)-রোযা পালনকারী ; الرّٰكِعُوْنَ-(ال+ركعون)-রুকূ'কারী ; السّٰجِدُوْنَ-(ال+سجدون)-সিজদাকারী; الْاٰمِرُوْنَ-(ال+امرون)-আদেশ দানকারী; بِالْمَعْرُوْفِ-সৎকাজের;

১১০. কুরআন মজীদে মু'মিনদেরকে জান্নাত দানের যে 'ওয়াদা' দেয়া হয়েছে, এ একই ওয়াদা তাওরাত এবং ইনজীলেও দেয়া হয়েছে। যদিও ইহুদী ও খৃস্টান সমাজ এটা অস্বীকার করে বলে যে, এ ওয়াদা তাওরাত ও ইনজীলে নেই। তাওরাত ও ইনজীল বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তা এ দুটো আসমানী কিতাবের আসল রূপ নয়। ইহুদী ও খৃস্টানরা কিতাব দুটোতে নিজেদের খেয়াল-খুশী মত পরিবর্তন করেছে। সুতরাং তাদের কথা সত্যের বিপরীত। বর্তমান তাওরাতে ও ইনজীলে তাদের নিজেদের কথাবার্তা এমনভাবে শামিল রয়েছে যে, কোন্‌টা আল্লাহর কালাম আর কোন্‌টা তাদের সংযোজিত এটা বাছাই করা এক কঠিন ব্যাপার।

১১১. 'আত-তায়িবূনা' থেকে যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, এসব গুণের অধিকারী হবে সেসব মু'মিন বান্দাহ যারা—আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এগুণ-বৈশিষ্ট্য মু'মিনদের স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক গুণ। ঈমান আনা তথা আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর মু'মিনের মধ্যে প্রথম যে গুণ থাকা প্রয়োজন তা হলো তারা তাওবাকারী হবে। এর অর্থ একবার তাওবা করে নিলেই তাওবা'র গুণ তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাবে না ; বরং যখনই ঈমান তথা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি বিরোধী কোনো কাজ তার দ্বারা হয়ে যাবে তখনই সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে তথা তাওবা করে নেবে। কারণ মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের পক্ষে পূর্ণ সচেতনতা সহকারে আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তির মর্যাদা মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষা করে চলা সম্ভব হবে না এবং এ চুক্তির অমর্যাদাজনক ভুল-ভ্রান্তি তার দ্বারা বার বার হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। তাই এ ভুল-ভ্রান্তির কারণে মু'মিন ব্যক্তি বিপরীত দিকে ফিরে যাবে না ; বরং সে যতবার ভুল-ভ্রান্তি করবে ততবারই তাওবা করে আল্লাহর দিকে রুজূ' হবে।

وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ

ও মন্দ কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার হিফাযতকারী ;[১১৩]
অতএব আপনি সুসংবাদ দিন

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا

সেই মু'মিনদেরকে। ১১৩. নবীর জন্য এবং যারা ঈমান এনেছে (তাদের জন্য)
উচিত নয় ক্ষমা প্রার্থনা করা

لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ

মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়—তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে
যাওয়ার পর যে, নিশ্চিত তারা (মুশরিকরা)

وَ-ও ; النَّاهُوْنَ-(ال+ناهون)-বাধা দানকারী ; عَنِ الْمُنْكَرِ-(عن+ال+منكر)-মন্দকাজে ; وَ-এবং ; الْحٰفِظُوْنَ-(ال+حفظون)-হিফাযতকারী ; لِحُدُوْدِ-(ل+حدود)-সীমারেখার ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-অতএব ; بَشِّرِ-আপনি সুসংবাদ দিন ; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-সেই মু'মিনদেরকে। ﴿١١٣﴾ مَا كَانَ-উচিত নয় ; لِلنَّبِيِّ-(ل+ال+نبى)-নবীর জন্য ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছে (তাদের জন্য) اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا-ক্ষমা প্রার্থনা করা ; لِلْمُشْرِكِيْنَ-(ل+ال+مشركين)-মুশরিকদের জন্য ; وَلَوْ-(و+لو)-যদিও ; كَانُوْٓا-তারা হয় ; اُولِيْ قُرْبٰى-(اولى+قربى)-নিকটাত্মীয় ; مِنْۢ بَعْدِ-পর ; مَا تَبَيَّنَ-এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার ; لَهُمْ-তাদের নিকট ; اَنَّهُمْ-(اَن+هم)-যে, তারা নিশ্চিত ;

১১২. 'আস-সায়িহূনা' শব্দের অর্থ 'রোযা পালনকারী' করা হলেও মূলত এর আভিধানিক অর্থ 'যমীনে পরিভ্রমণকারী' অবশ্য এর দ্বিতীয় অর্থ 'রোযা পালনকারী'-ও রয়েছে। আর যমীনে পরিভ্রমণ-এর অর্থ নিছক ঘোরাফেরা নয় ; বরং এর অর্থ আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা উপলক্ষে পরিভ্রমণ করা। যেমন 'ইনফাক' বা খরচ করা দ্বারা শুধু শুধু খরচ করা বুঝায় না—আল্লাহর পথে খরচ করা বুঝায়। তা ছাড়া কাফির অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে হিজরত করা, দীন প্রচারের জন্য ভ্রমণ করা, মানব সমাজের সংশোধন-সংস্কারের জন্য ভ্রমণ, দীনী ইলম অর্জনের জন্য ভ্রমণ, আল্লাহর নিদর্শনাবলী পরিদর্শন করে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ভ্রমণ এবং হালাল রিযক সন্ধানে ভ্রমণও এর অন্তর্ভুক্ত।

১১৩. উপরে মু'মিনের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য দাবী হলো—আকীদা-বিশ্বাস,

أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ

জাহান্নামের অধিবাসী ।[114] ১১৪. আর ইবরাহীমের তার পিতার জন্য
ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল না

اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۗ

একটি ওয়াদা পূর্ণ করা ছাড়া, যে ওয়াদা সে করেছিল তার (পিতার) সাথে ;[115] অতপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে নিশ্চিত আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো ;

أَصْحٰبُ-অধিবাসী ; الْجَحِيْمِ-(ال+جحيم)-জাহান্নামের। (১১৪) وَ-আর ; مَا كَانَ-ছিল না ; اسْتِغْفَارُ-ক্ষমা প্রার্থনা তো ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের ; لِاَبِيْهِ-(ل+ابى+ه)-তার পিতার জন্য ; اِلَّا-ছাড়া ; عَنْ مَّوْعِدَةٍ-(عن+موعدة)-একটি ওয়াদা পূর্ণ করা; وَّعَدَهَا-(وعد+ها)-যে ওয়াদা সে করেছিল ; اِيَّاهُ-তার (পিতার) সাথে ; فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; تَبَيَّنَ-স্পষ্ট হয়ে গেলো যে ; لَهٗ-তার নিকট ; اَنَّهٗ-(ان+ه)-সে নিশ্চিত ; عَدُوٌّ-শত্রু ; لِّلّٰهِ-আল্লাহর ; تَبَرَّاَ-সে সম্পর্ক ছিন্ন করলো ; مِنْهُ-তার সাথে ;

ইবাদাত, নীতি-নৈতিকতা, সমাজ-সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থ ব্যবস্থা, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি এবং যুদ্ধ-সন্ধির ক্ষেত্রে যে সীমা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তারা তার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখে। নিজেরা যেমন সেই সীমা লংঘন করে না, আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজেদের রচিত বিধানকে যেমন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তেমনি অন্যদেরকেও সেই বিধান লংঘন করতে দেয় না এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেদের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তথা আল্লাহর বিধান ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম জারী রাখে।

১১৪. মু'মিনদের নীতি হবে—'আল্লাহর বন্ধু, মু'মিনদেরও বন্ধু ; আল্লাহর দুশমন, মু'মিনদেরও দুশমন।' সুতরাং কোনো মু'মিনের পক্ষে কোনো চিহ্নিত প্রকাশ্য আল্লাহর বিরোধী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সমিচীন নয়—সেই ব্যক্তি নিকটাত্মীয় হলেও নয়। এমন ব্যক্তির জন্যই তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা সাজে, যে আল্লাহর অনুগত, কিন্তু গুনাহগার। মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহর আনুগত্যের অনুভূতি এতদূর তীব্র হওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি একবিন্দু সহানুভূতি ও দয়া দেখানো এবং তাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য মনে করবে তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য অশোভন মনে করবে। আর এজন্যই আল্লাহ 'মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও না'—একথা না বলে বলেছেন—"মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তোমাদের জন্য শোভনীয় নয়"।

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا

ইবরাহীম তো অবশ্যই কোমলপ্রাণ অত্যন্ত সহনশীল ছিল।[১১৬] ১১৫. আল্লাহ এমন নন যে, তিনি গুমরাহ করে দেবেন কোনো জাতিকে

بَعْدَ إِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ

যখন তাদেরকে হিদায়াত দান করেন—যে পর্যন্ত সেসব বিষয় তাদের সামনে স্পষ্ট করে দেন, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকতে হবে ;[১১৭] নিশ্চয়ই আল্লাহ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ

সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ১১৬. নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর ;

اِنَّ-অবশ্যই ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম তো ছিল ; لَاَوَّاهٌ-(ل+اواه)-কোমলপ্রাণ ; حَلِيْمٌ-অত্যন্ত সহনশীল।﴿١١٤﴾ وَ-আর ; مَا كَانَ-এমন নন যে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِيُضِلَّ-তিনি গুমরাহ করে দেবেন ; قَوْمًا-কোনো জাতিকে ; بَعْدَ-পর ; اِذْ-যখন ; هَدٰىهُمْ-(هدى+هم)-তাদেরকে হিদায়াত দান করেন ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না ; يُبَيِّنَ-স্পষ্ট করে দেন ; لَهُمْ-তাদের সামনে ; مَّا-যা থেকে ; يَتَّقُوْنَ-তাদের বেঁচে থাকতে হবে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; بِكُلِّ شَيْءٍ-(ب+كل+شيئ)-সকল বিষয়ে ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ।﴿١١٥﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ (সেই সত্তা) ; لَهُ-তাঁরই ; مُلْكُ-সার্বভৌমত্ব ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ;

তবে মানবিক সাহায্য-সহানুভূতির ক্ষেত্রে আত্মীয়তার হক, প্রতিবেশীর হক, ইয়াতীমের হক, রোগীর সেবা এবং দরিদ্র অভাবগ্রস্তের সাহায্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না।

১১৫. হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক ও আল্লাহদ্রোহী পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার সময় ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি তার (পিতার) জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সেই ওয়াদা রক্ষার খাতিরে তিনি আল্লাহর নিকট নিজ পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। তবে তাঁর দোয়া ছিল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। পরে যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দীনের কঠিন শত্রু তখন তিনি দোয়া করা বন্ধ করে দেন এবং একজন একনিষ্ঠ মু'মিনের ন্যায় আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি জানানো পরিত্যাগ করলেন। যদিও সেই ব্যক্তি ছিল তার স্নেহময় পিতা।

১১৬. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) কোমলপ্রাণ ছিলেন বলেই পিতার পরিণামের কথা চিন্তা করে তাঁর মন কেঁদে উঠেছিল, তাই তিনি আল্লাহর দরবারে পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

يُحْيِ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন ; আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য নেই কোনো অভিভাবক এবং নেই কোনো সাহায্যকারী।

(১১৭) لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

১১৭. নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা পরবশ হলেন, নবী, মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তাঁকে (নবীকে) অনুসরণ অনুকরণ করেছিল

فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ

অত্যন্ত কঠিন সময়ে[১১৮]—তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার সূত্রপাতের পরও,[১১৯]

يُحْيِ-তিনিই জীবন দেন ; وَ-এবং ; يُمِيتُ-তিনিই মৃত্যু দেন ; وَ-আর ; مَا-নেই ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; مِّن دُونِ-ছাড়া ; اللَّهِ-আল্লাহ ; مِن وَلِيٍّ-কোনো অভিভাবক ; وَ-এবং ; لَا-নেই ; نَصِيرٍ-কোনো সাহায্যকারী। (১১৭) لَقَدْ-নিসন্দেহে ; تَّابَ-ক্ষমা পরবশ হলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَى-প্রতি ; النَّبِيِّ-নবী ; وَالْمُهَاجِرِينَ-(و+ال+مهجرين)-ও মুহাজির ; وَ-ও ; الْأَنصَارِ-আনসারদের ; الَّذِينَ-যারা ; اتَّبَعُوهُ-(اتبعوا+ه)-তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করেছিল ; فِي سَاعَةِ-সময়ে ; الْعُسْرَةِ-(ال+عسرة)-অত্যন্ত কঠিন ; مِن بَعْدِ مَا-পরও ; كَادَ يَزِيغُ-বাঁকা হয়ে যাওয়ার সূত্রপাতের ; قُلُوبُ-অন্তর ; فَرِيقٍ-এক দলের ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যকার ;

করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল, তাই তাঁর প্রতি যে কঠিন নির্যাতন চালানো হয়েছিল তাঁকে সত্য দীন (ইসলাম) থেকে বিরত রাখার জন্য, তারপরও তিনি পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন। আবার আল্লাদ্রোহীতায় পিতার কঠোরতায় তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ ভীরু—কারো ভয়ে বা ভালবাসার সীমালংঘন করার মতো লোক তিনি ছিলেন না।

১১৭. অর্থাৎ কোন্ কোন্ আকীদা-বিশ্বাস ত্যাগ করা উচিত এবং কোন্ কোন্ কর্মনীতি পরিহার করা উচিত তা আল্লাহ মানুষকে নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে না দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করেন না। হিদায়াত দান ও গুমরাহ একমাত্র আল্লাহর কাজ। এর অর্থ আল্লাহ নবী-রাসূল ও কিতাব দ্বারা মানুষের সামনে সত্যপথ তথা সঠিক কর্মনীতি ও চিন্তা-পদ্ধতি সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দেন ; যারা সেই পথে চলতে প্রস্তুত হয়, তাদেরকে সেই পথে চলার তাওফীক আল্লাহ দেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الثَّلَٰثَةِ

অতপর তিনি তাদের তাওবা কবুল করে নিলেন ;[১২০] নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত বিনম্র পরম দয়ালু। ১১৮. আর (ক্ষমা পরবশ হলেন) সে তিন ব্যক্তির প্রতিও

الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

যাদের ব্যাপার মুলতবি রাখা হয়েছিল ;[১২১] এমন কি যমীন যখন তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল যা ছিল প্রশস্ত

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

এবং সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল তাদের জীবন, আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহর (আযাব) থেকে তাঁর নিকট (ফিরে যাওয়া) ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই।

ثُمَّ-অতপর ; تَابَ-তিনি তাওবা কবুল করে নিলেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; اِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; بِهِمْ (ب+هم)-তাদের প্রতি ; رَءُوفٌ-অত্যন্ত বিনম্র ; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু। (১১৮) وَ-আর (ক্ষমা পরবশ হলেন) ; عَلَى-প্রতিও ; الثَّلٰثَةِ-সেই তিন ব্যক্তির ; الَّذِيْنَ-যাদের ব্যাপার ; خُلِّفُوْا-মূলতবি রাখা হয়েছিল ; حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; ضَاقَتْ-সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; الْاَرْضُ-যমীন ; بِمَا-যা ; رَحُبَتْ-ছিল প্রশস্ত ; وَ-এবং ; ضَاقَتْ-সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; اَنْفُسُهُمْ (انفس+هم)-তাদের জীবন ; وَ-আর ; ظَنُّوْا-তারা বুঝতে পারলো ; اَنْ-যে ; لَا مَلْجَاَ-কোনো আশ্রয়স্থল নেই ; مِنَ-থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর (আযাব) ; اِلَّا-ছাড়া ; اِلَيْهِ-তার নিকট (ফিরে যাওয়া) ;

কর্তৃক প্রদর্শিত পথে চলতে রাযী না হয়, তাদেরকে জোর করে আল্লাহ সেপথে পরিচালিত করেন না ; বরং যে পথে তারা চলতে চায় সেই পথেই তাদেরকে চলার সুযোগ করে দেন।

১১৮. 'কঠিন সময়' দ্বারা তাবুক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে বুঝানো হয়েছে। সেই সময় যেসব লোক সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন যা সংগত ছিল না। সেই সময় নিষ্ঠাবান সাহাবাদের তৎপরতার কারণে আল্লাহ তাআলা নবী (স) এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

১১৯. অর্থাৎ সেই কঠিন সময়ে নিষ্ঠাবান সাহাবীগণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ নিতে কুণ্ঠাবোধ করছিলেন ; কিন্তু যেহেতু তাঁদের অন্তরে ছিল খাঁটি ঈমান তাই তাঁরা সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

তারপর তিনি কবুল করে নিলেন তাদের তাওবা, যাতে তারা ফিরে আসে ; নিশ্চয়ই আল্লাহই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১২২]

ثُمَّ-তারপর ; تَابَ-তিনি কবুল করে নিলেন তাওবা ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; لِيَتُوبُوا -যাতে তারা ফিরে আসে ; إِنَّ-নিশ্চয় ; اللَّهَ هُوَ-আল্লাহ-ই ; التَّوَّابُ-(ال+تواب)-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; الرَّحِيمُ-(ال+رحيم)-পরম দয়ালু।

১২০. অর্থাৎ তাঁদের অন্তর বক্রতার প্রতি ঝোঁক-প্রবণ হয়ে উঠার কারণ সম্পর্কে তিনি তাঁদেরকে আর পাকড়াও করবেন না ; কেননা মানুষ যদি নিজেই নিজের সংশোধন করে নেয় তা হলে আল্লাহ তাঁকে আর দোষী সাব্যস্ত করেন না।

১২১. তাবুক থেকে রাসূলুল্লাহ (স) ফিরে আসার পর যুদ্ধে যায়নি এমন লোকেরা তাঁর নিকট এসে বিভিন্ন ওযর পেশ করতে লাগলো। এদের মধ্যে ৮০জনের বেশি ছিল মুনাফিক, তারা বিভিন্ন মিথ্যা ওযর পেশ করছিল। ১০জন ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। এর মধ্যে ৭জন নিজেদের জিজ্ঞাসাবাদের আগেই নিজেদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে নিজেরা নিজেদেরকে শাস্তি দিতে শুরু করেছিলেন। তিন জন জিজ্ঞাসাবাদের পর নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এ তিনজন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখলেন। আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের সাথে কোনোরূপ সামাজিক সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত থাকলেন। এ বিষয়ের ফায়সালা নিয়েই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

১২২. যে তিনজন সাহাবা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকার ব্যাপারে কোনো ওযর পেশ না করে সরাসরি নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন—কায়াব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রুবাই। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন বদর যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা। প্রথমোক্ত জনও বদর ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের ঈমান ছিল—ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধে। তাদের এত বিশাল ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও যখন তাবুক যদ্ধের নাজুক সময়ে যেখানে সকল মুসলমানকেই যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তাঁরা যে গাফলতীতে পড়ে যুদ্ধ থেকে বিরত রইলেন, সেজন্য তাঁদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করা হলো—তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হলো, তাদের সাথে সালাম-কালাম বন্ধ বলে ঘোষণা দেয়া হলো। এভাবে ৪০ দিন অতিবাহিত হলে তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের থেকে আলাদা থাকার নির্দেশ দেয়া হলো অতপর ৫০ দিন পূর্ণ হলে আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করলেন—তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো।

১৪ রুকূ' (১১১-১১৮ আয়ার)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যকার সম্পর্কে এখানে কেনা-বেচার সম্পর্ক বলে উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, ঈমান শুধুমাত্র আকীদা-বিশ্বাসের নামই নয়, বরং আল্লাহর সাথে বান্দাহর কেনা-বেচার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নামই ঈমান।

২. এ চুক্তির দু'পক্ষের এক পক্ষ আল্লাহ তাআলা, আর অপর পক্ষ মু'মিন বান্দাহরা। আল্লাহ হলেন ক্রেতা, মু'মিন বান্দাহরা হলেন বিক্রেতা।

৩. এখানে বিক্রয়ের পণ্য হলো মু'মিনের জান ও মাল এবং তার মূল্য হলো জান্নাত। জান্নাত পাওয়া যাবে মৃত্যুর পর। নগদ মূল্য জান্নাত দুনিয়াতে দিয়ে দিলে তা হতো অস্থায়ী কারণ দুনিয়া অস্থায়ী। অস্থায়ী দুনিয়াতে জান্নাতও অস্থায়ী হতো।

৪. সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। মু'মিনের জান-মালের স্রষ্টাও আল্লাহ, কাজেই এসবের মালিকানাও তাঁরই। তিনি তাঁর জিনিস বান্দাহর নিকট আমানত রেখেছেন এবং সেই সংগে জান-মাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বান্দাহকে ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন এবং এ শক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতা দান করেছেন। তবে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'তোমাদেরকে দেয়া জান-মাল আমি জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছি।' সুতরাং এ বিক্রিত দ্রব্য আমাদের ইচ্ছায় নয়—ক্রেতার ইচ্ছায়ই ব্যবহার করতে হবে।

৫. এ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে মানুষের জন্য দু'টো পরীক্ষা রয়েছে-(১) তাকে দেয়া স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে সে আল্লাহর নিকট বিক্রিত দ্রব্যের অপব্যবহার করবে, না-কি চুক্তি মর্যাদা রক্ষাকল্পে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত করে দেবে। (২) নগদ মূল্য না নিয়ে মৃত্যুর পরে মূল্য দানের আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস করে দুনিয়াতে সে নিজের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কুরবানী করতে রাযী হয় কিনা।

৬. আল্লাহর নিকট সেই ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে ঈমানের ফলে বান্দাহ নিজের বিশ্বাস ও কাজের ক্ষেত্রে নিজ আযাদী আল্লাহর নিকট বিক্রয় করে দেয়।

৭. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি অনুসারে মু'মিনের জান ও মাল আল্লাহর পথে খরচ করে মৃত্যু পর্যন্ত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে যেতে হবে।

৮. আল্লাহর নিকট বিক্রিত জান-মাল আল্লাহর পথে খরচ করার বাস্তব রূপ হলো—আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ও যুদ্ধ-জিহাদে খরচ করা। আর এর চূড়ান্ত রূপ হলো এ পথে জীবন নেয়া ও জীবন দেয়া।

৯. যারা আল্লাহর সাথে এ কেনা-বেচার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছে, তাদের জন্য এটা সর্বোচ্চ খুশীর বিষয়, কারণ এটাই হলো উভয় জাহানে মহান সফলতা।

১০. সকল নবী ও তাদের অনুসারী মু'মিনদের সাথেই আল্লাহর এরূপ চুক্তিই ছিল।

১১. আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যাবলী হবে-(ক) তারা হবে দৈনন্দিন জীবনে বার বার তাওবাকারী, (খ) তাদের পূর্ণ জীবন হবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন, (গ) তারা হবে সদা-সর্বদা আল্লাহর প্রশংসাকারী (ঘ) আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যমীনে পরিভ্রমণকারী, (ঙ) রুকূ'কারী। (চ) সিজদাকারী, (ছ) সৎকাজে আদেশদানকারী ও মন্দ কাজে প্রতিরোধকারী। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জনের ক্ষেত্রে তারা হবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার পূর্ণ সংরক্ষণকারী।

১২. কোনো মু'মিনের নিকটাত্মীয়ও যদি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তবে তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা উচিত নয়।

১৩. হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার সাথে কৃত ওয়াদা পালনের উদ্দেশ্যেই আল্লাহর নিকট তাঁর মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন।

১৪. হিদায়াতের সকল প্রকার পথ ও পন্থা না জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে পথভ্রষ্ট করেন না। সুতরাং জানতে না পারার কোনো ওযর আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

১৫. আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর ; সুতরাং অন্য কোনো শক্তির সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া কুফরী।

১৬. জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং মৌখিক বা কার্যত অন্য কাউকে জীবন-মৃত্যুর মালিক মনে করা কুফরী।

১৭. কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে কুফরকে সমর্থন দেয়া তো দূরের কথা, কোনো নেক উদ্দেশ্যই ইসলামকে সমর্থন দিতে জীবনে একবারও ত্রুটি করলে সমগ্র জীবনের ইবাদাত নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। এ নীতির বাইরে সেসব মহৎপ্রাণ সাহাবায়ে কিরাম-ও ছিলেন না, যাদের ঈমান ও ইখলাস সকল সন্দেহের উর্ধে ছিল এবং যাঁরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে বদর, উহুদ, আহযাব ও হুনাইনের মত কঠিন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সুতরাং মুলমানদেরকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

১৮. দীনী কর্তব্য পালনে অবহেলা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। বরং এরূপ অবহেলা করে মানুষ অনেক সময় অনেক বড় অপরাধ করে বসে। তখন সে তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না বলে পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পারে না।

১৯. মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হলো—কোনো অপরাধ তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে তা অকপটে স্বীকার করা এবং তাঁদের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত বিনা আপত্তিতে মাথা পেতে নেয়া।

২০. ইসলামী সমাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরই সমাজ নেতার স্থান। নেতা যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বাইরে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন না, তেমনি মু'মিনরাও নেতার নির্দেশের বিরুদ্ধে অনুগত্য বিরোধী তৎপরতা চালাতে পারে না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৪

(১১৯) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ۝

১১৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যপন্থীদের সাথী হয়ে যাও।[১২৩]

(১২০) مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ

১২০. সংগত হয়নি মদীনার অদিবাসী ও তাদের চারপাশের মরুবাসীদের জন্য

أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ

আল্লাহর রাসূলের (সংগী না হয়ে) পেছনে থেকে যাওয়া এবং তাঁর জীবনের চেয়ে তাদের নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা ;

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

এটা এজন্য যে, আল্লাহর পথে তাদের প্রতি আপতিত হয় না এমন কোনো পিপাসা ও না কোনো ক্লান্তি এবং না এমন কোনো ক্ষুধার কষ্ট

(১১৯) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; كُوْنُوْا-হয়ে যাও ; مَعَ-সাথী ; الصّٰدِقِيْنَ-(ال+صدقين)-সত্যপন্থীদের। (১২০) مَا كَانَ-সংগত হয়নি ; لِاَهْلِ-(ل+اهل)-অধিবাসীদের জন্য ; الْمَدِيْنَةِ-(ال+مدينة)-মদীনার ; وَ-ও ; مَنْ-যারা ; حَوْلَهُمْ-(حول+هم)-তাদের চারপাশের ; مِنَ الْاَعْرَابِ-(من+ال+اعراب)-মরুবাসীদের মধ্য থেকে ; اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا-পেছনে থেকে যাওয়া ; عَنْ رَّسُوْلِ-রাসূলের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; لَا يَرْغَبُوْا-প্রিয় মনে করা ; بِاَنْفُسِهِمْ-(ب+انفس+هم)-তাদের নিজের জীবনকে ; عَنْ-চেয়ে ; نَفْسِهٖ-(نفس+ه)-তাঁর জীবনের ; ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে ; لَا يُصِيْبُهُمْ-(لايصيب+هم)-তাদের প্রতি আপতিত হয় না ; ظَمَاٌ-এমন কোনো পিপাসা ; وَ-ও ; لَا نَصَبٌ-(لا+نصب)-না কোনো ক্লান্তি ; وَ-এবং ; لَا مَخْمَصَةٌ-(لا+مخمصة)-এমন কোনো ক্ষুধার কষ্ট ; فِىْ سَبِيْلِ-(فى+سبيل)-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

১২৩. এ আয়াতের মাধ্যমে মু'মিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তাকওয়া অর্জনের জন্য সত্যপন্থীদের সাহচর্য ও তাদের কর্মপন্থা

وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا

আর নেবেনা তারা এমন কোনো পদক্ষেপ যা কাফিরদেরকে রাগান্বিত করবে এবং পাবে না তারা শত্রু থেকে এমন কোনো প্রাপ্তি

إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

যার বদলা লিখা হবে না তাদের জন্য সৎকাজ রূপে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ বিনষ্ট করেন না সৎকর্মশীলদের কাজের ফল।

(১২১) وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا

১২১. আর তারা করবে না (আল্লাহর পথে) এমন কোনো ছোট ব্যয় এবং না বড় (ব্যয়), আর না তারা অতিক্রম করবে এমন কোনো উপত্যকা

إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

যা লিখে নেয়া হবে না তাদের নামে—যাতে করে তারা যে কাজ করতো আল্লাহ তার উত্তম প্রতিফল তাদেরকে দান করতে পারেন।

وَ-আর ; لَايَطَـُٔونَ-নেবে না তারা ; مَوْطِئًا-এমন কোনো পদক্ষেপ ; يَغِيظُ -যারা রাগান্বিত করবে ; الْكُفَّارَ-কাফিরদেরকে ; وَ-এবং لَايَنَالُونَ-পাবেনা তারা ; مِنْ - থেকে ; عَدُوٍّ-শত্রু ; نَيْلًا-এমন কোনো প্রাপ্তি ; لَا كُتِبَ-লিখা হবে না ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; بِهِ-যার বদলা ; عَمَلٌ صَالِحٌ-(عمل+صالح)-সৎকাজ রূপে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; لَايُضِيعُ-বিনষ্ট করেন না ; أَجْرَ-কাজের ফল ; الْمُحْسِنِينَ-(ال+محسنين)-সৎকর্মশীলদের। (১২১) وَ-আর ; لَايُنفِقُونَ-তারা ব্যয় করবে না ; نَفَقَةً-ব্যয় ; صَغِيرَةً-ছোট ; وَ-এবং ; لَاكَبِيرَةً-(لا+كبيرة)-না বড় (ব্যয়) ; وَ-আর ; لَايَقْطَعُونَ-না তারা অতিক্রম করবে ; وَادِيًا-এমন কোনো উপত্যকা ; لَا كُتِبَ-যা লিখে নেয়া হবে না ; لَهُمْ-তাদের নামে ; لِيَجْزِيَهُمُ-যাতে করে তাদেরকে প্রতিফল দান করতে পারেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَحْسَنَ-উত্তম ; مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-যে কাজ তারা করতো।

অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে ইংগিত রয়েছে যে, তাকওয়া অর্জন করতে হলে অবশ্যই সত্যপন্থীদের সাথে থাকতে হবে। নাফরমান ও ফাসিক-ফাজিরদের সাথে থেকে তাকওয়া অর্জন করা যাবে না। এখানে 'সত্যপন্থী' বলে হক পন্থী ওলামায়ে কিরাম ও নেককার লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের কথা ও কাজে সাম্য ও সত্য রয়েছে।

(১২২) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ

১২২. আর মু'মিনদেরও প্রয়োজন ছিল না এক যোগে বের হয়ে পড়া ; আর কেন বের হয়ে পড়ে না তাদের প্রত্যেক দলের থেকে

طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ

একটি অংশ যেন তারা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের জাতিকে সতর্ক করতে পারে—

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

যখন তারা ফিরে আসে তাদের নিকট ; সম্ভবত তারা (এতেই গুনাহ থেকে) বিরত হবে।[১২৪]

(১২২) وَ-আর ; مَا كَانَ-প্রয়োজন ছিল না ; الْمُؤْمِنُوْنَ-মু'মিনদেরও ; لِيَنْفِرُوْا-বের হয়ে পড়া ; كَافَّةً-এক যোগে ; فَلَوْلَا-(ف+لولا)-আর কেন ; نَفَرَ-বের হয়ে পড়ে না ; مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ-প্রত্যেক দলের থেকে একটি অংশ ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; طَائِفَةٌ-একটি অংশ ; لِيَتَفَقَّهُوْا-যাতে তারা গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে ; فِى الدِّيْنِ-(فى+ال+دين)-দীনের ব্যাপারে ; وَ-এবং ; لِيُنْذِرُوْا-সতর্ক করতে পারে ; قَوْمَهُمْ-(قوم+هم)-তাদের জাতিকে ; اِذَا-যখন ; رَجَعُوْا-তারা ফিরে আসে ; اِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদের নিকট ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-সম্ভবত তারা ; يَحْذَرُوْنَ -তারা বিরত হবে (গুনাহ থেকে)।

১২৪. ইসলাম যখন মদীনাতে একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো, তখন মদীনা ও তার আশে-পাশের মরুবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো ; কিন্তু মরুবাসী আরবদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। তাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। আর সে জন্যই তাদের মধ্যে মুনাফিকীর প্রভাব অধিক। বাড়ী-ঘর ছেড়ে তাদের সকলের পক্ষে মদীনায় এসে এ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করাও সম্ভবপর ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় এসে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে নিজেদের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে ইসলামী জ্ঞান দান করবে।

বস্তুত এ আয়াতে জনগণের জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ রয়েছে। তবে এ শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা লোকদেরকে আক্ষরিক জ্ঞান তথা পুস্তক পাঠের জ্ঞান দানের কথা বলা হয়নি ; বরং আয়াতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর তা

হচ্ছে—এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে—জনগণকে অনৈসলামী জীবনধারা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারার উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন করে গড়ে তোলা। মূলত মুসলমানদের শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য এটাই। আর এ লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। অন্যথায় যে শিক্ষায় এ লক্ষ্য অর্জিত না হবে এবং বৈষয়িক বিদ্যার জাহাজ হয়েও ইসলামী জ্ঞান ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবে সে শিক্ষার উপর ইসলাম লা'নত বর্ষণ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দীনী জ্ঞানহীন এ ধরনের শিক্ষিত লোক ও অজ্ঞ-মূর্খ লোকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ; বরং স্থান-কাল পাত্র ভেদে এসব তথাকথিত শিক্ষিত লোক মূর্খ লোকেরও অধম।

১৫ রুকূ' (১১৯-১২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নিফাক থেকে বাঁচার জন্য অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা আবশ্যক।

২. অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে হলে সত্যপন্থী তথা হকপন্থী ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার লোকদের সাহচর্যে থাকতে হবে।

৩. কাফির, মুশরিক, মুনাফিক এবং অহরহ আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী লোকদের সংশ্রবে নিষ্ঠাবান মু'মিনদেরও পদস্খলন ঘটে যেতে পারে, তাই এসব লোকের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

৪. দীনী আন্দোলন ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্বের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া মু'মিনদের জন্য সংগত নয়।

৫. আল্লাহর পথে মু'মিনদের কোনো প্রকার দুঃখ-যাতনা-ই বিনিময়হীন নয়।

৬. এ পথে মু'মিনদের ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট, পরিশ্রম-ক্লান্তি, কাফির-মুশরিকদের বিরাগভাজন হওয়া এবং শত্রুপক্ষের থেকে সকল বিপদাশংকা আর এ পথে ব্যয়কৃত সকল সম্পদ এবং এ পথের সকল দূরত্ব অতিক্রম তথা ভ্রমণ—এসব কিছুরই আল্লাহ আশাতীত প্রতিদান দেবেন। প্রত্যেক মু'মিনের এতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখা—ঈমানের অংগ।

৭. প্রত্যেক মু'মিনের উপর দীনী জ্ঞান অর্জন করা ফরয। তবে দীনী জ্ঞানের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে সকল মু'মিনের পক্ষে সকল প্রকার দীনী জ্ঞান অর্জন করা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই এতটুকু জ্ঞান প্রত্যেক মু'মিনকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে যা না হলে সে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতে এবং ফরয হুকুম-আহকাম পালন করতে সক্ষম হবে না।

৮. প্রত্যেক মুসলিম জনপদ থেকে অবশ্যই কিছু লোক উচ্চতর দীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে হবে এবং 'অফাক্কুহ ফিদ-দীন' তথা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে নিজ জনপদে এসে লোকদেরকে দীনী প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিতে হবে। এরূপ না হলে জনপদের সকল মুসলমান-ই আল্লাহর দরবারে দায়ী হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৭

١٢٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ

১২৩. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যুদ্ধ করো তাদের সাথে কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের কাছাকাছি থাকে ;[১২৫]

وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ○

আর যেন তোমাদের মধ্যে তারা দেখতে পায় দৃঢ়তা ও কঠোরতা ;[১২৬] আর জেনে রেখো! আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।[১২৭]

(১২৩) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমন এনেছো ; قَاتِلُوْا-তোমরা যুদ্ধ করো ; الَّذِيْنَ-তাদের সাথে যারা ; يَلُوْنَكُمْ-(يلون+كم)-তোমাদের কাছাকাছি থাকে. ; مِنَ الْكُفَّارِ-(من+ال+كفار)-কাফিরদের মধ্যে ; وَلْيَجِدُوْا-আর তারা যেন দেখতে পায় ; فِيْكُمْ-(فى+كم)-তোমাদের মধ্যে ; غِلْظَةً-দৃঢ়তা ও কঠোরতা ; وَ-আর ; اعْلَمُوْا-তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; مَعَ-সাথে রয়েছেন ; الْمُتَّقِيْنَ-(ال+متقين)-মুত্তাকীদের।

১২৫. এখানে সেসব কাফিরের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যারা ভৌগোলিক দিক থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত। 'কাছাকাছি অবস্থিত' কাফির দ্বারা আত্মীয়তার দিক থেকে নিকটবর্তী কাফিরদেরকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এটা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের আলোকে বোধগম্য হয়। তবে পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া হলে বুঝা যায় যে, এখানে মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করার কথা-ই বলা হয়েছে। যাদের সত্য দীন অমান্য করার ব্যাপারটি আর গোপন নেই। এসব মুনাফিক ইসলামী সমাজে মিলেমিশে থাকার কারণে এদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমাদের ক্ষতি কাফিরদের চেয়ে বেশি হচ্ছে। দশম রুকূ'র শুরুতে যেখানে বলা হয়েছে—'তোমরা কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদে অবতীর্ণ হও'—তার ধারাবাহিকতায় এখানে এসে মুনাফিকদের কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়ায় তাদেরকে 'কাফির' হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে 'জিহাদ' শব্দের পরিবর্তে 'কিতাল'– তথা সশস্ত্র যুদ্ধ করার কথা বলে মুনাফিকদেরকে নির্মূল করার ইংগিত দেয়া হয়েছে। তাদের মুনাফিকী সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে 'কাফির' বলে বুঝানো হয়েছে যে, ঈমান গ্রহণের আড়ালে মুনাফিকী গোপন করার তাদের আর কোনো সুযোগ নেই।

(১২৪) وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ

১২৪. আর যখনই কোনো সূরা নাযিল করা হয় তখন তাদের মধ্যকার কেউ কেউ বলে—'এটা (সূরা) তোমাদের মধ্যকার কার ঈমান বাড়িয়ে দিলো ?'

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

আসলে (তাদের জানা উচিত যে) যারা ঈমান এনেছে এটা তাদের ঈমানই বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁরাই এতে খুশী হয়।

(১২৫) وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ

১২৫. অবশ্য যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ রয়েছে, প্রত্যেক নতুন সূরা তাদের মলিনতার সাথে মলিনতা বাড়িয়েই দেয় ;[১২৮]

(১২৪) وَ-আর ; اِذَا مَآ-যখনই ; اُنْزِلَتْ-নাযিল করা হয় ; سُوْرَةٌ-কোনো সূরা ; فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-তখন তাদের মধ্যকার ; مَنْ-কেউ কেউ ; يَقُوْلُ-বলে ; اَيُّكُمْ-(اى+كم)-তোমাদের মধ্যকার কার; زَادَتْهُ-(زادت+ه)-বাড়িয়ে দিলো ; هٰذِهٖٓ-এটা ; اِيْمَانًا-ঈমান; فَاَمَّا-(ف+اما)-আসলে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; فَزَادَتْهُمْ-(ف+زادت+هم)-এটা তাদের বাড়িয়ে দেয় ; اِيْمَانًا-ঈমানই ; وَّ-এবং ; هُمْ-তারাই ; يَسْتَبْشِرُوْنَ-এতে খুশী হয়। (১২৫) وَاَمَّا-অবশ্য ; الَّذِيْنَ-যাদের ; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-অন্তরে রয়েছে ; مَّرَضٌ-(মুনাফিকীর) রোগ ; فَزَادَتْهُمْ-(ف+زادت+هم)-বাড়িয়েই দেয় ; رِجْسًا-মলিনতা ; اِلٰى-সাথে ; رِجْسِهِمْ-(رجس+هم)-তাদের মলিনতার ;

১২৬. অর্থাৎ মুনাফিকদের সাথে এখন আর নরম ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। দশম রুকূ'তে একথাই বলা হয়েছিল যে, 'তাদের প্রতি তোমরা কঠোর হও।'

১২৭. এ সতর্কবাণীর দুটো উদ্দেশ্য হতে পারে—

এক ঃ সত্যের এ দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তোমরা যদি ব্যক্তি, পরিবার বা বংশীয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব দাও, তাহলে এটা মুত্তাকীদের কাজ নয়। আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে এসব কাফিরদের প্রতি কোনো প্রকার মানসিক দুর্বলতা দেখানো যাবে না ; কারণ এরূপ আচরণ তাকওয়ার বিপরীত।

দুই ঃ অপর দিকে যুদ্ধ করা এবং কঠোরতা দেখানোর অর্থ এটা নয় যে, নীতি-নৈতিকতা ও মানবতার সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে না ; বরং এর অর্থ হলো সকল অবস্থাতেই আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা যাবে না। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করাও তাকওয়া-বিরোধী কাজ, এরূপ হলেও আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে না।

وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ

আর তারা কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। ১২৬. তারা কি দেখে না যে, তাদেরকে প্রতি বছর পরীক্ষায় ফেলা হয়

مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

একবার বা দু'বার ;[১২৮] তারপরও তারা ফিরে আসে না এবং না তারা কোনো উপদেশ গ্রহণ করে।

﴿١٢٧﴾ وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ

১২৭. আর যখনই কোনো সূরা নাযিল করা হয় তাদের একে অপরের দিকে তাকায় (আর ইশারায় বলে—মু'মিনদের) কেউ তোমাদেরকে দেখছে কি ?

ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

অতপর তারা (চুপে চুপে) সরে পড়ে ;[১৩০] আল্লাহও তাদের অন্তরকে (সত্য থেকে) ফিরিয়ে রেখেছেন, যেহেতু তারা এমন সম্প্রদায় যারা বুঝার শক্তি রাখে না।[১৩১]

وَ-আর ; مَاتُوْا-তারা মৃত্যুবরণ করেছে ; وَ-অবস্থায় ; هُمْ كٰفِرُوْنَ-কাফির। ﴿١٢٦﴾ اَوَلَا
يَرَوْنَ-(ا+و+لايرون)-তারা কি দেখে না যে ; اَنَّهُمْ-(ان+هم)-তাদেরকে ; يُفْتَنُوْنَ-
পরীক্ষায় ফেলা হয় ; فِيْ كُلِّ عَامٍ-(في+كل+عام)-প্রতি বছর ; مَرَّةً-একবার ; اَوْ-
বা ; مَرَّتَيْنِ-দু'বার ; ثُمَّ-তারপরও ; لَا يَتُوْبُوْنَ-তারা ফিরে আসে না ; وَ-এবং ; لَا هُمْ-
(لا+هم)-না তারা ; يَذَّكَّرُوْنَ-উপদেশ গ্রহণ করে। ﴿١٢٧﴾ وَ-আর ; اِذَا مَآ-যখনই ;
اُنْزِلَتْ-নাযিল করা হয় ; سُوْرَةٌ-কোনো সূরা ; نَظَرَ-তাকায় ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-
তাদের একে ; اِلٰى-দিকে ; بَعْضٍ-অপরের ; هَلْ-কি ; يَرٰىكُمْ-(يرى+كم)-
তোমাদেরকে দেখছে কি ; مِنْ اَحَدٍ-কেউ (মু'মিনদের) ; ثُمَّ-অতপর ; انْصَرَفُوْا-তারা
সরে পড়ে ; صَرَفَ-ফিরিয়ে রেখেছেন (সত্য থেকে) ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; قُلُوْبَهُمْ-(قلوب+
هم)-তাদের অন্তরকে ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-যেহেতু তারা ; قَوْمٌ-এমন সম্প্রদায় ;
لَا يَفْقَهُوْنَ-যারা বুঝার শক্তি রাখে না।

১২৮. ঈমানে ঘাটতি ও বৃদ্ধি হয়ে থাকে। নিজেদের জাগতিক স্বার্থ ও আল্লাহর বিধান যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তখন জাগতিক স্বার্থ ত্যাগ করে যদি আল্লাহর বিধানকে মেনে নেয়া হয় তখন ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর যদি জাগতিক স্বার্থকে গ্রহণ

⑫⑧ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم

১২৮. নিসন্দেহে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন ; তোমাদেরকে যা বিপদগ্রস্ত করে তা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের কল্যাণকামী,

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑫⑨ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

মু'মিনদের প্রতি কোমল ও অত্যন্ত দয়ালু। ১২৯. তারপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলে দিন—আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ;

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।[১৩২]

⑫⑧ لَقَدْ جَاءَكُمْ-(ل+قد+جاء+كم)-নিসন্দেহে তোমাদের নিকট এসেছেন ; رَسُولٌ-একজন রাসূল ; مِّنْ-মধ্য থেকে ; أَنفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের ; عَزِيزٌ-অত্যন্ত কষ্টদায়ক ; عَلَيْهِ-তাঁর জন্য ; مَا-যা ; عَنِتُّمْ-তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে ; حَرِيصٌ-তিনি কল্যাণকামী ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ; بِالْمُؤْمِنِينَ-(ب+ال+مؤمنين)-মু'মিনদের প্রতি ; رَءُوفٌ-কোমল ; رَّحِيمٌ-অত্যন্ত দয়ালু। ⑫⑨ فَإِنْ-(ف+ان)-তারপরও যদি ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَقُلْ-(ف+قل)-তবে আপনি বলে দিন ; حَسْبِيَ-(حسب+ى)-আমার জন্য যথেষ্ট ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; لَا-নেই ; إِلَٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; عَلَيْهِ-(على+ه)-তাঁর উপরই ; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা করি ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি-ই ; رَبُّ-অধিপতি ; الْعَرْشِ-(ال+عرش)-আরশের ; الْعَظِيمِ-(ال+عظيم)-মহান।

করে নেয়া হয় তখন ঈমানের ঘাটতি দেখা দেয়। তদ্রূপ কুফরী ও মুনাফিকীতেও ঘাটতি বৃদ্ধি রয়েছে।

১২৯. অর্থাৎ এমন কোনো বছর যায় না যে বছর অন্তত দু' একবার মুনাফিকদের ঈমানের মিথ্যা দাবী পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়। মু'মিনরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান-ই নাযিল হোক তাতেই নিজেদের কল্যাণ খুঁজে পায় আর তা মেনে নিতে মানসিকভাবে তৈরি থাকে ; কিন্তু মুনাফিকরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের মধ্যে নিজেদের স্বার্থের বিপরীত বিষয়ই দেখতে পায়, তাই তারা তা মেনে নিতে ছল-চাতুরী ও মিথ্যা ওযর পেশ করে। যার ফলে তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। আর বের হয়ে পড়ে মুনাফিকীর কুৎসিত কদর্য রূপ। এভাবেই তাদের ঈমান-পরীক্ষার যত ঘটনা-ই ঘটে তার দ্বারা তাদের মুনাফিকীর মাত্রাও বেড়েই চলে।

১৩০. কোনো সূরা নাযিল হলে তখন রাসূলুল্লাহ (স) মু'মিনদের সবাইকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিতেন, সবাই একত্রিত হলে উক্ত সূরা বা সূরার অংশটি সবাইকে শুনয়ে দিতেন। মুনাফিকরাও যেহেতু মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত, সুতরাং তারাও মজলিসে উপস্থিত হতে বাধ্য হতো। নচেৎ তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিতো। তবে তাদের উপস্থিতি হতো নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তি সহকারে। রাসূলুল্লাহর প্রদত্ত ভাষণের প্রতি তাদের মনযোগ থাকতো না এবং তারা উপস্থিতি গণ্য হওয়ার পর পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজতো, সুযোগ পেলেই তারা চুপিসারে সরে পড়তো। এখানে সেদিকে ইংগীত করা হয়েছে।

১৩১. অর্থাৎ এ লোকগুলো এতই নির্বোধ যে, এ কুরআন এবং এ নবী যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কতবড় রহমত তা তারা উপলব্ধি করতেও সক্ষম নয়। তাদের এ নির্বুদ্ধিতার জন্যই তারা আল্লাহর এ অভুতপূর্ব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলো। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে সময় এ নিয়ামতের ভাণ্ডার থেকে নিয়ামত কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত , তখন এ নির্বোধেরা গাফলতের ঘুমে বিভোর। তাই তারা কি হারাচ্ছে তার চেতনাও তাদের নেই।

১৩২. অত্র সূরার সর্বশেষ আয়াত দুটোতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) সকল সৃষ্টির প্রতি বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ও স্নেহশীল। তা সত্ত্বেও যদি এসব কাফির ও মুনাফিকরা ঈমান না আনে তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আরশে আযীমের যিনি অধিপতি, আমার ভরসা তিনি, তোমাদের ঈমান না আনাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, আর আমি সকল ব্যাপারেই আল্লাহর ফায়সালার প্রতিই বিশ্বাসী।

১৬ রুকূ' (১২৩-১২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে লড়াই করার সাথে সাথে মুনাফিকদের সাথেও লড়াই-সংগ্রাম করে যেতে হবে। মূলত লড়াই-সংগ্রাম-ই হলো ঈমানী জীবনের বৈশিষ্ট্য।

২. মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে লড়াইতে দৃঢ়তা ও কঠোরতা প্রদর্শন মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য। তবে এক্ষেত্রে সীমালংঘন না করাও মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য।

৩. মু'মিনরা যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য সদা উদগ্রীব থাকে, তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসলে তাদের ঈমান তাজা হয় এবং তারা তা পালন করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। এতেই তাদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটে।

৪. মুনাফিকরা আল্লাহর নির্দেশ পালনে অনিচ্ছুক, তাই আল্লাহর কোনো নির্দেশ তাদের অনিচ্ছা-অনীহা বাড়িয়ে দেয়, ফলে তাদের গুমরাহীর পরিধিও বাড়তে থাকে।

৫. দীনী দায়িত্ব পালন থেকে বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাতে ফিরে থাকা মুনাফিকী বৈশিষ্ট্য।

৬. প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকরা নির্বোধের চরম। কারণ তারা সত্য দীনের কল্যাণকর ও আলোকময় জীবন পদ্ধতি থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়। মু'মিনদেরকে অবশ্যই এসব চরিত্রগত অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

৭. সূরা তাওবার কষ্ঠি পাথরে নিজেদের জীবনকে যাঁচাই করলে কার ঈমান কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু অখাঁটি তা অবশ্যই প্রত্যেকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৮. মু'মিনদের সর্বশেষ ভরসা ও আশ্রয়স্থল হলো মহান আরশের অধিপতি আল্লাহর রহমত। তাদের সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই তাদেরকে আল্লাহর উপরই চূড়ান্ত নির্ভরতা রাখতে হবে।

সূরা তাওবা সমাপ্ত

সূরা ইউনুস
আয়াত-১০৯
রুকূ'-১১

নামকরণ

সূরার ৯৮ আয়াতে উল্লিখিত 'ইউনুস' শব্দটিকে সাধারণ নিয়ম অনুসারে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে।

নাযিলের স্থান

সূরার আলোচিত বিষয়ের আলোকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একই সময়ে মক্কায় নাযিল হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধতায় বিরোধিরা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, এবং যখন নবী ও নবীর অনুসারীদের অস্তিত্বও তারা বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয় ; কোনো প্রকার ওয়ায-নসীহতে তাদের সত্যের পথে ফিরে আশার কোনো আশাও করা যায় না। এমনি এক সময়ে—নবীকে চূড়ান্তভাবে অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়ার লক্ষ্যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার হলো—ইসলামের প্রতি দাওয়াত, এ ব্যাপারে তাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা এবং ইসলামকে অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্কীকরণ। উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোচনার ধারাবাহিকতায় প্রাসঙ্গিক-ভাবে নিম্নলিখিত দিকগুলো উল্লিখিত হয়েছে—

১. এমন সব দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, যার দ্বারা অন্ধ-বিদ্বেষমুক্ত বিবেক সম্পন্ন মানুষকে আল্লাহর একমাত্র প্রতিপালক হওয়া এবং পরকালীন জীবনের অনিবার্যতা সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী বানাতে পারে।

২. যেসব ভুল-ধারণা ও গাফলতী মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাসী করে তুলতে বাধা দেয় সেগুলো নিরসন করা।

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সন্দেহের জবাব দেয়া।

৪. আখিরাতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে অগ্রীম সংবাদ দেয়া, যাতে করে মানুষ সতর্ক হয়ে নিজের কাজকর্ম শুধরে নিতে পারে।

৫. বর্তমান জীবনকালটাই যে পরীক্ষাক্ষেত্র এবং এ নবীর হিদায়াত অনুসারে প্রস্তুতি নেয়াই পরীক্ষায় সাফল্য লাভের একমাত্র উপায়, সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

৬. আল্লাহর দেয়া বিধান ও নবীর দেখানো পথ অনুসরণ না করলে যেসব ভ্রান্তি, মূর্খতা ও গুমরাহী মানুষের জীবনে প্রবল হয়ে উঠে সেদিকে ইংগীত করা।

এ পর্যায়ে নূহ (আ) ও মূসা (আ)-এর উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে যদি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মত আচরণ কর, যে আচরণ নূহ (আ) ও মূসা (আ)-এর সাথে করা হয়েছিল, তাহলে তোমাদের পরিণতিও তাদের থেকে ভিন্ন হবে না। মনে রেখো! আর মুহাম্মাদ (স)-এর অবস্থা চিরদিন বর্তমানের মত থাকবেনা। কারণ আল্লাহ-ই তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তবে আল্লাহর দেয়া সময়ের মধ্যে সতর্ক-সংশোধন না হলে পরে ফিরআউনের মত শেষ মুহূর্তে তাওবা করলেও কোনো ফল হবে না। আর যারা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আনুগত্য পোষণ করেছো, তারা যেন বর্তমান অবস্থায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ো এবং এ অবস্থা থেকে আল্লাহর রহমতে মুক্তি পেলে আবার বনী ইসরাঈলের আচরণ শুরু করে দিও না।

সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মাধ্যমে যে আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শ বিধান অনুসারে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনেরও কোনো সুযোগ নেই। যারা সে অনুসারে চলবে তারা নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যারা তা পরিত্যাগ করবে এবং ভ্রান্ত পথে চলবে, তারা নিজেরই অকল্যাণ ডেকে আনবে।

❒

রুকূ' ১১ | ## ১০. সূরা ইউনুস-মাক্কী | আয়াত ১০৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ① اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

১. আলিফ-লাম-রা ; এসব একমাত্র জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত।[১] ২. এটা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের বিষয় যে,

اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ

আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির কাছে এ মর্মে যে, আপনি লোকদেরকে সতর্ক করুন এবং সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা

اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؔ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ

ঈমান এনেছে এ বিষয়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট যথার্থ মর্যাদা ?[২] কাফিররা বলল—

①الٓرٰ-আলিফ, লাম, রা-(এ হরফগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন) ; تِلْكَ-এসব ; اٰيٰتُ-আয়াত ; الْكِتٰبِ-(ال+كتب)-কিতাবের ; الْحَكِيْمِ-(ال+حكيم)-একমাত্র জ্ঞানময়। ②اَكَانَ-(ا+كان)-এটা কি ; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য ; عَجَبًا -আশ্চর্যের বিষয় ; اَنْ-যে ; اَوْحَيْنَا-আমি ওহী পাঠিয়েছি ; اِلٰى-কাছে ; رَجُلٍ-এক ব্যক্তির ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদেরই মধ্য থেকে ; اَنْ-এ মর্মে যে ; اَنْذِرِ-আপনি সতর্ক করুন ; النَّاسَ-(ال+ناس)-লোকদেরকে ; وَ-এবং ; بَشِّرِ-সুসংবাদ দিন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছে (এ বিষয়ে যে,) ; اَنَّ-অবশ্যই ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; قَدَمَ-মর্যাদা ; صِدْقٍ-যথার্থ ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; قَالَ-বলল ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা ;

১. এখানে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খ লোকদের ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা, কুরআন হলো সাহিত্যিক উচ্চমানসম্পন্ন, জ্যোতিসীদের মত, উর্ধলোক সম্পর্কে, কবিসূলভ লোকের মুখের কথা ছাড়া আর কিছু নয়। সে জন্য তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে যে, এ কিতাব প্রকৃত জ্ঞান ও যুক্তিতে পরিপূর্ণ আয়াতের সমষ্টি। এ কিতাবের প্রতি লক্ষ্য না দিলে তোমাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হবে। কারণ ওহী ভিত্তিক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

নিশ্চিত এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর।[৩] ৩. অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে, অতপর তিনি আরশের উপর আসীন হন।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ

যাবতীয় বিষয় তিনিই পরিচালনা করছেন ;[৪] কোনো সুপারিশকারী নেই তাঁর অনুমতি ছাড়া ;[৫] তিনিই তোমাদের আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক,

মُبِينٌ-প্রকাশ্য। ③ انَّ - অবশ্যই ; لَسِحْرٌ-(ل+سحر)-যাদুকর ; هٰذَا-এলোক ; انَّ-নিশ্চিত ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; الَّذِى-যিনি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; السَّمٰوٰت-আসমানসমূহ ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনকে ; فِىْ ; سِتَّةِ اَيَّامٍ-(فى+ستة+ايام)-ছয় দিনে ; ثُمَّ-অতপর ; اسْتَوٰى-তিনি আসীন হন ; عَلَى-উপর ; الْعَرْشِ-(ال+عرش)-আরশের ; يُدَبِّرُ-তিনিই পরিচালনা করছেন ; الْأَمْرَ-(ال+امر)-যাবতীয় বিষয় ; مَا-নেই ; مِنْ شَفِيعٍ-(من+شفيع)-কোনো সুপারিশকারী ; اِلَّا-ছাড়া ; مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ-(من+بعد+اذن+ه)-তাঁর অনুমতি দেয়ার পর ; ذٰلِكُمُ-তিনিই তোমাদের ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ;

২. অর্থাৎ মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে নিযুক্ত করা আশ্চর্যের বিষয় নয় ; বরং মানুষ ছাড়া যদি একজন ফেরেশতাকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হতো সেটাই আশ্চর্যের বিষয় হতো। আর এটাও আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে না যে, মানুষ দীন সম্পর্কে গাফিল হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাদের হিদায়াতের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আসলে আশ্চর্যের ব্যাপার হতো তখনই, যখন আল্লাহর বান্দাহরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে দেখেও আল্লাহ যদি কোনো পথ প্রদর্শক না পাঠাতেন। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হিদায়াত যারা অনুসরণ করে চলবে, আল্লাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদা তো তাদেরই প্রাপ্য ; আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তারা আল্লাহর নিকট শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য। অতএব এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

৩. অর্থাৎ এ কাফিররাতো তাঁকে বিদ্রূপ করে 'যাদুকর' বলে দিয়েছে। তারা ভেবে দেখেনি যে, কোনো ব্যক্তি তার উচ্চমানের কথা বক্তৃতা-ভাষণ দ্বারা লোকদেরকে নিজের

فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ

অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ;[৬] তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?[৭] ৪. তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনের স্থান তো তাঁরই নিকট ;[৮] আল্লাহর ওয়াদাই

فَاعْبُدُوْهُ-(ف+اعبدوا+ه)-অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ; اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ-(ا+ف+لاتذكرون)-তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?④ اِلَيْهِ-(الى+ه)-তাঁরই নিকট ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান তো ; جَمِيْعًا-সকলের ; وَعْدَ-ওয়াদা-ই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

অনুসারী করে নিচ্ছে—কেবল এজন্য তাকে যাদুকর বলে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। তাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিল যে, তাঁর কথা কি যাদুকরের কথার মত, তাঁর কথার প্রভাবে যেভাবে মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও নৈতিক চরিত্র পরিবর্তন হচ্ছে ; তাঁর পেশকৃত কালাম যেরূপ হিকমত ও জ্ঞানপূর্ণ ; তাতে যেরূপ চূড়ান্ত পর্যায়ের সমতা, সত্য ও ন্যায়ের উজ্জ্বলতম আদর্শ রয়েছে ; তাঁর কথার মধ্যে যেরূপ নিঃস্বার্থতা বর্তমান, যাদুকরের কথায় কি এসব গুণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় ?

৪. অর্থাৎ তিনি শুধু স্রষ্টা-ই নন ; বরং তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী ও নিরংকুশ পরিচালক। অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা ধারণা করে যে, তিনি এ বিশ্ব জগত ও এর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, এ ধারণা একেবারেই ভুল। বস্তুত দুনিয়া নিজের ইচ্ছামত চলতে পারে না। আর আল্লাহ দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব কারো উপর অর্পণও করেননি ; কাজেই কারো নিজ ইচ্ছামত এর উপর হস্তপেক্ষ করার ক্ষমতা ও অধিকার কোনোটিই নেই। কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। সকল প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই রয়েছে। জগতের সার্বভৌমত্বও তাঁর আয়ত্তাধীন। শুধু তাই নয়, সৃষ্টিলোকের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি পরতে পরতে, প্রতি মুহূর্তে যা কিছু ঘটছে তা সবই তাঁর সরাসরি নির্দেশেই সংঘটিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা-ই এসব কিছুর স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক ব্যবস্থাপক ও পরিচালক।

৫. অর্থাৎ এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় কারো হস্তক্ষেপ করাতো দূরের কথা, কারো সুপারিশ করে আল্লাহর সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করার সুযোগ বা ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেউ বড়জোর আল্লাহর দরবারে দোয়া-প্রার্থনা করতে পারে, তবে তা কবুল করা না করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কারো এমন শক্তি নেই যে, আরশের পায়া ধরে নিজের দাবী মানিয়ে নেবে।

৬. উপরের বক্তব্যের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ-ই সকল সৃষ্টির প্রকৃত 'রব'। সুতরাং এ মহা সত্যের বাস্তবতায় মানুষকে অবশ্যই তাঁরই ইবাদাত করতে হবে, অন্য

حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا

সত্য ; নিশ্চয়ই তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতপর তিনিই আবার তা (সৃষ্টি) করবেন,[৭] যেন তিনি বিনিময় দিতে পারেন—তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ

এবং সৎকাজ করেছে—ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ; আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত উত্তপ্ত পানীয়

حَقًّا-সত্য ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; يَبْدَؤُا-প্রথমবার করেন ; الْخَلْقَ-সৃষ্টি ; ثُمَّ-অতপর ; يُعِيْدُهٗ-তিনিই আবার তা (সৃষ্টি) করবেন ; لِيَجْزِيَ-যেন তিনি বিনিময় দিতে পারেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوْا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)-ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; شَرَابٌ-পানীয় ; مِنْ حَمِيْمٍ-(من+حميم)-অত্যন্ত উত্তপ্ত ;

কিছুর নয়। আল্লাহর 'রব' হওয়ার অর্থ তিনটি (ক) লালন-পালনকারী হওয়া, (খ) মালিক ও মনিব হওয়া, (গ) সার্বভৌম ও নিরংকুশ শাসক হওয়া। আর এর বিপরীতে ইবাদাতেরও তিনটি অর্থ—(ক) পূজা-উপাসনা, (খ) দাসত্ব, (গ) আনুগত্য।

আল্লাহর একক 'রব' হওয়ার অনিবার্য দাবি হলো—মানুষ একমাত্র তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানাবে, একমাত্র তাঁর নিকটই দোয়া-প্রার্থনা করবে ; একমাত্র তাঁর সামনেই ভক্তি-ভালবাসা সহকারে মাথানত করবে। ইবাদাত বলতেও এটাই বুঝায়। এটা ইবাদতের প্রথম অর্থ।

আল্লাহর একক মালিক ও মনিব হওয়ার অনিবার্য দাবী হলো—মানুষ শুধুমাত্র তাঁরই দাস ও গোলাম হয়ে থাকবে। চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব কবুল করবে না বা তাঁর বিপরীতে স্বাধীন আচরণও অবলম্বন করবে না। এটা ইবাদাতের দ্বিতীয় অর্থ

আল্লাহর একক সার্বভৌম ও নিরংকুশ শাসক হওয়ার অনিবার্য দাবী হলো—মানুষ শুধুমাত্র তাঁরই অনুগত হবে, কেবলমাত্র তাঁর প্রদত্ত আইন-কানুন-ই মেনে চলবে। মানুষ নিজেও সার্বভৌমত্বের দাবি করবে না, আর অপর কাউকেও সার্বভৌম বলে স্বীকার করবে না। এটা ইবাদাতের তৃতীয় অর্থ।

৭. অর্থাৎ তোমাদের নিকট মহাসত্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠার পরও তোমরা তোমাদের বিশ্বাস ও কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে না ? তোমরা কি এখনও ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে ?

وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ④ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ

এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা কুফরী করতো।[১০]

৫. তিনিই সেই সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে

ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ

প্রখর আলোবিশিষ্ট এবং চন্দ্রকে (বানিয়েছেন) স্নিগ্ধ আলোবিশিষ্ট আর নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকে মনযিলসমূহ যাতে তোমরা জেনে নিতে পারো বছরের গণনা

وَالْحِسَابَ ۭ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ

ও হিসাব ; আল্লাহ তাআলা এসব যথার্থ কারণ ছাড়া সৃষ্টি করেননি ; তিনি নিদর্শনাবলীর বিশদ বর্ণনা দেন

وَ-এবং ; عَذَابٌ-শাস্তি ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক ; بِمَا-যেহেতু ; كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ-তারা কুফরী করতো। ⑤ هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِىْ-যিনি ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-সূর্যকে ; ضِيَاءً-প্রখর আলো বিশিষ্ট ; وَ-এবং ; الْقَمَرَ-(ال+قمر)-চন্দ্রকে (বানিয়েছেন) ; نُوْرًا-স্নিগ্ধ আলো বিশিষ্ট ; وَ-আর ; قَدَّرَهٗ-(قدر+ه)-নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকে ; مَنَازِلَ-মনযিলসমূহ ; لِتَعْلَمُوْا-যাতে তোমরা জেনে নিতে পারো ; عَدَدَ-গণনা ; السِّنِيْنَ-(ال+سنين)-বছরের ; وَ-ও ; الْحِسَابَ-(ال+حساب)-হিসাব ; مَا خَلَقَ-সৃষ্টি করেননি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; ذٰلِكَ-এসব ; اِلَّا-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথার্থ কারণ ; يُفَصِّلُ-তিনি বিশদ বর্ণনা দেন ; الْاٰيٰتِ-নিদর্শনাবলীর ;

৮. নবীর শিক্ষার প্রথম মূলনীতি হলো—মানুষের রব এককভাবে যেহেতু আল্লাহ, তাই ইবাদাতও করতে হবে একমাত্র তাঁর। আর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো—এ দুনিয়া থেকে সবাইকে আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে এবং এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে।

৯. অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা যেহেতু আল্লাহ-ই করেছেন, তাই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। যে প্রথমবার সৃষ্টি করার কথা মেনে নেবে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টির কথা মেনে নেয়াকে তার কাছে কঠিন মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। একমাত্র নাস্তিক ও নির্বোধরাই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকে অসম্ভব মনে করতে পারে।

১০. অর্থাৎ মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা এজন্য প্রয়োজন যে, যেসব মানুষ ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে পূর্ণ বিনিময় দেয়া যেমন ন্যায় ও ইনসাফের দাবি, তেমনি যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তাদের

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে। ৬. নিশ্চয়ই রাত ও দিনের আবর্তনে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন

اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۞

আল্লাহ আসমান ও যমীনে, তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।[১১]

لِقَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يَعْلَمُونَ-যারা জানে।⑥ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي اخْتِلَافِ-আবর্তনে ; الَّيْلِ-(ال+ليل)-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارِ-(ال+نهار)-দিনের ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; فِي السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনে ; لَاٰيٰتٍ-(ل+ايت)-অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يَتَّقُونَ-যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

বিশ্বাস ও কর্মের প্রতিফল দেয়াও আবশ্যক। আর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা ছাড়া এর কোনোটিই সম্ভব নয়। কারণ, এমন অনেক সৎকর্ম রয়েছে যার সুফল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ; আবার এমন অনেক অসৎ কর্ম রয়েছে যার কুফলও অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এসব কাজের যথাযথ ভাল বা মন্দ প্রতিদান দেয়া এ পার্থিব জীবনে সম্ভব নয়। অথচ সৎকর্মের সুফল ও অসৎকর্মের কুফল পাওয়ার তারা উভয়ে অধিকারী। অতএব তাদের উভয়কে পুনঃসৃষ্টি করে উভয় কাজের প্রতিদান দেয়া যুক্তি, বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবি।

১১. এ আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের তৃতীয় যুক্তি পেশ করা হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি, রাত-দিনের আবর্তন এবং প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম-শৃংখলা একথা প্রমাণ করে যে, যিনি এসবের স্রষ্টা তিনি কোনো নির্বোধ শিশু নন, তিনি খেলার ছলেও এসব সৃষ্টি করেন নি। তাঁর সব কাজে রয়েছে যুক্তি জ্ঞান ও কল্যাণের ভাবধারা। তাঁর জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট নিদর্শন যখন তোমাদের সামনে বিরাজমান ; এমন সত্তার নিকট থেকে এটা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, তিনি মানুষকে বুদ্ধি, বিবেক, নৈতিক চেতনা এবং স্বাধীন দায়িত্ব ও তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়ার পর, তাদের কার্যাবলীর কোনো হিসাব নেবেন না এবং মানুষের কর্মের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার দেবেন না ?

এ আয়াতগুলোতে পরকাল সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস পেশ করার সাথে সাথে অনিবার্য তিনটি দলিল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।

(১) পরকালীন জীবন সম্ভব ; কেননা প্রথম বারে এ দুনিয়ার জীবন আমাদের সামনে বাস্তব ঘটনা হয়ে আছে। (২) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন একান্ত জরুরী। কেননা জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি হলো কর্মের ফল পাওয়ার অধিকারী। (৩) পরকালীন জীবন যখন

⑦ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

৭. নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার জীবনকে নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে

وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ⑧ أُولٰٓئِكَ

ও তাতেই প্রশান্তিবোধ করেছে, আর যারা আমার নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে গাফিল তথা অসচেতন। ৮. ওরাই তারা

مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑨ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

যাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম যা তারা কামাই করতো তার বিনিময়ে।[১২] ৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে

⑦اِنَّ-নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يَرْجُوْنَ-আশা রাখে না ; لِقَآءَنَا-(لقاء+نا)-আমার সাক্ষাতের ; وَ-এবং ; رَضُوْا-সন্তুষ্ট রয়েছে ; بِالْحَيٰوةِ-(ب+ال+حيوة)-জীবনকে নিয়ে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-ও ; اطْمَأَنُّوْا-প্রশান্তিবোধ করেছে ; بِهَا-তাতেই ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ هُمْ-যারা ; عَنْ-ব্যাপারে ; اٰيٰتِنَا-(ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীর ; غٰفِلُوْنَ-গাফিল বা অসচেতন ।⑧ أُولٰٓئِكَ-ওরাই তারা ; مَأْوٰىهُمُ-(ماوى+هم)-যাদের শেষ ঠিকানা ; النَّارُ-(ال+نار)-জাহান্নাম ; بِمَا-তারা বিনিময়ে যা ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা কামাই করতো।⑨ اِنَّ-নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ;

অপরিহার্য, তখন তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। কেননা মানুষ ও বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা সুবিজ্ঞ, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানী। ন্যায়, যুক্তি ও বিবেকের দাবীতে অপরিহার্য এমন বিষয় তিনি বাস্তবায়িত করবেন না—এটা ধারণা করা যেতে পারে না।

অতপর একটি কথা থেকে যায় যে, যা সম্ভব, জরুরী এবং অবশ্যই ঘটবে তা দুনিয়ার জীবনে লোকদের সামনে বাস্তবায়িত হতে পারে না কেন ? এর উত্তর হলো—এটা দুনিয়ার জীবনে বাস্তবায়িত হতে পারে না ; কেননা কোনো জিনিস প্রত্যক্ষ দেখার পর ঈমান আনার কোনো অর্থই হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষের নিকট থেকে যে পরীক্ষা নিতে চান তা হলো, মানুষ চাক্ষুষ না দেখে, চিন্তা, বিশ্বাস, অকাট্য নিদর্শন ও যুক্তির ভিত্তিতে মহাসত্যকে মেনে নিতে সম্মত কি না।

১২. অর্থাৎ পরকালকে অবিশ্বাস-অমান্য করলে জাহান্নামে যেতে হবে। এ জাহান্নামে যাওয়াটা পরকাল অবিশ্বাসের অনিবার্য পরিণতি। কারণ, পরকালে অবিশ্বাসী মানুষ এমন সব জঘন্য পাপ করে যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ

এবং সৎকাজ করেছে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে হিদায়াত দান করবেন ; প্রবহমান থাকবে তাদের নীচ দিয়ে

الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ⑩ دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ

ঝর্ণাধারা সুখময় জান্নাতে।[১৩] ১০. সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে—"হে আল্লাহ! পবিত্র তোমার সত্তা"

وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-(ال+صلحت)-সৎকাজ ; يَهْدِيهِمْ-(يهدى+هم)-তাদেরকে হিদায়াত দান করবেন ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; بِإِيمَانِهِمْ-(ب+ايمان+هم)-তাদের ঈমানের কারণে ; تَجْرِي-প্রবহমান থাকবে ; مِنْ تَحْتِهِمُ-(من+تحت+هم)-তাদের নীচ দিয়ে ; الْأَنْهٰرُ-(ال+انهار)-ঝর্ণাধারা ; فِي جَنّٰتِ-জান্নাতে ; النَّعِيمِ-(ال+نعيم)-সুখময়।⑩ دَعْوٰىهُمْ-(دعوى+هم)-তাদের প্রার্থনা হবে ; فِيهَا-সেখানে ; سُبْحٰنَكَ-(سبحن+ك)-পবিত্র তোমার সত্তা ; اللّٰهُمَّ-হে আল্লাহ ;

হাজার বছরের মানবীয় আচরণ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করার পর এটা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট দায়ী ও জবাবদিহী করতে বাধ্য মনে করে না, যারা ধরে নিয়েছে যে, এ দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, এর পরে আর কিছু নেই; তারা দুনিয়ার জীবনে আরাম-আয়েশ, সুনাম-সুখ্যাতি ও শক্তি-ক্ষমতা লাভ করতে পারাকেই সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড মনে করে। তাদের এ বস্তুবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে লক্ষ্য করার অযোগ্য মনে করে। ফলে তাদের গোটা জীবনই ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের অধিকারী হয়ে পড়ে, যার প্রভাবে তারা আল্লাহর দুনিয়াকে যুল্ম-অত্যাচার ও ফিস্ক - ফুযুরীতে কানায় কানায় ভরে দেয়। আর এ কারণেই তারা জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়ে।

১৩. ঈমানদাররা জান্নাত লাভ করবে। কারণ তারা দুনিয়ার জীবনে সঠিক ও নির্ভুল পথে চলেছে। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল ব্যাপারেই তারা সত্য ও নির্ভুল পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছে এবং অসত্য ও বাতিল নীতি ও পদ্ধতি পরিহার করে চলেছে।

আর তারা সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল, সঠিক-বেঠিক এর পার্থক্যবোধ এবং ভুল পথ পরিহার ও নির্ভুল পথে চলার সামর্থ একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছে। কেননা সকল জ্ঞানের উৎস এবং সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশনা একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে নির্ভুল পথের সন্ধান ও সে পথে চলার তাওফীক

وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

আর সেখানে তাদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে 'সালাম' ; আর তাদের অবশেষে প্রার্থনা হবে যে, "সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।"[১৪]

وَ-আর ; تَحِيَّتُهُمْ-(تحية+هم)-তাদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে ; فِيهَا-সেখানে ; سَلٰمٌ-'সালাম' ; وَ-আর ; اٰخِرُ-অবশেষে ; دَعْوٰىهُمْ-(دعوى+هم)-তাদের প্রার্থনা হবে ; اَنْ-যে ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্যই ; رَبِّ-প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-(ال+علمين)-বিশ্ব-জাহানের।

দিয়েছেন তাদের ঈমানের কারণে। তবে এ ঈমান হতে হবে এমন, যে ঈমান তার জীবনকে ঈমান অনুসারে পরিচালনা করতে সক্ষম। নচেৎ ঈমান থাকা সত্ত্বেও যে বেঈমানের মত জীবন যাপন করবে, নৈতিক দিক থেকে সে সেসব ফল ও পুরস্কার লাভ করার অধিকারী হতে পারে না, যা নির্ধারণ করা হয়েছে সৎ ও নেক জীবন যাপন করার ফল হিসেবে।

১৪. অর্থাৎ দুনিয়ার পরীক্ষা ক্ষেত্র থেকে সফলতা লাভের পর তারা নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করে নিয়ামতরাজীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না ; বরং নিষ্ঠাবান মু'মিনরা দুনিয়াতে যেরূপ পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেছে, জান্নাতেও তারা আরও পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর জীবন-যাপন করবে। দুনিয়াতে তারা যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, জান্নাতে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে তাদের চরিত্রে ফুটে উঠবে। দুনিয়াতে তাদের ব্যস্ততা ছিল আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া, জান্নাতেও তাদের প্রিয়তম ব্যস্ততা থাকবে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা।

১ রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পৃথিবীতে প্রকৃত ও মৌলিক জ্ঞানের উৎস হলো আল-কুরআন। সুতরাং দুনিয়ার মানুষকে সঠিক ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআনের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

২. দুনিয়াতে মানুষকে হিদায়াত করার জন্য মানুষ-ই উপযোগী। কেননা মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিধানাবলী বাস্তবে রূপায়িত করে দেখানো মানুষের দ্বারাই সম্ভব। এজন্য নবী-রাসূলগণ সবাই মানুষ ছিলেন।

৩. নবী কর্তৃক আনীত আল্লাহর বিধান যারা মেনে চলবে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট যথাযথ মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বজগত এবং তার মধ্যকার যাবতীয় কিছুর স্রষ্টাই শুধু নন, এসব কিছুর পরিচালকও তিনিই।

৫. আল্লাহ তাআলার কাজে কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই—এমনকি তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো সুপারিশকারী কোনো ব্যাপারে সুপারিশও করতে পারবে না।

৬. সুতরাং মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। কেননা মানুষকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তাঁর নিকট ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৭. ইবাদাত-এর অর্থ—মানুষ তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানাবে। দোয়া-প্রার্থনাও করবে তাঁরই নিকট। চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে তাঁরই দাসত্ব করবে। তাঁর সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে তাঁর আইন-কানুন-ই মেনে চলবে।

৮. সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেছেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ।

৯. মানুষকে যেহেতু তাঁর কর্মের হিসেব দিতে হবে, তাই তার কর্মের বিনিময় প্রদানার্থে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা ন্যায়-ইনসাফ ও যুক্তি-বুদ্ধির দাবি।

১০. রাত-দিনের আবর্তন ও চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্বের মধ্যে এবং এসব কিছুর সু-শৃংখল ব্যবস্থাপনার মধ্যে আখিরাত বা পরকাল বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে।

১১. ঈমানদার তথা বিশ্বাসীদের পুরস্কার এবং কাফির তথা অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবি।

১২. দিন, মাস, ও বছর গণনার জন্য আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের মধ্যে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা মানুষের জন্য করে দিয়েছেন।

১৩. আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহকে চেনা-জানার জন্য অসংখ্য নিদর্শন বর্তমান রয়েছে।

১৪. যারা এসব নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আল্লাহকে চিনতে ও জানতে সক্ষম তারাই প্রকৃত জ্ঞানী।

১৫. দুনিয়ার জীবন নিয়েই যারা সন্তুষ্ট, তারা আখিরাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার কথা বিশ্বাস করে না। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা মু'মিন নয়।

১৬. যারা আখিরাতে বিশ্বাসী নয় তাদের ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নাম।

১৭. আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে। সুতরাং যারা সৎকর্ম করে তারাই মু'মিন। সৎকর্ম ছাড়া ঈমানের দাবি মিথ্যা।

১৮. সৎ লোকদের জন্যই জান্নাত নির্ধারিত। জান্নাত হলো সুখময় স্থান।

১৯. দুনিয়াতে সৎ লোকদের জীবন যেমন পরিচ্ছন্ন। জান্নাতেও তারা পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী হবে।

২০. জান্নাতের অধিবাসীদের জীবন যেমন শান্তিময় হবে। তাদের মুখেও থাকবে শান্তির বাণী এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর প্রশংসার বাণী।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১০

۱۱ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ

১১. আর আল্লাহ যদি[15] তাড়াহুড়ো করতেন মানুষের অকল্যাণে তাদের দ্রুত কল্যাণ লাভ করতে চাওয়ার মত, তাহলে কবেই পূর্ণ করে দেয়া হতো

أَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ ; সুতরাং আমি তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাখি, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা নিজেদের অবাধ্যতায় বেদিশা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

(১১) وَ-আর ; لَوْ-যদি ; يُعَجِّلُ-তাড়াহুড়ো করতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِلنَّاسِ-মানুষের ; الشَّرَّ-(ال+شر)-অকল্যাণে ; اسْتِعْجَالَهُمْ-(استعجال+هم)-তাদের দ্রুত চাওয়ার মত ; بِالْخَيْرِ-(ب+ال+خير)-কল্যাণ লাভ করতে ; لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ-তাহলে কবেই পূর্ণ করে দেয়া হতো ; أَجَلُهُمْ-(اجل+هم)-তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ ; فَنَذَرُ-(ف+نذر)-সুতরাং আমি ছেড়ে দিয়ে রাখি ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; لَا يَرْجُوْنَ-আশা পোষণ করে না ; لِقَآءَنَا-(لقاء+نا)-আমার সাক্ষাতের ; فِيْ طُغْيَانِهِمْ-(فى+طغينا+هم)-নিজেদের অবাধ্যতায় ; يَعْمَهُوْنَ-তারা বেদিশা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

১৫. সূরার শুরুতে প্রাথমিক কথা বলার পর এখান থেকে উপদেশ প্রদান শুরু হয়েছে। মানুষের চরিত্রের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ যখন কঠিন মসীবতে পড়ে তখন আল্লাহর নিকটই আশ্রয় কামনা করে ; আর যখন মসীবত থেকে আল্লাহর রহমতে উদ্ধার পেয়ে যায়, তখন আবার নাফরমানী করতে শুরু করে। এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়াকালীন মক্কাবাসীদের অবস্থা এমনই হয়েছিল। ক্রমাগত কয়েক বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি ও কঠিন দুর্ভিক্ষ মক্কাবাসীদের উদ্ধত শিরকে অবনত করে দিয়েছিল। মূর্তীপূজার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়ে এক আল্লাহর প্রতি তারা মানসিকভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। তারা নবী করীম (স)-এর নিকট এসে আল্লাহর নিকট দোয়া করার প্রার্থনা জানাল। তাঁর দোয়ায় যখন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দূর হয়ে গেল, তখন তারা পূর্বের মতই নাফরমানী করা শুরু করলো।

তারপর নবী করীম (স) যখন তাদেরকে দীন ইসলামের অস্বীকৃতি ও নাফরমানীর কারণে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতেন তখন তারা বলতো—'তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো, তা এখনো আসেনা কেন ? এ পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ মানুষের

(১২) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا ج

১২. আর যখন মানুষকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে (তখন) সে শুয়ে, অথবা বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে ;

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ إِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ط

অতপর আমি যখন তার থেকে তার বিপদ দূর করে দেই (তখন) এমন আচরণ করে যেন সে কখনো আমাকে ডাকেনি বিপদ-মুক্তির জন্য যা তাকে স্পর্শ করেছিল ;

كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (১৩) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

এভাবেই সীমালংঘনকারীদের জন্য তা সুশোভিত করে দেয়া হয়ে থাকে, যা তারা করে থাকে। ১৩. আর নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি

الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا لا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

তোমাদের পূর্বে অনেক মানব সম্প্রদায়কে[১৬] যখন তারা যুল্‌ম করেছিল ;[১৭] অথচ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন

(১২) وَ-আর ; إِذَا-যখন; مَسَّ-স্পর্শ করে ; الْإِنْسَانَ-মানুষকে ; الضُّرُّ-কোনো বিপদ ; دَعَانَا-(دعا+نا)-তখন সে ডাকতে থাকে আমাকে ; لِجَنْۢبِهٖٓ-(ل+جنب+ه)-শুয়ে ; أَوْ-অথবা ; قَاعِدًا-বসে ; أَوْ-অথবা ; قَآئِمًا-দাঁড়িয়ে ; فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; كَشَفْنَا-আমি দূর করে দেই ; عَنْهُ-(عن+ه)-তার থেকে ; ضُرَّهٗ-(ضر+ه)-তার বিপদ ; مَرَّ-(তখন) এমন আচরণ করে ; كَأَنْ-যেন ; لَّمْ يَدْعُنَآ-(لم يدع+نا)-সে কখনো আমাকে ডাকেনি ; إِلٰى ضُرٍّ-(الى+ضر)-বিপদ মুক্তির জন্য ; مَّسَّهٗ-(مس+ه)-যা তাকে স্পর্শ করেছিল ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; زُيِّنَ-তা সুশোভিত করে দেয়া হয়ে থাকে ; لِلْمُسْرِفِيْنَ-(ل+ال+مسرفين)-সীমালংঘনকারীদের জন্য ; مَا-যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করে থাকে। (১৩) وَ-আর ; لَقَدْ أَهْلَكْنَا-(ل+قد اهلكنا)-নিসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; الْقُرُوْنَ-(ال+قرون)-অনেক মানব সম্প্রদায়কে ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+كم)-তোমাদের পূর্বে ; لَمَّا-যখন ; ظَلَمُوْا-তারা যুল্‌ম করেছিল ; وَ-অথচ ; جَآءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের নিকট এসেছিলেন ; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ;

কল্যাণ করার ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি করেন, তাদের প্রতি আযাব দেয়ার ব্যাপারে সে রকম তাড়াহুড়া করেন না। আযাবের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বারে বারে সতর্ক

بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○

সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে, কিন্তু তারা তো ঈমান আনার লোক ছিল না ; এরূপেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

⑭ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

১৪. অতপর তাদের পরে পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছি, যেন আমি দেখে নিতে পারি তোমরা কেমন কাজ করো।[১৮]

⑮ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا

১৫. আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, (তখন) যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে—

بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে ; وَ-কিন্তু ; مَا كَانُوْا-তারা তো ছিল না ; لِيُؤْمِنُوْا-ঈমান আনার লোক ; كَذٰلِكَ-এরূপেই ; نَجْزِى-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; الْقَوْمَ-(ال+قوم)-সম্প্রদায়কে ; الْمُجْرِمِيْنَ-(ال+مجرمين)-অপরাধী। ⑭ ثُمَّ-অতপর ; جَعَلْنٰكُمْ-(جعلنا+كم)-আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি ; خَلٰٓئِفَ-প্রতিনিধি ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-পৃথিবীতে ; مِنْۢ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরে ; لِنَنْظُرَ-যেন আমি দেখে নিতে পারি ; كَيْفَ-কেমন ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা কাজ করো। ⑮ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; تُتْلٰى-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيَاتُنَا-(ايات+نا)-আমার আয়াতসমূহ ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ; قَالَ-(তখন) বলে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; لَا يَرْجُوْنَ-আশা রাখেনা ; لِقَآءَنَا-(لقاء+نا)-আমার সাক্ষাতের ;

করতে থাকেন এবং ঢিল দিতে থাকেন। এভাবে যখন অবাধ্যতার চরম পর্যায় এসে পড়ে তখনই আযাব কার্যকরী করেন।

১৬. পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী উন্নতির চরম শিখরে এবং সমসাময়িক যুগে নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল ; কিন্তু তাদের পাপাচার ও সীমালংঘনের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তবে তাদের ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ শুধু এটা নয় যে, তাদের জনপদ, সমগ্র জনগণ ও বংশ নিপাত করে দেয়া হয়েছে, বরং এর অর্থ হলো তাদেরকে উন্নতির চরম শিখর ও নেতৃত্বের আসন থেকে বিচ্যুত করে দেয়া হয়েছে। তাদের শিক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের বিচ্ছিন্ন অংশ সমূহকে অন্য জাতির মধ্যে বিলীন করে দেয়া হয়েছে।

ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ

এটা ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে এসো, অথবা এটাকে বদলে ফেলো ;[১৯] আপনি বলে দিন—আমার জন্য সংগত নয় এটাকে বদলে দেয়া

مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ

আমার নিজের পক্ষ থেকে ; আমার প্রতি যা ওহী করা হয় তা ছাড়া আমি (কিছু) অনুসরণ করি না ; আমি অবশ্যই আশংকা করি—

اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑮ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ

মহা দিবসের আযাবের যদি আমি নাফরমানী করি আমার প্রতিপালকের।[২০]
১৬. আপনি বলে দিন—আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন আমি তা পাঠ করে শুনাতাম না

ائْتِ-নিয়ে এসো ; بِقُرْاٰنٍ-(ب+قران)-অন্য কুরআন ; غَيْرِ-ছাড়া ; هٰذَآ-এটা ; اَوْ-অথবা ; بَدِّلْهُ-(بدل+ه)-এটাকে বদলে ফেলো ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; مَا يَكُوْنُ-সংগত নয় ; لِيْ-আমার জন্য ; اَنْ اُبَدِّلَهٗ-(ان ابدل+ه)-এটাকে বদলে দেয়া ; مِنْ-থেকে ; تِلْقَآئِ-আমার পক্ষ ; نَفْسِيْ-(نفس+ى)-নিজের ; اِنْ اَتَّبِعُ-আমি (কিছু) অনুসরণ করি না ; اِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যা ; يُوْحٰٓى-ওহী করা হয় ; اِلَيَّ-আমার প্রতি ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; اَخَافُ-আশংকা করি ; اِنْ-যদি ; عَصَيْتُ-আমি নাফরমানী করি ; رَبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; عَذَابَ-আযাবের ; يَوْمٍ-দিবসের ; عَظِيْمٍ-মহা। ⑯ قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَوْ-যদি ; شَآءَ-ইচ্ছা করতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَا تَلَوْتُهٗ-(ماتلوت+ه)-আমি তা পাঠ করে শুনাতাম না ;

১৭. 'যুল্‌ম' শব্দ দ্বারা আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি, শব্দটির অর্থ শুধুমাত্র তা-ই নয়, বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। আল্লাহর ইবাদাত ও দাসত্বের সীমালংঘন করে মানুষ যত প্রকার পাপ-ই করে তা সবই 'যুল্‌ম' শব্দের দ্বারা বুঝায়।

১৮. এখানে আরববাসীদেরকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হয়েছে যে, অতীতের অনেক জাতিকেই তাদের নিকট পাঠিয়ে তাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের নবীদের কথা মানতে রাজী হয়নি। ফলে তারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদেরকে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তারপর এখন তোমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের স্থানে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তোমরা যদি তাদের মত পরিণামের মুখোমুখি হতে না চাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। অতীতের জাতিসমূহ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা তোমাদের

عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۚ

তোমাদেরকে এবং তিনিও সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাতেন না ; আমি তো নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে জীবনের একটা সময় অবস্থান করেছি,;

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

তবে কি তোমরা বুদ্ধি-জ্ঞান রাখো না ?[২১] ১৭. অতএব তার চেয়ে অধিক যালিম কে যে মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহর প্রতি অথবা মিথ্যা মনে করে

عَلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-এবং ; لَآ أَدْرٰىكُمْ-(لا ادرى+كم)-তিনিও জানাতেন না তোমাদেরকে ; بِهٖ-সে সম্পর্কে ; فَقَدْ لَبِثْتُ-(ف+قد+لبثت)-আমিতো নিসন্দেহে অবস্থান করেছি ; فِيكُمْ-(فى+كم)-তোমাদের মধ্যে ; عُمُرًا-জীবনের একটা সময় ; مِنْ قَبْلِهٖ-(من+قبل+ه)-ইতিপূর্বে ; أَفَلَا تَعْقِلُونَ-(ا+ف+لا تعقلون)-তবে কি তোমরা বুদ্ধির-জ্ঞান রাখো না।⑰ فَمَنْ-(ف+من)-অতএব কে ; أَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنْ-(من+من)-তার চেয়ে যে ; افْتَرٰى-আরোপ করে ; عَلَى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَذِبًا-মিথ্যা ; أَوْ-অথবা ; كَذَّبَ-মিথ্যা মনে করে ;

উচিত। তারা যেসব অপরাধ ও ভুল-ভ্রান্তি করে ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছে। তোমরা সেসব ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধ থেকে বেঁচে থাকবে।

১৯. কাফিরদের পক্ষ থেকে এসব কথা বলার কারণ হলো—তাদের ধারণা ছিল, এ কুরআন মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের বানানো, এটা আল্লাহর বাণী নয় ; এর মূল্য ও গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য আল্লাহর নামে চালাতে চাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, (হে মুহাম্মাদ!) তুমি যদি নেতৃত্ব চাও তবে তাওহীদ, আখিরাত ও নৈতিক বিধি-নিষেধ প্রভৃতি কথাবার্তা না বলে এমন কিছু নিয়ে এসো যাতে জাতির কল্যাণ হয় এবং তাদের বৈষয়িক জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অথবা, এসো তোমার তাওহীদ ও আখিরাত এবং আমাদের পৌত্তলিকতার আপোষ করে নেই। তুমি তোমার দীনের মধ্যে কিছুটা উদারতা সৃষ্টি করে কঠোর নৈতিক বিধানগুলো বদলে নাও, যাতে আমরা আমাদের রসম-রেওয়াজ ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাংখা পূরণের সুযোগ পাই। তুমি যেভাবে তোমার সমগ্র জীবনকে তাওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের সীমারেখার মধ্যে বেঁধে নিয়েছ, আমাদের পক্ষে তো এ রকম কঠোর নীতি-নৈতিকতার অক্টোপাসে বন্দী থাকা সম্ভব নয়।

২০. এখানে কুরাইশদের উপরে উল্লেখিত কথার জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ কিতাবের রচয়িতা যেহেতু আমি নই, সেহেতু এতে রদবদল করার কোনো ক্ষমতা-ইখতিয়ারও আমার নেই। আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে যা এসেছে আমি তা-ই

بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তাঁর আয়াতসমূহকে ;[২২] নিশ্চিত অপরাধীরা সফলতা লাভ করতে পারে না।[২৩]

১৮. আর তারা উপাসনা করে আল্লাহকে ছেড়ে

مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ

এমন কিছুর যা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে—এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী ;

بِاٰيٰتِهٖ-(ب+ايت+ه)-তাঁর আয়াতসমূহকে ; اِنَّهٗ-নিশ্চিত ; لَايُفْلِحُ-সফলতা লাভ করতে পারে না ; الْمُجْرِمُوْنَ-(ال+مجرمون)-অপরাধীরা। ﴿۱۸﴾-وَ-আর ; يَعْبُدُوْنَ-তারা উপাসনা করে ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; مَا-এমন কিছুর যা ; لَايَضُرُّهُمْ-(لا يضر+هم)-তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না ; وَ-এবং ; لَايَنْفَعُهُمْ-তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না ; وَ-আর ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; هٰٓؤُلَآءِ-এরা ; شُفَعَآؤُنَا-(شفعاؤ+نا)-আমাদের সুপারিশকারী ; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

তোমাদের নিকট পেশ করেছি। এতে সন্ধি-সমঝোতার কোনোই সুযোগ নেই। মানতে হলে পূর্ণ ইসলামকেই মানতে হবে, আর যদি না মানো তবে প্রত্যাখ্যান করারও তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে ; কিন্তু কিছু মানবে আর কিছু মানবে না, এমন হতে পারে না।

২১. কুরআন মজীদ যে মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত নয় ; এটা যে তিনি কোনো মানুষের নিকট থেকে শিখে এসে এখানে পেশ করছেন না ; বরং এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট পেশ করা হয়েছে তার অকাট্য দলীল এখানে পেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, আপনি বলুন—তোমাদের কি বুদ্ধি জ্ঞান লোপ পেয়েছে ? নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমার জীবনের চল্লিশটি বছর তোমাদের মধ্যে কেটেছে। এ সময়ের মধ্যে আমি কোন্ শিক্ষালাভ করেছি যার ফলে আমি এমন একটা কিতাব রচনা করতে পারি। এমন সাক্ষ্য কি তোমাদের মধ্যে কেউ দিতে পারে ? সুতরাং এটা যেমন তোমাদের অমূলক ধারণা, তেমনি এর চেয়ে অমূলক অপবাদ হলো এ কুরআন আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয় বলে তোমরা যেসব কথাবার্তা বলছো ; কারণ, মক্কা তো দূরের কথা, সমগ্র আরব দেশেও এরকম যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো লোকের অস্তিত্ব ছিল না, যে লোক কুরআন মাজীদের সবচেয়ে ছোট সূরাটির মত একটি সূরা রচনা করতে পারে। সুতরাং রাসূলের নবুওয়াত পূর্ব জীবনের চল্লিশটি বছরই কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার অকাট্য দলীল। এতএব তোমরা তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি খরচ করে চিন্তা করে দেখো যদি তা তোমাদের থেকে থাকে।

قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যা তিনি জানেন না—আসমানে আর না যমীনে ;[২৪]

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَّاحِدَةً

তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

১৯. মানুষ তো (পূর্বে) একই উম্মত ছাড়া কিছু ছিল না

فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا

অতপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে ;[২৫] আর যদি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে পূর্বেই একটি বাণী সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকতো, তবে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করেই দেয়া হতো সেই বিষয়ে

قُلْ-আপনি বলুন ; أَتُنَبِّئُونَ-(أ+تنبئون)-তোমরা কি খবর দিচ্ছো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; بِمَا-(ب+ما)-এমন বিষয়ের যা ; لَا يَعْلَمُ-তিনি জানেন না ; فِي السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-আর ; لَا-না ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; سُبْحٰنَهٗ-(سبحن+ه)-তিনি পবিত্র ; وَ-এবং ; تَعٰلٰى-তিনি অনেক উর্ধে ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যা ; يُشْرِكُوْنَ-তারা শরীক করে। ⑲ وَ-আর ; مَا كَانَ-কিছু ছিল না ; النَّاسُ-(ال+ناس)-মানুষ তো ; إِلَّآ-ছাড়া ; أُمَّةً-উম্মত ; وَّاحِدَةً-একই ; فَاخْتَلَفُوْا-(ف+اختلفوا)-অতপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে ; وَ-আর ; لَوْلَا-যদি না ; كَلِمَةٌ-একটি বাণী ; سَبَقَتْ-পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকতো ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَقُضِيَ-তবে চূড়ান্ত মীমাংসা করেই দেয়া হতো ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; فِيْمَا-সেই বিষয়ে ;

২২. অর্থাৎ এ আয়াতসমূহ যদি আমি রচনা করে আল্লাহর নামে পেশ করে থাকি তাহলে আমার চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না। আর এটা যদি আল্লাহর আয়াত হওয়া সত্বেও তোমরা তা অস্বীকার করে থাকো, তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না।

২৩. অর্থাৎ আমি জানি যে, অপরাধীরা সফলতা লাভ করতে পারে না, সুতরাং নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করে আমি কিছুতেই অপরাধে লিপ্ত হতে পারি না। আর তোমাদেরও জানা থাকা প্রয়োজন—তোমরা সত্য নবীকে না মেনে অপরাধ করছো ; সুতরাং তোমরাও কখনো সফলতা লাভ করতে পারবে না। এখানে সফলতা দ্বারা দুনিয়ার জীবনে বৈষয়িক সফলতা বুঝানো হয়নি, বরং এর দ্বারা পরকালীন সফলতা

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑲ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ

যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে।[২৬] ২০. আর তারা বলে—তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোনো নিদর্শন নাযিল করা হয় না কেন ?[২৭]

فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ○

সুতরাং আপনি বলুন—গায়েবের খবরতো একমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে, অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও নিশ্চিত তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের শামিল হয়ে থাকলাম।[২৮]

فِيهِ-যে বিষয়ে ; يَخْتَلِفُونَ-তারা মতভেদ করছে। ⑳ وَ-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; لَوْلَآ أُنزِلَ-(لو+لا+انزل)-নাযিল করা হয় না কেন ; عَلَيْهِ-তার প্রতি ; ءَايَةٌ-কোনো নিদর্শন ; مِّن-পক্ষ থেকে ; رَّبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; فَقُلْ-(ف+قل)-সুতরাং আপনি বলুন ; إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ-(ان+ما+ال+غيب)-গায়েবের খবরতো ; لِلَّهِ-একমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে ; فَٱنتَظِرُوٓا۟-(ف+انتظروا)-অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো ; إِنِّى-আমিও ; مَعَكُم-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ; مِّنَ-শামিল হয়ে থাকলাম ; ٱلْمُنتَظِرِينَ-(ال+منتظرين)-অপেক্ষাকারীদের।

বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কারো এমন ধারণা করার কোনো অবকাশ নেই যে, দুনিয়ার জীবনে সফল হলেই সে নিরপরাধ আর দুনিয়ার জীবনে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসফল হলেই সে প্রকৃত অপরাধী। এরূপ ধারণা করা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে সত্য দীনের একজন ধারক-বাহক দুনিয়াতে কঠিন মুসীবতের মধ্যে নিমজ্জিত হলে কিংবা কোনো যালিমের যুল্মে জর্জরিত ও নিঃশক্তি হয়ে পড়লে এবং এ অবস্থায় দীনের উপর অটল থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেও কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে এটা অসফলতা নয় ; বরং এটাই প্রকৃত সফলতা।

২৪. অর্থাৎ কোনো বিষয় আল্লাহর অজানা থাকার অর্থ—এমন বিষয়ের অস্তিত্ব নেই। যা কিছু বর্তমান তা অবশ্যই আল্লাহর জানা। সুতরাং কোনো সুপারিশকারী সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না যে, তা আসমানে আছে না যমীনে-এর অর্থ এমন কোনো সুপারিশকারীর অস্তিত্ব-ই নেই।

২৫. অজ্ঞ লোকদের ধারণা মানব গোষ্ঠির সূচনা শিরকের অন্ধকারের মধ্য দিয়েই হয়েছিল। অতপর ক্রমান্বয়ে জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার সাথে সাথে মানুষ হিদায়াতের আলোকময় পথে বিচরণ শুরু করেছে। কুরআন মজীদ এ ধারণার প্রতিবাদ করে এবং বলে যে, মানুষের সূচনা হিদায়াতের আলোকময় পথেই হয়েছে। কেননা প্রথম মানব হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকেই

গুমরাহী বিস্তার লাভ করে। এভাবে গুমরাহ লোকদের হিদায়াতের জন্যই পরবর্তী সময়ে যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়ার বহু রকমের ধর্মমতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তা চেনার জন্য তোমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তোমরা সেই জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে সত্য দীনকে চিনে নেবে ; এর দ্বারা তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য কিন্তু যে লোক এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভুল পথে চলতে চাইবে তাকে আল্লাহ সে পথে যেতে সুযোগ দেবেন—আর এটাই আল্লাহ পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটা যদি তিনি না করতেন তবে অবশ্যই মানুষের চোখের সামনের পর্দা খুলে দিয়ে প্রকৃত সত্যকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়া কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। তবে দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার স্থান তাই এটা দুনিয়ার জীবনে প্রকাশ করে দেয়া সংগত নয় ; কেননা তাহলে তো পরীক্ষার কোনো অর্থই থাকতে পারে না।

২৭. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) অবশ্যই সত্য নবী এবং তিনি যা কিছু মানুষের সামনে পেশ করছেন তা-ও সত্য ; কিন্তু কাফিররা যে নিদর্শন দাবি করছে তা এজন্য নয় যে, নিদর্শন দেখানো হলেই তারা ঈমান এনে ফেলবে, শুধু নিদর্শন দেখার অপেক্ষায় তারা আছে। তাদের এসব দাবি আসলে ঈমান না আনার জন্য একটা বাহানা মাত্র। দুনিয়ার জীবনে তারা যে আযাদী ভোগ করছিল, নফসের চাহিদা পূরণ এবং লোভ-লালসা অনুযায়ী স্বাদ-আনন্দ উপভোগ করার এ সুযোগ হাতছাড়া করে তাওহীদ ও আখিরাতের বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। তাই বিভিন্ন বাহানা অবলম্বন করে নিজেদেরকে দীন গ্রহণ করা থেকে আড়াল করে রাখাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা জানিয়েছেন তা আমি তোমাদের নিকট পেশ করেছি, আর আল্লাহ যা নাযিল করেননি তা তোমাদের যেমন অজানা, তেমনি আমিও তা জানিনা। তিনি চাইলে তা নাযিল করবেন, না চাইলে করবেন না, এতে আমার করণীয় কিছু নেই এবং কোনো ক্ষমতা-ইখতিয়ার নেই। এখন তোমাদের ঈমান গ্রহণ যদি সেসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তবে তা নাযিল হওয়ার অপেক্ষায় থাকো ; আমিও দেখবো তোমাদের চাহিদামত সেসব কিছু নাযিল হয় কিনা।

২য় রুকূ' (১১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের নেক ও কল্যাণমূলক দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল করে নেন। এটাই আল্লাহ তাআলার স্থায়ী রীতি। তবে কখনো কখনো দোয়া কবুল না হওয়াও কোনো হিকমত ও কল্যাণের জন্যই, মানব জ্ঞানের উর্ধে।

২. মানুষ নিজের অজান্তে অথবা কোনো ক্রোধ, দুঃখ-কষ্ট বা মূর্খতাবশত নিজের বা পরিবার-পরিজন অথবা স্বজনদের জন্য বদদোয়া করে। এসব বদদোয়া আল্লাহ নেক দোয়ার মত সাথে সাথে কবুল করেন না ; বরং তাকে কিছুটা সুযোগ দেন, যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে এবং তা থেকে বিরত হতে পারে।

৩. কাফির-মুশরিকরা আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করে নিজেদের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তাও আল্লাহ সাথে সাথে কবুল না করে তাদেরকে সুযোগ দেন যেন তারা ভুল বুঝতে পেরে তা থেকে ফিরে আসে।

৪. মানুষের প্রকৃতি তথা স্বভাব হলো—যখন কোনো কঠিন বিপদ আসে তখন সবকিছু ভুলে গিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকে ; আর যখন আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দেন তখন এমন ভাব দেখায় যে, 'আল্লাহ' সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

৫. নবী-রাসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে অতীতে অনেক মানব গোষ্ঠীই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু ইতিহাসের উপকরণ হয়ে তাদের নাম বেঁচে আছে। আবার অনেক মানব গোষ্ঠির নামও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটা তো দুনিয়ার পরিণাম, আখিরাতের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এ পরিণাম থেকে বাঁচতে হলে নবী-রাসূলদের দেখানো পথেই মানুষকে চলতে হবে—বিকল্প কোনো রাস্তা নেই।

৬. অতপর মুসলিম জাতিকেই আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে তাঁদেরকে আল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না, তাই মুসলিম জাতিকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৭. আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন মজীদ যেহেতু কোনো মানুষের রচিত ছিল না, সুতরাং তা পরিবর্তন করা, পরিবর্দ্ধন করা বা মিটিয়ে দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার কারো নেই। কেউ এ ধরনের দুঃসাহস দেখালে তার ধ্বংস অনিবার্য।

৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতপূর্ব চল্লিশ বছরের জীবনকালই কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়া এবং তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

৯. আল্লাহর কিতাব ও নবী-রাসূল-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারী সবচেয়ে বড় যালিম।

১০. গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) উপাসনাকারীরা জেনে রাখুক যে, তাদের উপাস্যরা তাদের কোনো উপকারই করতে পারে না ; আর না পারে কোনো ক্ষতি করতে। কারণ, তারা নিজেদেরও কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।

১১. মানুষের সৃষ্টির শুরুতে তারা একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে নিজেরাই মতভেদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি, দল-উপদল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে।

১২. আল্লাহকে 'চেনা এবং জানার' জন্য অসংখ্য অগণিত নিদর্শন আমাদের আশে-পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তারপরও নিদর্শন দেখতে চাওয়ার উদ্দেশ্য মহত বলে ধরে নেয়া যায় না।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১০

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ ﴿٢١﴾

২১. আর আমি যখন মানুষকে স্বাদ গ্রহণ করাই করুণার তাদের উপর আপতিত কোনো দুঃখ-বিপদের পর, তখনই তাদের চক্রান্ত শুরু হয়।

فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে ;[২৯] আপনি বলে দিন—কৌশলে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত ; অবশ্যই, তোমরা যে চক্রান্ত করছো তা আমার প্রতিনিধিরা (ফেরেশতারা) লিখে রাখছে।[৩০]

(২১) وَ-আর ; إِذَا-যখন ; أَذَقْنَا-আমি স্বাদ গ্রহণ করাই ; النَّاسَ-(ال+ناس)-মানুষকে ; رَحْمَةً-করুণার ; مِنْ بَعْدِ-পর ; ضَرَّاءَ-কোন দুঃখ-বিপদের ; مَسَّتْهُمْ-(مست+هم)-তাদের উপর আপতিত ; إِذَا-তখনই ; لَهُمْ-তাদের ; مَكْرٌ-চক্রান্ত শুরু হয় ; فِي-সম্পর্কে ; آيَاتِنَا-আমার নিদর্শনাবলী ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَسْرَعُ-সবচেয়ে দ্রুত ; مَكْرًا-কৌশলে ; إِنَّ-অবশ্যই ; رُسُلَنَا-(رسل+نا)-আমার প্রতিনিধিরা (ফেরেশতারা) ; يَكْتُبُونَ-লিখে রাখছে ; مَا تَمْكُرُونَ-যে চক্রান্ত তোমরা করছো তা।

২৯. এখানে মুশরিকদের উপর আপতিত সেই দুর্ভিক্ষের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যা আল্লাহর রহমতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়ায় অপসারিত হয়েছিল। দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত খরাজনিত দুর্ভিক্ষের ফলে মুশরিকরা সব দেব-দেবী বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে আল্লাহর দরবারে দোয়ার আবেদন জানালে তিনি দোয়া করেন, যার ফলে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত দান করলেন ; কিন্তু তারপরেও তারা রাসূলের দাওয়াতকে সত্য বলে স্বীকার করলো না। আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান আনলো না ; সুতরাং তাদের মুখে কোনো নিদর্শন দেখানোর দাবী শোভা পায় না। কারণ যত নিদর্শন-ই দেখানো হোক না কেন, তারা কোনো একটা বাহানা তুলে ঈমান থেকে দূরে থাকতে চাইবে ; যেমন ইতিপূর্বে তারা এত বড় দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেয়েও আল্লাহর রহমতকে অস্বীকার করেছে এবং রাসূলের সত্যতার নিদর্শনকে অমান্য করেছে।

৩০. কাফির-মুশরিকদের ছল-চাতুরীর মুকাবিলায় আল্লাহর কৌশল হলো—তারা হিদায়াতের বিপরীতে যে গুমরাহীর পথে চলতে চাচ্ছে, সে পথে চলার সুযোগ করে দেবেন। সে পথে চলার জন্য অর্থ-সম্পদ, সাজ-সরঞ্জাম সবই তাদের করায়ত্ত করে

﴿٢٢﴾ هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ

২২. তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সফর করান স্থলে ও জলে ; এমন কি যখন তোমরা নৌকা-জাহাজে (আরোহী) থাকো

وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ

এবং সেগুলো তাদের (যাত্রীদেরকে) নিয়ে উত্তম (অনুকূল) বাতাসে চলতে থাকে আর তাতে তারা আনন্দে মশগুল থাকে, (হঠাৎ) এসে পড়ে তাদের উপর এক প্রচণ্ড বাতাস

وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ ۙ

সেই সাথে তাদের উপর এসে পড়ে প্রবল ঢেউ সবদিক থেকে আর তারা মনে করে যে, তাদেরকে অবশ্যই ঘিরে নেয়া হয়েছে,

دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ

(তখন) তারা আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে এ বলে ডাকতে থাকে—'আপনি যদি এ (বিপদ) থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন

(২২) هُوَ-তিনি সেই সত্তা ; الَّذِيْ-যিনি ; يُسَيِّرُكُمْ-(يسير+كم)-তোমাদেরকে সফর করান ; فِي الْبَرِّ-(في+ال+بر)-স্থলে ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-(ال+بحر)-জলে ; حَتّٰى-এমন কি ; إِذَا-যখন ; كُنْتُمْ-তোমরা (আরোহী) থাকো ; فِي الْفُلْكِ-(في+ال+فلك)-নৌকা-জাহাজে ; وَ-এবং ; جَرَيْنَ-সেগুলো চলতে থাকে ; بِهِمْ-(ب+هم)-তাদের (যাত্রীদেরকে) নিয়ে ; بِرِيْحٍ-(ب+ريح)-বাতাসে ; طَيِّبَةٍ-উত্তম (অনুকূল) ; وَ-আর ; فَرِحُوْا-আনন্দে মশগুল থাকে ; بِهَا-তাতে ; جَاءَتْهَا-হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়ে ; رِيْحٌ-এক বাতাস ; عَاصِفٌ-প্রচণ্ড ; وَ-সেই সাথে ; جَاءَهُمْ-(جاء+هم)-তাদের উপর এসে পড়ে ; الْمَوْجُ-প্রবল ঢেউ ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ مَكَانٍ-(كل+مكان)-সবদিক ; وَ-আর ; ظَنُّوْا-তারা মনে করে যে ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্যই ; أُحِيْطَ-ঘিরে নেয়া হয়েছে ; بِهِمْ-তাদেরকে ; دَعَوُا-তখন তারা ডাকতে থাকে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; مُخْلِصِيْنَ-একনিষ্ঠ হয়ে ; لَهُ-তার প্রতি ; الدِّيْنَ-আনুগত্য ; لَئِنْ-যদি ; أَنْجَيْتَنَا-আমাদেরকে রক্ষা করেন ; مِنْ-থেকে ; هٰذِهٖ-(هذ+ه)-এ (বিপদ) থেকে ;

দেবেন। তারা এসবের পেছনেই দুনিয়ার মূল্যবান জীবনকে ব্যয় করবে। আর আল্লাহর নিয়োজিত ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করতে থাকবে। অবশেষে তারা নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে গিয়ে আল্লাহর কঠোর হাতে ধরা পড়ে যাবে।

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ

তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ বান্দাহদের শামিল হয়ে যাবো।[৩১] ২৩. অতপর যখন তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন তখনই তারা বাড়াবাড়ি করা শুরু করে

فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ لا

অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে ; হে মানুষ! তোমাদের যুল্ম তো হয় আসলে তোমাদের নিজেদের প্রতিই

مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا

দুনিয়ার জীবনে ক্ষণকালের আনন্দের সামগ্রী (ভোগ করে নাও) তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তনতো আমার নিকট-ই—তখন আমি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেবো যা কিছু

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ

তোমরা করতে। ২৪. দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ তো পানির মতো, আমি তা বর্ষণ করি

لَنَكُوْنَنَّ-তবে আমরা অবশ্যই হয়ে যাবো ; مِنَ-শামিল ; الشّٰكِرِيْنَ-(ال+شكرين)-কৃতজ্ঞ বান্দাহদের। ㉓ فَلَمَّآ-অতপর যখন ; اَنْجٰهُمْ-(انجى+هم)-তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন ; اِذَا-তখনই ; هُمْ-তারা ; يَبْغُوْنَ-বাড়াবাড়ি করা শুরু করে ; فِى الْاَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনে ; بِغَيْرِ الْحَقِّ-(ال+حق)-অন্যায়ভাবে ; يٰٓاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ; اِنَّمَا بَغْيُكُمْ-(انما+بغى+كم)-তোমাদের যুল্ম তো হয় ; عَلٰٓى-প্রতি-ই ; اَنْفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের ; مَّتَاعَ-ক্ষণকালে আনন্দের সামগ্রী ; الْحَيٰوةِ-(ال+حيوة)-জীবনে; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; ثُمَّ-তারপর ; اِلَيْنَا-(الى+نا)-আমার নিকটেই; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো ; فَنُنَبِّئُكُمْ-(ف+ننبئ+كم)-তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; بِمَا-তা, যা কিছু ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করতে। ㉔ اِنَّمَا مَثَلُ-(ان+ما+مثل)-উদাহরণ তো ; الْحَيٰوةِ-(ال+حيوة)-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; كَمَآءٍ-(ك+ماء)-পানির মতো ; اَنْزَلْنٰهُ-(انزل+ه)-আমি তা বর্ষণ করি ;

৩১. আল্লাহ তাআলার একত্বের সত্যতার বহু নিদর্শন দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেক মানুষের চেতনায়ও তা সদা জাগ্রত আছে ; কিন্তু আল্লাহকে ভুলে থাকার কারণগুলো তার পক্ষে থাকলে সে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার আমোদ-আহলাদে

مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ

আসমান থেকে, ফলে তা দ্বারা যমীনের উদ্ভিদরাজী ঘন-সনিবিষ্ট হয়ে উঠে,
যা থেকে খায় মানুষ

وَالْأَنْعَامُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ

ও পশুকুল ; এমন কি যমীন যখন ধারণ করে (ফলে-ফুলে)
তার শোভা ও সুদৃশ্যময় হয়ে উঠে

وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا

আর ধারণা করে নেয় তার মালিকেরা যে, এখন তারা অবশ্যই আয়ত্বে আনতে
সক্ষম—(তখনই) এসে পড়লো তার প্রতি আমার নির্দেশ রাতে বা দিনে

فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ

ফলে আমি করে দিলাম তাকে মূলোচ্ছেদ, যেন গতকালও তার অস্তিত্ব ছিল না ;
এরূপেই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি

مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমান ; فَاخْتَلَطَ-(ف+اختلط)-ফলে ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে উঠে ; بِهِ-তা দ্বারা ; نَبَاتُ-উদ্ভিদরাজী ; الْأَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনের ; مِمَّا-(من+ما)-যা থেকে ; يَأْكُلُ-খায় ; النَّاسُ-মানুষ ; وَ-ও ; الْأَنْعَامُ-(ال+انعام)-পশুকূল ; حَتَّىٰ-এমন কি ; إِذَا-যখন ; أَخَذَتِ-ধারণ করে ; الْأَرْضُ-যমীন ; زُخْرُفَهَا-(زخرف+ها)-তার শোভা ; وَ-ও ; ازَّيَّنَتْ-সুদৃশ্যময় হয়ে উঠে ; وَ-আর ; ظَنَّ-ধারণা করে নেয় ; أَهْلُهَا-(اهل+ها)-তার মালিকেরা ; أَنَّهُمْ-এখন তারা অবশ্যই ; قَادِرُونَ-আয়ত্বে আনতে সক্ষম ; عَلَيْهَا-তার উপর ; أَتَاهَا-(اتى+ها)-তখনই এসে পড়লো তার প্রতি ; أَمْرُنَا-(امر+نا)-আমার নির্দেশ ; لَيْلًا-রাতে ; أَوْ-বা ; نَهَارًا-দিনে ; فَجَعَلْنَاهَا-(ف+جعلنا+ها)-ফলে আমি করে দিলাম তাকে ; حَصِيدًا-মূলোচ্ছেদ ; كَأَنْ-যেন ; لَمْ تَغْنَ-তার অস্তিত্ব ছিল না ; بِالْأَمْسِ-(ب+ال+امس)-গতকালও ; كَذَٰلِكَ-এরূপেই ; نُفَصِّلُ-আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি ;

মেতে থাকে। আর যখন সেসব কারণগুলো তার বিপক্ষে চলে যায় এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, যাদের মোহে সে এতদিন পড়েছিল, তখন একজন নাস্তিক ও কঠিন মুশরিক ব্যক্তিও এটা সাক্ষ্য দিতে শুরু করে যে, এ জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা একই সত্তার হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, আর সেই সত্তা-ই হলেন মহান আল্লাহ।

الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ

নিদর্শনাবলী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে। ২৫. আর আল্লাহ ডাকেন (তোমাদেরকে) শান্তির বাসস্থানের দিকে ;[৩২]

وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا

আর যাকে চান (তাকে) তিনি সঠিক পথের দিশা দান করেন। ২৬. যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে

الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ

কল্যাণ, তার সাথে অতিরিক্ত ;[৩৩] আর আচ্ছন্ন করবেন না তাদের মুখমণ্ডলকে কোনো মলিনতা এবং না কোনো হীনতা ;

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا

ওরাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। ২৭. আর যারা উপার্জন করে

الْاٰيٰتِ-নিদর্শনাবলী ; لِقَوْمٍ-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يَّتَفَكَّرُوْنَ-যারা চিন্তা-ভাবনা করে। ㉕ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَدْعُوْٓا-ডাকেন ; اِلٰى-দিকে ; دَارِ-বাসস্থানের ; السَّلٰمِ-শান্তির ; وَ-আর ; يَهْدِيْ-তিনি দিশা দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; اِلٰى صِرَاطٍ-পথের ; مُّسْتَقِيْمٍ-সার্বিক। ㉖ لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য রয়েছে যারা ; اَحْسَنُوْا-কল্যাণকর কাজ করে ; الْحُسْنٰى-(ال+حسنى)-কল্যাণ ; وَ-তার সাথে ; زِيَادَةٌ-অতিরিক্ত ; وَ-আর ; لَا يَرْهَقُ-আচ্ছন্ন করবে না ; وُجُوْهَهُمْ-(وجوه+هم)-তাদের মুখমণ্ডলকে ; قَتَرٌ-কোনো মলিনতা ; وَّ-এবং ; لَا-নয় ; ذِلَّةٌ-কোনো হীনতা ; اُولٰٓئِكَ-ওরাই ; اَصْحٰبُ-অধিবাসী ; الْجَنَّةِ-(ال+جنة)-জান্নাতের ; هُمْ-তারা ; فِيْهَا-সেখানে; خٰلِدُوْنَ-থাকবে অনন্তকাল। ㉗ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَسَبُوْا-উপার্জন করে ;

৩২. 'দারুস সালাম' দ্বারা জান্নাত বুঝানো হয়েছে। জান্নাত-ই একমাত্র শান্তির বাসস্থান। সেদিকে ডাকার অর্থ—দুনিয়াতে জীবন যাপনের এমন পদ্ধতির প্রতি আহ্বান জানানো, যে পদ্ধতিতে জীবন যাপন করলেই উল্লেখিত জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হবে। জান্নাত এমন শান্তির বাসস্থান, যেখানে নেই কোনো বিপদ ও ক্ষতির ভয় আর না কোনো শারিরীক ও মানসিক কষ্ট।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নেক আমল অনুসারেই কল্যাণ দান করবেন না ; বরং তিনি নিজ অনুগ্রহে আরও অনেক বেশী কল্যাণ তাদেরকে দান করবেন।

السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ

মন্দ, মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপই (হয়ে থাকে),[৩৪] আর তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করে নেবে ; থাকবে না তাদের জন্য আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে

مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۭ

কোনো রক্ষাকারী ; তাদের মুখাবয়ব যেন রাতের কালো অন্ধকারের টুকরোয় ঢেকে দেয়া হয়েছে ;[৩৫]

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا

ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী ; তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। ২৮. আর (স্মরণীয়) যেদিন আমি ওদের সবাইকে একত্র করবো

ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ

অতপর যারা শরীক করে তাদেরকে বলবো—তোমরা ও তোমাদের শরীকরা তোমাদের স্থানে (স্থির) থাকো

-السَّيِّاٰتِ-(ال+سيات)-মন্দ ; جَزَآءُ-প্রতিফল ; سَيِّئَةٍ-মন্দের ; بِمِثْلِهَا-(ب+مثل+ها)-তার অনুরূপই ; وَ-আর ; تَرْهَقُهُمْ-(ترهق+هم)-তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নেবে ; ذِلَّةٌ-হীনতা; مَا-থাকবে না ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِنَ-থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর (পাকড়াও); مِنْ عَاصِمٍ-কোনো রক্ষাকারী ; كَاَنَّمَآ-যেন ; اُغْشِيَتْ-ঢেকে দেয়া হয়েছে ; وُجُوْهُهُمْ-(وجوه+هم)-তাদের মুখাবয়ব ; قِطَعًا-টুকরোয় ; مِنَ الَّيْلِ-(من+ال+ليل)-রাতের ; مُظْلِمًا-কালের অন্ধকারের ; اُولٰٓئِكَ-ওরাই ; اَصْحٰبُ-অধিবাসী ; النَّارِ-জাহান্নামের ; هُمْ-তারা ; فِيْهَا-সেখানে ; خٰلِدُوْنَ-থাকবে অনন্তকাল। ㉘-وَ-আর ; يَوْمَ-(স্মরণীয়) যেদিন ; نَحْشُرُهُمْ-(نحشر+هم)-ওদের আমি একত্র করবো ; جَمِيْعًا-সবাইকে ; ثُمَّ-অতপর ; نَقُوْلُ-বলবো ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اَشْرَكُوْا-শরীক করে ; مَكَانَكُمْ-(مكان+كم)-তোমাদের স্থানে (স্থির) থাকো ; اَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-ও ; شُرَكَآؤُكُمْ-(شركاؤ+كم)-তোমাদের শরীকরা ;

৩৪. অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের পাপ যতটুকু, ততটুকু শাস্তিই দেবেন, এর বেশী শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে না।

৩৫. অর্থাৎ অপরাধী ধরা পড়ার পর যখন রেহাই পাওয়ার আর কোনো আশা থাকে

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ○

তারপর আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য করে দেবো[৩৬] আর তাদের শরীকরা বলবে—তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না।

﴿٢٩﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ○

অতএব তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট যে, আমরা তো অবশ্যই তোমাদের ইবাদাত থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।[৩৭]

﴿٣٠﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ

৩০. সেখানেই প্রত্যেকে পরীক্ষা করে দেখবে তা, যা সে পূর্বেই করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে—

مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

(যিনি) তাদের প্রকৃত অভিভাবক, আর তারা যা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো তা তাদের নিকট থেকে দূরে সরে যাবে।

فَزَيَّلْنَا-(ف+زيلنا)-তারপর আমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবো ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের পরস্পরের মধ্যে ; وَ-আর ; قَالَ-বলবে ; شُرَكَاؤُهُمْ-(شركاؤ+هم)-তাদের শরীকরা ; مَا كُنْتُمْ-(ما+كنتم)-তোমরা তো না ; إِيَّانَا-আমাদের ; تَعْبُدُونَ-ইবাদাত করতে। ﴿٢٩﴾ فَكَفَىٰ-(ف+كفى)-অতএব যথেষ্ট ; بِاللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহ-ই ; شَهِيدًا-সাক্ষী হিসেবে ; بَيْنَنَا-(بين+نا)-আমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; إِنْ-যে ; كُنَّا-আমরা তো ছিলাম ; عَنْ-থেকে ; عِبَادَتِكُمْ-(عبادت+كم)-তোমাদের ইবাদাত সম্পর্কে ; لَغَافِلِينَ-সম্পূর্ণ বে-খবর। ﴿٣٠﴾ هُنَالِكَ-সেখানেই ; تَبْلُو-পরীক্ষা করে দেখবে ; كُلُّ نَفْسٍ-প্রত্যেকে ; مَا-তা, যা ; أَسْلَفَتْ-সে পূর্বে করেছে ; وَ-এবং ; رُدُّوا-তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ; إِلَى-নিকট ; اللَّهِ-আল্লাহর ; مَوْلَاهُمُ-(مولى+هم)-যিনি তাদের অভিভাবক ; الْحَقِّ-(ال+حق)-প্রকৃত ; وَ-আর ; ضَلَّ-দূরে সরে যাবে ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের নিকট থেকে ; مَا-তা, যা ; كَانُوا يَفْتَرُونَ-তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো।

না, তখন তার চেহারা যেমন কালো হয়ে যায়, তেমনি পাপীদের চেহারাও সেদিন কালো হয়ে যাবে।

৩৬. অর্থাৎ তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পরে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। মুশরিকরা চিনতে পারবে তাদের মা'বূদদেরকে যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছিল। আর তাদের মা'বূদরাও চিনতে ও জানতে পারবে যে, দুনিয়াতে কারা তাদেরকে মা'বূদ হিসেবে উপাসনা করেছিল।

৩৭. দুনিয়াতে মানুষ যেসব জিন, আত্মা, নবী, ওলী, শহীদদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করে তাদের পূজা-উপসানায় লিপ্ত হয়েছিল ; দিয়েছিল তাদেরকে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অধিকারসমূহ, তারা সকলে আখিরাতে তাদের পূজা-উপাসনাকারী মানুষদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে যে—"তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে, এ বিষয়ে আমাদেরতো কিছুই জানা ছিল না। তোমাদের কোনো দোয়া প্রার্থনা, কোনো ফরিয়াদ, কোনো মানত, কোনো উৎসর্গ, আমাদের উদ্দেশ্যে তোমাদের কৃত কোনো সিজদা, আস্তানায় চুমো দেয়া ও দরগাহ প্রদক্ষিণ ইত্যাদি কোনো কিছুই আমাদের নিকট পৌছেনি।"

৩ রুকূ' (২১-৩- আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ। বিপদকালীন অবস্থায় মানুষ যেমন এটা মনে করে, তেমনি বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পরও এ বিশ্বাস-ই পোষণ করতে হবে। নচেৎ বিপদ থেকে উদ্ধারের অন্য কোনো কারণ ছিল বলে মনে করলে সেটা হবে শিরকের নামান্তর। সুতরাং মু'মিনদেরকে এ ধরনের কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. মানুষের সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ সবই সম্মানিত ফেরেশতারা সংরক্ষণ করছেন—একথা সদা-সর্বদা মু'মিনদেরকে অন্তরে জাগরূক রাখতে হবে। তাহলেই নিজেকে গুনাহ-অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। অবশ্য এ সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্যও চাইতে হবে।

৩. কঠিন বিপদ-মুসীবতে মানুষের সর্বশেষ আশ্রয় স্থল আল্লাহ তাআলার দরবার-ই হয়ে থাকে। তখন তার মনে অন্য কোনো উপকারী বন্ধু, কোনো সাহায্যকারী অভিভাবক, পূজনীয় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি কারো কথায়ই আসে না। মু'মিন, কাফির এবং আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকলের ব্যাপারেই এ অবস্থা হয়ে থাকে।

৪. শিরক ও কুফর দ্বারা মানুষ নিজের উপরই যুল্ম করে। কারণ স্রষ্টা ও প্রতিপালককে অস্বীকার করা বা তাঁর সাথে শরীক করা দ্বারা তাঁর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয়না। সুতরাং নিজেদের কল্যাণেই শিরক ও কুফর থেকে মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫. দুনিয়ার জীবনে ক্ষণকালের ভোগ-বিলাস ও চাক-চিক্য দেখে স্থায়ী নিয়ামত তথা সুখ-সম্পদে পরিপূর্ণ আখিরাত তথা জান্নাতকে ভুলে থাকা চরম বোকামী। মু'মিনদেরকে অবশ্যই সকল ব্যাপারেই আখিরাতের কল্যাণ চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৬. আখিরাতমুখী সকল কাজই মানুষের জন্য কল্যাণকর। আর কল্যাণকর কাজের প্রতিদানেই মানুষ জান্নাত লাভের অধিকারী হবে। আর জান্নাত হবে তাদের চিরস্থায়ী ও সার্বিক সুখের আবাস।

৭. মন্দ চিন্তা ও মন্দ কাজ, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কথা, চিন্তা ও কাজের প্রতিফল অনুরূপ-ই হবে এবং এটাই স্বাভাবিক। এরূপ কথা, চিন্তা ও কাজ যারা করবে তাদের প্রতিফল অবশ্যই হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

৮. যে সকল বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা কোনো দৃষ্টির মধ্যে আছে বলে মনে করা শিরক।

কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের প্রতি এমন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে তার সাথে সেই বৈশিষ্ট্যের অর্থ বুঝায় এমন আচরণ বা ভাব দেখানো শিরক।

৯. মানুষকে অবশ্যই কুফর-শিরক, তাওহীদ-রিসালাত, ঈমান-আমল এবং পরকাল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নচেৎ মূর্খতার কারণে জীবনের সকল সৎকাজ-ই বিনষ্ট হয়ে যাবার সমূহ আশংকা রয়েছে।

১০. আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে এবং আমাদের সকল কাজ-কর্মের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে—আমাদেরকে প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসেই একথা স্মরণ রাখতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১০

(٣١) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

৩১. আপনি বলুন—'আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিয্ক দেন, অথবা তিনিই বা কে যাঁর মালিকানাধীন শ্রবণশক্তি

وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ

ও দৃষ্টিশক্তি, আর কে-ইবা জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে এবং মৃতকে বের করেন

مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ

জীবিত থেকে, আর যাবতীয় বিষয়ের পরিকল্পনা-ইবা কে করেন ? (জবাবে) তারা অবশ্যই বলবে— 'আল্লাহ' ; তখন আপনি বলুন—

أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣٢) فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ

'তোমরা তবে কি ভয় করবে না ?' ৩২. অতএব তিনিই তোমাদের আল্লাহ— তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক ;[৩৮] তাহলে সত্যের পর আর কি হতে পারে

(٣١) قُلْ-আপনি বলুন ; مَنْ-কে ; يُرْزُقُكُمْ-(يرزق+كم)-তোমাদেরকে রিয্ক দেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-(ال+ارض)-যমীন ; أَمَّنْ-(ام+من)-অথবা কে তিনি ; يَمْلِكُ-যাঁর মালিকানাধীন ; السَّمْعَ-(ال+سمع)-শ্রবণশক্তি ; وَ-ও ; الْأَبْصَارَ-(ال+ابصار)-দৃষ্টিশক্তিসমূহ ; وَ-আর ; مَنْ-কে-ইবা ; يُخْرِجُ-বের করেন ; الْحَيَّ-(ال+حى)-জীবিতকে ; مِنَ-থেকে ; الْمَيِّتِ-(ال+ميت)-মৃত ; وَ-এবং ; يُخْرِجُ-বের করেন ; الْمَيِّتَ-মৃতকে ; مِنَ-থেকে ; الْحَيِّ-জীবিত ; وَ-আর ; مَنْ-কে ; يُدَبِّرُ-পরিকল্পনা-ইবা করেন ; الْأَمْرَ-(ال+امر)-যাবতীয় বিষয়ের ; فَسَيَقُولُونَ-(ف+سيقولون)-তারা অবশ্যই বলবে (জবাবে) ; اللَّهُ-আল্লাহ ; فَقُلْ-(ف+قل)-তখন আপনি বলুন ; أَفَلَا تَتَّقُونَ-(ا+ف+لا تتقون)-তবে কি তোমরা ভয় করবে না ? (٣٢) فَذَٰلِكُمُ-(ف+ذلكم)-অতএব তিনিই তোমাদের ; اللَّهُ-আল্লাহ ; رَبُّكُمُ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; الْحَقُّ-(ال+حق)-প্রকৃত ; فَمَاذَا-(ف+ما+ذا)-তা হলে কি হতে পারে ? بَعْدَ-পর ; الْحَقِّ-সত্যের ;

إِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

গুমরাহী ছাড়া ? অতএব তোমরা কোন্ দিকে পরিচালিত হচ্ছো ?[৩৯] ৩৩. এভাবেই আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্যে প্রমাণিত হয়েছে

عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ

তাদের সম্পর্কে, যারা সত্য ত্যাগ করেছে—নিশ্চিত তারা ঈমান আনবে না।[৪০] ৩৪. আপনি বলুন—তোমাদের শরীকদের মধ্যে এসব কেউ আছে কি ,

مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهٗ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهٗ

যে সূচনা করে সৃষ্টির এবং তার পুনরাবৃত্তি ঘটায় ? আপনি বলে দিন—'আল্লাহ-ই সৃষ্টির সূচনা করেন অতপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটান,[৪১]

إِلَّا-ছাড়া ; الضَّلٰلُ-(ال+ضلل)-গুমরাহী ; فَأَنّٰى-(ف+انى)-অতএব কোন্ দিকে ; تُصْرَفُونَ-তোমরা পরিচালিত হচ্ছো। ﴿٣٣﴾كَذٰلِكَ-এভাবেই ; حَقَّتْ-সত্য প্রমাণিত হয়েছে ; كَلِمَتُ-বাণী ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; عَلَى-সম্পর্কে ; الَّذِينَ-তাদের, যারা ; فَسَقُوا-সত্য ত্যাগ করেছে ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চিত তারা ; لَا يُؤْمِنُونَ-ঈমান আনবে না। ﴿٣٤﴾قُلْ-আপনি বলুন ; هَلْ-আছে কি ; مِنْ-মধ্যে ; شُرَكَائِكُمْ-(شركاء+كم)-তোমাদের শরীকদের ; مَنْ-যে ; يَبْدَؤُا-সূচনা করে ; الْخَلْقَ-(ال+خلق)-সৃষ্টির ; ثُمَّ-এবং ; يُعِيدُهٗ-(يعيد+ه)-তার পুনরাবৃত্তি ঘটায় ; قُلِ-আপনি বলে দিন ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; يَبْدَؤُا-সূচনা করেন ; الْخَلْقَ-সৃষ্টির ; ثُمَّ-অতপর ; يُعِيدُهٗ-(يعيد+ه)-তার পুনরাবৃত্তি ঘটান ;

৩৮. অর্থাৎ উল্লেখিত কাজগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব না হয়ে থাকে—যা তোমরা নিজেরাও স্বীকার করছো, তাহলে তোমাদের ইবাদাত-বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কিভাবে হতে পারে ?

৩৯. এখানে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা এসব কিছু বুঝার পরও কোন্ পথে পরিচালিত হতে বাধ্য হচ্ছো ? এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, সাধারণ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য সদা-সর্বদা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা সচেষ্ট রয়েছে। কুরআন মজীদে এসব গুমরাহকারীদের নাম উল্লেখ করেনি, যাতে করে তাদের অনুসারীরা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে পারে যে, কারা তাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে ; এবং কেউ যেন তাদেরকে উত্তেজিত করে মগযের ভারসাম্য বিনষ্ট করার সুযোগ না পায় যে, তোমাদের পীর-মুরশিদ ও বুযর্গদের প্রতি এ লোক

فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝٣٤ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى الْحَقِّ ۚ

সুতরাং তোমাদেরকে কিভাবে সত্যপথ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।[৪২] ৩৫. আপনি বলুন—তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে পথ দেখায় সত্যের দিকে[৪৩]

فَأَنّٰى-(ف+انى)-সুতরাং কিভাবে ; تُؤْفَكُونَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।৩৫ قُلْ-আপনি বলুন ; هَلْ-কি ; مِنْ-মধ্যে ; شُرَكَائِكُمْ-(شركاء+كم)-তোমাদের শরীকদের ; مَنْ-এমন কেউ যে ; يَهْدِىٓ-পথ দেখায় ; اِلَى-দিকে ; الْحَقِّ-সত্যের ;

দোষারোপ করছে। মূলত ইসলামী দাওয়াত পদ্ধতির এটা একটা সূক্ষ্ম কৌশল, যে সম্পর্কে আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের সজাগ-সচেতন থাকা আবশ্যক।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ পেশ করে বুঝানোর পরও যখন এসব সত্য ত্যাগকারী লোকেরা ঈমান আনছে না তখন এদের পক্ষ থেকে আর ঈমানের আশা করা যায় না।

৪১. মুশরিকরা আল্লাহ তাআলাকে প্রথম সৃষ্টিকারী হিসেবে তো মানে ; কিন্তু দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকারী হিসেবে মানতে রাযী নয়। কারণ, তাহলে তো আর আখিরাত তথা পরকাল ও সেখানকার হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সবকিছুকে অমান্য বা অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগ থাকে না। অথচ এ ব্যাপারটি তো অত্যন্ত সহজ, যে প্রথম সৃষ্টি করতে সক্ষম, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি তো তার জন্য অত্যন্ত সহজ। আর যে প্রথম সৃষ্টি করতেই সক্ষম নয়, সে পুনরায় কিভাবে সৃষ্টি করতে পারবে? তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলে দিচ্ছেন যে, আপনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে দিন যে, প্রথমবার যেহেতু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু পুনরায় সৃষ্টি করাও একমাত্র তাঁরই কাজ।

৪২. অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টিও আল্লাহ-ই করেছেন, আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টিও তিনিই করবেন, অতপর মধ্যবর্তী এ সময়টাতে তোমরা সেই আল্লাহর ইবাদাত করতে পারবে না—তোমাদেরকে গায়রুল্লাহর ইবাদাত করতে বাধ্য করা হবে—এটা তোমরা নিজেদের ভালোর জন্যই একবার চিন্তা-ভাবনা করে দেখো—এটা কি ইনসাফপূর্ণ হতে পারে!

৪৩. এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, তোমাদেরকে হক তথা সত্য ও নির্ভুল পথে পরিচালনা করার মত তোমাদের মা'বুদদের মধ্যে কেউ আছে কিনা—এর উত্তর অবশ্যই পূর্বের প্রশ্নগুলোর মতই না-বাচক হবে। কারণ মানুষের প্রতিপালক, আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্তা, দোয়া শ্রবণকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী যেমন আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই, তেমনি দুনিয়াতে জীবন-যাপনের জন্য নির্ভুল নীতি ও জীবন-যাপনের বিধান দাতাও আল্লাহ ছাড়া কেউ হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর বিধানকে ত্যাগ করে মুশরিকী ধর্মমত ও ধর্মহীন সমাজ-নীতি এবং রাজনৈতিক আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ করা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ ۗ اَفَمَنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ

আপনি বলে দিন—'আল্লাহ-ই সত্যের দিকে পথ দেখান ; তবে কি যিনি সত্যের দিকে পথ দেখান তিনি-ই আনুগত্যের অধিকতর হকদার,

اَمَّنْ لَّا يَهِدِّىْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

না কি সে যাকে পথ দেখানো ছাড়া পথ পায় না ? তোমাদের কি হয়েছে ? তোমরা কেমন বিচার করছো ?

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۗ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۗ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর তাদের অধিকাংশই ধারণা-অনুমান ছাড়া কিছুর অনুসরণ করে না ;[৪৪] সত্যের ব্যাপারে ধারণা-অনুমান নিশ্চিত কোনো কাজেই লাগে না ;

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ

তারা যা করছে, আল্লাহ অবশ্যই তা বিশেষভাবে অবহিত।
৩৭. আর এ কুরআন তো এমন নয় যে,

قُلْ-আপনি বলে দিন ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; يَهْدِىْ-পথ দেখান ; لِلْحَقِّ-(ل+ال+حق)-সত্যের দিকে ; اَفَمَنْ-(ا+ف+من)-তবে কি তিনি, যিনি ; يَهْدِىْ-পথ দেখান ; اِلَى-দিকে ; الْحَقِّ-সত্যের ; اَحَقُّ-অধিকতর হকদার ; اَنْ يُّتَّبَعَ-আনুগত্যের ; اَمَّنْ-(ام+من)-না-কি সে, যে ; لَا يَهِدِّىْٓ-পথ পায় না ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَنْ يُّهْدٰى-পথ দেখানো ; فَمَا-কি হয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের ; كَيْفَ-কেমন ; تَحْكُمُوْنَ-তোমরা বিচার করছো। ﴿٣٦﴾ وَ-আর ; مَا يَتَّبِعُ-অনুসরণ করে না ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; اِلَّا-ছাড়া ; ظَنًّا-ধারণা-অনুমান ; اِنَّ-নিশ্চিত ; الظَّنَّ-ধারণা-অনুমান ; لَا يُغْنِىْ-আসে না ; مِنَ-ব্যাপারে ; الْحَقِّ-সত্যের ; شَيْـًٔا-কোনো কাজে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-বিশেষভাবে অবহিত ; بِمَا يَفْعَلُوْنَ-(ب+ما+يفعلون)-তারা যা করছে, তা। ﴿٣٧﴾ وَ-আর ; مَا كَانَ-এমন নয় যে ; هٰذَا-এই ; الْقُرْاٰنُ-কুরআন তো ;

৪৪. অর্থাৎ যারা নিজেরা ধর্মমত রচনা করে নিয়েছে, দার্শনিক মতবাদ রচনা করে প্রচার করছে এবং মানুষের জন্য জীবন-বিধান রচনা করছে বলে দাবী করছে তারা তো এসব কোনো নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে করেনি ; কারণ নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব, তারা যা করেছে তা ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতেই করেছে। আর যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে তারাও ধারণা-অনুমানের

أَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ

তা রচিত হয়ে থাকবে আল্লাহ ছাড়া (অন্য কারো দ্বারা) বরং তা (পূর্বে অবতীর্ণ) তাদের সামনে বর্তমান কিতাবের সত্যায়ন

وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

সেই কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা,[৪৫] এতে কোনোই সন্দেহ নেই, এটা সারা জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

⑱ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

৩৮. তারা কি বলে—'সে এটা রচনা করেছে?' আপনি বলুন—'তবে তোমরা এর মতো একটি সূরা (রচনা করে) নিয়ে এসো এবং ডেকে নাও যাকে পারো

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑲ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا

আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদীদের শামিল হয়ে থাকো।'[৪৬] ৩৯. বরং তারা অস্বীকার করে তা, আয়ত্ব করতে পারেনি তারা

أَنْ يُفْتَرٰى-তা রচিত হয়ে থাকবে ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া (অন্য কারো দ্বারা) ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; وَلٰكِنْ-বরং ; تَصْدِيْقَ-তা সত্যায়ন ; الَّذِيْ-তার যা ; بَيْنَ يَدَيْهِ-তাদের সামনে বর্তমান কিতাবের ; وَ-ও ; تَفْصِيْلَ-বিস্তারিত ব্যাখ্যা ; الْكِتٰبِ-সেই কিতাবের ; لَا رَيْبَ-কোনো সন্দেহ নেই ; فِيْهِ-এতে ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّ-প্রতিপালকের ; الْعٰلَمِيْنَ-সারা জগতের। ⑱ أَمْ يَقُوْلُوْنَ-(ام+يقولون)-তারা কি বলে ; افْتَرٰىهُ-(افترى+ه)-সে এটা রচনা করেছে ; قُلْ-আপনি বলুন ; فَأْتُوْا-(ف+اتوا)-তবে তোমরা নিয়ে এসো ; بِسُوْرَةٍ-(ب+سورة)-একটি সূরা ; مِّثْلِهٖ-(مثل+ه)-এর মতো ; وَ-এবং ; ادْعُوْا-ডেকে নাও ; مَنِ-যাকে ; اسْتَطَعْتُمْ-পারো ; مِّنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদের শামিল। ⑲ بَلْ-বরং ; كَذَّبُوْا-তারা অস্বীকার করে ; بِمَا-(ب+ما)-তা ; لَمْ يُحِيْطُوْا-আয়ত্ব করতে পারেনি ;

ভিত্তিতেই অনুসরণ করেছে। ধারণা-অনুমান দ্বারা সত্য ও সঠিক পথ লাভ করা কখনও সম্ভব নয়।

৪৫. অর্থাৎ এ কিতাব তথা আল-কুরআন নতুন কোনো ধর্মমত নিয়ে আসেনি, বরং ইতিপূর্বে নবী-রাসূলগণের নিকট যেসব কিতাব নাযিল হয়েছিল সেসব কিতাবের

بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

যার জ্ঞান এবং যার ব্যাখ্যা এখনো তাদের নিকট পৌছেনি ;[৪৭] এভাবেই যারা তাদের পূর্বে ছিল তারাও অস্বীকার করেছিল

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُّؤْمِنُ

অতএব লক্ষ্য করুন, যালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল। ৪০. আর তাদের মধ্যে (এমন লোকও) রয়েছে যে ঈমান রাখে

بِعِلْمِهٖ-(ب+علم+ه)-যার জ্ঞান ; وَ-এবং ; لَمَّا-এখনও ; يَأْتِهِمْ-(يات+هم)-তাদের নিকট পৌছেনি ; تَأْوِيلُهٗ-(تاويل+ه)-যার ব্যাখ্যা ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; كَذَّبَ-অস্বীকার করেছিল ; الَّذِيْنَ-তারাও যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে ছিল ; فَانْظُرْ-(ف+انظر)-অতএব লক্ষ্য করুন ; كَيْفَ-কিরূপ ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের। ﴿٤٠﴾ وَ-আর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে (এমন লোকও) রয়েছে ; مَنْ-যে ; يُّؤْمِنُ-ঈমান রাখে ;

মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শ নিয়েই আল-কুরআন নাযিল হয়েছে এবং আল-কুরআন সেসব কিতাবের সত্যতাকে সমর্থন করে।

আর এ কিতাব শুধু যে, সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে তাই নয়, বরং এ কিতাব ইতিপূর্বেকার সমস্ত কিতাবের সারমর্ম ও সেসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

৪৬. এখানে মহান আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীকে চ্যালেঞ্জ করছেন যে, তোমরা সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুরআন মাজীদের সূরার মত একটি সূরা রচনা করে প্রমাণ করে দেখাও যে, এটা মানুষের তৈরি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআনের উচ্চাংগের ভাষা, আংগিক বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক উচ্চ মানের জন্য এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়নি এবং যে কারণে মানব-মগয এ ধরনের কিতাব রচনা করতে অক্ষম তা হলো এ কিতাবে আলোচিত বিষয়াদি এবং এতে পেশকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান। অবশ্য যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কুরআন মাজীদ আল্লাহর কিতাব হওয়াটা সন্দেহের উর্ধে তন্মধ্য তার ভাষার লালিত্য ও সাহিত্যিক মানও অন্যতম।

৪৭. কোনো কথাকে মিথ্যা করার দুটো ভিত্তি হতে পারে—(১) এমন কোনো নিশ্চিত সূত্র যার মাধ্যমে কথাটি মিথ্যা হওয়ার সার্বিক সংবাদ পাওয়া গেছে। (২) কথাটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। কুরআন মাজীদকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার জন্য এ দু'টো ভিত্তির কোনোটিই বর্তমান নেই। এ কিতাবে বর্ণিত বিষয়াদী কেউ মনগড়াভাবে রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে—একথা বলার কোনো সুযোগ নেই, কারণ এ ধরনের জ্ঞান যেমন কারো নেই, তেমনি কেউ অদৃশ্য জগতে গিয়ে দেখে আসতেও

بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

এর (কুরআনের) প্রতি এবং তাদের মধ্যে (এমন লোকও) আছে যে, এর প্রতি ঈমান রাখে না ; আর আপনার প্রতিপালক ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।[৪৮]

بِهٖ-এর (কুরআনের) প্রতি ; وَ-এবং ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে (এমন লোকও) আছে ; مَّنْ-যে ; لَّا يُؤْمِنُ-ঈমান রাখে না ; بِهٖ-এর প্রতি ; وَ-আর ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; أَعْلَمُ-সবচেয়ে ভাল জানেন ; بِالْمُفْسِدِيْنَ-(ب+ال+مفسدين)-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে।

সক্ষম নয় যে, এ কিতাবে বর্ণিত বিষয়াদি তথা আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম ফেরেশতা ইত্যাদি মিথ্যা অথবা হাশর-নশর, শাস্তি-পুরস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে এ কিতাব মিথ্যা সংবাদ দিতেছে, অথবা বাস্তবে অনেক 'আল্লাহ' রয়েছে—এ কিতাব শুধুমাত্র এক আল্লাহর দোহাই দিচ্ছে—এ ধরনের কোনো সুযোগই নেই। এরপরেও এরা যে এ কিতাবকে অস্বীকার করে তা নিছক শোবাহ-সন্দেহের ভিত্তিতেই করে। আর শোবা-সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়।

৪৮. অর্থাৎ যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করছে, তারা জেনে-বুঝেই তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে—বৈষয়িক স্বার্থে ও নফসের চাহিদা পূরণের লালসায়-ই এ কিতাবের বিরোধীতা করেছে। এমন নয় যে, তারা এ কিতাবকে বুঝতে পারে না বলেই অস্বীকার করছে। আসলে এরা ফাসাদ তথা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, আর আল্লাহই এদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন।

৪র্থ রুকূ' (৩১-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের রিযক-এর সম্পূর্ণটাই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং যমীন থেকে উৎপাদিত ফল-ফসল ও বিভিন্ন উপাদান-এর মাধ্যমে আল্লাহ-ই ব্যবস্থা করেন।

২. মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি সর্বোপরি মানুষের জীবন সবই আল্লাহ তাআলার অমূল্য দান। এসব ব্যাপারে ভিন্ন চিন্তার কোনোই সুযোগ নেই। কেউ ভিন্ন চিন্তা করলে তা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

৩. মানুষের যাবতীয় কর্মের পরিকল্পক, সম্পাদনকারী ও প্রতিফলদাতাও আল্লাহ তাআলা। এতেও কারো কোনো হাত নেই। সুতরাং আল্লাহ-ই মানুষের একমাত্র প্রতিপালক।

৪. অতএব এটাই স্বতসিদ্ধ যে, মানুষের সকল প্রকার ইবাদাত-উপাসনা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী মহান আল্লাহ তাআলা। এটাই একমাত্র সত্য-এর ব্যতিক্রম সকল মত ও পথ ভ্রান্ত।

৫. সকল সৃষ্টির প্রথম স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ তাআলা, সেহেতু মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো এবং তার কাজের শাস্তি বা পুরস্কার দান করতে তিনি নিসন্দেহে সক্ষম।

৬. মানুষকে সত্যের পথে পরিচালনা করাও আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের দান। আর পথের দিশা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ দেখাতে সক্ষম নয়।

৭. মানুষের দেখানো সকল মত ও পথ ভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত। কারণ এসব মত-পথ ধারণা ও কল্পনা থেকে উদ্গত। আর ধারণা-কখনও নিশ্চিতভাবে সত্য পথ দেখাতে পারে না।

৮. কুরআন মজীদ-এর রচয়িতা মহান আল্লাহ তাআলা। ইতিপূর্বে নাযিলকৃত সকল কিতাবের সার ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে।।

৯. যারা কুরআনকে মানব রচিত বলতে চায়, তাদের সামনে কুরআন মজীদে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের সকল সহায়ক-পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে কুরআন মজীদের সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে তাদের কথার সত্যতার প্রমাণ পেশ করে। কিয়ামত পর্যন্তও এটা সম্ভব হবে না। অতএব কুরআন মজীদ নিসন্দেহে মহান আল্লাহর কালাম।

১০. সারকথা, যা সত্য তা-ই সঠিক পথ। সে পথের পথিকরা-ই হিদায়াত প্রাপ্ত, আখিরাতে তারাই মুক্তি পাবে। আর সত্যের বিপরীত মিথ্যা ও ভ্রান্ত পথ ছাড়া কিছুই নেই। মিথ্যা ও ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা যালিম ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সুতরাং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য মিথ্যা ও ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের কর্তৃত্বের অবসানকল্পে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প কোনো পথ নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১৩

۝٤١ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ

৪১. আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে আপনি বলে দিন—আমার জন্য আমার কাজ আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ; তোমরা দায়মুক্ত

مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝٤٢ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ

সেই বিষয়ে যা আমি করছি এবং তোমরা যা করছো সেই বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।[৪৯] ৪২. আর তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক) আছে যারা কান খাড়া করে রাখে

إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝٤٣ وَمِنْهُم

আপনার দিকে ; তবে কি আপনি শুনাতে চান বধিরকে যদিও তারা বুঝতে না পারে।[৫০] ৪৩. আর তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক) রয়েছে

৪১ وَ-আর ; إِنْ-যদি ; كَذَّبُوكَ-(كذبوا+ك)-আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; فَقُلْ-(ف+قل)-তবে আপনি বলে দিন ; لِي-আমার জন্য ; عَمَلِي-আমার কাজ ; وَ-আর ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; عَمَلُكُمْ-(عمل+كم)-তোমাদের কাজ ; أَنتُمْ-তোমরা ; بَرِيئُونَ-দায়মুক্ত ; مِمَّا-(من+ما)-সেই বিষয়ে যা ; أَعْمَلُ-আমি করছি ; وَ-এবং ; أَنَا-আমিও ; بَرِيءٌ-দায়মুক্ত ; مِمَّا-সেই বিষয়ে যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করছো। ৪২ وَ-আর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক) আছে ; مَنْ-যারা ; يَسْتَمِعُونَ-কান খাড়া করে রাখে ; إِلَيْكَ-আপনার দিকে ; أَفَأَنتَ-(ا+ف+انت)-(-)-তবে কি আপনি; تُسْمِعُ-শুনাতে চান ; الصُّمَّ-(ال+صم)-বধিরকে ; وَلَوْ-যদিও ; كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ-তারা বুঝতে না পারে। ৪৩ وَ-আর ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক রয়েছে) ;

৪৯. অর্থাৎ তোমরা যদি আমাকে ও আমার দাওয়াতকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করো, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাবে ; আর আমি যদি মিথ্যা রচনা করে প্রচার করে থাকি তার দায়-দায়িত্ব আমার উপরই বর্তাবে। তোমাদের অস্বীকার অস্বীকৃতি দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি হবে না, তোমরা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করছো।

৫০. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন বহু লোক রয়েছে যাদের শোনার ক্ষমতা তো ঠিকই আছে ; কিন্তু তারা আল্লাহর দীনের কথা, আল্লাহর কিতাবের কথা, পরকালের শাস্তি ও

مَنْ يَّنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ○

যারা তাকিয়ে থাকে আপনার দিকে ; তবে কি আপনি অন্ধকে সঠিক পথ দেখাতে চান যদিও তারা দেখতে না পায়।[৫১]

﴿٤٤﴾ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ

৪৪. অবশ্যই আল্লাহ মানুষের প্রতি এক বিন্দু যুল্‌মও করেন না, বরং মানুষ নিজেই নিজের প্রতি

مَنْ-যারা ; يَنْظُرُ-তাকিয়ে থাকে ; إِلَيْكَ-আপনার দিকে ; أَفَأَنْتَ-(ا+ف+انت)-তবে কি আপনি ; تَهْدِى-সঠিক পথ দেখাতে চান ; الْعُمْىَ-(ال+عمى)-অন্ধকে ; وَلَوْ-যদিও ; كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ-তারা দেখতে না পায়। ﴿٤٤﴾ إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يَظْلِمُ-যুল্‌ম করেন না ; النَّاسَ-মানুষের প্রতি ; شَيْئًا-এক বিন্দুও ; وَلٰكِنَّ-বরং ; النَّاسَ-মানুষ ; أَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেই নিজের প্রতি।

পুরস্কারের কথা, শুধুমাত্র বাহ্যিক কান দিয়েই শুনে—অন্তরের কান দিয়ে শুনে না। তাদের শোনা ও জন্তু-জানোয়ারের শোনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষের শোনা দ্বারা কথার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারা বুঝায়। দুনিয়াতে যারা আখিরাত সম্পর্কে গাফিল অবস্থায় জীবন-যাপন করছে, খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাস ও অর্থ-সম্পদ রোজগারের ধান্ধায় মত্ত রয়েছে ; আর যাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে, বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজ ও নিজেদের নফসের ইচ্ছা-বাসনার বিপরীত কোন ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ-উৎসাহ থাকে না—এ উভয় শ্রেণীর লোকেরা কোনো কথা শুনেও শুনে না। এদের শ্রবণ-শক্তিতো ঠিক-ই আছে ; কিন্তু এদের অন্তর বধির হয়ে গেছে।

৫১. উপরে উল্লিখিত লোকদের কথাই এখানে পুনরায় বলা হয়েছে। তাদের শ্রবণশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে যেমন বধির বলা হয়েছে, তেমনি তাদের দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে অন্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানুষের অন্তরের চোখ খোলা না থাকলে বাহ্যিক চোখের দেখায় ও জন্তু-জানোয়ারের দেখায় কোনো পার্থক্য সূচীত হয় না। এমতাবস্থায় তারা দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্ধের শামিল।

উল্লেখিত দুটো আয়াতেই রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে, যিনি এসব লোকের সার্বিক সংশোধনের জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছেন। এখানে সেসব লোককে বধির ও অন্ধ বলে তিরস্কার করা দ্বারা তাঁকে সংশোধনমূলক কাজ থেকে বিরত রাখা উদ্দেশ্য নয় ; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ গাফিল লোকগুলো যেন তাদের গাফলতের নিদ্রা থেকে জেগে উঠে এবং রাসূলের দাওয়াতকে প্রকৃত অর্থে চোখ-কান খোলা রেখে অনুধাবন করার চেষ্টা করে।

يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ

যুল্‌ম করে।[৫২] ৪৫. আর (স্মরণীয়) যেদিন তাদেরকে একত্রিত করবেন, (সেদিন তাদের মনে হবে) যেন তারা দিনের এক মুহূর্তকাল ছাড়া দুনিয়াতে অবস্থান করেনি,[৫৩]

يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۗ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ

তারা পরস্পরকে চিনবে ; যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[৫৪]

وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ

এবং তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত ছিল না। ৪৬. আর আমি যদি আপনাকে তার কিছু অংশ দেখিয়ে দেই যার ভয় তাদেরকে দেখিয়েছি,

يَظْلِمُوْنَ-যুল্‌ম করে। ﴿٤٥﴾ وَ-আর (স্মরণীয়) ; يَوْمَ-যেদিন ; يَحْشُرُهُمْ-(يحشر+هم)- তাদেরকে তিনি একত্রিত করবেন ; كَاَنْ-(তাদের মনে হবে) যেন ; لَمْ يَلْبَثُوْا-তারা অবস্থান করেনি ; اِلَّا-ছাড়া ; سَاعَةً-এক মুহূর্তকাল ; مِنَ النَّهَارِ-(من+ال+نهار)- দিনের ; يَتَعَارَفُوْنَ-তারা চিনবে ; بَيْنَهُمْ-পরস্পরকে ; قَدْ خَسِرَ-নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِلِقَاءِ-(ب+لقاء)- সাক্ষাতকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; مَا كَانُوْا-তারা ছিল না ; مُهْتَدِيْنَ-সঠিক পথপ্রাপ্ত। ﴿٤٦﴾ وَ-আর ; اِمَّا-যদি ; نُرِيَنَّكَ-আমি অপনাকে দেখিয়ে দেই ; بَعْضَ-কিছু অংশ ; الَّذِيْ-তার, যার ; نَعِدُهُمْ-(نعد+هم)-ভয় তাদেরকে দেখিয়েছি ;

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ মু'মিনদেরকে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, তাদেরকেও সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শোনার জন্য দিয়েছেন কান, দেখার জন্য দিয়েছেন চোখ আর বুঝার জন্য দিয়েছেন অন্তর। তারপরও এসব লোক লালসা-বাসনার দাসত্ব ও দুনিয়ার প্রেমে ডুবে নিজেদের দিল তথা অন্তরকে এমনভাবে বিকৃত করে ফেলেছে যে, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ পার্থক্যের ক্ষমতাও এরা হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী, আল্লাহ তো তাদেরকে সৃষ্টিগত এমন কোনো উপাদান কম দিয়ে তাদের প্রতি কোনো যুল্‌ম করেননি যে, উপাদান না থাকার কারণে তারা হিদায়াত লাভ করতে পারেননি।

৫৩. অর্থাৎ আখিরাতের জীবনের মুখোমুখী হওয়ার পর অনন্ত-অসীম সেই জীবনের সামনে পেছনে ফেলে আসা দুনিয়ার জীবনকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট হীন মনে হবে। তখন দুনিয়া-পূজারী লোকেরা অনুমান করতে পারবে যে, অতীত জীবনের ক্ষণিকের স্বাদ ও

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ○

অথবা আপনার মেয়াদকাল পূর্ণ করে দেই, তবে তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার নিকটই, অতপর তারা যা করছে তার সাক্ষীও আল্লাহ-ই।

﴿٤٧﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন রাসূল রয়েছেন ;[৫৫] আর যখন তাদের রাসূল এসে গেছেন তখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করেই দেয়া হয়েছে ন্যায়পরায়ণতার সাথে

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

এবং (এ পর্যায়ে) তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হয় না।[৫৬] ৪৮. আর তারা বলে—তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে (বলো) এ ওয়াদা কখন (পূর্ণ হবে) ?

أَوْ-অথবা ; نَتَوَفَّيَنَّكَ-(نتوفين+ك)-আপনার মেয়াদকাল পূর্ণ করে দেই ; فَإِلَيْنَا-(ف+الينا)-তবে আমার নিকটই ; مَرْجِعُهُمْ-(مرجع+هم)-তাদের প্রত্যাবর্তন তো ; ثُمَّ-অতপর ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; شَهِيدٌ-সাক্ষী ; عَلَىٰ-তার ; مَا-যা ; يَفْعَلُونَ-তারা করছে। ﴿٤٧﴾ وَ-আর ; لِكُلِّ-প্রত্যেকের জন্য ; أُمَّةٍ-জাতির ; رَسُولٌ-একজন রাসূল রয়েছেন ; فَإِذَا-(ف+اذا)-আর যখন ; جَاءَ-এসে গেছেন ; رَسُولُهُمْ-(رسول+هم)-তাদের রাসূল ; قُضِيَ-তখন ফায়সালা করেই দেয়া হয়েছে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; بِالْقِسْطِ-ন্যায়পরায়ণতার সাথে ; وَ-এবং ; هُمْ-তাদের প্রতি ; لَا يُظْلَمُونَ-যুল্‌ম করা হয় না। ﴿٤٨﴾ وَ-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; مَتَىٰ-কখন (পূর্ণ হবে) ; هَٰذَا-এ ; الْوَعْدُ-(ال+وعد)-ওয়াদা ; إِنْ-যদি ; كُنتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صَادِقِينَ-সত্যবাদী।

স্বার্থের খাতিরে এ অনন্ত ভবিষ্যতকে বিনষ্ট করে কি বোকামীই না করেছে ; কিন্তু তখন তো আর শোধরানোর কোনো উপায় থাকবে না।

৫৪. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে নিজের দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকান্ডের হিসেবে দেয়ার কথাকে মিথ্যা বলে জেনেছে। তারা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫৫. 'উম্মাত' বলে এখানে জাতি বুঝানো হয়নি ; বরং একজন রাসূল আসার পর তাঁর দাওয়াত যেসব লোকের নিকট পৌছায় তারা সকলেই তার উম্মাতে পরিগণিত হয়। এতে এমন কোনো শর্ত নেই যে, রাসূল যত দিন তাদের মাঝে জীবিত থাকবেন ততদিনই এরা তাঁর উম্মাত থাকবে। রাসূলের ইন্তেকালের পরও তাঁর আনীত শিক্ষা-আদর্শ যতদিন বর্তমান থাকবে বা তা নির্ভুলভাবে জানার সুযোগ থাকবে ততদিন-ই তারা তাঁর 'উম্মত' বলে পরিগণিত হবে। এ দিক থেকে মুহাম্মাদ (স)-এর আগমণের

(৪৯) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ

৪৯. আপনি বলুন—'আল্লাহ যা চান তা ছাড়া আমি তো আমার নিজের জন্যও কোনো ক্ষতি ও লাভ করার অধিকারী নই ;[৫৭] প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট মেয়াদ ;

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (৫০) قُلْ

যখন তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদকাল এসে পড়ে তখন তারা তা এক মুহূর্ত পেছনেও নিতে পারবে না এবং আগেও নিয়ে আসতে পারবে না।[৫৮] ৫০. আপনি বলে দিন—

اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ

তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের উপর রাতে বা দিনে তার আযাব এসে পড়ে, তার চেয়েও কি তাড়াতাড়ি করতে চায়

(৪৯) قُلْ-আপনি বলুন ; لَآاَمْلِكُ-আমি অধিকারী নই ; لِنَفْسِىْ-(ل+نفس+ى)-আমার নিজের জন্যও ; ضَرًّا-কোনো ক্ষতি করার ; وَّ-ও ; لَانَفْعًا-না কোনো লাভ করার ; اِلَّا-ছাড়া ; مَا-যা ; شَآءَ-চান ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِكُلِّ-(ل+كل)-প্রত্যেকের জন্য ; اُمَّةٍ-উম্মাতের ; اَجَلٌ-রয়েছে নির্দিষ্ট মেয়াদ ; اِذَا-যখন ; جَآءَ-এসে পড়ে ; اَجَلُهُمْ-(اجل+هم)-তাদের নির্দিষ্টকাল ; فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ-(ف+لايستاخرون)-তখন তারা পেছনেও নিতে পারবে না ; سَاعَةً-এক মুহূর্ত ; وَّ-এবং ; لَايَسْتَقْدِمُوْنَ-আগেও নিয়ে আসতে পারবে না। (৫০) قُلْ-আপনি বলে দিন ; اَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; اِنْ-যদি ; اَتٰىكُمْ-(اتى+كم)-তোমাদের উপর এসে পড়ে ; عَذَابُهٗ-(عذاب+ه)-তার আযাব ; بَيَاتًا-রাতে ; اَوْ-কিংবা ; نَهَارًا-দিনে ; مَاذَا-কি ; يَسْتَعْجِلُ-তাড়াতাড়ি করতে চায় ; مِنْهُ-তার চেয়েও ;

পর দুনিয়ার সকল মানুষই তার উম্মতের মধ্যে শামিল। আর তাই কুরআন মজীদ যতদিন সার্বিকভাবে দুনিয়াতে প্রচারিত হতে থাকবে ততদিন দুনিয়ার সকল মানুষ তাঁর উম্মত-ই থাকবে।

৫৬. কোনো মানবগোষ্ঠীর নিকট তাদের হিদায়াতের জন্য রাসূল পাঠানোর অর্থ হলো তাদেরকে যা বলা প্রয়োজন তা বলে দেয়া। এরপর বাকী থাকে তারা রাসূলের নির্দেশ কতটুকু পালন করেছে বা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণ করা। আর তখন যে ফায়সালা গ্রহণ করা হয় তা পূর্ণ ইনসাফ সহকারেই করা হয়। তারা যদি রাসূলের হিদায়াত গ্রহণ করে ও নিজের জীবনকে সে অনুসারে গড়ে নেয় তাহলে তারা আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্য হয়, আর যদি তাঁর

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلْئٰنَ وَ

অপরাধীরা ? ৫১. তবে কি যখন তা ঘটেই যাবে, তোমরা তাতে ঈমান আনবে ? এখন (ঈমান আনলে) ? অথচ

قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا

তোমরা তো এজন্যই তাড়াহুড়ো করছিলে। ৫২. অতপর যারা যুল্‌ম করেছে তাদেরকে বলা হবে—স্বাদ গ্রহণ করো

عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

অনন্ত আযাবের ; তোমরা যা কামাই করেছিলে তাছাড়া তোমাদেরকে কি অন্য প্রতিদান দেয়া হচ্ছে ?

﴿٥٢﴾ وَيَسْتَنْبِئُوْنَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۚ قُلْ إِيْ وَرَبِّيْٓ إِنَّهُ لَحَقٌّ ۚ

৫৩. আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়—তা কি সত্য ? আপনি বলে দিন—হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, অবশ্যই তা সত্য ;

وَمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে সক্ষম নও।

الْمُجْرِمُوْنَ-অপরাধীরা। ﴿٥١﴾ أَثُمَّ-তবে কি ; إِذَا مَا-যখন ; وَقَعَ-ঘটেই যাবে ; آمَنْتُمْ-তোমরা ঈমান আনবে ; بِهِ-তাতে ; آلْئٰنَ-এখন (ঈমান আনলে) ? وَ-অথচ ; قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ-তোমরা তো এজন্যই তাড়াহুড়ো করছিলে ? ﴿٥٢﴾ ثُمَّ-অতপর ; قِيْلَ-বলা হবে ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; ظَلَمُوْا-যুল্‌ম করেছে ; ذُوْقُوْا-স্বাদ গ্রহণ করো ; عَذَابَ-আযাবের ; الْخُلْدِ(ال+خلد)-অনন্ত, চিরস্থায়ী ; هَلْ-কি ; تُجْزَوْنَ-(অন্য) প্রতিদান দেয়া হচ্ছে ; إِلَّا-তা ছাড়া ; بِمَا-যা ; كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ-তোমরা কামাই করছিলে। ﴿٥٣﴾ وَ-আর ; يَسْتَنْبِئُوْنَكَ(يستنبئون+ك)-তারা আপনার কাছে জানতে চায় ; أَحَقٌّ(أ+حق)-সত্য কি ; هُوَ-তা ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِيْ-হ্যাঁ ; وَ-কসম ; رَبِّيْ(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; إِنَّهُ(ان+ه)-অবশ্যই তা ; لَحَقٌّ(ل+حق)-সত্য ; وَ-এবং ; مَآ-নও ; أَنْتُمْ-তোমরা ; بِمُعْجِزِيْنَ(ب+معجزين)-তা ব্যর্থ করতে সক্ষম।

হিদায়াত গ্রহণ না করে, তাহলে আযাবের যোগ্য হয়ে যায়। এ আযাব দুনিয়া-আখিরাতে উভয় স্থানে বা শুধুমাত্র আখিরাতেই হতে পারে।

৫৭. অর্থাৎ হিদায়াতের বিধান যেহেতু আল্লাহ-ই দিয়েছেন, সেহেতু এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার মালিকও তিনি। আর এ হিদায়াত অমান্য করার ফলে শাস্তি দেয়ার ধমকও তিনিই দিয়েছেন, সুতরাং তা কখন কার্যকর হবে তাও তিনিই অবগত।

৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত মানা বা না মানার পুরস্কার বা শাস্তি তাৎক্ষণিক-ভাবে দিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয় ; বরং তিনি কোনো ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে এবং জনসমষ্টিকে সমষ্টিগতভাবে ভালভাবে বুঝার বা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যথাযথ অবকাশ দিয়ে থাকেন। যেন তারা অবকাশকালীন সময়ে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদেরকে শুধরে নিতে পারে। অবকাশের এ সময় অনেক দীর্ঘ হতে পারে আবার কমও হতে পারে। কার অবকাশের মেয়াদকাল কত হবে তাও তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং এ নির্ধারিত মেয়াদ কম-বেশি করার ক্ষমতা ইখতিয়ার কারো নেই।

৫ রুকূ' (৪১-৫৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী লোকদের সাথে অনর্থক বিতর্কে সময়ের অপচয় করা আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের জন্য সমিচীন নয়। এ ধরণের পরিস্থিতিকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে চলা উচিত।

২. আল্লাহর দীনের দাওয়াত শোনা এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখার পরও যারা গাফিল হয়ে থাকে তাদের পেছনেও সময় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

৩. মানুষের প্রতি রাসূল পাঠানোর এবং তাঁর মাধ্যমে হিদায়াত দান করার পর মানুষের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী সে নিজে। তাই তার মন্দ পরিণতির জন্যও সে নিজেই নিজের প্রতি যুল্‌মকারী।

৪. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য আখিরাতের অনন্ত জীবন সম্পর্কে বে-খেয়াল হয়ে থাকা চরম বোকামী। মৃত্যুর সাথে সাথেই এ কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। সুতরাং সময় থাকতে এখন-ই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৫. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথাকে স্মরণ করে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই আর এক মুহূর্তকাল দেরী না করে এখন থেকেই দীনের পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

৬. আল্লাহর সাক্ষাত থেকে আল্লাহ বিমুখ মানুষ সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ; অতএব এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাক্ষাতের কথাকে সদা-সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

৭. মৃত্যু আসার পূর্বেই নিজেকে শোধরানোর সুযোগ থাকবে, মৃত্যু সামনে আসার পর তাওবা করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আর মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যেহেতু জানার কোনো সুযোগ নেই, তাই এখনই তাওবা করে ফিরে আসার উপযুক্ত সময়।

৮. মুহাম্মাদ (স) যেহেতু শেষ নবী এবং তাঁর আনীত গ্রন্থ যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ নিজেই সংরক্ষণ করবেন, সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে, তারা সকলেই তাঁর উম্মতের আওতাভুক্ত হবে।

৯. যারা শেষ নবীর আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে না এবং যারা শিরক-কুফরীতে লিপ্ত হবে, তারা পথভ্রষ্ট উম্মত বলে পরিগণিত হবে।

১০. দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব আসার ব্যাপারে বে-পরওয়া হয়ে জীবন যাপন করা কুফরী। আল্লাহর আযাবের মুকাবিলা করার শক্তি-ক্ষমতা কোনো সৃষ্টির নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৭

٥٤ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ط

৫৪. আর যদি দুনিয়াতে যা আছে তা সবই যুল্ম করেছে—এমন প্রত্যেক ব্যক্তির থাকতো, তবে সে অবশ্যই তা তার মুক্তির বিনিময়ে দিয়ে দিত ;

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ج وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন (নিজেদের) অনুশোচনা লুকাতে চাইবে ;[৫৯] আর ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে মীমাংসা করা হবে

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٥ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط أَلَا

এবং তাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না। ৫৫. জেনে রেখো, আসমান ও যমীনে যা আছে (তা সবই) আল্লাহর ; জেনে রেখো !

৫৪ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; اَنَّ-অবশ্যই ; لِكُلِّ نَفْسٍ-(ل+كل+نفس)-প্রত্যেক ব্যক্তির থাকতো ; ظَلَمَتْ-যুল্ম করেছে ; مَا-যা আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; لَافْتَدَتْ-সে অবশ্যই মুক্তির বিনিময়ে দিয়ে দিত ; بِهِ-তা ; وَ-আর ; اَسَرُّوا-তারা লুকাতে চাইবে ; النَّدَامَةَ-(ال+ندامة)-অনুশোচনা ; لَمَّا-যখন ; رَاَوُا-তারা দেখবে ; الْعَذَابَ-(ال+عذاب)-আযাব ; وَ-আর ; قُضِيَ-মীমাংসা করা হবে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)-ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই ; وَ-এবং ; هُمْ-তাদের প্রতি ; لَا يُظْلَمُوْنَ-যুল্ম করা হবে না। ৫৫ اَلَا-জেনে রেখো! ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; لِلّٰهِ-(তা সবই) আল্লাহর ; مَا-যা আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনে ; اَلَا-জেনে রেখো ;

৫৯. আখিরাতকে অবিশ্বাসকারীরা যখন মৃত্যুর পরে আযাবের সম্মুখীন হবে তখন তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে ; হতাশা, লজ্জা ও অনুতাপে তাদের কথা বলার শক্তি রহিত হয়ে যাবে। কারণ তারা তো দুনিয়াতে নবী-রাসূল ও তাদের দাওয়াতকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করেছিল, আখিরাতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, অথচ তা সবই এখন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কূড়াল মেরেছে—তারা ক্ষণস্থায়ী জীবন খরিদ করে নিয়েছে চিরন্তন জীবনের বিনিময়ে। এখন তাদের অনুতাপ-অনুশোচনা ছাড়া করণীয় কি-ইবা আছে।

إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।
৫৬. তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ

আর তাঁর নিকট তোমরা ফিরে যাবে। ৫৭. হে মানুষ !
নিসন্দেহে তোমাদের নিকট উপদেশবাণী এসেছে

مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এবং (এসেছে) অন্তরে যা আছে তার
নিরাময় ; আর তা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا

৫৮. আপনি বলে দিন—(তা এসেছে) আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রহমতে ; অতএব
এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ; এটা (কুরআন) তার চেয়ে উত্তম যা

يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ

তারা জমা করছে। ৫৯. আপনি বলুন—তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো সে সম্পর্কে
যে রিয্‌ক[৬০] আল্লাহ তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন

اِنَّ-অবশ্যই ; وَعْدَ-ওয়াদা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَهُمْ-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-তা জানে না। ﴿٥٦﴾ هُوَ-তিনি ; يُحْيٖ-জীবন দেন ; وَ-এবং ; يُمِيْتُ-মৃত্যু দেন ; وَ-আর ; اِلَيْهِ-তাঁর নিকটেই ; تُرْجَعُوْنَ-তোমরা ফিরে যাবে। ﴿٥٧﴾ يٰاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ; قَدْ جَآءَتْكُمْ-নিসন্দেহে তোমাদের নিকট এসেছে; مَوْعِظَةٌ-উপদেশবাণী ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং (এসেছে) ; شِفَآءٌ-নিরাময় ; لِمَا-তার যা ; فِي الصُّدُوْرِ-আছে অন্তরে ; وَ-আর (তা); هُدًى-হিদায়াত ; وَ-ও ; رَحْمَةٌ-রহমত ; لِلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের জন্য। ﴿٥٨﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; بِفَضْلِ-অনুগ্রহে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; بِرَحْمَتِهٖ-তাঁর রহমতে ; فَبِذٰلِكَ-অতএব এতে ; فَلْيَفْرَحُوْا-তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ; هُوَ-এটা ; خَيْرٌ-উত্তম ; مِمَّا-তার চেয়ে যা ; يَجْمَعُوْنَ-তারা জমা করছে। ﴿٥٩﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; اَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো ; مَآ اَنْزَلَ-সে সম্পর্কে, যা নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنْ رِزْقٍ-যে রিয্‌ক ;

فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ

অতপর তোমরা তার কিছু হারাম করেছো ও কিছু হালাল করেছো ;[৬১] আপনি বলুন—আল্লাহ কি (এটা করতে) তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না-কি আল্লাহর প্রতি

تَفْتَرُوْنَ ۝٦٠ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

তোমরা মিথ্যা আরোপ করছো।[৬২] ৬০. আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের ধারণা কেমন !

فَجَعَلْتُمْ-(ف+جعلتم)-অতপর তোমরা করেছো ; مِنْهُ-তার কিছু ; حَرَامًا-হারাম ; وَّ-ও ; حَلٰلًا-কিছু হালাল ; قُلْ-আপনি বলুন ; آٰللّٰهُ-আল্লাহ কি ; اَذِنَ-(এটা করতে) অনুমতি দিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; اَمْ-না কি ; عَلَى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تَفْتَرُوْنَ-তোমরা মিথ্যা আরোপ করেছো। ۝٦٠ وَ-আর ; مَا-কেমন ; ظَنُّ-ধারণা ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; يَفْتَرُوْنَ-আরোপ করছে ; عَلَى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْكَذِبَ-(ال+كذب)-মিথ্যা ; يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-(يوم+ال+قيمة)-কিয়ামতের দিন সম্পর্কে ;

৬০. আরবি ভাষায় 'রিয্ক' শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র খাওয়া-পরার দ্রব্যসামগ্রী বুঝানো হয় না ; বরং এর সাধারণ অর্থ দান ও নির্ধারিত অংশ। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে যা কিছুই দান করেছেন তা-ই রিয্ক। এমনকি সন্তানও আল্লাহর রিয্ক। আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করে থাকি—.

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের সামনে সত্যকে সত্য হিসেবে পরিস্ফুট করে দাও এবং আমাদেরকে তার অনুসরণের তাওফীক দাও।

এখানে সত্যকে অনুসরণের তাওফীক-কে রিয্ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর দেয়া রিয্ককে হালাল বা হারাম করার অধিকার মানুষের না থাকার অর্থ–মানব জীবনের সকল দিকের ব্যাপারে হালাল-হারাম করার বিধি-বিধান তৈরির অধিকার মানুষের না থাকার কথা এখানে বলা হয়েছে। সুতরাং মানুষের জীবন-বিধান তৈরির অধিকার মানুষের নেই ; বরং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলারই এ অধিকার রয়েছে। কারণ মানুষ আল্লাহর 'আবদ' তথা দাস। আর মনিবের প্রদত্ত দানের ব্যয়-ব্যবহারের বিধান তৈরির অধিকার কোনো দাসের থাকতে পারে না।

৬১. অর্থাৎ তোমরা যে হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধের যেসব বিধি-বিধান তৈরি করে নিয়েছ, এ অধিকার তোমরা কোথায় পেলে ? আল্লাহ কি তোমাদেরকে এ অধিকার দিয়েছেন ? তোমাদের কোনো দাস যদি তোমাদের মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে, তার ব্যাপারে তোমরা কি সিদ্ধান্ত নেবে ?

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাদের অধিকাংশই শোকর করে না।[৬৩]

اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَذُوْ فَضْلٍ-অনুগ্রহশীল ; عَلَى-প্রতি ; النَّاسِ-মানুষের ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ هُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَايَشْكُرُوْنَ-শোকর করে না।

এখানে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে স্বীকার করেও নিজেদের জীবন-বিধান তৈরির অধিকার নিজেদের আছে বলে মনে করে। আর যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না তাদের কথা এখানে বলা হয়নি।

৬২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর দেয়া রিয্‌ককে যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার তথা কাজ-কর্মের সীমা নির্ধারণ ও আইন-কানুন এবং বিধি-বিধান তৈরি করার অধিকার তোমাদেরকে যদি দিয়ে থাকেন তবে তার প্রমাণ তোমরা পেশ করো। অন্যথায় এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, তোমরা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো এবং বিদ্রোহ করছো। আর এ ধরনের বিদ্রোহ জঘন্য অপরাধ।

৬৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদেরকে তাঁর দেয়া রিয্‌ক কিভাবে ব্যয়-ব্যবহার করবে, কিভাবে জীবন যাপন করবে তার বিধি বিধান দিয়ে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। এমন যদি না করতেন অর্থাৎ জীবন যাপনের বিধি-বিধান না দিতেন—শুধুমাত্র জীবন যাপনের সামগ্রী দিয়েই ছেড়ে দিতেন, তাহলে মানুষের জন্য তাঁর সন্তোষ-অসন্তোষ জানা অসম্ভব ছিল। মানুষের পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল না যে, আল্লাহর দেয়া দানের কিরূপ ব্যয়-ব্যবহার করলে তা আল্লাহর মর্জিমত হবে এবং আল্লাহর নিকট তার জন্য পুরস্কার পাওয়া যাবে। আর কিরূপ ব্যয়-ব্যবহার আল্লাহর মর্জির খেলাপ হবে এবং তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং আল্লাহ যে অনুগ্রহ করে তাঁর রিয্‌ক ব্যয়-ব্যবহারের বিধান দিয়ে দিয়েছেন তার জন্য মানুষকে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে।

৬ রুকূ' (৫৪-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখিরাত যখন মানুষের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দেবে তখন দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়ে হলেও মানুষ তার মুক্তি কামনা করবে ; কিন্তু তখন দুনিয়ার কোনো মূল্যই থাকবে না। তাই আখিরাতের মুক্তির জন্য দুনিয়াতেই কাজ করতে হবে।

২. দুনিয়াতেই যদি আখিরাতের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা না হয়, তখন অনুশোচনা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না ; কিন্তু তখনকার অনুশোচনা কোনো কাজেই আসবে না।

৩. আখিরাতের শাস্তি বা পুরস্কার যা-ই দেয়া হোক তা দেয়া হবে ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই।

৪. দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ সকল কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং আখিরাতের শাস্তি বা পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ যে ওয়াদা করেছেন তা নিসন্দেহে সত্য।

৫. জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। সকল মানুষকে আল্লাহর সামনেই হাজির হতে হবে। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না এবং তাঁর সামনে হাজির হওয়ার কথা সদা-সর্বদা মনে রাখতে হবে।

৬. কুরআন মজীদ মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সর্বোত্তম উপদেশ। এর প্রতিটি ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শন যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই এতে কোনো প্রকার দুর্বলতা ও সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই। এটা কুরআনের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

৭. কুরআন মজীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো—এটা. আত্মিক রোগের নিরাময়-বিধান। মানুষের দৈহিক রোগের চেয়ে আত্মিক রোগ মারাত্মক, তাই আত্মিক রোগের চিকিৎসাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই আমাদের আত্মিক রোগ থেকে মুক্তির জন্য কুরআন মজীদ বুঝে পাঠ করতে হবে এবং সে অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে।

৮. আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদের জন্য দুনিয়াতে সর্বোত্তম সম্পদ কুরআন মজীদ নাযিল করেছেন, সেজন্য তাঁর প্রতি শুকরিয়া তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য।

৯. আল্লাহ মানুষকে যা দিয়েছেন তা পরিচালনার বিধি-বিধান তৈরি করার ক্ষমতা ও অধিকার মানুষের নেই। এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কেউ তা তৈরি করার দুঃসাহস দেখালে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।

১০. আখিরাত সম্পর্কে সন্দিহান লোকেরাই আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস দেখাতে পারে।

১১. আল্লাহ যদি কোনো বিধি-বিধান ছাড়াই মানুষকে দুনিয়াতে এমনি ছেড়ে দিতেন তবে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানা মানুষের জন্য সম্ভব হতো না। সুতরাং অনুগ্রহ করে দুনিয়াতে জীবন-যাপনের বিধি-বিধান দেয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১০

٦١ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ

৬১. আর (হে নবী!) আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন এবং সেই সম্পর্কে কুরআনের যা কিছুই পাঠ করে শুনান—আর তোমরাও কর না

مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۗ وَمَا يَعْزُبُ

কোনো কাজ যার সাক্ষী আমি তোমাদের উপর না থাকি—যখন তোমরা তাতে লিপ্ত হও ; আর অগোচরে থাকে না

عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ

যমীনের এক অণু পরিমাণ ও আপনার প্রতিপালকের দৃষ্টির এবং না (অগোচরে থাকে) আসমানের (বিন্দু পরিমাণ) আর না ছোট কিছু

مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ٦١ اَلَآ اِنَّ

তার চেয়ে ও না বড় কিছু, যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) নেই।[৬৪]
৬২. জেনে রেখো! নিশ্চয়ই

৬১ وَ-আর ; مَا-যে ; تَكُوْنُ-আপনি থাকুন না কেন ; فِيْ شَأْنٍ-(فى+شان)-অবস্থায়ই ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ; تَتْلُوْا-আপনি পাঠ করে শুনান ; مِنْهُ-সেই সম্পর্কে ; مِنْ قُرْاٰنٍ-কুরআনের ; وَ-আর ; لَا تَعْمَلُوْنَ-তোমরাও কর না ; مِنْ عَمَلٍ-কোনো কাজ ; اِلَّا كُنَّا-আমি না থাকি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; شُهُوْدًا-যার সাক্ষী ; اِذْ-যখন ; تُفِيْضُوْنَ-তোমরা লিপ্ত হও ; فِيْهِ-তাতে ; وَ-আর ; مَا يَعْزُبُ-অগোচরে থাকে না ; عَنْ رَّبِّكَ-(عن+رب+ك)-অপনার প্রতিপালকের দৃষ্টির ; مِنْ مِّثْقَالِ-পরিমাণও ; ذَرَّةٍ-এক অণু ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনের ; وَ-এবং ; لَا-না ; فِى السَّمَآءِ-(فى+ال+سماء)-আসমানের ; وَ-আর ; لَا-না ; اَصْغَرَ-ছোট কিছু ; مِنْ ذٰلِكَ-তার চেয়ে ; وَ-ও ; لَا-না ; اَكْبَرَ-বড় কিছু ; اِلَّا-যা নেই ; فِيْ كِتٰبٍ-কিতাবে ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ৬২ اَلَا-জেনে রেখো! ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ;

৬৪. এখানে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দান করছেন এবং সাথে সাথে বিরুদ্ধবাদীদের সতর্কও করছেন। রাসূলকে এ বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, আপনি সত্য

أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আল্লাহর বন্ধুরা—তাদের নেই কোনো ভয় এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না।
৬৩. যারা ঈমান এনেছে

وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। ৬৪. তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে

وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ

এবং আখিরাতে ; আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই ; এটাই

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۚ

মহান সাফল্য। ৬৫. আর (হে নবী!) তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়,
(কেননা) ইয্যত-সম্মান সবই অবশ্যই আল্লাহর ইখতিয়ার ভুক্ত ;

أَوْلِيَاءَ-বন্ধুরা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَا-নেই ; خَوْفٌ-কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; وَ-এবং ; لَاهُمْ-না তারা ; يَحْزَنُوْنَ-দুঃখ পাবে। ﴿٦٢﴾ الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; كَانُوْا يَتَّقُوْنَ-তাকওয়া অবলম্বন করেছে। ﴿٦٣﴾ لَهُمْ-তাদের জন্য ; الْبُشْرٰى-(ال+بشرى)-সুসংবাদ ; فِي الْحَيٰوةِ-(في+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; فِي الْاٰخِرَةِ-(في+ال+اخرة)-আখিরাতে ; لَا-নেই ; تَبْدِيْلَ-কোনো পরিবর্তন ; لِكَلِمٰتِ-(لِ+كلمت)-বাণীর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; ذٰلِكَ هُوَ-এটাই ; الْفَوْزُ-(ال+فوز)-সাফল্য ; الْعَظِيْمُ-(ال+عظيم)-মহান। ﴿٦٤﴾ وَ-আর ; لَا يَحْزُنْكَ-(لا يحزن+ك)-যেন আপনাকে দুঃখ না দেয় ; قَوْلُهُمْ-(قول+هم)-তাদের কথা ; اِنَّ-অবশ্যই ; الْعِزَّةَ-(ال+عزة)-ইয্যত-সম্মান ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত ; جَمِيْعًا-সবই ;

দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে যেভাবে অসীম ধৈর্য ও সাহসের সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন তা আল্লাহ অবহিত আছেন। আর বিরুদ্ধবাদীরা আপনার সাথে যে আচরণ করছে তা-ও তিনি লক্ষ্য করছেন। আর বিরুদ্ধবাদীদেরকে এ বলে সতর্ক করছেন যে, সত্য দীনের একজন প্রচারক ও মানবকল্যাণে নিবেদিত রাসূলের সংস্কার-সংশোধনের কাজে তোমরা সে বাধার সৃষ্টি করছো, তোমাদের এসব অপকর্ম কেউ দেখছে না এবং এসব কাজের কোনো প্রতিফল নেই—এমন চিন্তা করার কোনো কারণ নেই ; তোমরা জেনে রেখো! তোমাদের সকল কাজ-কর্ম সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এসব কাজের প্রতিফল তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَن

তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ৬৬. জেনে রেখো! অবশ্যই যারা আসমানে রয়েছে ও যারা রয়েছে

فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ

যমীনে তারা আল্লাহরই ; আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে শরীক হিসেবে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে ?

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي

তারাতো ধারণা-অনুমান ছাড়া কিছুর অনুসরণ করে না আর না তারা ভিত্তিহীন কথা ছাড়া বলে। ৬৭. তিনিই সেই সত্তা যিনি

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো আর দিনকে (সৃষ্টি করেছেন) দেখার জন্য ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ

নিদর্শনাবলী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে।[৬৫] ৬৮. তারা বলে—'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন[৬৬] তিনি মহান পবিত্র,[৬৭] তিনি অভাবমুক্ত ;

هُوَ-তিনিই ; السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ। (৬৬) أَلَآ-জেনে রেখো ; إِنَّ-অবশ্যই ; لِلَّهِ-আল্লাহর-ই ; مَنْ-যারা ; فِي السَّمَٰوَٰتِ-আসমানে রয়েছে ; وَ-ও ; مَنْ-যারা ; فِي الْأَرْضِ-রয়েছে যমীনে ; وَ-ও ; مَا-কিসের ; يَتَّبِعُ-অনুসরণ করে ; الَّذِينَ-যারা ; يَدْعُونَ-ডাকে ; مِنْ دُونِ-ছেড়ে ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; شُرَكَاءَ-শরীক হিসেবে ; إِنْ يَتَّبِعُونَ-তারাতো অনুসরণ করে না কিছুর ; إِلَّا-ছাড়া ; الظَّنَّ-ধারণা-অনুমান ; وَ-আর ; إِنْ هُمْ-না তারা ; إِلَّا-ছাড়া ; يَخْرُصُونَ-ভিত্তিহীন কথা বলে। (৬৭) هُوَ-তিনিই ; الَّذِي-সেই সত্তা যিনি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; اللَّيْلَ-রাতকে ; لِتَسْكُنُوا-যেন তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো ; فِيهِ-তাতে ; وَ-আর ; النَّهَارَ-দিনকে ; مُبْصِرًا-দেখার জন্য ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَاتٍ-নিদর্শনাবলী ; لِقَوْمٍ-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يَسْمَعُونَ-যারা শোনে। (৬৮) قَالُوا-তারা বলে ; اتَّخَذَ-গ্রহণ করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَلَدًا-সন্তান ; سُبْحَانَهُ-তিনি মহান-পবিত্র ; هُوَ-তিনি ; الْغَنِيُّ-অভাবমুক্ত ;

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ۭ

যা কিছু আছে আসমানে ও যা কিছু আছে যমীনে তার সবই তাঁর ;[৬৮] তোমাদের নিকট তো এর (তোমাদের দাবীর) পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই

لَهٗ-সবই তাঁর ; مَا-যাকিছু ; فِي السَّمٰوٰتِ-আছে আসমানে ; وَ-ও ; مَا-যা কিছু ; فِي الْاَرْضِ-আছে যমীনে ; اِنْ-নেই ; عِنْدَكُمْ-(عند+كم)-তোমাদের নিকটতো ; مِنْ سُلْطٰنٍ-কোনো প্রমাণ ; بِهٰذَا-(ب+هذا)-এর পক্ষে ;

৬৫. আমাদের চোখের সামনে বর্তমান জগতের অন্তরালে যে মহাসত্য লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কে জানার জন্য আমরা দুটো উপায় অবলম্বন করতে পারি। একটি উপায় হচ্ছে—ধারণা-অনুমানের উপর ভিত্তি করে রচিত দার্শনিকদের বক্তব্য। আর অপরটি হচ্ছে ওহী তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত নবী-রাসূলদের বক্তব্য। দার্শনিকরা যেহেতু নবী-রাসূলদের থেকে কোনো কথা না শুনেই নিজেদের আন্দায-অনুমানের উপর ভিত্তি করেই মহাসত্য সম্পর্কে মতামত পেশ করেছে, তাই তাদের মতামত ভুল হতে বাধ্য। অপর পক্ষে নবী-রাসূলগণ ওহীর ভিত্তিতে প্রাপ্ত অকাট্য জ্ঞানের আলোকে সে সম্পর্কে মতামত পেশ করেছেন, তাই তাঁদের মতামত-ই নিসন্দেহে সত্য। আর তাঁদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য জগতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নিদর্শন। আর তাই দৃষ্টির অন্তরালে মহাসত্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার ভিত্তি হতে হবে নবী-রাসূলদের মুখ থেকে শ্রুত জ্ঞান। যারা নবী-রাসূলদের কথা না শুনে নিজেদের ধারণা-অনুমানের উপর ভিত্তি করে মহাসত্য সম্পর্কে গবেষণা করে কোনো সিদ্ধান্ত পেশ করবে তা অবশ্যই ভ্রান্ত হবে। কারণ মানুষের ধারণা-অনুমান কখনো মহাসত্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম হতে পারে না।

৬৬. এখানে খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মমত যেগুলো নিতান্ত আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে সেগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে। এসব লোক নিজেদের ধর্মমত সন্দেহমুক্ত কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে গঠন করেনি। তারা অনুসন্ধান করেও দেখেনি যে, তাদের ধর্মমত কোনো অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের উপর স্থাপিত কিনা। নচেৎ তারা একজন মানুষকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নেয়ার মত মুর্খতাকে গ্রহণ করে নিত না।

৬৭. 'সুবহানাহু' শব্দের অর্থ—তিনি অতিপবিত্র। বিস্ময় প্রকাশের জন্যও এটা ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয়টিই উদ্দেশ্য। মুশরিকরা আল্লাহর সন্তান আছে বলে যে ধারণা প্রকাশ করছে, তা থেকে তিনি অতি পবিত্র। আর তাদের এ কথার জন্য বিস্ময় প্রকাশের উদ্দেশ্যও এখানে রয়েছে।

৬৮. মুশরিকদের ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদে তিনটি কথা এখানে বলা হয়েছে। এক, সকল প্রকার দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। দুই, তিনি সর্বদিক থেকে মুখাপেক্ষিহীন। তিন, আসমান-যমীনের সবকিছুর একমাত্র মালিক তিনি। যেসব সত্তার সন্তান থাকা

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٦٨ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছো যে বিষয়ে তোমরা জানোই না ?
৬৯. আপনি বলে দিন—যারা আরোপ করবে

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝٦٩ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا

আল্লাহর প্রতি মিথ্যা, তারা কক্ষণো কল্যাণ পেতে পারে না। ৭০. তাদের জন্য আছে দুনিয়াতে কিছু ভোগ্য সামগ্রী, অতপর আমার নিকটই

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝٧٠

তাদের প্রত্যাবর্তন তখন তাদেরকে আমি কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো, যেহেতু তারা কুফরী করতো।

أَتَقُولُونَ-(ا+تقولون)-তোমরা কি বলছো ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللّٰه-আল্লাহ ; مَا -এমন কিছু যে বিষয়ে ; لَاتَعْلَمُونَ-তোমরা কিছুই জানো না। ⑥৯ قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِنَّ-অবশ্যই ; الَّذِينَ-যারা ; يَفْتَرُونَ-আরোপ করে ; عَلَى-প্রতি ; اللّٰه-আল্লাহর ; الْكَذِبَ-(ال+كذب)-মিথ্যা ; لَايُفْلِحُونَ-কল্যাণ পেতে পারে না। ⑦০ مَتَاعٌ-(তাদের জন্য আছে) কিছু ভোগ্য সামগ্রী ; فِي الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ; ثُمَّ-অতপর ; إِلَيْنَا-(الى+نا)-আমার নিকটই ; مَرْجِعُهُمْ-(مرجع+هم)-তাদের প্রত্যাবর্তন ; ثُمَّ-তখন ; نُذِيقُهُمُ-(نذيق+هم)-আমি তাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করাবো ; الْعَذَابَ-(ال+عذاب)-আযাবের ; الشَّدِيدَ-(ال+شديد)-কঠোর ; بِمَا-যেহেতু ; كَانُوا يَكْفُرُونَ-তারা কুফরী করতো।

প্রয়োজন তাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে কতগুলো দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অপূর্ণতা থাকবে, অথচ আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। তাছাড়া আসমান-যমীনে সবকিছুই তো আল্লাহর দাস। কোনো কিছু বা কারো সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক সম্বন্ধ নেই। সুতরাং তাঁর সন্তানের কোনো প্রয়োজনই নেই। তিনি তো মরণশীল কোনো সত্তা নন যে, তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়া বা তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য সন্তান প্রয়োজন হবে। অতএব মুশরিকদের মূর্খতা জনিত কথাবার্তার জন্য তাদেরকে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। তাদেরকে তো আল্লাহর নিকট-ই ফিরে যেতে হবে।

৭ রুকূ' (৬১-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যারা মানুষকে আল্লাহর দীনের পথে ডাকে তাদের সকল কর্ম-তৎপরতা এবং যাদেরকে ডাকে তাদের সকল অনুকূল বা প্রতীকূল আচরণ পুংখানুপুংখভাবে আল্লাহর দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে। অতএব

দীনের পথে আহ্বানকারীদের আশংকা বা ভয়ের কোনো কারণ নেই। অনুরূপ যাদেরকে দীনের পথে ডাকা হচ্ছে, তাদেরও আল্লাহর ভয় থেকে বে-পরওয়া হয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

২. আল্লাহর বন্ধুত্বের মর্যাদায় যাঁরা সমাসীন আখিরাতে তাঁদেরকে কোনো শাস্তি স্পর্শ করতে পারবে না আর দুনিয়াতেও তাঁরা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা প্রশান্ত অন্তরের অধিকারী।

৩. ফরয ইবাদাত পালন করার পর নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করা সম্ভব। ফরয ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরয হলো—আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানো।

৪. যে আল্লাহকে সদা-সর্বদা স্মরণে রাখেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেই আল্লাহর হুকুম-আহকামের অনুগত থাকেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা বন্ধু।

৫. আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

৬. দুনিয়াতে যাদের অন্তরে ঈমান ও আল্লাহর ভয় বিদ্যমান, তাদের অন্তরে অন্য কোনো ভয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর আখিরাতে তাদের সফলতার কথা আল্লাহ-ই ঘোষণা করছেন। আর আল্লাহর ঘোষণা কখনো পরিবর্তন হওয়ার নয়।

৭. মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ হলো—তাঁরা বিরোধিদের কটুক্তি-বক্রোক্তিতে দুঃখিত ও হতাশা হবে না।

৮. বিরোধিদের আচরণে নিজেদেরকে অপমানিত বোধ না করাও আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের একটি গুণ; কারণ ইয্যত ও মর্যাদা দানের মালিক আল্লাহ তাআলা।

৯. শিরক মিশ্রিত কোনো ধর্মমত-ই আল্লাহ প্রেরিত হতে পারে না। এসব ধর্মমত মুশরিকদের নিজেদের আন্দায অনুমানের ভিত্তিতে গড়া।

১০. মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই। নবী-রাসূলদের উপস্থাপিত আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন বিধানের বিপরীত কোনো আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি সঠিক হতে পারে না।

১১. আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যাকার সকল কিছুর মালিকানা যেহেতু আল্লাহর সেহেতু তাঁর কোনো শরীক সাব্যস্ত করা জঘন্য অপরাধ।

১২. নবী-রাসূলদের থেকে শ্রুত জ্ঞান-ই একমাত্র নির্ভুল জ্ঞান। ওহীর সূত্র ছাড়া যত প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য দুনিয়াতে বর্তমান আছে তা সবই ভুল হতে বাধ্য। কারণ এসব তত্ত্ব ও তথ্য আন্দায-অনুমান-নির্ভর।

১৩. মাহাসত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য চিন্তা-গবেষণার ভিত্তি হতে হবে ওহী-ভিত্তিক জ্ঞান। চিন্তা-গবেষণার জন্য এর বিকল্প কোনো পথ নেই।

১৪. খৃস্টানদের মূর্খতাজনিত আকীদা হচ্ছে হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা।

১৫. খৃস্টানদের এসব মিথ্যারোপ থেকে আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের অভাব থেকে মুক্ত।

১৬. আখিরাতের কল্যাণ মুশরিকদের জন্য নয়—মু'মিনদের জন্যই নির্ধারিত। মুশরিকদের জন্য আখিরাতে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১২

٧١ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ

৭১. আর আপনি তাদেরকে নূহের[৬৯] বিবরণ পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায় ! যদি অসহনীয় মনে হয়

عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ

তোমাদের নিকট আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াত দ্বারা আমার উপদেশ দান, তবে আমি আল্লাহর উপরই ভরসা রাখি

فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

আর তোমরা তোমাদের শরীকরা সহ নিজেদের কর্তব্য স্থির করে নাও, অতপর তোমাদের কর্তব্য তোমাদের নিকট যেন অস্পষ্ট থেকে না যায়,

৭১ وَ-আর ; اتْلُ-আপনি পাঠ করে শুনিয়ে দিন ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; نَبَاَ-বিবরণ ; نُوْحٍ-নূহের ; اِذْ-যখন ; قَالَ-সে বললো ; لِقَوْمِهٖ-(ل+قوم+ه)-তাঁর সম্প্রদায়কে ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; اِنْ-যদি ; كَانَ كَبُرَ-অসহনীয় মনে হয় ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের নিকট ; مَقَامِىْ-(مقام+ى)-আমার অবস্থান ; وَ-এবং ; تَذْكِيْرِىْ-(تذكير+ى)-আমার উপদেশ দান ; بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-আয়াত দ্বারা ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; فَعَلَى اللّٰهِ-(ف+على+الله)-তবে আল্লাহর উপরই ; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা রাখি ; فَاَجْمِعُوْٓا-(ف+اجمعوا)-আর তোমরা স্থির করে নাও ; اَمْرَكُمْ-(امر+كم)-তোমাদের কর্তব্য ; وَشُرَكَآءَكُمْ-(و+شركاء+كم)-তোমাদের শরীকরাসহ ; ثُمَّ-অতপর ; لَايَكُنْ-যেন থেকে না যায় ; اَمْرُكُمْ-(امر+كم)-তোমাদের কর্তব্য ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের নিকট ; غُمَّةً-অস্পষ্ট ;

৬৯. পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের চিন্তা-বিশ্বাস ও কাজের ভুল-ভ্রান্তি যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ভুল-ভ্রান্তির কারণ এবং তার মুকাবিলায় সত্য-সঠিক ও নির্ভুল কর্মপদ্ধতি কি হতে পারে তা-ও বলে দেয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে এ পদ্ধতি নির্ভুল হওয়ার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর এখানে তাদের অবলম্বিত কর্মনীতি ও আচার-আচরণ এবং তাদের কথার জবাব দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নূহ (আ)-এর কাহিনী শুনানোর জন্য তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَیَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾ فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ

তারপর আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে ফেলো এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।[৭০] ৭২. এরপর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো (থাকতে পারো) আমি তো তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না ;

اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ○

আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর নিকট ছাড়া (কারো নিকট) নেই ; আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলমানদের মধ্যে শামিল থাকি।

﴿٧٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّیْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِی الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا

৭৩. আর তারা তাঁকে (নূহকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, অতপর আমি নাজাত দিলাম তাঁকে এবং তাঁর সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকেও তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলাম, আর ডুবিয়ে দিলাম

الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِیْنَ ○

তাদেরকে যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে ; অতএব দেখুন, কেমন হয়েছিল তাদের পরিণাম যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

ثُمَّ-তারপর ; اقْضُوْٓا-সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে ফেলো ; اِلَیَّ-আমার ব্যাপারে ; وَ-এবং ; لَاتُنْظِرُوْنَ-আমাকে একটুও অবকাশ দিওনা। ﴿٧٢﴾ فَاِنْ-(ف+ان)-এরপর যদি ; تَوَلَّیْتُمْ- তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাকো ; فَمَا سَاَلْتُكُمْ-(ف+ماسالت+كم)-আমি তো তোমাদের নিকট চাইনা ; مِّنْ اَجْرٍ-(من+اجر)-কোনো পারিশ্রমিক ; اَجْرِیَ-আমার পারিশ্রমিক ; اِنْ-তো নেই (কারো নিকট) ; اِلَّا-ছাড়া ; عَلَی-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اُمِرْتُ-আমি আদিষ্ট হয়েছি ; اَنْ-যেন ; اَكُوْنَ-আমি শামিল থাকি ; مِنَ-মধ্যে ; الْمُسْلِمِیْنَ- (ال+مسلمين)-মুসলমানদের। ﴿٧٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ-(ف+كذبوا+ه)-আর তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো; فَنَجَّیْنٰهُ-(ف+نجينا+ه)-অতপর আমি তাকে নাজাত দিলাম ; وَ-এবং; مَنْ-যারা ; مَّعَهٗ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ছিল ; فِی الْفُلْكِ-(فى+ال+فلك)-নৌকায় ; وَ- ও; جَعَلْنٰهُمْ-(جعلنا+هم)-তাদেরকে করলাম ; خَلٰٓئِفَ-স্থলাভিষিক্ত ; وَ-আর ; اَغْرَقْنَا- ডুবিয়ে দিলাম ; الَّذِیْنَ-তাদেরকে যারা ; كَذَّبُوْا-অস্বীকার করেছে ; بِاٰیٰتِنَا-আমার নিদর্শনাবলীকে ; فَانْظُرْ-(ف+انظر)-অতএব দেখুন ; كَیْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُنْذَرِیْنَ-(ال+منذرين)-যাদেরকে সর্তক করা হয়েছিল তাদের।

৭০. এটা ছিল আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ। এ

⑭ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَٰتِ

৭৪. অতপর তাঁর (নূহের) পরে আমি তাদের কওমের নিকট পাঠিয়েছি অনেক রাসূল, যাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ

কিন্তু তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না তার প্রতি, যা তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; এভাবেই আমি মোহর করে দেই

عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ⑮ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

সীমালংঘনকারীদের হৃদয়ে।[৭১] ৭৫. তারপর[৭২] আমি মূসা ও হারূনকে তাদের পরে পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট

⑭ ثُمَّ-অতপর ; بَعَثْنَا-আমি পাঠিয়েছি ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه)-তাঁর পরে ; رُسُلًا-অনেক রাসূল ; إِلَىٰ-নিকট ; قَوْمِهِمْ-(قوم+هم)-তাঁদের কাওমের ; فَجَاءُوهُمْ-(ف+جاءوا+هم)-যাঁরা তাদের কাছে এসেছিলো ; بِالْبَيِّنَٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে ; فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا-(ف+ما كانوا+ليؤمنوا)-কিন্তু তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না ; بِمَا-তার প্রতি যা ; كَذَّبُوا-তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; بِهِ-তার প্রতি ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; نَطْبَعُ-আমি মোহর করে দেই ; عَلَىٰ قُلُوبِ-(على+قلوب)-হৃদয়ে ; الْمُعْتَدِينَ-(ال+معتدين)-সীমালংঘনকারীদের। ⑮ ثُمَّ-তারপর ; بَعَثْنَا-আমি পাঠিয়েছিলাম ; مِنْ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-এদের পরে ; مُوسَىٰ-মূসা ; وَ-ও ; هَٰرُونَ-হারূনকে ; إِلَىٰ-নিকট ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ;

চ্যালেঞ্জের অর্থ হলো—আমি আমার কাজ থেকে এক বিন্দুও সরবো না, তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পারো। আমার ভরসাতো একমাত্র আল্লাহর উপর।

৭১. 'সীমালংঘনকারী' দ্বারা সেসব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কোনো কারণে একবার ভুল করার পর তাতেই সে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চায়। যত প্রকার চেষ্টা করা হোক না কেন। যত প্রকার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণই তার সামনে পেশ করা হোক না কেন? সে তা মানতে রাজী নয়। এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহর অভিসম্পাতের যোগ্য। সত্য ও হিদায়াতের পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না।

৭২. সূরা আল আ'রাফের ১৩ রুকূ' থেকে ২০ রুকূ' পর্যন্ত ক্রমাগত মূসা (আ) ও ফিরাউনের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (উক্ত অংশ দ্রষ্টব্য)

وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

ও তার পারিষদবর্গের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে, কিন্তু তারা অহংকার করলো,[৭৩] আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

৭৬ فَلَمَّا جَاۤءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৬. অতপর যখন আমার পক্ষ হতে তাদের নিকট সত্য এসে পৌঁছলো, তারা বললো—এটাতো অবশ্যই সুস্পষ্ট যাদু।[৭৪]

৭৭ قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ

৭৭. মূসা বললেন—তোমরা কি সত্য সম্পর্কে বলছো, যখন তা তোমাদের নিকট পৌঁছেছে—এটা কি যাদু ? অথচ সফলতা লাভ করে না

وَ-ও ; مَلَائِهٖ-(ملا+ه)-তাঁর পারিষদ বর্গের নিকট ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে ; فَاسْتَكْبَرُوْا-(ف+استكبروا)-কিন্তু তারা অংহকার করলো ; وَ-আর ; كَانُوْا-তারা ছিল ; قَوْمًا-সম্প্রদায় ; مُّجْرِمِيْنَ-অপরাধী। ৭৬ فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; جَاۤءَهُمُ-(جاء+هم)-তাদের নিকট এসে পৌঁছল ; الْحَقُّ-(ال+حق)-সত্য ; مِنْ عِنْدِنَا-(من+عند+نا)-আমার পক্ষ হতে ; قَالُوْۤا-তারা বললো ; اِنَّ-অবশ্যই ; هٰذَا-এটাতো ; لَسِحْرٌ-যাদু ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। ৭৭ قَالَ-বললেন ; مُوْسٰى-মূসা ; اَتَقُوْلُوْنَ-(ا+تقولون)-তোমরা কি বলছো ? ; لِلْحَقِّ-(ل+ال+حق)-সত্য সম্পর্কে ; لَمَّا-যখন ; جَاۤءَكُمْ-(جاء+كم)-তা তোমাদের নিকট পৌঁছেছে ; اَسِحْرٌ هٰذَا-(ا+سحر+هذا)-এটা কি যাদু ; وَ-অথচ ; لَا يُفْلِحُ-সফলতা লাভ করে না ;

৭৩. অর্থাৎ তারা আল্লাহর বান্দাহ হওয়া থেকে নিজেদেরকে উচ্চমর্যাদার অধিকারী মনে করলো। নিজেদের ধন-সম্পদ, শান-শওকত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির নেশায় আল্লাহর আনুগত্যে মাথা নত করার পরিবর্তে আল্লাহর বিরোধীতায় মেতে উঠলো।

৭৪. রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তারা সেই কথা-ই বলেছিল যা মূসা (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে ফিরাউনের সম্প্রদায় বলেছিল। আর তাহলো—'এতো প্রকাশ্য যাদু'। মূলত সকল নবী-রাসূল একই দাওয়াত নিয়ে মানুষের নিকট এসেছেন। তাঁদের নবুওয়াতের নিদর্শন দেখে যারা ঈমান আনার ছিল তারা ঈমান এনেছে ; কিন্তু বিরোধীরা নবী-রাসূলদের মু'জিযাকে 'যাদু' বলে উপেক্ষা করেছে। হযরত নূহ (আ) থেকে শুরু করে পরবর্তী নবী-রাসূলদের সাথে বিরুদ্ধবাদীরা একই আচরণ করেছে। সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের সারকথা

السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا

যাদুকররা।[৭৫] ৭৮. তারা বললো—তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছো যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছি তা থেকে আমাদের বিপথগামী করবে ?

وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ ۗ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ○

এবং দেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে তোমাদের দু'জনের ;[৭৬] কিন্তু আমরা তো তোমাদের প্রতি মোটেই বিশ্বাসী নই।

-(ا+جئت+نا)-اَجِئْتَنَا-(ال+سحرون)-السّٰحِرُوْنَ-যাদুকররা। ﴿٧٨﴾ قَالُوْٓا-তারা বললো ; তুমি কি আমাদের নিকট এসেছো ; لِتَلْفِتَنَا-(ل+تلفت+نا)-এজন্য যে, তুমি আমাদেরকে বিপথগামী করবে ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে ; وَجَدْنَا-আমরা পেয়েছি ; عَلَيْهِ-যার উপর ; اٰبَآءَنَا-(ابا+نا)-আমাদের বাপ-দাদাদেরকে ; وَ-এবং ; تَكُوْنَ-প্রতিষ্ঠিত হবে ; لَكُمَا-তোমাদের দু'জনের ; الْكِبْرِيَآءُ-আধিপত্য ; فِي الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দেশে ; وَ-কিন্তু ; مَا-মোটেই নই ; نَحْنُ-আমরা তো ; لَكُمَا -তোমাদের প্রতি ; بِمُؤْمِنِيْنَ-বিশ্বাসী।

ছিল—তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহকেই একমাত্র 'ইলাহ' ও 'রব' মেনে নাও এবং এ জীবনের পরবর্তী জীবনে তোমাদের সকলকে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে এ জীবনের সকল কাজের পুংখানুপুংখ হিসেব অবশ্যই দিতে হবে—এটাকে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করো। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে, তারা কল্যাণ লাভ করেছে। আর যারা এটাকে উপেক্ষা-অমান্য করেছে তারাই ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়েছে।

৭৫. যাদুকররা কল্যাণ পেতে পারে না। কারণ তারা কখনো মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে না। তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কিছু ভেল্কিবাজী দেখিয়ে কিছু লোকের মনোরঞ্জন করে নিজেদের আর্থিক সুবিধা আদায় করে। তারা কখনো নিঃস্বার্থ ও নির্ভিকভাবে কোনো স্বৈরশাসকের দরবারে এসে তাকে হিদায়াতের দাওয়াত দিতে পারে না, পারে না তাকে কঠোরভাবে তার গুমরাহীর জন্য তিরস্কার করতে। অপরদিকে নবী-রাসূলগণ নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে আল্লাহর অনুগত হয়ে নিজেদের কর্মনীতি সংশোধনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। তাঁদের দ্বারা সংঘটিত অস্বাভাবিক কার্যকলাপ তাঁদের নবুওয়াতের প্রমাণ। সুতরাং নবীদের মু'জিযা ও যাদু এক হতে পারে না। তোমরা মু'জিযাকে যাদু মনে করে নির্বোধের মতই আচরণ করছো।

৭৬. মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর দাওয়াতের ফলে ফিরাউন তার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব হারাবার ভয় করেছিল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে, মূসা ও হারূনের দাওয়াতে

৭৯ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ۝٨٠ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ

৭৯. আর ফিরাউন বললো—তোমরা প্রত্যেক সুবিজ্ঞ যাদুকরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। ৮০. তারপর যখন যাদুকররা এলো

قَالَ لَهُمْ مُوسٰى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝٨١ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى

মূসা তাদেরকে বললেন—তোমরা যার নিক্ষেপকারী তা নিক্ষেপ করো।
৮১. অতপর তারা যখন নিক্ষেপ করলো, মূসা বললেন—

مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ

তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (সবইতো) যাদু ;[৭৭] আল্লাহ অবশ্যই এসব অচিরেই বাতিল করে দেবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ কার্যকর করেন না

عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝٨٢ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ। ৮২. আল্লাহ তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে সত্যে পরিণত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

৭৯ وَ-আর ; قَالَ-বললো ; فِرْعَوْنُ-ফিরাউন ; ائْتُونِي-(ائتوا+نى)-তোমরা নিয়ে এসো আমার নিকট ; بِكُلِّ-প্রত্যেক ; سٰحِرٍ-যাদুকরকে ; عَلِيمٍ-সুবিজ্ঞ। ৮০ فَلَمَّا -তারপর যখন ; جَاءَ-এলো ; السَّحَرَةُ-(ال+سحرة)-যাদুকররা ; قَالَ-বললেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; مُوسٰى-মূসা ; أَلْقُوا-তোমরা নিক্ষেপ করো ; مَا-তা যার ; أَنْتُمْ-তোমরা ; مُلْقُونَ-নিক্ষেপকারী। ৮১ فَلَمَّا-অতপর যখন ; أَلْقَوْا-তারা নিক্ষেপ করলো ; قَالَ-বললেন ; مُوسٰى-মূসা ; مَا-যা ; جِئْتُمْ بِهِ-তোমরা নিয়ে এসেছো ; السِّحْرُ-(ال+سحر)-তা (সবই তো) যাদু ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; سَيُبْطِلُهُ-(سيبطل+ه)-অচিরেই তা বাতিল করে দেবেন ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يُصْلِحُ-কার্যকর করেন না ; عَمَلَ-কাজ ; الْمُفْسِدِينَ-(ال+مفسدين)-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের। ৮২ وَ-আর ; يُحِقُّ -সত্যে পরিণত করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْحَقَّ-সত্যকে ; بِكَلِمٰتِهِ-(ب+كلمت+ه)-তাঁর বাণীর মাধ্যমে ; وَلَوْ-যদিও ; كَرِهَ-অপসন্দ করে তা ; الْمُجْرِمُونَ-(ال+مجرمون)-অপরাধীরা।

মানুষ যদি সাড়া দেয় তাহলে তার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব বিপন্ন হবে। এতে এটা প্রমাণিত হয় যে, মূসা ও হারূন (আ)-এর দাবী শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের মুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং তাঁদের দাওয়াতের লক্ষ্য ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও কর্মনীতি

সংশোধনও ছিল। আর এজন্যই ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ, তাদের ধর্মীয় নেতারা তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকায় ভীত হয়ে পড়েছিল।

৭৭. অর্থাৎ তোমাদের দেখানো কর্মকাণ্ডই যাদু। আমার দেখানো ব্যাপারগুলো যাদু নয়—এগুলো আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। তোমাদের ভেল্কিবাজী এখনই বাতিল বলে প্রমাণিত হবে।

৮ রুকূ' (৭১-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নূহ (আ)-এর কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

২. আল্লাহর দীনের পথে অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে চলা ঈমানের দাবী—বিরোধিতার প্রকার ও মাত্রা যত তীব্রই হোক না কেন।

৩. দীনী দাওয়াতের কাজে ব্যয়িত সময়, শ্রম ও অর্থ-সম্পদের বিনিময় একমাত্র আল্লাহর নিকটই প্রাপ্য—এ বিশ্বাস নিয়েই দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

৪. যুগে যুগে আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম থেকে শিক্ষা লাভ করা মু'মিনদের ঈমানের মজবুতির জন্য একান্ত আবশ্যক।

৫. নূহ (আ) এবং মূসা (আ)-এর কাহিনী থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথে সর্বযুগে আল্লাহদ্রোহী শাসকগোষ্ঠী প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. নবী-রাসূলদের ঘটনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, হক ও বাতিলের সংগ্রামে পরিণামে ঈমানদার তথা হকপন্থীরা-ই বিজয়ী হয়।

৭. নবী-রাসূলদেরকে বাতিলপন্থীরা সকল যুগেই ক্ষমতালোভী বলে অভিযুক্ত করেছে।

৮. হকের বিরুদ্ধে বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল নস্যাৎ হতে বাধ্য—এটাই আল্লাহর বিধান।

৯. বাতিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহর দীনকে তিনি অবশ্যই বিজয় দান করবেন—এটাই স্বতঃসিদ্ধ।

১০. সকল প্রকার দ্বিধা-সংকোচকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অবিচল নিষ্ঠার সাথে দীনের পথে এগিয়ে যাওয়াই অত্র রুকূ'র মূল শিক্ষা।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-১০

٨٣ فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰىٓ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

৮৩. অতপর মূসার প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের যুবকদের একটি অংশ[৭৮] ছাড়া কেউ আনুগত্য প্রকাশ করলো না[৭৯]—এ ভয়ে যে ফিরাউন

وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ

ও তাদের সরদাররা তাদেরকে নির্যাতন করবে ; আর ফিরাউন তো অবশ্যই দেশে পরাক্রমশালী ;

٨٣ فَمَآ اٰمَنَ-(ف+ما امن)-অতপর কেউ আনুগত্য প্রকাশ করলো না ; لِمُوْسٰىٓ-(ل+موسى)-মূসার প্রতি ; اِلَّا-ছাড়া ; ذُرِّيَّةٌ-একটি অংশ ; مِّنْ قَوْمِهٖ-(من+قوم+ه)-তার সম্প্রদ্রায়ের ; عَلٰى خَوْفٍ-এ ভয়ে যে ; مِّنْ فِرْعَوْنَ-ফিরাউন ; وَ-ও ; مَلَا۟ئِهِمْ-(ملاء+هم)-তাদের সরদাররা ; اَنْ يَّفْتِنَهُمْ-(ان يفتن+هم)-তাদেরকে নির্যাতন করবে ; وَ-আর ; اِنَّ-অব্যশই ; فِرْعَوْنَ-ফিরাউন তো ; لَعَالٍ-(ل+عال)-পরাক্রমশালী ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দেশে ;

৭৮. কুরআন মজীদে উল্লিখিত ذُرِّيَّةٌ শব্দের অর্থ সন্তান-সন্ততি। মূলত মূসা (আ)-এর দাওয়াতে কিছু যুবক শ্রেণী লোকই সাড়া দিয়েছিল। (পিতা-মাতা ও চাচা-চাচীর স্তরের লোকেরা মুসার আনুগত্যের সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত ছিল। তারা যে শুধু আনুগত্য করেনি তা নয়, তারা যুবক শ্রেণীকে ফিরাউনের নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে মূসার প্রতি আনুগত্য দেখানো থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিল। বস্তুত সকল যুগেই নবীদের দাওয়াতে সাড়া দেয়ার কাজটা ঝুঁকিপুর্ণ বিধায় প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের পক্ষে সাহসিকতার সাথে ঝুঁকি গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। যুবকদের পক্ষেই সমসাময়িক সমাজ-সভ্যতা ও প্রবল ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে সাহসিকতার সাথে এরূপ ঝুঁকি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সময়েও প্রথমদিকে যারা ঈমান এনেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন যুবক। তখনকার সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বেশির ভাগের বয়স ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে ছিল। আবার অনেকের বয়স ২০-এর নিচেও ছিল। অল্প কয়েকজন ছিলেন ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে। তৎকালীন গোটা মুসলিম সমাজে আম্মার ইবনে ইয়াসার নামক সাহাবী-ই রাসূলুল্লাহর সমবয়স্ক ছিলেন।

৭৯. মূসা (আ)-এর প্রতি যে কয়জন যুবক আনুগত্য দেখিয়েছিল তারা ছাড়া বনী

وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ

এবং নিশ্চিত সে সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৮০] ৮৪. আর মূসা বললেন—হে আমার কওম! তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো,

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

তবে তাঁর উপরই ভরসা রাখো—যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।[৮১] ৮৫. তখন তারা বললো[৮২]—আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা রাখলাম ;

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের নির্যাতনের পাত্র[৮৩] করবেন না। ৮৬. এবং আমাদেরকে আপনার রহমতে রক্ষা করুন

وَ-এবং ; اَنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চিত সে ; لَمِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُسْرِفِينَ-(ال+مسرفين)-সীমালংঘনকারীদের। ৮৪ وَ-আর ; قَالَ-বললেন ; مُوسَىٰ-মূসা ; يَٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার কাওম ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ-তোমরা ঈমান এনে থাকো ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; فَعَلَيْهِ-(ف+على+ه)-তবে তার উপরই ; تَوَكَّلُوٓا-তোমরা ভরসা করো ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-হয়ে থাকো ; مُسْلِمِينَ-মুসলিম। ৮৫ فَقَالُوا-(ف+قالوا)-তখন তারা বললো ; عَلَى اللّٰهِ-আল্লাহর উপরই ; تَوَكَّلْنَا-আমরা ভরসা রাখলাম ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক! ; لَا تَجْعَلْنَا-আমাদেরকে করবেন না ; فِتْنَةً-নির্যাতনের পাত্র ; لِلْقَوْمِ-(ل+ال+قوم)-সম্প্রদায়ের জন্য ; الظَّالِمِينَ-যালিম। ৮৬ وَ-এবং ; نَجِّنَا-আমাদরেকে রক্ষা করুন ; بِرَحْمَتِكَ-(ب+رحمة+ك)-আপনার রহমতে ;

ইসরাঈলের অন্য লোকেরা সকলেই কাফির ছিল না। বরং তারা ফিরাউন ও তাদের সরদার মাতব্বরদের ভয়ে মূসার প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন-সহযোগিতা দেখিয়ে নিজেদেরকে বিপদের মুখে ফেলতে রাজী হলো না। কাজেই এমন সন্দেহ করা যথার্থ নয় যে, উল্লিখিত কয়েকজন যুবক ছাড়া বনী ইসরাঈলের বাকী সব লোকই কাফির ছিল।

৮০. 'সীমালংঘনকারী' দ্বারা এমন লোক বুঝায়, যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য যুল্ম, চরিত্রহীনতা, বর্বরতা ও অমানুষিকতা করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। এতে সে কোনো ন্যায়-নীতির সীমা-রেখা মানতে রাজী নয়।

৮১. এতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বনী ইসরাঈলের গোটা জাতিই মুসলমান ছিল। আর এজন্যই মূসা (আ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন—তোমরা যদি মুসলমান

مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ

কাফির সম্প্রদায় থেকে। ৮৭. অতপর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তোমরা তৈরি করে নাও

لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ

মিসরে তোমাদের কওমের জন্য কিছু ঘর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে নাও ও সালাত কায়েম করো ;[৮৪]

مِنَ-থেকে ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-সম্প্রদায় ; الْكٰفِرِيْنَ-(ال+كفرين)-কাফির। ⑧৭ وَ-অতপর ; اَوْحَيْنَآ-আমি ওহী পাঠালাম ; اِلٰى-প্রতি ; مُوْسٰى-মূসা ; وَ-ও ; اَخِيْهِ-(اخى+ه)-তার ভাইয়ের ; اَنْ-যে ; تَبَوَّاٰ-তোমরা তৈরি করে নাও ; لِقَوْمِكُمَا-(ل+قوم+كما)-তোমাদের কাওমের জন্য ; بِمِصْرَ-(ب+مصر)-মিসরে ; بُيُوْتًا-কিছু ঘর ; وَّ-এবং ; اجْعَلُوْا-বানিয়ে নাও ; بُيُوْتَكُمْ-(بيوت+كم)-তোমাদের ঘরগুলোকে ; قِبْلَةً-ইবাদাতের স্থান ; وَ-ও ; اَقِيْمُوا-কায়েম করো ; الصَّلٰوةَ-সালাত ;

হয়ে থাকো যেমন তোমরা দাবী করছো, তবে ফিরাউনের শক্তি-ক্ষমতাকে ভয় না করে আল্লাহর উপরই তোমরা ভরসা করো। এটাই তোমাদের মুসলমান হওয়ার দাবীর সাথে সামঞ্জস্যশীল।

৮২. যে কয়জন যুবক মূসা (আ)-এর আনুগত্য গ্রহণ করেছিল এটা তাদেরই কথা। 'তারা বললো' বলে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

৮৩. এখানে 'যালিম' দ্বারা বাতিল শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তৎসঙ্গে সেসব বক ধার্মিকরাও যালিমের অন্তর্ভুক্ত যারা সত্য দীনকে মানে বলে মুখে দাবী করে বটে কিন্তু বাতিল ও অত্যাচারী শাসকদের মুকাবিলায় সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে অপ্রয়োজনীয় ও নির্বুদ্ধিতা মনে করে। তারা সত্য দীনের সাথে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতাকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তারা সত্য দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদেরকে বিভ্রান্ত ও অন্যায়কারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টাও করে। তাদের মতে এত বড় শক্তির সাথে সংঘর্ষ বাঁধানো নিতান্ত বোকামী, শরীয়ত নিজেদেরকে এভাবে ধ্বংস করার অনুমতি দেয় না। তারা মনে করে, বাতিল শাসকেরা যেসব আকীদা-বিশ্বাস ও দীনী আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অনুমতি দেয় তা পালন করলেই দীনের নিম্নতম দাবী পূরণ হয়ে যায়। তৃতীয় একটি দল যারা সাধারণ জনতা, তারা দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যাদের দাপট বেশী দেখা যায় তাদেরকে সমর্থন করে—তারা হক হোক বা বাতিল তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। এরাও উল্লিখিত 'যালিম'দের মধ্যে শামিল। এ পর্যায়ে সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ

আর মু'মিনদেরকে দাও সুসংবাদ।[৮৫] ৮৮. আর মূসা বললেন[৮৬]—হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আপনি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গকে দিয়েছেন

زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا

দুনিয়াতে সৌন্দর্যের উপকরণ[৮৭] ও ধন-সম্পদ ;[৮৮] হে আমাদের প্রতিপালক! যদ্বারা তারা গুমরাহ করে (লোকদেরকে) আপনার পথ থেকে ; হে আমাদের প্রতিপালক!

وَ-আর ; بَشِّرِ-সুসংবাদ দাও ; الْمُؤْمِنِينَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদেরকে। ⑧৮ وَ-আর ; قَالَ-বললেন ; مُوسَىٰ-মূসা ; رَبَّنَا-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক ; إِنَّكَ-(ان+ك)-অবশ্যই আপনি ; آتَيْتَ-দিয়েছেন ; فِرْعَوْنَ-ফিরাউন ; وَ-ও ; مَلَأَهُ-তার পারিষদবর্গকে ; زِينَةً-সৌন্দর্যের উপকরণ ; وَ-ও ; أَمْوَالًا-ধনসম্পদ ; فِي الْحَيَاةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; لِيُضِلُّوا-যদ্বারা তারা গুমরাহ করে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيلِكَ-(سبيل+ك)-আপনার পথ ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ;

নিয়োজিত ব্যক্তিদের সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, বিপদ-মসীবত, দুর্বলতা-অক্ষমতা ও ব্যর্থতা উপরোল্লিখিত দু' শ্রেণীর লোকদের জন্য 'ফিতনা' তথা বিপদ হয়ে থাকে। সত্যের সংগ্রামীদের কোনো ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা এবং তাদের কোনো একজনের নৈতিক বিচ্যুতি উল্লিখিত লোকদের জন্য বাতিলের ব্যবস্থাধীনে থাকার বাহানাও হয়ে পড়ে। আর এভাবে দীনী আন্দোলন একবার ব্যর্থ হয়ে গেলে দীর্ঘদিন আর কোনো আন্দোলন গড়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে না। এজন্যই মূসা (আ)-এর অনুগত লোকেরা দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমরা যেন যালিমদের জন্য 'ফিতনা' তথা যুল্মের পাত্র না হয়ে পড়ি। আমাদেরকে ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে রক্ষা করুন ; আমাদের প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করুন ; আমাদের সংগ্রাম দ্বারা আপনার দীন যেন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং আপনার সৃষ্টিলোকের জন্য তা যেন কল্যাণকর হয়।

৮৪. মিসরে কতেক ঘর তৈরি এবং সেগুলোকে কিবলা বানিয়ে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের বিধান তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ ছিল তৎকালীন মিসরের ফিরাউনী সরকারের নির্যাতন-নিষ্পেষণ এবং বনী ইসরাঈলে নিজেদের ঈমানী দুর্বলতা। যার ফলে তাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন ও আভ্যন্তরীণ শৃংখলা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। আর এজন্যই মূসা (আ)-কে উল্লেখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে করে তাদের তৈরি এসব ঘরকে গোটা জাতির জন্য ইবাদাতগাহ ও সম্মিলিত কেন্দ্র হিসেবে

اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا

তাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দিন এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন, কেননা তারা ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা দেখে

الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৮৯] ৮৯. তিনি (আল্লাহ) বললেন—নিসন্দেহে তোমাদের দোয়া কবুল করে নেয়া হলো, অতএব তোমরা দৃঢ় থাকো এবং কখনো অনুসরণ করো না

اطْمِسْ-বিনষ্ট করে দিন ; عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ-(على+اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ ; وَ - এবং ; اشْدُدْ-কঠিন করে দিন ; عَلٰى قُلُوْبِهِمْ-(على+قلوب+هم)-তাদের অন্তরকে ; فَلَا يُؤْمِنُوْا-(ف+لايؤمنوا)-কেননা তারা ঈমান আনবে না ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَرَوُا - তারা দেখে ; الْعَذَابَ-(ال+عذاب)-শাস্তি ; الْاَلِيْمَ-(ال+اليم)-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٨٩﴾ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; قَدْ اُجِيْبَتْ-নিসন্দেহে কবুল করে নেয়া হলো ; دَّعْوَتُكُمَا-(دعوة+كما)-তোমাদের দোয়া ; فَاسْتَقِيْمَا-(ف+استقيما)-অতএব তোমরা দৃঢ় থাকো ; وَ-এবং ; لَا تَتَّبِعٰٓنِّ-কখনো তোমরা অনুসরণ করো না ;

গড়ে তোলা যায়, এবং জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার বিধানকে পুনপ্রর্বতনের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের মধ্যকার অনৈক্য-বিশৃঙ্খলা দূর করে একটি মজবুত ইসলামী সমাজ গড়া সম্ভব হয়। বস্তুত শান্তিপূর্ণ ইসলামী সমাজ গড়ার জন্য জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা এক অপরিহার্য বিধান।

৮৫. মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান করার অর্থ—তাদের মধ্যে যে নৈরাশ্য, ভয়-ভীতি ও প্রাণহীনতা রয়েছে তা দূর করে তাদের মধ্যে আশাবাদ সৃষ্টি করা।

৮৬. মূসা (আ)-এর এ দোয়া ছিল তাঁর মিসরে অবস্থানকালে শেষ দিকের ব্যাপার। আর পূর্বেকার আলোচনা ছিল তাঁর দাওয়াতী আন্দোলনের প্রথম দিককার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। মধ্যখানের কয়েক বছরের ঘটনাবলী অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ সৌন্দর্যের উপকরণ তথা জাঁক-জমক, সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য যার ফলে মানুষ তাদের প্রতি ও তাদের অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সবাই তাদের মতই হতে চায়।

৮৮. ধন-সম্পদ বলতে সেসব উপায়-উপকরণ বুঝানো হয়েছে যার পর্যাপ্ততার কারণে বাতিল শক্তি তাদের ইচ্ছা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পায় এবং সত্যপন্থী লোকেরা যার অভাবে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয় না।

سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٨٩ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ

তাদের পথ যারা কিছুই জানে না।[৮৯] ৯০. আর আমি পার করে দিলাম বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ

অতপর ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী বাড়াবাড়ি ও নির্যাতন করার লক্ষে তাদের অনুগমন করলো ; অবশেষে যখন সে ডুবতে লাগলো

قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا۠

(তখন) বললো—আমি অবশ্যই ঈমান আনলাম যে, সেই মহান সত্তা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে আর আমি

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٩٠ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।[৯০] ৯১. (আল্লাহ বললেন) এখন! অথচ একটু আগেও তুমি নাফরমানী করেছ এবং তুমি ছিলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

سَبِيلَ-পথ ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; لَا يَعْلَمُونَ-কিছুই জানে না। (৯০) وَ-আর ; جَاوَزْنَا-আমি পার করে দিলাম ; بَنِي إِسْرَائِيلَ-বনী ইসরাঈলকে ; الْبَحْرَ-(ال+بحر)-সমুদ্র ; فَأَتْبَعَهُمْ-(ف+اتبع+هم)-অতপর তাদের অনুগমণ করলো ; فِرْعَوْنُ-ফিরাউন ; وَ-ও ; جُنُودُهُ-(جنود+ه)-তার সৈন্যবাহিনী ; بَغْيًا-বাড়াবাড়ি (করার লক্ষ্যে) ; وَ-ও ; عَدْوًا-নির্যাতন করার লক্ষ্যে ; حَتَّىٰ-অবশেষে ; إِذَا-যখন ; أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ-(ادرك+ه+ال+غرق)-সে ডুবতে লাগলো ; قَالَ-সে (ফিরাউন) বললো ; آمَنتُ-আমি ঈমান আনলাম যে ; أَنَّهُ-অবশ্যই ; لَا-নেই ; إِلَٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; الَّذِي-সেই মহান সত্তা ; آمَنَتْ-ঈমান এনেছে ; بِهِ-যার প্রতি ; بَنُو إِسْرَائِيلَ-বনী ইসরাঈল ; وَ-আর ; أَنَا-আমি ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُسْلِمِينَ-(ال+مسلمين)-মুসলিমদের। (৯১) آلْآنَ-এখন! ; وَ-অথচ ; قَدْ-অবশ্যই; عَصَيْتَ-তুমি নাফরমানী করেছ ; قَبْلُ-একটু আগেও; وَ-এবং; كُنتَ-তুমি ছিলে ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُفْسِدِينَ-(ال+مفسدين)-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

৮৯. ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, মূসা (আ)-এর এ বদদোয়া ছিল তাঁর মিসরে অবস্থানের শেষ পর্যায়ের। অর্থাৎ তিনি যখন দেখলেন যে, বারবার সত্য দীনের প্রমাণ স্বরূপ অনেক নিদর্শন দেখার পরও সত্য দীনের বিরুদ্ধতায় ফিরাউন ও তার দলবল

৯২ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ

৯২. তবে আমি আজ তোমার দেহটিকে রক্ষা করবো, যাতে তুমি নিদর্শন হয়ে থাকো ; যারা তোমার পরবর্তী তাদের জন্য[৯২]

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ۝

আর অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্পর্কে গাফিল।[৯৩]

৯২ فَالْيَوْمَ-(ف+ال+يوم)-তবে আজ ; نُنَجِّيكَ-আমি রক্ষা করবো ; بِبَدَنِكَ-(ب+بدن+ك)-তোমার দেহটিকে ; لِتَكُونَ-যাতে তুমি হয়ে থাকো ; لِمَنْ-তাদের জন্য যারা ; خَلْفَكَ-(خلف+ك)-তোমার পরবর্তী ; آيَةً-নিদর্শন ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; كَثِيرًا-অনেকেই ; مِنَ-মধ্যে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; عَنْ-সম্পর্কে ; آيَاتِنَا-(ايت+نا)-আমাদের নিদর্শন ; لَغَافِلُونَ-গাফিল।

অটল হয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় কুফরী নীতিতে অটল লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা নবীর দোয়ায় কার্যকর হয়ে যায়।

৯০. এখানে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে সেই লোকদের মত ভুল ধারণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন, যারা আল্লাহর কল্যাণ ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে না, যারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানেনা। এসব লোক বাতিল আদর্শের মুকাবিলায় সত্য দীনের দুর্বলতা এবং সত্যদীন প্রতিষ্ঠা সংগ্রামকারী লোকদের ক্রমাগত ব্যর্থতা ও বাতিলের জাঁক-জমক দেখে ধারণা করে যে, সম্ভবত আল্লাহ-ই চান, বাতিল শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী হয়ে থাকুক- সত্যপন্থীদেরকে সাহায্য করতে আল্লাহ-ই ইচ্ছুক নন। এদের ধারণা হলো—দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা অর্থহীন ; কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান যা করতে বাতিল শক্তি অনুমতি দেয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আল্লাহ বলছেন যে, অজ্ঞ লোকদের মত তোমাদের মনে যেন ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

৯১. ফিরাউন যখন পানিতে ডুবে যাচ্ছিল তখন সে একথা বলেছিল ; কিন্তু মৃত্যু যখন শিয়রে উপস্থিত তখনতো আর ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"আল্লাহ তাআলা বান্দাহর তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর ঊর্ধশ্বাস আরম্ভ না হয়।" কারণ তখন কর্মজগত তথা দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যায় এবং আখিরাতের হুকুম-আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। এ সময় কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়, ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়।

৯২. ফিরাউনের লাশ বর্তমানে মিসরের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সীন উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে যেখানে ফিরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেই স্থানের বর্তমান নাম

হিলো 'ফিরাউন পর্বত'। নিকটেই অবস্থিত একটি উষ্ণ কূপের নাম 'ফিরাউনের হাম্মাম' বা ফিরাউনের স্নানাগার। ১৯০৭ সালে ফিরাউনের লাশের মমির আবরণ খোলা হলে লাশের উপর লবণের আস্তরণ দেখা যায়। ফিরাউন যে লবণাক্ত পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

৯৩. দুনিয়াতে সর্বযুগেই আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন ; কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা থেকে হিদায়াত লাভ করে না। তারা এ সম্পর্কে গাফিল থেকে যায়।

৯ রুকূ' (৮৩-৯২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল নবী-রাসূলের দীনী দাওয়াতে সে যুগের যুবক শ্রেণীই প্রথমত সাড়া দিয়েছে। সুতরাং ইসলামী বিপ্লবের মূল শক্তি যুবকরাই।

২. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৃঢ়তা ও সফলতার জন্য আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে।

৩. দীনী আন্দোলনের সকল পরিস্থিতিতে সবাইকে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে।

৪. সকল নবী-রাসূলের উম্মতের উপর জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা ফরয ছিল। আমাদের উপরও জামায়াতের সাথেই নামায ফরয হয়েছে।

৫. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-সংহতি এবং একটি শান্তিপূর্ণ ইসলামী সমাজ গড়া প্রধানত জামায়াতের সাথে নামায প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল।

৬. মু'মিনদের মনে কখনো নৈরাশ্য, ভয়-ভীতি ও প্রাণহীনতা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তারা সর্বদাই প্রশান্ত-অন্তরের অধিকারী হয়।

৭. ধন-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিতে বাধার সৃষ্টি করে।

৮. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য যারা অর্জন করেছে তাদেরকে এ পথে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সাময়িক কোনো ব্যর্থতা বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা কারো পদস্খলনের কারণে এ আন্দোলন থেকে নিষ্ক্রীয় বা সরে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

৯. ইসলামী আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সকল বিপদ-মসীবতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার দৃঢ় আশা অন্তরে জাগরুক রেখেই কাজ করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে।

১০. নিজেদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুনাহের জন্য সদা-সর্বদা তাওবা করতে হবে। মনে রাখতে হবে মৃত্যুপথ যাত্রীর তাওবা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

১১. আল্লাহ তাআলা ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে নীল নদীতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন, এভাবে সকল যুগের বাতিল শক্তিকে পর্যুদস্ত করবেন—এ বিশ্বাস অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে।

১২. আল্লাহ তাআলাকে জানা ও মানার জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অনেকেই এ সম্পর্কে বে-খবর থাকবে। এমন লোকদের জন্য হিদায়াত লাভ ভাগ্যে নেই। সুতরাং এমন লোকদের ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১১

৯৩ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ

৯৩. আর আমি বনী ইসরাঈলকে যথোপযুক্ত স্থানে পুনর্বাসন করলাম[৯৪] এবং পবিত্র ও উত্তম বস্তু থেকে তাদেরকে রিয্ক দান করলাম ;

فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ

অতপর তারা মতভেদ করেনি যতক্ষণ না তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান এসে পৌছলো ;[৯৫] নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ফায়সালা করে দেবেন তাদের মধ্যে

فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ৯৪ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ

সেই বিষয়ে যাতে তারা মতভেদ করতো। ৯৪. আর আপনি যদি সে সম্বন্ধে সন্দেহে থাকেন যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি

৯৩ وَ-আর ; لَقَدْ بَوَّأْنَا-আমি পুনর্বাসন করলাম ; بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ-বনী ইসরাঈলকে ; مُبَوَّأَ-স্থানে ; صِدْقٍ-যথোপযুক্ত ; وَ-এবং ; رَزَقْنَٰهُمْ-(رزقنا+هم)-রিয্ক দান করলাম তাদেরকে ; مِنَ-থেকে ; ٱلطَّيِّبَٰتِ-(ال+طيبت)-পবিত্র ও উত্তম বস্তু ; فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟-(ف+ما اختلفوا)-অতপর তারা মতভেদ করেনি ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; جَآءَهُمُ-(جاء+هم)-তাদের নিকট এসে পৌছলো ; ٱلْعِلْمُ-(ال+علم)-প্রকৃত জ্ঞান ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; يَقْضِي-ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; يَوْمَ-দিন ; ٱلْقِيَٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; فِيمَا-সেই বিষয়ে ; كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ-(كانوا+فيه+يختلون)-যাতে তারা মতভেদ করতো। ৯৪ فَإِنْ-(ف+ان)-আর যদি ; كُنتَ-আপনি থাকেন ; فِي شَكٍّ-(فى+شك)-সন্দেহে ; مِّمَّآ-(من+ما)-সেই সম্বন্ধে যা ; أَنزَلْنَآ-আমি নাযিল করেছি ; إِلَيْكَ-(الى+ك)-আপনার প্রতি ;

৯৪. আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে মিসরের ফিরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করে ফিলিস্তীনে পুনর্বাসন করেছেন। এখানে সেই দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

৯৫. আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে সত্য দীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করেছিলেন। সত্য দীনের নীতি, তার দাবী এবং দীনের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব এসবই

فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ

তবে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যারা আপনার পূর্বেকার কিতাব অধ্যয়ন করে; নিসন্দেহে আপনার নিকট সত্য এসেছে

مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ

আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, অতএব আপনি কখনো সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। ৯৫. আর আপনি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্তও হবেন না যারা

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ

আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে, তা হলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবেন।[৯৬] ৯৬. যাদের সম্পর্কে নিশ্চত সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا

আপনার প্রতিপালকের বাণী,[৯৭] তারা ঈমান আনবে না। ৯৭. যদিও তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন এসে পড়ে যতক্ষণ না তারা দেখে

فَسْئَلْ-(ف+اسئل)-তবে আপনি জিজ্ঞেস করুন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; يَقْرَءُوْنَ-অধ্যায়ন করে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার পূর্বেকার ; لَقَدْ جَآءَكَ-(ل+قد جاء+ك)-নিসন্দেহে আপনার নিকট এসেছে ; الْحَقُّ-(ال+حق)-সত্য ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; فَلَا تَكُوْنَنَّ-(ف+لاتكونن)-অতএব আপনি কখনো হবেন না ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُمْتَرِيْنَ-(ال+ممترين)-সংশয়বাদীদের। ﴿٩٥﴾ وَ-আর ; لَا تَكُوْنَنَّ-আপনি কখনো হবেন না ; مِنَ-অন্তর্ভুক্তও ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَذَّبُوْا-অস্বীকার করেছে ; بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-নিদর্শনাবলীকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَتَكُوْنَ-(ف+تكون)-তাহলে আপনিও হয়ে যাবেন ; مِنَ-শামিল ; الْخٰسِرِيْنَ-(ال+خسرين)-ক্ষতিগ্রস্তদের। ﴿٩٦﴾ اِنَّ-নিশ্চিত ; الَّذِيْنَ-যাদের ; حَقَّتْ-সত্য প্রমাণিত হয়েছে ; عَلَيْهِمْ-সম্পর্কে ; كَلِمَتُ-বাণী ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-তারা ঈমান আনবে না। ﴿٩٧﴾ وَلَوْ-যদিও ; جَآءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের নিকট এসে পড়ে ; كُلُّ-প্রত্যেকটি ; اٰيَةٍ-নিদর্শন ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَرَوُا-তারা দেখে ;

তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। কুফর ও ইসলামের পার্থক্য, ইসলামের সীমা, আল্লাহর আনুগত্যের স্বরূপ, নাফরমানী ও গুনাহের পরিচয়, আল্লাহর নিকট কি কি

الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ৯৮. আর কোনো জনপদবাসী এমন কেন হলো না যে, তারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো—

إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া ;[৯৮] তারা যখন ঈমান আনলো আমি তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনে অপমানকর শাস্তি সরিয়ে দিলাম[৯৯]

-(ال+عذاب)-الْعَذَابَ-শাস্তি ; الْأَلِيمَ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٩٨﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ-(ف+لولا+كانت)-আর এমন কেন হলো না ; قَرْيَةٌ-কোনো জনপদবাসী ; آمَنَتْ-তারা ঈমান আনতো ; فَنَفَعَهَا-(ف+نفع+ها)-এবং তাদের উপকারে আসতো ; إِيمَانُهَا-(ايمان+ها)-তাদের ঈমান ; إِلَّا-ছাড়া ; قَوْمَ-সম্প্রদায় ; يُونُسَ-ইউনুসের ; لَمَّا-যখন ; آمَنُوا-তারা ঈমান আনলো ; كَشَفْنَا-আমি সরিয়ে দিলাম ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; عَذَابَ-শাস্তি ; الْخِزْيِ-(ال+خزى)-অপমানকর ; فِي الْحَيَاةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ;

বিষয়ে জবাবদিহী করতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন কোন্ কোন্ বিধি-বিধানের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে ইত্যাদি সকল বিষয়ই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা মূল দীনকে বাদ দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করে নিয়েছে।

৯৬. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে কথা বলা হলেও মূলত আহলে কিতাবকে শুনানো উদ্দেশ্য। কারণ তারাই কুরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিতে সন্দেহ পোষণ করে অস্বীকার করেছে। অথচ তাদের মধ্যে যারা দীনদার এবং আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে তাদের পক্ষে সহজ ছিল—কুরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব কিনা তা যাঁচাই করে দেখা।

৯৭. অর্থাৎ যারা নিজেরা আখিরাত সম্পর্কে নির্লিপ্ত, দুনিয়া নিয়েই সদাব্যস্ত ; যারা সত্য জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করে না, নিজেদের দিলের উপর যারা জিদ, হঠকারিতা ও হিংসা-বিদ্বেষের মোহর লাগিয়ে দিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হিদায়াত লাভের তাওফীক দেন না।

৯৮. ইউনুস (আ)-এর কাওমের লোকদের বসতি ছিল বর্তমান মুসেল শহরের বিপরীত দিকে। খৃস্টপূর্ব ৮৬০-৭৮৪-এর মাঝামাঝি সময়ে অসুরীয়দের হিদায়াতের জন্য তাঁকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন। তৎকালীন বিখ্যাত শহর 'নিনাওয়া' ছিল

وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ

এবং তাদেরকে আমি কিছুকালের জন্য ভোগ্য সামগ্রী দান করলাম।[১০০] ৯৯. আর যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন তবে যারা দুনিয়াতে আছে তারা সকলেই একই সাথে ঈমান আনতো ;[১০১]

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

তবে কি আপনি মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন যাতে তারা মু'মিন হয়ে যায়।[১০২] ১০০. আর কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়

وَ-এবং ; مَتَّعْنٰهُمْ-(متعنا+هم)-আমি ভোগ্য সামগ্রী দান করলাম ; اِلٰى حِيْنٍ-(الى+)-(حين)-কিছুকালের জন্য। ৯৯ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شَآءَ-চাইতেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; لَاٰمَنَ-ঈমান আনতো ; مَنْ-যারা আছে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; كُلُّهُمْ-(كل+هم)-প্রত্যেকেই তারা ; جَمِيْعًا-একই সাথে ; اَفَاَنْتَ-(ا+ف+انت)-তবে কি আপনি ; تُكْرِهُ-জবরদস্তি করবেন ; النَّاسَ-মানুষের উপর ; حَتّٰى-যাতে ; يَكُوْنُوْا-তারা হয়ে যায় ; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ১০০ وَ-আর ; مَا كَانَ-সম্ভব নয় ; لِنَفْسٍ-কোনো ব্যক্তির ;

তাদের কেন্দ্র। 'নিনাওয়া' শহরের অবস্থান ছিল ৬০ মাইল জুড়ে। এ থেকে অনুমান করা যায়—এ জাতি কত উন্নত ছিল।

৯৯. হযরত ইউনুস (আ)-তাঁর কাওমকে তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত তিন দিন পর আযাব আসার দুসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক সেই এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। এদিকে তাদের মধ্যে চেতনা আসার পর তারা বিশুদ্ধ মনে তাওবা করে ; আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নেন। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

১০০. ইউনুস (আ)-এর কাওম যখন তাওবা করে ঈমান আনলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর থেকে সম্ভাব্য আযাব সরিয়ে নিলেন এবং তাদের হায়াত বাড়িয়ে দিলেন। অতপর তারা পুনরায় আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে গুমরাহ হয়ে গেল। তারপর অনেক নবীই একের পর এক তাদেরকে সতর্ক করেন ; কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। অবশেষে অন্য এক জাতিকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেন, যারা তাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন দুনিয়ার সব লোককেই তিনি মু'মিন বানিয়ে দিতে পারতেন ; কিন্তু তা হলে মানুষ সৃষ্টি করার মূলে আল্লাহর যে বিজ্ঞান ভিত্তিক লক্ষ্য ছিল তা হাসিল হতো না। কারণ বাধ্যতামূলক ও স্বভাবজাত ঈমান দ্বারা তা মানুষের

أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ○

ঈমান আনা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ;[১০৩] আর তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না।[১০৪]

(১০১) قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ

১০১. আপনি বলুন—আসমান ও যমীনে কি আছে তোমরা তা লক্ষ্য করো ; কিন্তু নিদর্শনাবলী ও ভয় প্রদর্শন কোনো উপকার করতে পারে না

اَنْ تُؤْمِنَ-ঈমান আনা ; اِلاَّ-ছাড়া ; بِاِذْنِ-(ب+اذن)-অনুমতি ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-আর ; يَجْعَلُ-তিনি চাপিয়ে দেন ; الرِّجْسَ-(ال+رجس)-অপবিত্রতা ; عَلَى-উপর ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; لاَيَعْقِلُوْنَ-জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। (১০১) قُلْ-আপনি বলুন ; اُنْظُرُوْا-তোমরা লক্ষ্য করো ; مَاذَا-কি আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-কিন্তু ; مَا تُغْنِى-কোনো উপকার করতে পারে না ; الْاٰيٰتُ-নিদর্শনাবলী ; وَ-ও ; النُّذُرُ-(ال+نذر)-ভয় প্রদর্শন ;

সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত না। সেই জন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে ঈমান আনা না-আনার ও আনুগত্য করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন।

১০২. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে অন্যদেরকে শুনানো উদ্দেশ্য ; কারণ রাসূলুল্লাহ (স) কাউকে জোরপূর্বক মু'মিন বানাতে কখনো চেষ্টা করেন নি। এখানে একথা বলার অর্থ হলো—'হে লোকেরা! তোমাদেরকে সত্যপথ দেখানোর এবং সঠিক পথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যকার পার্থক্য তোমাদের তুলে ধরার যে দায়িত্ব রাসূলের উপর ছিল তা তিনি যথার্থভাবে পালন করেছেন। এখন তোমরা যদি স্বেচ্ছায় সত্য পথে চলতে প্রস্তুত না হও, তাহলে জোরপূর্বক তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়নি।' কারণ তাহলে তো নবী-রাসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো না, আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সব মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে মু'মিন বানিয়ে দিতে পারতেন।

১০৩. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিয়ামত যেমন ইচ্ছা করলেই অর্জন করতে পারে না বা কাউকে দিতে পারে না, তেমনি ঈমান রূপ নিয়ামতও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ ইচ্ছা করলেই লাভ করতে পারে না বা কাউকে মু'মিন বানিয়ে ফেলতে পারে না। কাজেই-নবী-রাসূলগণও আন্তরিকভাবে চাইলেই কাউকে মু'মিন বানিয়ে নিতে পারেন না, এজন্য আল্লাহর অনুমোদন ও তাওফীক লাভ একান্তই আবশ্যক।

عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا

সেই সম্প্রদায়ের যারা ঈমান আনে না।[১০৫] ১০২. তবে কি তারা অপেক্ষায় আছে তাদের অনুরূপ দিনগুলো যারা অতীত হয়ে গেছে

مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

তাদের পূর্বে : আপনি বলে দিন—তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও অবশ্যই তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের শামিল থাকলাম।

﴿١٠٣﴾ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১০৩. অবশেষে আমি রক্ষা করি আমার রাসূলদেরকে, একইভাবে তাদেরকেও যারা ঈমান এনেছে ; আমার উপর দায়িত্ব মু'মিনদেরকে আমি রক্ষা করি।

عَنْ قَوْمٍ-(عن+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান আনে না। ﴿١٠٢﴾ فَهَلْ-তবে কি ; يَنْتَظِرُوْنَ-তারা অপেক্ষায় আছে ; اِلَّا مِثْلَ-অনুরূপ ; اَيَّامِ-দিনগুলোর ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; خَلَوْا-অতীতে হয়ে গেছে ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; فَانْتَظِرُوْٓا-(ف+انتظروا)-তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো ; اِنِّيْ-অবশ্যই আমিও ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ; مِنَ-শামিল থাকলাম ; الْمُنْتَظِرِيْنَ-(ال+منتظرين)-অপেক্ষাকারীদের। ﴿١٠٣﴾ ثُمَّ-অবশেষে ; نُنَجِّيْ-আমি রক্ষা করি ; رُسُلَنَا-আমার রাসূলদেরকে ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; كَذٰلِكَ-একইভাবে তাদেরকেও ; حَقًّا-দায়িত্ব ; عَلَيْنَا-আমার উপর ; نُنْجِ-রক্ষা করা ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদেরকে।

১০৪. অর্থাৎ আল্লাহর নিকট থেকে ঈমানরূপ নিয়ামত লাভের সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞান সম্মত নিয়ম-প্রণালী রয়েছে। এ নিয়ামত অন্ধভাবে কোনো নিয়ম-নীতি ছাড়া যেন-তেনভাবে বণ্টিত হয় না। এ নিয়ামত তারাই লাভ করতে পারে, যারা প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি নির্ভেজাল পন্থায় সঠিকভাবে ব্যয় করবে। নির্ভুল জ্ঞান ও সত্যিকার ঈমান আনার তাওফীক এমন লোকেরাই লাভ করতে পারে। আর যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক সত্যের সন্ধানে প্রয়োগ করে না, তাদের ভাগ্যে গুমরাহী ও ভ্রান্ত কাজের অপবিত্রতা ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অপবিত্রতার লাঞ্ছনা ভোগ করার যোগ্য করে তোলে, ফলে তাদের ভাগ্যে তা-ই লিখিত হয়।

১০৫. কাফিরদের দাবী ছিল—'আমাদেরকে এমন নিদর্শন দেখানো হোক যাতে আপনার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ হয়।' তাদের কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর

নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি এদেরকে বলুন—তোমরা তোমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিদর্শনাবলী দেখতে পাচ্ছো না ? মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে এসব নিদর্শন-ই যথেষ্ট। আসলে যারা ঈমান আনার নয় তাদের যত নিদর্শনই দেখানো হোক না কেন, তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব তাদের উপর এসে না পড়ে ; কিন্তু তখন ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য হয় না, যেমন হয়নি ফিরআউনের ঈমান আনা।

১০ রুকূ' (৯৩-১০২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-এর আনীত দীনের অনুগত ছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। এমনিভাবেই আল্লাহ তাঁর দীনের অনুসারীদের রক্ষা করেন।

২. পরবর্তীতে বনী ইসরাঈল নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে পুনরায় গুমরাহ হয়ে গেলো। অতপর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য অনেক নবী প্রেরণ করা হয়েছিল ; কিন্তু তারা গুমরাহ-ই থেকে গেলো, এমনিক সর্বশেষ নবী ও রাসূল যখন দীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান নিয়ে আসলেন তখন তারা সে সম্পর্কে চরম মতভেদে লিপ্ত হলো। এর কারণ ছিল তাদের অন্ধ অহংকার ও হঠকরিতা। অতএব দীন থেকে হিদায়াত লাভ করতে অহংকার ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য এবং তার প্রতি মনের সন্তোষ সহকারে আনুগত্য পোষণ করার জন্য আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অপরিহার্য।

৪. ওহীর সঠিক জ্ঞান ছাড়া দীন সম্পর্কে মনের সন্দেহ সংশয়ের বুদবুদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

৫. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন মুসলমান হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ ছাড়াও কোনো দীনী জামায়াত বা দলে যোগদান করে তাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুনে শুনে বা মাতৃভাষায় প্রকাশিত দীনী বই পুস্তক পাঠের মাধ্যমে এ জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। এজন্য একমাত্র দৃঢ় ইচ্ছা-ই প্রয়োজন।

৬. সঠিক পথের সন্ধান লাভের সহায়ক এতসব নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও যারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা ছাড়া কিছুই করার নেই।

৭. যথার্থভাবে তাওবা করার কারণে অনিবার্য আসমানী আযাব থেকেও নাজাত লাভ সম্ভব।

৮. কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানোর কোনো বিধান ইসলামে নেই। তবে যারা নিজেরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি দেবে তাদের উপর ইসলামী বিধান পালন বাধ্যতামূলক।

৯. খাঁটি মুসলমানদেরকে বাছাই করে প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দান করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। আর সেই জন্যই আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সকল লোককে বাধ্যতামূলকভাবে মুসলমান বানিয়ে দেননি।

১০. আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হওয়ার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিজেদের জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগাতে হবে এবং আল্লাহর নিকট তাওফীক চাইতে হবে।

১১. সর্বোপরি মুসলমান হওয়ার জন্য নিজেদের ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে হবে। একমাত্র দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই এ পথের যাবতীয় অভাব ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ সম্ভব।

১২. শেষকথা হলো মুসলমান হওয়ার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া মুসলমান হওয়া যাবে না ; তাই সদা-সর্বদা এজন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক চাইতে হবে।

১৩. যারা নিজেরা মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে চায় এবং সমাজে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় তাদের রক্ষা করা আল্লাহর দায়িত্ব। তিনিই তাদেরকে রক্ষা করবেন, যেমন রক্ষা করেছেন তাঁর প্রিয় বান্দাহ নবী-রাসূলগণকে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿١٠٤﴾ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ

১০৪. আপনি বলুন[১০৬]—হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীন সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে থাকো তবে (জেনে রেখো) আমি তাদের ইবাদাত করি না, যাদের

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ

ইবাদাত তোমরা করো আল্লাহ ছাড়া ; বরং আমি ইবাদাত করি আল্লাহর যিনি তোমাদেরকে ওফাত দান করেন ;[১০৭] আর আমি আদিষ্ট হয়েছি

(১০৪) قُلْ-অপনি বলুন ; يَـٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلنَّاسُ-মানুষ ; إِنْ-যদি ; كُنتُمْ-তোমরা পড়ে থাকো; فِى شَكٍّ-(فى+شك)-সন্দেহে ; مِّنْ-সম্পর্কে ; دِينِى-(دين+ى)-আমার দীন ; فَلَآ أَعْبُدُ-(ف+لا اعبد)-তবে (জেনে রেখো) আমি ইবাদাত করি না ; ٱلَّذِينَ-তাদের যাদের ; تَعْبُدُونَ-তোমরা ইবাদাত করো ; مِن دُونِ-(من+دون)-ছাড়া ; ٱللَّهِ-আল্লাহ ; وَلَـٰكِنْ-বরং ; أَعْبُدُ-আমি ইবাদাত করি ; ٱللَّهَ-আল্লাহর ; ٱلَّذِى-যিনি ; يَتَوَفَّىٰكُمْ-(يتوفى+كم)-তোমাদেরকে ওফাত দান করেন ; وَ-আর ; أُمِرْتُ-আমি আদিষ্ট হয়েছি ;

১০৬. পূর্ববর্তী ভাষণের শুরুতে যে কথা বলা হয়েছিল সেই কথা দ্বারাই এখানে ভাষণের সমাপ্তি টানা হচ্ছে। আর তা হলো দীন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা। দীন সম্পর্কে সন্দেহে পড়লে তা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ও ইতিপূর্বে বলে দেয়া হয়েছে। যারা দীনের জ্ঞান রাখেন তাদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূর করা সম্ভব।

১০৭. অর্থাৎ আমি সেই আল্লাহরই ইবাদাত করি যার হাতে তোমাদের জীবন-মৃত্যু। তিনি যতদিন চাইবেন ততদিনই তোমরা দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারবে ; আর যখনই তিনি ডাক দেবেন তখনই তাঁর দরবারে তোমাদের জান-প্রাণ সোর্পদ করে দিতে হবে। মৃত্যু দেয়ার ক্ষমতা যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই তা কাফির-মুশরিকরাও স্বীকার করতে বাধ্য। তাই আল্লাহর অনেক গুণের মধ্যে এটাকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর এ গুণটি উল্লেখের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বুঝানো যে, আমি তো সেই সত্তারই ইবাদাত করি যিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক। আমাদের সকলের জীবন-মৃত্যু যার হাতে রয়েছে ইবাদাত-তো তাঁরই করতে হবে। বুদ্ধি-বিবেকের দাবীতো এটাই। অতএব আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর পূজা-উপাসনা করা তোমাদের অন্যায়।

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٥﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ

মু'মিনদের মধ্যে শামিল হতে। ১০৫. আর (নির্দেশিত হয়েছি) যে, "তুমি তোমার মুখাবয়বকে একনিষ্ঠভাবে দীনের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখো ;[১০৮]

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ

এবং কখনো তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১০৯] ১০৬. আর আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার উপকার করতে পারে না

وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ

এবং পারে না কোনো ক্ষতি করতে ; কেননা যদি তুমি তা করো তবে অবশ্যই তুমি তখন যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। ১০৭. আর যদি আল্লাহ তোমাকে ফেলেন

اَنْ اَكُوْنَ-হতে ; مِنَ-মধ্যে শামিল ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। (১০৫) وَاَنْ-আর (নির্দেশিত হয়েছি) যে ; اَقِمْ-তুমি প্রতিষ্ঠিত রাখো ; وَجْهَكَ-(وجه+ك)-তোমাদের মুখমণ্ডলকে ; لِلدِّيْنِ-(ل+ال+دين)-দীনের জন্য ; حَنِيْفًا-একনিষ্ঠভাবে ; وَ-এবং ; لَاتَكُوْنَنَّ-তুমি কখনো হয়ো না ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُشْرِكِيْنَ-(ال+مشركين)-মুশরিকদের। (১০৬) وَ-আর ; لَاتَدْعُ-ডেকো না (এমন কাউকে) ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; مَا-যে ; لَايَنْفَعُكَ-(لاينفع+ك)-তোমার উপকার করতে পারে না ; وَ-এবং ; لَايَضُرُّكَ-(لايضر+ك)-তোমার ক্ষতিও করতে পারে না ; فَاِنْ-(ف+ان)-কেননা যদি ; فَعَلْتَ-তুমি তা করো ; فَاِنَّكَ-(ف+ان+ك)-তবে অবশ্যই তুমি ; اِذًا-তখন ; مِنَ-শামিল হয়ে যাবে ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের। (১০৭) وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَمْسَسْكَ-(يمسس+ك)-ফেলেন তোমাকে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

১০৮. মুখমণ্ডলকে দীনের জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হলো—তোমার আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা অভ্যাস-আচরণ সবকিছুই সেই দীনের বিধান অনুযায়ী হবে। যে দীন তোমাকে দেয়া হয়েছে। কোনো ব্যাপারেই অন্য কোনো আদর্শ বা মতবাদের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই।

১০৯. অর্থাৎ তুমি তাদের মতো হয়োনা যারা আল্লাহর জাত তথা মূল সত্তায়, তাঁর বিশেষ গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে অপর কাউকে বিন্দুমাত্র শরীক করে। 'অপর কাউকে' কথার মধ্যে মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা এবং বস্তুগত বা সংস্কারমূলক কোনো সত্তা সবই শামিল। এখানে প্রকাশ্য শিরক ও গোপন বা প্রচ্ছন্ন শিরক উভয়ের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্য শিরক থেকে গোপন শিরক অধিকতর

بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ

কোনো কষ্টে, তবে তিনি ছাড়া কেউ তা মোচনকারী নেই ; আর তিনি যদি তোমার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তবে তাঁর অনুগ্রহ রদকারী কেউ নেই ;

يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তা (কল্যাণ) দান করেন ; এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১০৮. আপনি বলুন—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى

হে মানুষ! নিসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্য এসে পৌঁছেছে ; সুতরাং যে সৎপথ অবলম্বন করবে

فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ

সে অবশ্যই নিজের (কল্যাণের) জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে ; আর যে পথভ্রষ্ট হবে, তার অকল্যাণ তার উপরই বর্তাবে ;

بِضُرٍّ-(ب+ضر)-কোন কষ্টে; فَلَا كَاشِفَ-(ف+لا+كاشف)-তবে কেউ মোচনকারী নেই; لَهٗ-তার ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يُّرِدْكَ-(يرد+ك)-তিনি ইচ্ছা করেন তোমার ; بِخَيْرٍ-(ب+خير)-কল্যাণের ; فَلَا رَآدَّ-(ف+لا+راد)-তবে রদকারী কেউ নেই ; لِفَضْلِهٖ-(ل+فضل+ه)-তাঁর অনুগ্রহ ; يُصِيْبُ-তিনি দান করেন ; بِهٖ-তা (কল্যাণ) ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; مِنْ-মধ্যে ; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْغَفُوْرُ-(ال+غفور)-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; الرَّحِيْمُ-(ال+رحيم)-পরম দয়ালু। ﴿١٠٨﴾ قُلْ-অপনি বলুন ; يٰٓاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ; قَدْ جَآءَكُمْ-(قد جاء+كم)-নিসন্দেহে তোমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে ; الْحَقُّ-সত্য ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; فَمَنِ-(ف+من)-সুতরাং যে ; اهْتَدٰى-সৎপথ অবলম্বন করবে ; فَاِنَّمَا-(ف+ان+ما)-অবশ্যই ; يَهْتَدِيْ-সে সৎপথ অবলম্বন করবে ; لِنَفْسِهٖ-(ل+نفس+ه)-নিজের (কল্যাণের) জন্যই; وَ-আর ; مَنْ-যে ; ضَلَّ-পথভ্রষ্ট হবে; فَاِنَّمَا-অবশ্যই ; يَضِلُّ-তার অকল্যাণ বর্তাবে ; عَلَيْهَا-(على+ها)-তার উপরই ;

মারাত্মক। যেমন প্রকাশ্য শত্রু থেকে গোপন তথা বন্ধু বেশে শত্রু অধিক মারাত্মক হয়ে থাকে। প্রকাশ্য রোগ থেকে গোপন রোগ স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হয়ে থকে। অতএব

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى

আর আমি তো তোমাদের উপর কর্মবিধানকারী নই। ১০৯. আর যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে আপনি তারই অনুসরণ করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন যতক্ষণ না

يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

ফায়সালা করে দেন আল্লাহ ; আর তিনিই ফায়সালাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

وَ-আর ; مَآ اَنَا-(ما+انا)-আমিতো নই ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের উপর ; بِوَكِيْلٍ-কর্মবিধানকারী। ⑩⑨وَ-আর ; اتَّبِعْ-আপনি অনুসরণ করুন ; مَا-যা তারই ; يُوْحٰى-ওহী করা হয়েছে ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; وَ-এবং ; اصْبِرْ-ধৈর্যধারণ করুন ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَحْكُمَ-ফায়সালা করে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; خَيْرُ-সর্বোত্তম ; الْحٰكِمِيْنَ-(ال+حكمين)-ফায়সালাকারীদের।

'শিরকে জলী' তথা প্রকাশ্য শিরক থেকে যেমন দূরে থাকতে হবে, তেমনি 'শিরকে খফী' তথা প্রচ্ছন্ন শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য অধিকতর সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে।

১১ রুকূ' (১০৪-১০৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যাঁর হাতে মানুষের জীবন-মৃত্যুর বাগডোর, মানুষকে তাঁরই ইবাদাত করতে হবে, কারণ ইবাদাত পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই।

২. প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার শিরক থেকে সচেতনভাবে মুক্ত থাকতে হবে।

৩. মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আনীত দীনের বিধি-বিধান অনুসারেই জীবন গড়তে হবে। এর সাথে অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শের সংমিশ্রণ করা যাবে না।

৪. জীবনের সকল পর্যায়ে সকল চাহিদা একমাত্র আল্লাহর দরবারেই পেশ করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির নিকট—বস্তুগত হোক বা সংস্কারগত—কিছু চাওয়া শিরক।

৫. স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন।

৬. আল্লাহর নিকট থেকে রাসূলের মাধ্যমে যে দীন এসেছে তা-ই একমাত্র সত্য দীন। এছাড়া অন্য সব মত-পথ মিথ্যা।

৭. দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ একমাত্র সত্য দীন পালনের মধ্যেই নিহিত। আর যাবতীয় অকল্যাণ অশান্তি দীন ত্যাগের কারণে।

৮. আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলের প্রেরিত দীন-ই অনুসরণ করতে হবে। এ দীন প্রচারের ও প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সবাইকে পালন করতে হবে।

৯. এ দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে আপতিত সকল বিরোধিতা ও বিপদ-মুসীবত সবর তথা ধৈর্য্যের সাথে মুকাবিলা করতে হবে।

১০. সত্য দীনের বিরোধীদের ব্যাপার আল্লাহর ফায়সালার উপর ছেড়ে দিতে হবে ; কেননা আল্লাহ-ই তাদের ব্যাপারে উত্তম ফায়সালাকারী।

সূরা ইউনুস সমাপ্ত

সূরা হূদ-মাক্কী
আয়াত-১২৩
রুকূ'-১০

নামকরণ

কুরআন মজীদের অন্য অনেক সূরার মতই শুধুমাত্র পরিচিতির জন্য 'হূদ' নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

পূর্ববর্তী সূরা ইউনুস-এর সমসাময়িক কালেই সূরা হূদ নাযিল হয়েছে। সূরাটি নাযিলের সুনির্দিষ্ট সময় জানা না গেলেও যেহেতু সূরা ইউনুস-এর বিষয়বস্তুর সাথে এ সূরার সামঞ্জস্য থাকার কারণে এটা অনুমান করা যায় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কায় অবস্থানকালের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

সূরা ইউনুস-এর মত এ সূরায়ও দীনের দাওয়াত দান, বিভিন্নভাবে বুঝানো এবং সতর্ক করা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে উল্লেখিত বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সূরা থেকে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। এ সূরায় নবীর কথা মানা, শিরক পরিত্যাগ করা, গায়রুল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য পরিত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ হওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। নিজেদের সামগ্রিক জীবনকেই পরকালীন জওয়াবদিহীর অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্যও সূরাটিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতপর হুশিয়ার করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের উপর আযাব আসতে বিলম্ব হওয়াটা আল্লাহর দেয়া অবকাশ মাত্র। এ অবকাশের মধ্যে তোমরা যদি সাবধান না হও, তাহলে তোমাদের উপর যে আযাব আসবে তা থেকে মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোক ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে নূহ, আদ, সামূদ, হূদ, লূত, মাদায়েনবাসী ও ফিরাউনের জাতির পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তাহলো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই করা হয়। সে ক্ষেত্রে কারো প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। তবে এ আযাব থেকে একমাত্র তারাই আল্লাহর রহমতে রেহাই পায়, যারা সত্যের পথের পথিক। সত্যের আওয়াজকে বুলন্দ করার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ছাড়া কোনো নবীর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হয়েও এ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। যদি না তাঁরা নবীর

আন্দোলনের সাথী হন। কেবলমাত্র নবীর সাথে নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাকাই এ আযাব থেকে ছাড় পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আর ঈমান ও কুফরের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালার সময় ইসলামের দাবীও এটাই যে, তখন দুনিয়াবী আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি কোনো প্রকার দুর্বলতা দেখানো যাবে না। বদর যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের এ শিক্ষার বাস্তব নমুনা পেশ করেছিলেন।

রুকূ' ১০ | **১১. সূরা হূদ-মাক্কী** | আয়াত ১২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

① الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝

১. আলিফ-লাম-রা, এটা এমন এক কিতাব[১] যার আয়াতসমূহ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত অতপর সবিস্তারে বর্ণিত[২]—প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট থেকে।

② اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۝③ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا

২. এ (বিষয়ে) যে, তোমরা ইবাদাত করবে না আল্লাহ ছাড়া (কারো) ; নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। ৩. আর এ (বিষয়ে) যে, তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করবে

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট অতপর ফিরে আসবে তাঁর দিকে। তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবনসামগ্রী দান করবেন[৩]

① الٓرٰ-আলিফ, লাম, রা, (এর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন) ; كِتٰبٌ-এটা এমন এক
কিতাব; اُحْكِمَتْ-দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ; اٰيٰتُهٗ-(ايت+ه)-যার আয়াতসমূহ ; ثُمَّ-অতপর ;
فُصِّلَتْ-সবিস্তারে বর্ণিত ; مِنْ-থেকে ; لَّدُنْ-নিকট ; حَكِيْمٍ-প্রজ্ঞাময় ; خَبِيْرٍ-সর্বজ্ঞের।
② اَلَّا تَعْبُدُوْٓا-(ان+لاتعبدوا)-এ (বিষয়ে) যে, তোমরা ইবাদাত করবে না ; اِلَّا-ছাড়া
(কারো) ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; اِنَّنِيْ-(ان+ن+ى)-নিশ্চয়ই আমি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;
مِّنْهُ-(من+ه)-তাঁর পক্ষ থেকে ; نَذِيْرٌ-ভয় প্রদর্শনকারী ; وَّ-ও ; بَشِيْرٌ-সুসংবাদ
দানকারী। ③ وَّ-আর ; اَنِ-এই যে ; اسْتَغْفِرُوْا-তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ; رَبَّكُمْ
-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ; ثُمَّ-অতপর ; تُوْبُوْٓا-তোমরা ফিরে
যাবে ; اِلَيْهِ-তাঁর দিকে ; يُمَتِّعْكُمْ-(يمتع+كم)-তিনি তোমাদেরকে দান করবেন ;
مَّتَاعًا-জীবন সামগ্রী ; حَسَنًا-উত্তম; اِلٰٓى-পর্যন্ত ; اَجَلٍ-মেয়াদ পর্যন্ত ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ;

১. 'কিতাব' দ্বারা এখানে কুরআন বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এর অর্থ—আল্লাহ তাআলা এর আয়াতসমূহ এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে শাব্দিক বা অর্থগত কোনো প্রকার অস্পষ্টতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। 'কিতাব'-এর ফরমান তথা রাজকীয় নির্দেশও হয়। সেইদিক থেকেও এর অর্থ—

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক অনুগ্রহ করবেন ;[৪] আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে অবশ্যই আমি আশংকা করছি তোমাদের উপর

عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝٣ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤

এক মহা দিবসের আযাবের। ৪. আল্লাহর নিকট-ই তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَ-এবং; يُؤْتِ-দেবেন ; كُلَّ-প্রত্যেক ; ذِي فَضْلٍ-(ذى+فضل)-অধিক আমলকারীকে; فَضْلَهُ-(فضل+ه)-অধিক অনুগ্রহ করবেন ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَوَلَّوْا-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ; فَإِنِّي-(ف+ان+ى)-তবে অবশ্যই ; أَخَافُ-আমি আশংকা করছি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; عَذَابَ-আযাবের ; يَوْمٍ كَبِيرٍ-(يوم+كبير)-মহা দিবসের। ④إِلَى-নিকট-ই ; اللَّهِ-আল্লাহর ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ-(على+كل+شئ)-সর্ব বিষয়ে ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান।

কুরআন মজীদ। কেননা আল্লাহর ফরমান বা নির্দেশ কুরআন মজীদের আকারেই মানুষের নিকট এসেছে।

২. অর্থাৎ এ কিতাবে যেসব কথা বলা হয়েছে তা খুবই পাকা-পোক্ত ও সুদৃঢ়। এতে বর্ণিত সব কথাই সঠিকভাবে সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে। এতে কোনো প্রকার জটিলতা, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা নেই।

৩. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা যে নির্দিষ্টকাল অবস্থান করবে তাতে তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবন সামগ্রী দান করবেন। দুনিয়াতে যে জীবন-সামগ্রী মানুষ পেয়ে থাকে, কুরআনের দৃষ্টিতে তা দু' প্রকার। এক প্রকার হলো—مَتَاعٌ حَسَنٌ তথা উত্তম জীবন সামগ্রী, যা কেবল বৈষয়িক সুখ-সম্ভোগেই ব্যয়িত হয়ে যায় না, বরং পরকালীন সুখ-শান্তির জন্যও তা কাজে লাগে। অপর এক প্রকার সামগ্রী হলো—مَتَاعُ غُرُوْرٍ তথা ধোঁকা-প্রতারণার সামগ্রী। এ প্রকার সামগ্রী দ্বারা মানুষকে ফিতনায় ফেলা হয়, তারা আল্লাহকে ভুলে যায়, বাহ্যত এটা আল্লাহর নিয়ামত হলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আযাবের পূর্বাভাষ। যেসব সামগ্রী পেয়ে মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহর শোকর আদায় করে, আল্লাহর বান্দাহদের অধিকার আদায় করে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করে তা-ই হচ্ছে 'উত্তম সামগ্রী'। আর যেসব সামগ্রী দ্বারা মানুষ বিপথে যায়, আল্লাহকে ভুলে গিয়ে পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে যায়, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে প্রতিরোধ করে তা-ই হচ্ছে 'ধোঁকা-প্রতারণার সামগ্রী।'

⑤ أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ

৫. জেনে রেখো! নিশ্চিত তারা তাদের বক্ষকে দু'ভাঁজ করে রাখে যাতে তাঁর থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে ;[৫] সাবধান! তারা যখন ঢেকে নেয় (নিজেদেরকে)

ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

তাদের কাপড়ে, এতে তারা যা লুকায় ও যা প্রকাশ করে তিনি তা জানেন ; নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয়াবলী সম্পর্কেও বিশেষভাবে অবহিত।

⑥ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

৬. আর দুনিয়াতে চলাফেরা করে এমন কোনো প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর নয় এবং তিনি জানেন তার অস্থায়ী অবস্থানস্থল

⑤ أَلَآ-জেনে রেখো ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চিত তারা ; يَثْنُونَ-দু' ভাঁজ করে রাখে ; صُدُورَهُمْ-(صدور+هم)-তাদের বক্ষকে ; لِيَسْتَخْفُوا-যাতে লুকিয়ে রাখতে পারে ; مِنْهُ-তাঁর থেকে ; أَلَا-সাবধান ; حِينَ-যখন ; يَسْتَغْشُونَ-ঢেকে নেয় (নিজেদেরকে) ; ثِيَابَهُمْ-(ثياب+هم)-তাদের কাপড়ে ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-তা যা ; يُسِرُّونَ-তারা লুকায় ; وَ-ও ; مَا-যা ; يُعْلِنُونَ-তারা প্রকাশ করে ; إِنَّهُ-নিশ্চয় তিনি ; عَلِيمٌ-বিশেষভাবে অবহিত ; بِذَاتِ-বিষয়াবলীও ; الصُّدُورِ-অন্তরের। ⑥ وَ-আর ; مَا-নেই ; مِنْ دَابَّةٍ-চলাফেরা করে এমন কোনো প্রাণী ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; إِلَّا-নেই ; عَلَى اللَّهِ-আল্লাহর উপর ; رِزْقُهَا-(رزق+ها)-যার জীবিকার দায়িত্ব ; وَ-এবং ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مُسْتَقَرَّهَا-(مستقرها)-তার অস্থায়ী অবস্থান স্থল ;

৪. অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি সহকারে নেক কাজ যে যত বেশি করবে, আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা তত বেশী হবে। আল্লাহর দরবারে অন্যায়-অপরাধ যেমন মূল্যহীন তেমনি সৎকাজেরও নেই কোনো অনাদর-অবহেলা। যে ব্যক্তি নিজ সৎস্বভাব ও সৎকাজ দ্বারা নিজেকে মর্যাদা লাভের অধিকারী ও যোগ্য প্রমাণ করতে সক্ষম হবে, আল্লাহর দরবারে সে সেই মর্যাদা অবশ্যই লাভ করবে।

৫. মক্কায় এমন কিছু লোক ছিল যারা রাসূল (স)-এর দাওয়াতকে এড়িয়ে চলতো। এসব লোক দীনের দাওয়াতের বিরুদ্ধতায় তৎবেশী তৎপর না হলেও রাসূল (স)-এর মুখোমুখি হতে চাইতো না। যখন তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে আসতে দেখতো তখন তারা কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখতো বা স্থান ত্যাগ করে অন্য দিকে চলে যেতো। এমন কি তাঁকে কোথাও বসা দেখলে পেছন ফিরে চলে যেতো। অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহর কথা শুনতে

وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ⑥ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

ও স্থায়ী অবস্থানস্থল ;[৬] সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
৭. আর তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান

وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

ও যমীন ছয় দিনে তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর,[৭] যেন তিনি পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে

وَ-ও ; مُسْتَوْدَعَهَا-(مستودع+ها)-তার স্থায়ী অবস্থানস্থল ; كُلٌّ-সবকিছুই ; فِي كِتَٰبٍ-একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ; مُبِينٍ-সুস্পষ্ট। ⑦ وَ-আর ; هُوَ-তিনি সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ-(في+ستة+ايام)-ছয় দিনে ; وَكَانَ-তখন ছিল ; عَرْشُهُ-(عرش+ه)-তাঁর আরশ ; عَلَى-উপর ; الْمَاءِ-(ال+ماء)-পানির ; لِيَبْلُوَكُمْ-(ليبلو+كم)-যেন তিনি পরীক্ষা করে নিতে পারেন তোমাদের ; أَيُّكُمْ-(اى+كم)-মধ্যে কে ;

প্রস্তুত ছিল না। তাদের ভয় ছিল যদি রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে দীনের কথা বলতে শুরু করেন। এখানে এসব লোকের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে, এসব লোক সত্যের সম্মুখীন হতে ভয় পায়। এরা মনে করে এভাবে তারা সত্যকে ঢেকে রাখতে পারবে। অথচ সত্য তো দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে আছে ও থাকবে। আল্লাহ তো এ নির্বোধদের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন, যদিও এরা তা বুঝে না।

৬. অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানের আওতা এত ব্যাপক যে, দুনিয়ার বুকে বিচরণশীল ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রাণীর অবস্থানও তাঁর জানা আছে। সেই প্রাণী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন সেখানেই আল্লাহ তাআলা তাঁর রিযকের ব্যবস্থা করে দেন। অতপর তার স্থায়ী অবস্থান কোথায় হয় তাও তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সুতরাং মুখ লুকিয়ে বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নিয়ে অথবা আল্লাহর রাসূলের মুখোমুখি হওয়ার আশংকায় পাশ কাটিয়ে গিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে বলে ধারণা করলে এতে তোমাদের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হবে। আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে সত্য দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন এবং মহাসত্য সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করছেন আর তোমরা তাঁর কথা শোনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছো—এসব কিছু আল্লাহ অবশ্যই লক্ষ্য করছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে কখনো বাঁচতে পারবে না।

৭. অর্থাৎ আসমান-যমীন তো আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন। অতএব এতদুভয়ের সকল কিছুর জ্ঞানও তাঁর আওতাধীন। অতপর আল্লাহ তাআলা "তাঁর আরশ পানির উপর ছিল" বলে সম্ভবত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো আসমান-যমীন

أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ

কর্মের দিক থেকে উত্তম ;[৮] আর যদি আপনি বলেন—মৃত্যুর পর অবশ্যই তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে,

لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا

যারা কুফরী করেছে তারা অবশ্যই বলবে—এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।[৯] ৮. আর যদি আমি পিছিয়ে দেই

عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ

একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদের থেকে শাস্তি, তারা অবশ্যই বলবে—কিসে সেটাকে আটকে রেখেছে ; মনে রেখো যেদিন তা তাদের উপর এসেই পড়বে

أَحْسَنَ-উত্তম ; عَمَلًا-কর্মের দিক থেকে ; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; قُلْتَ-আপনি বলেন ; اِنَّكُمْ-অবশ্যই তোমাদেরকে ; مَّبْعُوْثُوْنَ-পুনর্জীবিত করা হবে ; مِنْ بَعْدِ-পর ; الْمَوْتِ-(ال+موت)-মৃত্যুর ; لَيَقُوْلَنَّ-তারা অবশ্যই বলবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; اِنْ هٰذَا-এটাতো নয় ; اِلَّا-ছাড়া ; سِحْرٌ-যাদু ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট।⑧ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; اَخَّرْنَا-আমি পিছিয়ে দেই ; عَنْهُمُ-তাদের থেকে ; الْعَذَابَ-শাস্তি ; اِلٰى-পর্যন্ত ; اُمَّةٍ-মেয়াদ ; مَّعْدُوْدَةٍ-নির্দিষ্ট ; لَيَقُوْلُنَّ-তারা অবশ্যই বলবে ; مَا-কিসে ; يَحْبِسُهٗ-(يحبس+ه)-তাকে আটকে রেখেছে ; اَلَا-মনে রেখো! ; يَوْمَ-যেদিন ; يَاْتِيْهِمْ-(ياتى+هم)-তাদের উপর এসেই পড়বে ;

যদি আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকেন তবে তার পূর্বে কি ছিল ? এ উহ্য প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তার পূর্বে আল্লাহর আরশ ছাড়া কিছুই ছিল না, আর আরশও পানির উপর। তবে 'পানি' দ্বারা আমরা যেটাকে পানি বলি তা বুঝানো হয়েছে, না-কি তরল অবস্থা বুঝানো হয়েছে তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

৮. অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করার জন্যই আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল তাদের উপর নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে খেলাফত তথা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেয়া। এ খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে ইখতিয়ার তথা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করতে পারে আবার নাও করতে পারে। আর এ জন্যই ইখতিয়ার এর ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং দায়িত্ব যথাযথ পালন করলে সেজন্য পুরস্কার দেয়া হবে ; আর দায়িত্ব অবহেলার জন্য বা কোনো প্রকার

لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

(সেদিন) তাদের থেকে তা ফিরিয়ে রাখা যাবে না এবং যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো তা তাদেরকে ঘিরে ধরবে।

لَيْسَ مَصْرُوفًا-তা ফিরিয়ে রাখা যাবে না (সেদিন) ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; وَ-এবং ; حَاقَ-তা ঘিরে ধরবে ; بِهِمْ-তাদেরকে ; مَّا كَانُوا بِهِ-যা নিয়ে তারা ; يَسْتَهْزِءُونَ-বিদ্রূপ করতো।

বিদ্রোহাত্মক আচরণের জন্য দেয়া হবে শাস্তি। উল্লেখিত উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষের সৃষ্টি, জীবনকাল ও মৃত্যু সবই উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন ও খেল-তামাশায় পরিণত হতো। অথচ মহান ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর কোনো কাজ অর্থহীন খেল-তামাশা হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

৯. অর্থাৎ এরাতো অজ্ঞতা-মুর্খতার চরমে পৌঁছেছে বলেই তাদেরকে যখন বলা হয় যে, তোমাদের উপর অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব কতটুকু তোমরা পালন করেছো তার হিসেব দেয়ার জন্য তোমাদেরকে তাঁর দরবারে অবশ্যই উপস্থিত করানো হবে—তখন তারা বলে যে, এতো যাদুকরদের মত কথাবার্তা বলে'। এরূপ বলে তারা বিদ্রূপ করে সব কথা উড়িয়ে দেয়।

১ রুকূ' (১-৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মজীদে শব্দগত বা ভাবগত কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অস্পষ্টতা নেই। এদিক থেকে কুরআন মাজীদ সুপ্রতিষ্ঠিত।

২. কুরআন মজীদ আল্লাহ তাআলার দায়িত্বেই সুরক্ষিত, তাই এটা সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের কোনো প্রয়োজন হবে না এবং তা করার কোনো ক্ষমতা ইখতিয়ারও কারো নেই।

৩. কুরআন মজীদ প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ মহান সত্তার নিকট থেকে প্রেরিত, তাই এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোনো প্রয়োজন ও অবকাশ নেই।

৪. কুরআন মজীদে বিশ্বাস, আচার-আচরণ, লেনদেন প্রভৃতি মানব জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. এ কিতাবে বর্ণিত সকল বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। এ প্রেক্ষিতে অত্র রুকূ'তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না।

৬. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করবে, তাদের জন্য রাসূল ভয় প্রদর্শনকারী ; আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট তাদের জন্য রাসূল সুসংবাদ দানকারী।

৭. আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সংঘটিত কোনো প্রকার অপরাধ, ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে সেই জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৮. আল্লাহর নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ অবশ্যই এমন উত্তম জীবন সামগ্রী দান করবেন, যার দ্বারা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানেই কল্যাণ লাভ হবে।

৯. আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করলে তিনি অবশ্যই এক কঠিন দিনে আযাবে নিমজ্জিত করবেন।

১০. নবী-রাসূল এবং যারা তাঁদের অনুসারী দীনী দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত তাদের দাওয়াতকে এড়িয়ে যাওয়া হঠকারী ও চরম বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

১১. দুনিয়াতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর জীবিকা আল্লাহ-ই সরবরাহ করেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের জীবিকাও আল্লাহ-ই দেন। সুতরাং জীবন-জীবিকার জন্য সদা ব্যস্ত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।

১২. মানুষের দুনিয়াতে অবস্থানকাল ও জীবিকা সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। নির্দিষ্ট জীবিকার অতিরিক্ত কেউ ভোগ করতে পারবে না ; আবার তার জন্য নির্ধারিত জীবিকা গ্রহণ না করেও সে মৃত্যুবরণ করবেনা।

১৩. আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যই আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যকার সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন খেলাফত তথা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য। অতএব মানব জীবনের মূল কাজই হলো দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা।

১৪. যে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে সে-ই কর্মের দিক থেকে উত্তম বলে আল্লাহর নিকট বিবেচিত হবে এবং প্রতিদানে আল্লাহর সন্তুষ্টি চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করে ধন্য হবে।

১৫. আখিরাত তথা পরকাল অবিশ্বাসকারী কাফির। আর আখিরাতে কাফিরদের শাস্তি অনিবার্য। সেই শাস্তি থেকে তাদেরকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১৬

٩ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ

৯. আর আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমতের স্বাদ উপভোগ করাই, অতপর তা তার নিকট থেকে কেড়ে নেই, তখন সে অবশ্যই হয়ে পড়ে হতাশ ও

كَفُورٌ ١٠ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ

অকৃতজ্ঞ। ১০. আর যদি আমি তাকে কোনো নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই তার উপর আপতিত—কোনো দুঃখ-কষ্টের পর তখন সে অবশ্যই বলতে থাকে—কেটে গেছে

السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ١١ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

আমার বিপদ-মসীবত ; নিশ্চয়ই সে আনন্দিত ও অহংকারী।[১০]
১১. তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে[১১]

(৯) وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; أَذَقْنَا-স্বাদ উপভোগ করাই ; الْإِنسَانَ-মানুষকে ; مِنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; رَحْمَةً-রহমতের ; ثُمَّ-অতপর ; نَزَعْنَاهَا-(نزعنا+ها)-তা কেড়ে নেই ; مِنْهُ-(من+ه)-তার নিকট থেকে ; إِنَّهُ-(ان+ه)-সে তখন অবশ্যই ; لَيَئُوسٌ-হয়ে পড়ে হতাশ ; كَفُورٌ-অকৃতজ্ঞ। (১০) وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; أَذَقْنَاهُ-(اذقنا+ه)-তাকে স্বাদ গ্রহণ করাই ; نَعْمَاءَ-কোনো নিয়ামতে ; بَعْدَ-পর ; ضَرَّاءَ-কোনো দুঃখ-কষ্টের ; مَسَّتْهُ-(مست+ه)-তার উপর আপতিত ; لَيَقُولَنَّ-তখন সে অবশ্যই বলতে থাকে ; ذَهَبَ-কেটে গেছে ; السَّيِّئَاتُ-বিপদ-মসীবত ; عَنِّي-আমার ; إِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই সে ; لَفَرِحٌ-হয়ে পড়ে আনন্দিত ; فَخُورٌ-অহংকারী। (১১) إِلَّا-তবে ; الَّذِينَ-যারা ; صَبَرُوا-ধৈর্যধারণ করেছে ;

১০. এটা মানব-চরিত্রের একটি বড় দোষ। জ্ঞান এবং সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবে এটা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি মানুষ নিজ নিজ মনের অবস্থা পর্যালোচনা করলে এটা তার নিকট-ই ধরা পড়ে। সাধারণত আর্থিক দিকে সচ্ছল ও শক্তিশালী লোকেরা গর্ব-অহংকার করে। অতপর কখনো তাদের উপর দুঃখ-দৈন্যতা এসে পড়লে তখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে আল্লাহর প্রতি কটুকথা বর্ষণ করে দুঃখভার লাঘব করতে চেষ্টা করে। অতপর যদি আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নিয়ামত নাযিল

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ

এবং সৎকাজ করেছে ; এরাই (তারা), তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।[১১] ১২. তবে কি আপনি বর্জনকারী

بَعْضَ مَا يُوحٰٓى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ أَنْ يَّقُولُوا

তার কিছু অংশের যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সেই সম্পর্কে আপনার অন্তর কি সংকুচিত ? তারা যে বলে—

لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ إِنَّمَآ أَنْتَ نَذِيرٌ ؕ

তার উপর কোনো ধন-সম্পদের খনি কেনো নাযিল করা হয়নি অথবা তার সাথে কোনো ফেরেশতা কেন আসেনি ? আপনি সতর্ককারী বৈ তো নন ;

وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-(ال+صلحت)-সৎকাজ ; أُولٰٓئِكَ-এরাই (তারা) ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مَّغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَّ-ও ; أَجْرٌ-প্রতিদান ; كَبِيرٌ-বিরাট। ⑫ فَلَعَلَّكَ-(ف+لعل+ك)-তবে কি আপনি ; تَارِكٌ-বর্জনকারী ; بَعْضَ-কিছু অংশের ; مَا-তারা যা ; يُوحٰٓى-ওহী করা হয়েছে ; إِلَيْكَ-(الى+ك)-অপনার প্রতি ; وَ-এবং ; ضَآئِقٌ-কি সংকুচিত ; بِهٖ-সেই সম্পর্কে ; صَدْرُكَ-(صدر+ك)-আপনার অন্তর ; أَنْ يَّقُولُوا-তারা যে বলে ; لَوْلَآ أُنْزِلَ-(لو+لا انزل)-কেনো নাযিল করা হয়নি ; عَلَيْهِ-তার উপর ; كَنْزٌ-খনি ; أَوْ-অথবা ; جَآءَ-আসেনি ; مَعَهٗ-(مع+ه)-তার সাথে ; مَلَكٌ-কোনো ফেরেশতা ; إِنَّمَآ أَنْتَ-(ان+ما+انت)-আপনি বৈ-তো নন ; نَذِيرٌ-সতর্ককারী ;

করেন, যার ফলে তাদের দুঃখ-দৈন্যতা কেটে গিয়ে সুখের দিন এসে পড়ে তখন পুনরায় গর্ব-অহংকারে মেতে উঠে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ মন্দ স্বভাবের কথা উল্লেখ করে মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, আমার রাসূল যখন তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানীর জন্য আযাবের ভয় দেখাচ্ছেন তখন তোমরা যে অহংকার ও বিদ্রূপ করছো এটা তোমাদের নীচ স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। তোমাদের এ আচরণ সত্ত্বেও আল্লাহ চান তোমরা সতর্ক ও সাবধান হয়ে যাও ; কিন্তু আল্লাহর দেয়া এ অবকাশকে তোমরা কাজে না লাগিয়ে বিপরীতমুখী চলছো।

১১. 'সবর' করার অর্থ হলো সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকেও পরিবর্তিত করে না ফেলা ; বরং সর্বাবস্থায় যুক্তিসংগত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করা। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্যে আত্মহারা হয়ে ভুলে না যাওয়া এবং দুঃখ-দৈন্যতা ও

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ⑫ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ

আর আল্লাহ তো প্রত্যেক বিষয়েরই কর্মবিধানকারী।[১৩] ১৩. অথবা তারা কি বলে—সে এটা (কুরআন) রচনা করে নিয়েছে ? আপনি বলুন—

فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

তাহলে তোমরা এর মতো দশটি স্বরচিত সূরা নিয়ে এসো, আর যাকে পারো ডেকে নিয়ে এসো

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑬ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا

আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা হয়ে থাকো সত্যবাদী। ১৪. তবে তারা যদি তোমাদের প্রতি সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রেখো

وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহতো ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-(على+كل+شيء)-প্রত্যেক বিষয়েরই ; وَكِيْلٌ-কর্মবিধানকারী। ⑫ اَمْ-অথবা ; يَقُوْلُوْنَ-তারা কি বলে ; افْتَرٰىهُ-(افترى+ه)-সে এটা রচনা করে নিয়েছে ; قُلْ-আপনি বলুন ; فَاْتُوْا-(ف+اتوا)-তাহলে তোমরা নিয়ে এসো ; بِعَشْرِ-(ب+عشر)-দশটি ; سُوَرٍ-সূরা ; مِّثْلِهٖ-(مثل+ه)-এর মতো ; مُفْتَرَيٰتٍ-স্বরচিত ; وَ-আর ; ادْعُوْا-ডেকে নিয়ে এসো ; مَنِ-যাকে ; اسْتَطَعْتُمْ-পারো ; مِّنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ⑭ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا-(ف+ان+لم يستجيبوا)-তবে তারা যদি সাড়া না দেয় ; لَكُمْ-তোমাদের প্রতি ; فَاعْلَمُوْٓا-(ف+اعلموا)-তাহলে জেনে রেখো ;

বিপদ-আপদে হতাশ হয়ে না পড়া-ই হচ্ছে প্রকৃত সবর বা ধৈর্য। আল্লাহর পরীক্ষা নিয়ামতের প্রাচুর্যতার মাধ্যমেও হতে পারে, আবার বিপদ-আপদ ও দুঃখ-মসীবত রূপেও হতে পারে। উভয় অবস্থায় মু'মিন আল্লাহর প্রতিই সন্তুষ্ট থাকে এবং এরূপ লোকই 'সাবের' বা ধৈর্যশীল বলে আল্লাহর নিকট বিবেচিত হবে।

১২. অর্থাৎ উল্লিখিত ধৈর্যশীল লোকদের কোনো অপরাধ থাকলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের সকল ভাল কাজের আশাতিরিক্ত প্রতিদান দেবেন।

১৩. অর্থাৎ কাফির-মুশরিকদের বর্তমান সচ্ছল অবস্থা তাদেরকে এ ধোঁকায় ফেলেছে যে, তাদের উপর আল্লাহ এবং তাদের দেবদেবী সন্তুষ্ট, নচেত তাদের অবস্থা সচ্ছল না হয়ে অসচ্ছল হতো। এমতাবস্থায় রাসূলের দাওয়াতকে তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না, অধিকন্তু তাঁর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ও তাঁর উপর যুল্‌ম-নির্যাতনের দ্বারা তাঁকে দমন করার চেষ্টায় লেগে যায়। কেউ কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপের দ্বারা তাকে এ দাওয়াত থেকে

أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ○

এটাতো আল্লাহর ইল্‌ম অনুযায়ীই নাযিল হয়েছে, আর তিনি ছাড়া তো কোনো ইলাহ-ই নেই ; সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে ?[১৪]

⑮ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ

১৫. যে কেউ দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য চায়,[১৫]
আমি পুরোপুরি দান করি তাদেরকে

أَنَّمَا أُنْزِلَ-(انما+انزل)-এটাতো নাযিল হয়েছে ; بِعِلْمِ-(ب+علم)-ইল্‌ম অনুযায়ী-ই ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-আর ; أَنْ لَّا-নেই ; إِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়াতো ; هُوَ-তিনি; فَهَلْ أَنْتُمْ-(ف+هل+انتم)-তবে কি তোমরা ; مُسْلِمُوْنَ-আত্মসমর্পণ কারী হবে ? ⑮ مَنْ-যে কেউ ; كَانَ يُرِيْدُ-চায় ; الْحَيٰوةَ-(ال+حيوة)-জীবন ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-ও ; زِيْنَتَهَا-(زينت+ها)-তার সৌন্দর্য ; نُوَفِّ-আমি পুরোপুরি দান করি ; إِلَيْهِمْ-তাদেরকে ;

বিরত রাখতে চায়। এরূপ অবস্থায় তাঁর প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা, সাহস ও হিম্মত দান করে বলেছেন যে, অবস্থা অনুকূল হোক বা প্রতিকূল ; অপমান-লাঞ্ছনা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মুর্খতাসূলভ আচরণ যেন আপনার দৃঢ়তা ও অবিচলতায় ঘাটতি না ঘটে—আপনার মাঝে যেন কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ জাগ্রত না হয়। লোকেরা মানুক বা না মানুক, আপনি যে সত্য লাভ করেছেন তা কম-বেশী না করে নির্ভিকভাবে আপনি বলে যান এবং পরিণাম সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন।

১৪. কুরআন মজীদ আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়—এ উভয় কথা প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে—

এক ঃ কুরআন মজীদকে তোমরা যদি আল্লাহর বাণী বলে না মানতে চাও এবং আমার রচিত বলে মনে করো, তাহলে তোমরা অনুরূপ দশটি সূরা-ই রচনা করে আনো। যদি তোমরা তা না পারো এবং তা তোমরা কখনো পারবে না ; সুতরাং এটা যে আমার রচিত নয়—এটা আল্লাহর বাণী এটাই প্রমাণিত।

দুই ঃ আল্লাহর এ কিতাবে তোমাদের দেব-দেবী ও তোমাদের বানানো মা'বুদদের সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে এবং তোমাদেরকে এসব মিথ্যা দেব-দেবীর পূজা-উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে ; কেননা প্রকৃত 'ইলাহ' হওয়ার কোনো যোগ্যতাই এদের নেই। এমতাবস্থায় কুরআনের এ দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কিতাব রচনা করে আনো। তোমাদের দেবতাদের ক্ষমতা থাকলে তারা নিয়ে আসুক।যদি তারা তা না পারে, আর তারা পারবেও না—তবে তোমরা যে অনর্থক এদেরকে দেবতা মেনে নিয়েছো এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো।

أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ

তাদের কর্মফল সেখানেই এবং তাদেরকে সেখানে কম দেয়া হবে না।

১৬. এরাই তারা যাদের জন্য নেই কিছু

فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ

আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া ;[১৬] আর তারা যা করেছে (দুনিয়াতে) সেখানে তা বরবাদ হয়ে গেছে এবং তা বাতিল

أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কর্মফল ; فِيهَا-সেখানেই ; وَ-এবং ; هُمْ-তাদেরকে ; فِيهَا-সেখানে ; لَا يُبْخَسُونَ-কম দেয়া হবে না।⑯ أُولَٰئِكَ-এরাই তারা ; الَّذِينَ-যাদের; لَيْسَ-নেই কিছু ; لَهُمْ-জন্য ; فِي الْآخِرَةِ-(فى+ال+اخرة)-আখিরাতে ; إِلَّا-ছাড়া ; النَّارُ-জাহান্নাম ; وَ-আর ; حَبِطَ-বরবাদ হয়ে গেছে ; مَا صَنَعُوا-(ما+صنعوا)-যা তারা করেছে ; فِيهَا-সেখানে ; وَ-এবং ; بَاطِلٌ-তা বাতিল ;

প্রসংগত এখানে একটি কথা জানা যায় যে, সূরা হূদ নাযিলের দিক থেকে সূরা ইউনুসের পূর্বের সূরা। এখানে বলা হয়েছে দশটি সূরা রচনা করে আনার কথা ; তারা যখন এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে ব্যর্থ হলো তখন সূরা ইউনুসের ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে একটি সূরা রচনা করে আনার কথা।

১৫. অর্থাৎ দুনিয়া-পূজারীরা-ই কুরআনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। অতীত কালেও এ ধরণের লোকেরাই দীনী আন্দোলন এবং দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করতো, আর বর্তমান কালেও এ চরিত্রের লোকেরাই দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধী। তাদের মনে দুনিয়া এবং তার বস্তুগত লাভ-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাদের কর্মফল পুরোপুরি দিয়ে দেন। পরকালে তাদের কিছুই প্রাপ্য নেই, জাহান্নাম ছাড়া।

১৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভ করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, সে দুনিয়াতেই তার ফল পেয়ে যাবে। পরকালের জন্য যেহেতু তার কোনো চিন্তা-চেতনাই নেই এবং সে পরকালের জন্য কোনো কাজও করেনি তাই সেখানে তার কিছু পাওয়াটা অযৌক্তিক।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সে পরকালে না হয় কিছুই পেলো না ; কিন্তু তাকে আগুনে জ্বলতে হবে কেন ? এর জওয়াব সূরা ইউনুসের ৮ আয়াতে দেয়া হয়েছে। আর তাহলো—পরকালকে অস্বীকার বা অমান্য করার ফলে সে এমন সব কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে যার শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া কিছুই হতে পারে না। পরকাল অস্বীকার করার ফলে দুনিয়াই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে পড়বে এবং সে তখন দুনিয়াতে সুখ-শান্তির জন্য

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑯ أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ

যা তারা করতো। ১৭. তবে কি, যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত[১৭] এবং তারা অনুসরণ করে

شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى إِمَامًا وَّرَحْمَةً ۚ

তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষী,[১৮] আর তার পূর্বে আদর্শ ও রহমত স্বরূপ রয়েছে মূসার কিতাব, (সে কি তাদের সমান ?)

أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ

তারা তো এর প্রতি ঈমান রাখে ;[১৯] আর অন্যান্য দলের যারা এটাকে (কুরআনকে) অস্বীকার করে জাহান্নাম-ই

مَا-যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করতো। ⑰ أَفَمَنْ-(ا+ف+من)-তবে কি , যে ; كَانَ-প্রতিষ্ঠিত ; عَلٰى-উপর ; بَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণের ; مِّنْ-পক্ষ থেকে প্রেরিত ; رَّبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; يَتْلُوْهُ-(يتلوا+ه)-তার অনুসরণ করে ; شَاهِدٌ-কোনো সাক্ষী ; مِّنْهُ-(من+ه)-তাঁর পক্ষ থেকে ; وَ-আর ; مِنْ قَبْلِهٖ-(من+قبل+ه)-তার পূর্বে রয়েছে ; كِتٰبُ-কিতাব ; مُوْسٰٓى-মূসার ; إِمَامًا-আদর্শ ; وَّ-ও ; رَحْمَةً-রহমত স্বরূপ ; أُولٰٓئِكَ-তারা তো ; يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে ; بِهٖ-এর প্রতি ; وَ-আর ; مَنْ-যারা ; يَّكْفُرْ-অস্বীকার করে ; بِهٖ-এটাকে ; مِنَ الْأَحْزَابِ-(من+ال+احزاب)-অন্যান্য দলের ; فَالنَّارُ-(ف+ال+نار)-জাহান্নাম-ই ;

অন্যায়-অবিচার ও অন্যের সম্পদ অপহরণ ইত্যাদি অপরাধে জড়িত হয়ে পড়বে। আর এসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে—এটা ন্যায়-ইনসাফের দাবী।

১৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব, বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা দেখেই প্রমাণ পেয়ে যায় যে, এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও লালন-পালনকারী একমাত্র আল্লাহ এবং এসব সাক্ষ-প্রমাণের দ্বারা তার মন বলে যে, এ জগতের পর আরেক জগত আছে, যেখানে এ জগতের কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং এ জগতের কাজের প্রতিফল হিসেবে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে—এ ব্যক্তি তাদের সমান হতে পারে না, যারা এতসব প্রমাণ দেখেও স্রষ্টাকে চিনতে পারে না।

১৮. এখানে সাক্ষ্য অর্থ কুরআন মজীদ। অর্থাৎ মানুষের বিবেকের সাক্ষ্যকে কুরআন মজীদ সত্যায়ন করেছে যে, প্রকৃত ব্যাপার তা-ই যা তোমার অন্তর বিশ্ব-প্রকৃতির নিদর্শনাবলী দেখেই অনুধাবন করে নিয়েছে।

مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِیْ مِرْیَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ

তাদের ওয়াদাকৃত স্থান ; অতএব আপনি সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে থাকবেন না ; নিশ্চিত এটাই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একমাত্র সত্য, কিন্তু

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ؕ

অধিকাংশ মানুষ (তা) বিশ্বাস করে না। ১৮. আর তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে ?[20]

اُولٰٓئِكَ یُعْرَضُوْنَ عَلٰی رَبِّهِمْ وَیَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰۤؤُلَآءِ الَّذِیْنَ

ওদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে হাজির করা হবে, আর সাক্ষীরা বলবে—এরাই তারা যারা

مَوْعِدُهٗ-(موعد+ه)-তাদের ওয়াদাকৃত স্থান ; فَلَاتَكُ-(ف+لاتك)-অতএব আপনি থাকবেন না ; فِیْ مِرْیَةٍ-(فی+مرية)-কোনো সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে ; مِنْهُ-সে ব্যাপারে ; اِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চিত এটাই ; الْحَقُّ-একমাত্র সত্য ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; لَایُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে না। ⑱ وَ-আর ; مَنْ-কে ; اَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنِ-(من+من)-তার চেয়ে, যে ; افْتَرٰی-রচনা করে ; عَلَی-সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; كَذِبًا-মিথ্যা ; اُولٰئِكَ-ওদেরকে ; یُعْرَضُوْنَ-হাজির করা হবে ; عَلٰی-সামনে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-আর ; یَقُوْلُ-বলবে ; الْاَشْهَادُ-(ال+اشهاد)-সাক্ষীরা ; هٰؤُلَاءِ-এরাই তারা ; الَّذِیْنَ-যারা ;

১৯. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যে ভুলে আছে তাদের জন্য কুরআনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করাটা সহজ ; কিন্তু যে লোক বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রমাণ দেখে পূর্ব থেকেই আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে ; অতপর কুরআন মজীদের সাক্ষ্য তার ধারণাকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করেছে ; অধিকন্তু ইতিপূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহও তার বাড়তি সমর্থনদান করেছে। সে কখনো অবিশ্বাসীদের মত হতে পারে না। এসব ঘোষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যেমন নবুওয়াতের পূর্বেই প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী দেখে আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন পেয়ে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ (স)-ও কুরআন নাযিলের পূর্বেই ঈমান বিল গায়েব-এর পর্যায় অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাসত্যের পরিচয় পেয়ে

كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ

মিথ্যা রচনা করেছে তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে ; সাবধান যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।[21] ১৯. যারা[22] বিরত রাখে (লোকদেরকে)

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

আল্লাহর পথ থেকে এবং তাতে বক্রতা খুঁজে ফেরে[23]
আর তারা আখিরাতের প্রতিও অবিশ্বাসী।

﴿٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ

২০. দুনিয়াতে তারা (আল্লাহকে) অক্ষম কারী ছিল না[24] আর তাদের জন্য ছিল না

كَذَبُوْا-মিথ্যা রচনা করেছে ; عَلٰى-সম্পর্কে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; اَلَا-সাবধান ; لَعْنَةُ-অভিসম্পাত ; اللّٰه-আল্লাহর ; عَلٰى-উপর ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের। ﴿١٩﴾ الَّذِيْنَ-যারা ; يَصُدُّوْنَ-বিরত রাখে (লোকদেরকে) عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-পথ ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-এবং ; يَبْغُوْنَهَا-খুঁজে ফেরে তাতে ; عِوَجًا-বক্রতা ; وَ-আর ; هُمْ-তারা ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতের প্রতিও ; هُمْ-তারা ; كٰفِرُوْنَ-অবিশ্বাসী। ﴿٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ-তারা ; لَمْ يَكُوْنُوْا-ছিল না ; مُعْجِزِيْنَ-অক্ষমকারী (আল্লাহকে) ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; وَ-আর ; مَا كَانَ-ছিল না ; لَهُمْ-তাদের জন্য ;

গিয়েছিলেন। অতপর কুরআন মজীদ তার সত্যতা অনুমোদন করতঃ তাঁকে ইলমুল ইয়াকীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান দান করেছে।

২০. অর্থাৎ যে বা যারা বলে যে, আল্লাহর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারে ও ইবাদাত পাওয়ার অধিকারে অন্যেরা শরীক রয়েছে ; অথবা যারা বলে যে, আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য কোনো নবী ও কিতাব প্রেরণ করেন নি ; অথবা বলে যে, আমাদের জীবন-যাপনের ব্যাপারে আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছেন ; কিংবা বলে—মানুষকে আল্লাহ খেলার ছলে সৃষ্টি করেছেন, খেলা শেষে মানুষকে এমনিই শেষ করে দেয়া হবে—এখানকার কাজ-কর্মের জন্য কোনো জবাবদিহী করতে হবে না—এমন লোকদের চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না।

২১. এখানে পরকালীন অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পরকালে এরূপ ঘোষণা দেয়া হবে।

২২. অর্থাৎ পরকালে যাদের ব্যাপারে উল্লিখিত 'যালিম' হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাদের দ্বারা দুনিয়াতে এসব কাজ-কর্ম সংঘটিত হবে।

২৩. অর্থাৎ কুরআন মজীদ তাদের সামনে যে সহজ-সরল জীবন-পদ্ধতি পেশ

مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ

কোনো অভিভাবক আল্লাহ ছাড়া ; তাদের জন্য আযাবকে দ্বিগুণ করে দেয়া হবে[২৫]

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ○

তারা তো শুনতেও সক্ষম ছিল না, আর তারা দেখতেও পেতো না।

(২১) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

২১. ওরাই তারা, যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছে এবং তারা যা অলীক কল্পনা করতো[২৬] তা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

(২২) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (২৩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

২২. সন্দেহাতীতভাবে আখিরাতে তারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও করেছে

مِنْ دُونِ-ছাড়া ; اللّٰه-আল্লাহ ; مِنْ أَوْلِيَاءَ-কোনো অভিভাবক ; يُضٰعَفُ-দ্বিগুণ করে দেয়া হবে ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الْعَذَابُ-(ال+عذاب)-আযাবকে ; مَا كَانُوا ; يَسْتَطِيعُونَ-তারা সক্ষম ছিল না ; السَّمْعَ-(ال+سمع)-শুনতেও ; وَ-আর ; مَا كَانُوا ; يُبْصِرُونَ-তারা দেখতেও পেতো না। (২১) أُولٰئِكَ-ওরাই তারা ; الَّذِينَ-যারা ; خَسِرُوا - ক্ষতি করেছে ; أَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেরাই নিজেদের ; وَ-এবং ; ضَلَّ-উধাও হয়ে গেছে তা ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ-যা তারা অলীক কল্পনা করতো। (২২) لَا جَرَمَ-সন্দেহাতীতভাবে ; أَنَّهُمْ-তারাই ; فِي الْآخِرَةِ-আখিরাতে ; هُمُ-তারা ; الْأَخْسَرُونَ-(ال+اخسرون)-সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (২৩) إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا - ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করেছে ;

করেছে, তা তাদের পসন্দ নয়। তারা চায় যে, আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা তাদের মূর্খতাপূর্ণ হিংসা-বিদ্বেষ এবং তাদের কল্পনা-ধারণা ও কামনা-বাসনা অনুসারে বাঁকা হয়ে যাক, তাহলেই তারা তা গ্রহণ করে নেবে।

২৪. এখানেও পরকালীন জগতের কথা বলা হয়েছে।

২৫. তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব এজন্য দেয়া হবে যে, একটি আযাব তাদের নিজেদের গুমরাহীর কারণে, আর অপর আযাব তাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য গুমরাহীর উত্তরাধীকার রেখে যাওয়ার কারণে।

الصّٰلِحٰتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلٰى رَبِّهِمْ ۙ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا

সৎকাজ এবং বিনত হয়েছে তাদের প্রতিপালকের প্রতি ; ওরাই জান্নাতের অধিবাসী ; তাতে তারা

خٰلِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمٰى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ

থাকবে চিরস্থায়ী।[২৭] ২৪ সেই দু'দলের উদাহরণ যেমন—এক (ব্যক্তি) অন্ধ ও বধির আর এক ব্যক্তি দৃষ্টিমান

وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

ও শ্রবণশীল ; এ দু'জন কি তুলনায় সমান হতে পারে ?[২৮] তবুও কি তোমরা গ্রহণ করে নেবে না কোনো শিক্ষা ?

الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; وَ-এবং ; أَخْبَتُوٓا-বিনত হয়েছে ; إِلٰى-প্রতি ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; أُولٰٓئِكَ-ওরাই ; أَصْحٰبُ-অধিবাসী ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; هُمْ-তারা ; فِيهَا-তাতে ; خٰلِدُونَ-থাকবে চিরস্থায়ী। ২৪ مَثَلُ-উদাহরণ ; الْفَرِيقَيْنِ-(ال+فريقين)-সেই দু'দলের ; كَالْأَعْمٰى-(ك+ال+اعمى)-যেমন– এক অন্ধ ; وَ-ও ; الْأَصَمِّ-(ال+ا+صم)-বধির ; وَ-আর ; الْبَصِيرِ-(ال+بصير)-এক দৃষ্টিমা ; وَ-ও ; السَّمِيعِ-(ال+سميع)-শ্রবণশীল ; هَلْ يَسْتَوِيٰنِ-এ দু'জন কি সমান ; مَثَلًا-তুলনায় ; أَفَلَا تَذَكَّرُونَ-(ا+ف+لاتذكرون)-তবুও কি তোমরা গ্রহণ করে নেবে না কোনো শিক্ষা ?

২৬. অর্থাৎ তারা পরকাল সর্ম্পকে যেসব ধারণা করে রেখেছিল তা সবই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তারা আল্লাহ, বিশ্বজগত ও নিজেদের সত্তা সম্পর্কে যেসব মনগড়া কাল্পনিক ধারণা ও মতবাদ পোষণ করে রেখেছিল, তা সবই অলীক কল্পনা বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারা নিজেদের মিথ্যা মা'বুদ, সুপারিশকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের থেকে যে সাহায্য পাওয়ার ভরসা করে রেখেছিল তাও ভিত্তিহীন বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

২৭. আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা এ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে।

২৮. অর্থাৎ যে অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির দেখানো পথে চলতে রাজী নয়, সে তো নিশ্চিত দুর্ঘটনার শিকার হবে। আর যে ব্যক্তি নিজে দৃষ্টিমান এবং অভিজ্ঞ লোকের থেকে নির্দেশনাও গ্রহণ করে, সে তো অবশ্যই নির্বিঘ্নে তার মনযিলে পৌঁছতে সক্ষম হবে—এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এরা উভয় কখনো সমান হতে পারে না। তদ্রূপ যে লোক বিশ্ব-প্রকৃতিতে বিরাজমান সাক্ষ-প্রমাণ দেখে মহাসত্যকে চিনে নিতে সক্ষম এবং নবী-রাসূলদের নির্দেশনাও মেনে চলে, জীবনযাত্রা ও পরিণামের

ক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে না, যে প্রকৃতিতে বিরাজমান নিদর্শনাবলী দেখা থেকে চক্ষু বন্ধ করে রাখে, আর নবী-রাসূলদের আনীত জ্ঞান লাভ করেও আল্লাহকে চিনতে সক্ষম হয় না।

২ রুকূ' (৯-২৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সুস্থতা-অসুস্থতা ও আনন্দ-বিষাদ সকল কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং সকল অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় থাকতে হবে—এটাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

২. সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্যের সাথে আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে পারলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে গুনাহের ক্ষমা ও মহান প্রতিদান পাওয়া যাবে।

৩. আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে সদা-সর্বদা নিয়োজিত রাখতে হবে—এতে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংশয় থাকা সমিচীন নয়।

৪. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিরোধীদের সকল প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কটূক্তি-বক্রোক্তি ও সক্রিয় বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে এ পথে ক্রমাগ্রসর হতে হবে।

৫. কুরআন মজীদ নাযিলের সময় থেকে এ পর্যন্ত এটাকে মানুষের রচিত বলে প্রমাণ করার সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এটা আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব—এতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই—এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৬. যারা দুনিয়ার জীবনের সুখ-সামগ্রী অর্জনের জন্য সদা ব্যস্ত ; আখিরাতের জীবন সম্পর্কে যাদের চেতনা নেই এবং সেখানে কিছু পাওয়ার আশা বা না পাওয়ার কোনো প্রকার হতাশা তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে দেন।—এতে তাদেরকে কোনো প্রকার কম দেয়া হয় না।

৭. আখিরাতে আবিশ্বাসী লোকেরা দুনিয়ার সুখ সামগ্রী অর্জনের জন্য এমন সব কাজ করে বসে, যার ফলে তারা সাজা পাওয়ার উপযোগী হয়ে পড়ে। আর তাই তারা জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হয়ে যায় এবং জাহান্নাম-ই তাদের ঠিকানা হয়।

৮. এসব লোকের দুনিয়াতে কৃত ভাল কাজগুলো আখিরাতের নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং দুনিয়াতে তারা যাদেরকে মেনে চলতো, পূজা-উপাসনা করতো, যাদের পৃষ্ঠপোষকতা তারা লাভ করতো, আখিরাতে তারাও উধাও হয়ে যাবে ।

৯. রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন মজীদ নাযিলের পূর্বেও জগতের যাবতীয় নিদর্শনাবলী দেখে আল্লাহকে চিনতে সক্ষম হয়েছিলেন ; যেমন ইবরাহীম (আ)-ও নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বেই প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী দেখে আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন পেয়েছিলেন।

১০. মানুষ তার জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু এবং তার পরিবেশের দিকে লক্ষ্য করে একটু চিন্তা করলেই আল্লাহকে চিনতে পারে—বুঝতে পারে আল্লাহর একক ইবাদাত লাভের অধিকারকে।

১১. নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণার পর যে ধারণা লাভ করেছিলেন, কুরআন মজীদ তা অনুমোদন করেছে এবং তাঁকে ইলমুল ইয়াকীন দান করেছেন।

১২. কুরআন মজীদের পূর্বে যেসব আসমানী কিতাব এসেছে সেসব কিতাব-ই রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে।

১৩. এতসব অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিতে রাজী নয়, তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই হতে পরে না।

১৪. যারা আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদ সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় পোষণ করে—এটাকে মানুষের রচিত বলে মনে করে তারা যালিম ; যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পত।

১৫. আখিরাতে অবিশ্বাসী লোকেরাই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর দীনে খুঁত খুজে বেড়ায় এবং তাতে নিজেদের বিকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন কামনা করে।

১৬. আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসব বাতিলপন্থীদের কিছুই করার নেই—আস্ফালন ছাড়া। তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১৮. যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধী তারা আখিরাতে দ্বিগুণ আযাব পাবে। কারণ নিজেদের পথভ্রষ্টতার জন্য একটি আযাব এবং পরবর্তীদের জন্য পথভ্রষ্টতাকে উত্তরাধীকার হিসেবে রেখে যাওয়ার জন্য আরেকটি আযাব।

১৯. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার-অমান্য করার মত কোনো তথ্য-সূত্র ও যুক্তি-প্রমাণ নেই। অতএব আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করা প্রকৃত জ্ঞানীরই পরিচয়।

২০. আখিরাতকে অবিশ্বাস করা অপূরণীয় ক্ষতির ঝুঁকি নেয়া। এরূপ ঝুঁকি নেয়া কোনো প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। একমাত্র নির্বোধরাই এ কাজ করতে পারে।

২১. চোখ-কান থাকা সত্ত্বেও যারা অন্ধ ও বধিরদের মতই আচরণ করে এবং যারা চোখ-কানের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ প্রদত্ত দীন অনুযায়ী জীবন গড়ে নেয় উভয়ের পরিণাম এক হওয়া যুক্তি-বুদ্ধির বিপরীত।

২২. অতএব আল্লাহর দীন অনুযায়ী জীবন যাপন ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভের বিকল্প কোনো পথ নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১১

٢٥ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

২৫. আর নিসন্দেহে আমি নূহকে তাঁর কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম ;[29] (তিনি তাদেরকে বলেছিলেন) আমি তোমাদের প্রতি নিশ্চিত প্রকাশ্য সতর্ককারী।

٢٦ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ

২৬. তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না ; অবশ্যই আমি তোমাদের উপর এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের আংশকা করছি।[30]

٢٧ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا

২৭. তারপর তাঁর জাতির প্রধানগণ যারা কুফরী করেছিল তারা বললো—আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো মানুষ ছাড়া কিছুই দেখছি না[31]

(২৫) وَ-আর ; لَقَدْ اَرْسَلْنَا-(ل+قد ارسلنا)-নিসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম ; نُوْحًا-নূহকে ; اِلٰى-নিকট ; قَوْمِهٖٓ-(قوم+ه)-তাঁর কাওমের ; اِنِّىْ-নিশ্চিত আমি ; لَكُمْ-তোমাদের প্রতি ; نَذِيْرٌ-সতর্ককারী ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। (২৬) اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا-তোমরা কারো ইবাদাত করো না ; اِلَّا-ছাড়া ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; اِنِّىْٓ-অবশ্যই আমি ; اَخَافُ-আশংকা করি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; عَذَابَ-আযাবের ; يَوْمٍ-দিনের ; اَلِيْمٍ-যন্ত্রণাদায়ক। (২৭) فَقَالَ-(ف+قال)-তারপর বললো ; الْمَلَاُ-প্রধানগণ ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-করেছিল ; مِنْ قَوْمِهٖ-(من+قوم+ه)-তাঁর জাতির ; مَا نَرٰىكَ-(ما نرى+ك)-আমরাতো দেখছি না তোমাকে ; اِلَّا-ছাড়া কিছুই ; بَشَرًا-মানুষ ; مِّثْلَنَا-(مثل+نا)-আমাদের মতো ;

২৯. হযরত নূহ (আ) ও তাঁর কাওমের লোকদের সম্পর্কে সূরা আল আ'রাফের ৮ম রুকূ'তেও তুলনামূলক সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। উক্ত রুকূ'র টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৩০. একই কথা অত্র সূরার ৩য় আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর যবান মুবারকে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে এটা নূহ (আ)-এর যবানীতে বলা হয়েছে। মূলত সকল নবীর দাওয়াতের ভাষা ও মর্ম একই ছিল।

৩১. অর্থাৎ তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। পানাহার করো, চলাফেরা করো, ঘুমাও, জেগে থাকো এবং তুমিও আমাদের মতই সন্তানের পিতা ; সুতরাং তুমি আল্লাহর

وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ

আর আমরা তো কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখছি না তাদের ছাড়া যারা আমাদের মধ্যেকার নিম্নস্তরের মোটাবুদ্ধির লোক[৩২]

وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يٰقَوْمِ

এবং আমরা তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের উপর দেখছি না[৩৩] বরং তোমাকে মিথ্যাবাদীদের শামিল মনে করি। ২৮. তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়।

اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ

তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে রহমত দান করে থাকেন।[৩৪]

وَ-আর ; مَا نَرٰىكَ-(مانرى+ك)-আমরা তো দেখছি না ; اتَّبَعَكَ-(اتبع+ك)-তোমাকে অনুসরণ করতে ; اِلَّا-ছাড়া ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; هُمْ-তারা ; اَرَاذِلُنَا-(اراذل+نا)-আমাদের মধ্যকার নিম্নস্তরের ; بَادِيَ الرَّاْيِ-মোটাবুদ্ধির লোক ; وَ-এবং ; مَا نَرٰى-আমরা দেখছি না ; لَكُمْ-তোমাদের ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; مِنْ فَضْلٍ-কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ; بَلْ-বরং ; نَظُنُّكُمْ-(نظن+كم)-আমরা তোমাদের মনে করি ; كٰذِبِيْنَ-মিথ্যাবাদীদের শামিল। ﴿٢٨﴾ قَالَ-তিনি (নূহ) বললেন ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم+ى)-হে আমার সম্প্রদায়! ; اَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো ; اِنْ-যদি ; كُنْتُ-আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি ; عَلٰى-উপর ; بَيِّنَةٍ-স্পষ্ট প্রমাণের ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; اٰتٰىنِيْ-আমাকে দান করে থাকেন ; رَحْمَةً-রহমত ; مِّنْ عِنْدِهٖ-(من+عند+ه)-তাঁর পক্ষ থেকে ;

পক্ষ থেকে নবী হিসেবে এসেছো এটা কি করে আমরা মেনে নেবো। এ ধরনের মূর্খতাজনিত আপত্তি মক্কার লোকেরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারেও উঠিয়েছিল। আসলে বিরোধীরা সকল যুগেই নবী-রাসূলদের ব্যাপারে এসব কথা বলেছিল। এটা তাদের একটি খোঁড়া অজুহাত মাত্র।

৩২. মক্কার লোকেরাও রাসূলের সংগী-সাথীদের সম্পর্কে একই কথা বলেছিল। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে যারা আছে, তারা তো আমাদের সমাজের নিম্নস্তরের লোক। কিছু ক্রীতদাস ও বুদ্ধি-বিবেচনাহীন কিছু যুবক তার সাথে জুটছে। এমন লোককে আল্লাহর নবী বলে কিভাবে মানা যেতে পারে।

فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۖ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَا قَوْمِ

কিন্তু তা গোপন রাখা হয়েছে তোমাদের নিকট ; আমি কি তোমাদের উপর তা বাধ্য করে দিতে পারি ? অথচ তোমরা তা অপসন্দকারী। ২৯. আর হে আমার সম্প্রদায় !

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ

আমি তো তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো ধন-সম্পদ চাচ্ছি না ;[৩৫] আমার প্রতিদানতো আল্লাহ ছাড়া কারো যিম্মায় নেই এবং আমিতো বিতাড়নকারী নই

الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا

তাদের যারা ঈমান এনেছে ; তারা অবশ্যই তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকারী ;[৩৬] কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এমন সম্প্রদায় ;

فَعُمِّيَتْ-(ف+عميت)-কিন্তু তা গোপন রাখা হয়েছে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের নিকট ; أَنُلْزِمُكُمُوهَا-(ا+نلزمكموا+ها)-আমি কি তোমাদের উপর তা বাধ্য করে দিতে পারি ; وَ-অথচ ; أَنتُمْ-তোমরা ; لَهَا-তা ; كَارِهُونَ-অপসন্দকারী। ﴿٢٩﴾ وَ-আর ; يَا قَوْمِ -হে আমার সম্প্রদায় ; لَا أَسْأَلُكُمْ-(لااسئل+كم)-আমি তোমাদের নিকট চাচ্ছি না ; عَلَيْهِ - তার বিনিময়ে ; مَالًا-কোনো ধন-সম্পদ ; إِنْ أَجْرِيَ-(ان+اجر+ى)-আমার প্রতিদানতো নেই ; إِلَّا-ছাড়া কারো ; عَلَى-যিম্মায় ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; مَا أَنَا-আমি তো নই ; بِطَارِدِ-বিতারণকারী ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; إِنَّهُم-(ان+هم)-অবশ্যই তারা ; مُلَاقُو-সাক্ষাতকারী ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَلَٰكِنِّي-কিন্তু ; أَرَاكُمْ-(ارى+كم)-আমি দেখছি তোমরা ; قَوْمًا-এমন সম্প্রদায় ;

৩৩. অর্থাৎ ধন-সম্পদ, চাকর-চাকরানী ও সমাজের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব তো আমাদের হাতে। সুতরাং তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত আছে বলে যে দাবী তোমরা করছো, বাস্তবে তার কোনো নমুনা দেখা যায় না। অতএব আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া যায় না।

৩৪. একথাটি-ই পূর্ববর্তী রুকূ' মুহাম্মাদ (স)-এর মুখে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে তাওহীদের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে ওহী পূর্বেই আমার ধারণা লাভ হয়েছে। অতপর মহান আল্লাহ তাঁর ওহীরূপে রহমত দানে আমাকে ধন্য করেছেন।

এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী-রাসূলগণ ওহী লাভ করার পূর্বেই পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে ঈমান বিল গায়েব লাভ করে থাকেন। তারপর আল্লাহ

تَجْهَلُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ

যারা মূর্খতায় নিমজ্জিত রয়েছো। ৩০. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে কে সাহায্য করবে আল্লাহ থেকে যদি আমি তাদেরকে বিতাড়িত করি ;

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ

তোমরা কি বুঝতে পারো না ? ৩১. আর আমি তো তোমাদেরকে এও বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার রয়েছে ;

وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ

আর আমি অদৃশ্যের খবরও জানি না এবং আমি বলছি না যে, আমি ফেরেশতা,[৩৭] আর আমি তাদের সম্পর্কেও বলছি না যাদেরকে

تَجْهَلُوْنَ-যারা মূর্খতায় নিমজ্জিত। ৩০ وَ-আর ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; مَنْ-কে ; يَّنْصُرُنِيْ-(ينصر+نى)-আমাকে সাহায্য করবে ; مِنَ-থেকে ; اللّٰه-আল্লাহ ; اِنْ-যদি ; طَرَدْتُّهُمْ-(طردت+هم)-আমি তাদেরকে বিতাড়িত করি ; اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ-(ا+ف+لاتذكرون)-তোমরা কি বুঝতে পারো না। ৩১ وَ-আর ; لَآاَقُوْلُ-আমিতো বলছি না ; لَكُمْ-তোমাদেরকে; عِنْدِيْ-আমার নিকট রয়েছে ; خَزَآئِنُ-ধনভণ্ডার ; اللّٰه-আল্লাহর; وَ-আর ; لَآاَعْلَمُ-আমি জানি না ; الْغَيْبَ-অদৃশ্যের খবর ; وَ-এবং ; لَآاَقُوْلُ- আমি বলছি না ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; مَلَكٌ-ফেরেশতা ; وَّ-আর ; لَآاَقُوْلُ-আমি বলছি না ; لِلَّذِيْنَ-তাদের সম্পর্কেও যাদেরকে ;

তাআলা তাঁদেরকে নবুওয়াতের পদ মর্যাদায় ভূষিত করেন, যার সাহায্যে তাঁরা প্রত্যক্ষ ঈমান আনার মাধ্যমে ইলমুল ইয়াকীন তথা দৃঢ়বিশ্বাসের জ্ঞান অর্জন করেন।

৩৫. অর্থাৎ আমিতো তোমাদের প্রতি নিঃস্বার্থ উপদেশ দানকারী ও কল্যাণকামী। আমার যত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা তোমাদের কল্যাণের জন্যই। সত্য দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে আমি যত বিপদ-মসীবতের মুকাবিলা করছি ; এতে আমার নিজের কোনো স্বার্থ রয়েছে বলে তোমরা কোনো প্রমাণ দিতে পারবে না।

৩৬. অর্থাৎ তোমরা যাদেরকে নিম্নস্তরের লোক বলে আখ্যায়িত করেছো তাদের মান-মর্যাদা যা কিছু অছে তা আল্লাহর নিকট-ই তা প্রকাশিত হবে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পর তারা যদি সে মর্যাদাবান বলে চিহ্নিত হয় তাহলে আমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিলেও তারা মর্যাদাহীন হয়ে যাবে না। অপর দিকে তারা যদি মূলত-ই মর্যাদাহীন হয়ে থাকে তবে তাদের মালিক ও মনীব আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে সেই আচরণ-ই করবেন যা তিনি চান।

تَزْدَرِيٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ

তোমাদের দৃষ্টি নিতান্ত হেয়-নগণ্য মনে করে যে—'আল্লাহ তাদেরকে কখনো কোনো কল্যাণ দান করবেন না ; আল্লাহ-ই সর্বাধিক জানেন

بِمَا فِيٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا يٰنُوْحُ

সে সম্পর্কে যা আছে তাদের মনে (এসব বললে) অবশ্যই আমি তখন যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়বো। ৩২. তারা বললো—হে নূহ !

قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ

তুমিতো আমাদের সাথে ঝগড়া শুরু করেছো এবং ঝগড়ায় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো, তা হলে যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো আমাদের উপর, যদি তুমি হয়ে থাকো

مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ

সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। ৩৩. তিনি বললেন—আল্লাহ যদি চান তা অবশ্যই তোমাদের উপর নিয়ে আসবেন, আর তোমরা তো নও (তাঁকে)

لَنْ ; تَزْدَرِيٓ-নিতান্ত হেয়-নগণ্য মনে করে ; اَعْيُنُكُمْ-(اعين+كم)-তোমাদের দৃষ্টি ; يُّؤْتِيَهُمُ-(لن يوتى+هم)-তাদেরকে কখনো দান করবেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; خَيْرًا-কল্যাণ ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; اَعْلَمُ-সর্বাধিক জানেন ; بِمَا-সেই সম্পর্কে যা ; فِيٓ اَنْفُسِهِمْ-(فى+انفس+هم)-তাদের মনে আছে ; اِنِّيٓ-আমি অবশ্যই ; اِذًا-তখন ; لَمِنَ-শামিল হয়ে পড়বো ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের মধ্যে। ৩২ قَالُوْا-তারা বললো ; يٰنُوْحُ-(يا+نوح)-হে নূহ! ; قَدْ جٰدَلْتَنَا-(قد جدلت+نا)-তুমি তো আমাদের সাথে ঝগড়া শুরু করেছো ; فَاَكْثَرْتَ-(ف+اكثرت)-এবং বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো ; جِدَالَنَا-(جدال+نا)-আমাদের ঝগড়ায় ; فَاْتِنَا-(ف+ات+نا)-তাহলে আমাদের উপর নিয়ে এসো ; بِمَا-তা যার ; تَعِدُنَآ-ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো ; اِنْ-যদি ; كُنْتَ-তুমি হয়ে থাকো ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الصّٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদের। ৩৩ قَالَ-তিনি বললেন ; اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ-(انما+ياتى+كم)-অবশ্যই নিয়ে আসবেন ; بِهِ-তা ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اِنْ-যদি ; شَآءَ-তিনি চান ; وَ-আর ; مَآ-নও ; اَنْتُمْ-তোমরা তো ;

৩৭. এখানে নূহ (আ) বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে বলছেন যে, তোমরা যে আমাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে অভিহিত করছো, প্রকৃতই আমি একজন মানুষ। আমিতো

بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ إِنْ أَرَدْتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ

বিরত রাখতে সক্ষম। ৩৪. আর আমার উপদেশ-নসীহত তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না, যদিও আমি চাই যে, তোমাদের কল্যাণ করি—

إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يُّغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ ۗ وَإِلَيْهِ

যদি আল্লাহ চান তোমাদেরকে গুমরাহ করতে ;[৩৮] তিনিই তো তোমাদের প্রতিপালক ; আর তাঁর নিকটই

تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهٗ

তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৩৫. তবে কি তারা বলে যে, সে [মুহাম্মাদ] এটা (কুরআন) রচনা করে নিয়েছে ; আপনি বলুন—যদি আমি এটা রচনা করে নিয়ে থাকি

فَعَلَيَّ إِجْرَامِيْ وَأَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ○

তা হলে আমার অপরাধ আমার উপরই বর্তাবে এবং তোমরা যে অপরাধ করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।

بِمُعْجِزِيْنَ-(ب+معجزين)-বিরত রাখতে সক্ষম। ৩৪ وَ-আর ; لَا يَنْفَعُكُمْ-(لاينفع+كم)-তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না ; نُصْحِيْٓ-(نصح+ى)-আমার উপদেশ-নসীহত ; إِنْ-যদিও ; أَرَدْتُّ-আমি চাই ; أَنْ-যে ; أَنْصَحَ-কল্যাণ করি ; لَكُمْ-তোমাদের ; إِنْ-যদি ; كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ-(كان+الله+يريد)-আল্লাহ চান ; أَنْ يُّغْوِيَكُمْ-(أن يغوى+كم)-তোমাদেরকে গুমরাহ করতে ; هُوَ-তিনিই তো ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; وَ-আর ; إِلَيْهِ-তাঁর নিকটই ; تُرْجَعُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৩৫ أَمْ-তবে কি ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; افْتَرٰىهُ-(افترى+ه)-সে এটা রচনা করে নিয়েছে ; قُلْ-আপনি বলুন ; إِنِ-যদি ; افْتَرَيْتُهٗ-(افتريت+ه)-আমি এটা রচনা করে নিয়ে থাকি ; فَعَلَيَّ-(ف+على)-তাহলে আমার উপরই বর্তাবে ; إِجْرَامِيْ-(اجرام+ى)-আমার অপরাধ ; وَ-এবং ; أَنَا-আমি ; بَرِيْٓءٌ-দায়মুক্ত ; مِمَّا-তা থেকে যে ; تُجْرِمُوْنَ-অপরাধ তোমরা করছো।

কখনো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার দাবি করিনি। তবে তোমাদের নিকট আমার দাবী এতটুকুই যে, আমাকে আমার প্রতিপালক ইল্‌ম ও আমল তথা জ্ঞান ও করণীয় বিষয়ে হিদায়াত দান করেছেন। আমি অদৃশ্য জগত সম্পর্কে তার অতিরিক্ত কিছুই জানি না, যা আমার প্রতিপালক আমাকে জানিয়েছেন। আমার নিকট আল্লাহর ধন-

ভান্ডারের কোনো চাবিকাঠিও নেই। তোমাদের আপত্তি সাধারণ মানুষের মত আমার পানাহার ও চলাফেরার উপর। আমি যেহেতু মানুষ—ফেরেশতা নই, তাই আমার পানাহার ও চলাফেরাতো মানুষের মতই হবে, এতে তো আপত্তি থাকার কথা নয়।

৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা ও অন্যায়-অপরাধের কারণে এবং কল্যাণের বিরোধী হওয়ায় তোমাদের হেদায়াত নসীবে না রাখেন তবে আমার কল্যাণকামনা ও উপদেশ-নসীহত তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আমার শত চেষ্টাও তোমাদের কোনো কল্যাণ হবে না।

৩৯. রাসূলুল্লাহ (স) যখন নূহ (আ)-এর কাহিনী কাফিরদের সামনে পেশ করলেন তখন তারা বলা শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ (সা) কাহিনী একটা বানিয়ে নিয়ে এসে আমাদের সাথে খাপ খাইয়ে দিতে চাচ্ছেন। তাদের এসব কথার প্রতিউত্তরে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন—"আমি যদি এটা নিজেই বাঁনিয়ে বলি, তাহলে তার জন্য আমিই দায়ী কিন্তু তোমরা যে অপরাধ নির্দ্ধিধায় করে যাচ্ছো তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।"

৩ রুকূ' (২৫-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দূর অতীত থেকে অগণিত অসংখ্য নবী-রাসূল মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকজন নবী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে প্রাসংগিক ভাবেই তাঁদের আলোচনা করেছেন।

২. নবী-রাসূলদের কাহিনী থেকে আমাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূলকথা একই ছিল। আর বিরোধীদের বিরোধীতার ধরণও একইরূপ ছিল।

৩. নবী-রাসূলদের মানুষ হওয়াটা নবুওয়াত ও রিসালাতের পরিপন্থি নয়।

৪. নবী-রাসূলদের মানুষ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। যুক্তি-বুদ্ধির দাবীও তাই।

৫. নবী হিসেবে মানুষকে না পাঠিয়ে যদি কোনো ফেরেশতা পাঠানো হতো, তবে তাঁর নিকট থেকে দীনী বিধান শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য অসম্ভব হতো।

৬. মানুষ যদি দীন গ্রহণ করতে অনাগ্রহী হয়, তবে তা জোর করে চাপিয়ে দেয়া আল্লাহর বিধান নয়।

৭. জোর-জবরদস্তী করে কাউকে মু'মিন-মুসলমান বানানো কোনো নবীর যুগেই বৈধ ছিল না।

৮. তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে বলে যারা বিভ্রান্তি ছড়ায়, তারা মিথ্যাবাদী।

৯. ফেরেশতারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং নবী হিসেবে ফেরেশতা পাঠানো হলে তাঁদের সাথে (নবীদের সাথে) যেরূপ আচরণ করা হয়েছে—সেরূপ আচরণ করলে তার পরিণাম হতো ভয়াবহ।

১০. ধন-সম্পদ ও আভিজাত্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সত্য দীন গ্রহণে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তাই দেখা যায় যুগে যুগে সমাজের দুর্বল ও দরিদ্ররাই ধনীদের আগে দীন গ্রহণ করেছে।

১১. সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের ইতর ও হেয় মনে করা চরম অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে তারাই ইতর ও নিম্নস্তরের যারা তাদের প্রতিপালককে চিনে না এবং নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য ধনী ও প্রশাসনের দায়িত্ব লোকদেরকে খোশামোদ-তোষামোদ করে।

১২. নবী-রাসূলগণ তাঁদের তা'লীম-তাবলীগের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র সমান।

১৩. ধনী ও অভিজাতদেরকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য দরিদ্রদেরকে উপেক্ষা করা বৈধ নয়।

১৪. নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান অপরিহার্য নয়। নবী-রাসূলদেরকে-গায়েবের জ্ঞানে জ্ঞানী মনে করা শিরক। কারণ এ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।

১৫. যারা হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী নয়, তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর করে দেন, তাই কোনো সদুপদেশ তাদেরকে কল্যাণের পথ দেখাতে পারে না। সুতরাং সত্য দীনের পথে হিদায়াত লাভ করা আল্লাহর সবচেয়ে বড় রহমত।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿٣٦﴾ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ

৩৬. আর ওহী করা হলো নূহের নিকট—নিশ্চিত যে কয়জন ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আপনার সম্প্রদায়ের আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না,

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

সুতরাং তারা যা করছে সে সম্পর্কে আপনি দুঃখিত হবেন না। ৩৭. আর আপনি আমার নযরদারীতে এবং ওহী অনুসারে একখানা নৌকা নির্মাণ করুন।

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٨﴾ وَيَصْنَعُ

এবং তাদের ব্যাপারে আপনি আমার নিকট কোনো সুপারিশ করবেন না যারা সীমা অতিক্রম করেছে, তারা অবশ্যই ডুববে।[৪০] ৩৮. তারপর তিনি তৈরি করতে লাগলেন

الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ

নৌকাটি ; আর যখনই তাঁর সম্প্রদায়ের সরদাররা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো, তারা উপহাস করতো ;

৩৬ وَ-আর ; أُوحِيَ-ওহী করা হলো ; إِلَى-নিকট ; نُوحٍ-নূহের ; أَنَّهُ-নিশ্চিত ; لَنْ يُؤْمِنَ-আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না ; مِنْ قَوْمِكَ-(من+قوم+ك)-আপনার সম্প্রদ্রায়ের ; إِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-তারা যে কয়জন ; قَدْ آمَنَ-ঈমান এনেছে ; فَلَا تَبْتَئِسْ-(ف+لاتبتئس)-সুতরাং আপনি দুঃখিত হবেন না ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَفْعَلُونَ-তারা করছে। ৩৭ وَ-আর ; اصْنَعِ-আপনি নির্মাণ করুন ; الْفُلْكَ-(ال+فلك)-একখানা নৌকা ; بِأَعْيُنِنَا-(ب+اعين+نا)-আমার নযরদারীতে ; وَ-এবং ; وَحْيِنَا-(وحى+نا)-আমার ওহী অনুসারে ; وَ-এবং ; لَاتُخَاطِبْنِي-(لاتخاطب+نى)-আপনি আমার নিকট কোনো সুপারিশ করবেন না ; فِي الَّذِينَ-(فى+الذين)-তাদের ব্যাপারে যারা ; ظَلَمُوا-সীমা অতিক্রম করেছে ; إِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা অবশ্যই ; مُغْرَقُونَ-ডুববে। ৩৮ وَ-তারপর ; يَصْنَعُ-তিনি তৈরি করতে লাগলেন ; الْفُلْكَ-নৌকাটি; وَ-আর ; كُلَّمَا-যখনই ; مَرَّ-অতিক্রম করতো ; عَلَيْهِ-তার পাশ দিয়ে ; مَلَأٌ-সরদাররা; مِنْ قَوْمِهِ-(من+قوم+ه)-তাঁর সম্প্রদায়ের ; سَخِرُوا-তারা উপহাস করতো ; مِنْهُ-তাঁকে ;

قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝

তিনি বলতেন, তোমরা যদি আমাদেরকে উপহাস করো তাহলে আমরাও অবশ্যই তোমাদেরকে উপহাস করবো যেমন তোমরা উপহাস করছো।

۝٣٩ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

৩৯. অতএব তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসে আযাব যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং আপতিত হবে তার উপর

عَذَابٌ مُقِيمٌ ۝٤٠ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا

স্থায়ী আযাব।[৪১] ৪০. অবশেষে যখন আমার নির্দেশ এসে পৌঁছলো, চুলো উথলে উঠলো :[৪২] আমি বললাম—

قَالَ-তিনি বলতেন; اِنْ-যদি ; تَسْخَرُوْا-তোমরা যদি উপহাস করো ; مِنَّا-আমাদেরকে; فَانَّا-(ف+انا)-তাহলে আমরাও অবশ্যই ; نَسْخَرُ-উপহাস করবো ; مِنْكُمْ-তোমাদেরকে ; كَمَا-যেমন ; تَسْخَرُوْنَ-তোমরা উপহাস করছো। ۝٣٩ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-(ف+سوف تعلمون)-অতএব তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে ; مَنْ-কার উপর ; يَاْتِيْهِ-(ياتى+ه)-আসে ; عَذَابٌ-আযাব ; يُخْزِيْهِ-যা তাকে লাঞ্ছিত করবে ; وَ-এবং ; يَحِلُّ-আপতিত হবে ; عَلَيْهِ-তার উপর ; عَذَابٌ-আযাব ; مُقِيْمٌ-স্থায়ী। ۝٤٠ حَتّٰى-অবশেষে ; اِذَا-যখন ; جَاءَ-এসে পৌঁছলো ; اَمْرُنَا-(امر+نا)-আমার নির্দেশ ; وَ-এবং ; فَارَ-উথলে উঠলো ; التَّنُّوْرُ-(ال+تنور)-চুলো ; قُلْنَا-আমি বললাম ;

৪০. নবী-রাসূলদের দাওয়াত যখন কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি আসে, তখন সেই সম্প্রদায়ের ভালো লোকেরা বাতিলের গণ্ডী থেকে বের হয়ে আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়। অতপর সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার অবশিষ্ট লোকদেরকে আর কোনো অবকাশ দেয়া হয় না। তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়, যাতে তারা অন্যদেরকে গুমরাহ করার সুযোগ না পায়।

৪১. মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেটাকে চরম বুদ্ধিমত্তা বলে মনে করে, প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট সেটাই চরম নির্বুদ্ধিতা। আবার বাহ্য দৃষ্টিতে মানুষ যেটাকে নির্বুদ্ধিতা বা বোকামী মনে করে, প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট সেটাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। নূহ (আ)-এর নৌকা তৈরিকে যারা পাগলামী ও নির্বুদ্ধিতার কাজ মনে করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, তারা তো প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। তাদের এটা কল্পনায়ও আসার কথা নয় যে, সাগর-নদী থেকে বহু দূরে, শুকনো মাঠের মধ্যে নৌকা-জাহাজের

احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ

উঠিয়ে নিন এতে প্রত্যেক যুগল জোড়ার দুটি এবং আপনার পরিজনকেও তারা ছাড়া যাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত হয়ে গেছে

الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤١﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا

সিদ্ধান্ত,[৪৩] আর (তুলে নিন) তাদেরকেও যারা ঈমান এনেছে ;[৪৪] কিন্তু তাঁর সাথে একেবারে নগণ্য সংখ্যক লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি। ৪১. অতপর তিনি বললেন—তোমরা এতে আরোহণ করো ;

احْمِلْ-উঠিয়ে নিন ; فِيهَا-এতে ; مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ-(من+كل+زوجين)-প্রত্যেক যুগল জোড়ার; اثْنَيْنِ-দুটি ; وَ-এবং ; أَهْلَكَ-(اهل+ك)-আপনার পরিজনকেও ; إِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-তারা যাদের ; سَبَقَ-চূড়ান্ত হয়ে গেছে ; عَلَيْهِ-ব্যাপারে ; الْقَوْلُ-(ال+قول)-সিদ্ধান্ত ; وَ-আর (তুলে নিন) ; مَنْ-তাদেরকেও যারা ; آمَنَ-ঈমান এনেছে ; وَ-কিন্তু ; مَا آمَنَ-কেউ ঈমান আনেনি ; مَعَهُ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; إِلَّا-ছাড়া ; قَلِيلٌ-নগণ্য লোক। ﴿٤١﴾ وَ-অতপর ; قَالَ-তিনি বললেন ; ارْكَبُوا-তোমরা আরোহণ করো ;

প্রয়োজন হতে পারে ; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো নূহ (আ) আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে নির্ভুলভাবে অবগত। এ ব্যাপারটি একটু গভীর চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, বাহ্যিক ও স্থূল দৃষ্টিতে বুদ্ধি-জ্ঞান ও নির্বুদ্ধিতার মানদণ্ড থেকে প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত বুদ্ধি-জ্ঞান ও নির্বুদ্ধিতা মানদণ্ডের পার্থক্য অনেক। সুতরাং আমরা স্থূল দৃষ্টিতে যা দেখি তা-ই সব নয়। প্রকৃত ব্যাপার জানার জন্য যথার্থ ও সঠিক সূত্র প্রয়োগ না করলে বা সঠিক পথে চেষ্টা না করলে তা জানা আদৌ সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, ভুল পথে অগ্রসর হলে ধ্বংস অনিবার্য। এ জগতে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানতে হলে একমাত্র ওহীর জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। ওহীর বাইরের সকল জ্ঞান-ই অনুমান-নির্ভর। সেসব জ্ঞান দ্বারা সঠিক পথে জীবন পরিচালনা সম্ভব নয়।

৪২. 'তাননূর' দ্বারা বিশেষ একটি চুলার কথা বলা হয়েছে যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। বন্যার শুরু হয়েছিল সেই বিশিষ্ট চুলা থেকে। অন্য দিকে আকাশ থেকেও অবিরাম বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। আর বিভিন্ন স্থানে মাটি ফেটে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়েছিল। এসব কিছুর ফলে বন্যা প্রবল আকার ধারণ করলো এবং সবকিছুই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেলো।

৪৩. অর্থাৎ আপনার পরিজনদের যাদের ঈমান না আনা এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, তাদেরকে নৌকায় উঠাবেন না। কুরআন মজীদে এ ধরনের দু'জনের কথা জানা যায়, একজন নূহ (আ)-এর পুত্র অপরজন তাঁর স্ত্রী—যার উল্লেখ সূরা তাহরীমে করা হয়েছে। এ ছাড়া পরিবারের অন্য কোনো লোকও এ ধরনের কুফরীর শিকার হয়ে থাকতে পারে ; কিন্তু তা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়নি।

فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

আল্লাহর নামেই এর চলা এবং থামা ; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৪৫]

⓸⓶ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادٰى نُوحُ ۨابْنَهٗ

৪২. তারপর তা (নৌকা) চলতে লাগলো তাদের সহ পাহাড় সমান ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে ; আর নূহ তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন—

وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِينَ ○

আর সে ছিল আলাদা জায়গায়—হে আমার পুত্র! আমার সাথে (নৌকায়) আরোহণ করো এবং কাফিরদের সাথে থেকো না।

وَ-ও ; فِيْهَا-এর ; بِسْمِ-নামে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; (مجرى+ها)-مَجْرٖىهَا-এর চলা ; (مرسى+ها)-مُرْسٰىهَا-এর থামা ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; (ل+غفور)-لَغَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ⓸⓶ وَ-তারপর ; هِىَ-তা (নৌকা) ; تَجْرِىْ-চলতে লাগলো ; بِهِمْ-তাদেরসহ ; فِىْ-মধ্য দিয়ে; مَوْجٍ-ঢেউয়ের ; (ك+ال+جبال)-كَالْجِبَالِ-পাহাড় সমান; وَ-আর ; نَادٰى-ডেকে বললেন ; نُوْحُ نِ-নূহ ; (ابن+ه)-ابْنَهٗ-তাঁর পুত্রকে ; وَ-আর ; كَانَ-সে ছিল ; فِىْ مَعْزِلٍ-আলাদা জায়গায় ; (يا+بنى+ى)-يٰبُنَىَّ-হে আমার পুত্র ; اِرْكَبْ-আরোহণ করো ; (مع+نا)-مَّعَنَا-আমাদের সাথে ; وَ-এবং ; لَا تَكُنْ-থেকো না ; مَّعَ-সাথে ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের।

৪৪. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আ)-এর নৌকায় তাঁর পরিবার-পরিজন ছাড়াও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী অন্যান্য লোকও ছিল, যদিও তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। সেই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আ)-এর মহা-প্লাবনের পরবর্তী মানব বংশধারা শুধুমাত্র তাঁর তিন পুত্রের সন্তানদের ধারাই সূচীত হয়নি ; বরং অন্যান্য ঈমানদার মুসলমান, যারা নূহ (আ)-এর নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তাদের সন্তানদের দ্বারাও সূচীত হয়েছিল।

৪৫. এটাই মু'মিনের পরিচয়। মু'মিনের ভরসা সর্বাবস্থায়ই একমাত্র আল্লাহর উপরই থাকে। প্রাকৃতিক কার্যকারণ বলতে আমরা যা দেখি বা বুঝি তার উপর তাদের কোনো ভরসা-ই থাকে না—থাকা উচিতও নয় ; কারণ সেসব কার্যকারণের স্রষ্টাও আল্লাহ। মু'মিন একথা ভাল করেই জানে যে, আল্লাহর রহমত না হলে কোনো তদবীর-প্রচেষ্টা দ্বারা কোনো কাজ যেমন শুরু হতে পারে না, তেমনি পারে না তা চলতে এবং পারে না তা লক্ষ্যে পৌঁছতে।

৪৩ قَالَ سَاٰوِىٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ

৪৩. সে বললো—শীঘ্রই আমি কোনো পাহাড়ে আশ্রয় নেবো যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে ; তিনি বললেন—কোনো রক্ষাকারী নেই—

الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ

আজ, আল্লাহর নির্দেশ থেকে সে ছাড়া যার উপর আল্লাহ দয়া করবেন ; অতপর তাদের উভয়ের মাঝে ঢেউ আড়াল হয়ে দাঁড়ালো

فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۝ ৪৪ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ

এবং সে নিমজ্জিতদের শামিল থেকে গেলো। ৪৪. তারপর বলা হলো—হে যমীন, তুমি তোমার পানি শোষণ করে নাও, আর হে আকাশ

اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ

তুমি থেমে যাও, তারপর পানিকে শুকিয়ে দেয়া হলো এবং কাজটি শেষ করা হলো, আর তা (নৌকাটি) জূদী পাহাড়ের উপর এসে স্থির হলো,[৪৬]

৪৩ قَالَ-সে বললো ; سَاٰوِىٓ-শীঘ্রই আমি আশ্রয় নেবো ; اِلٰى جَبَلٍ-কোনো পাহাড়ে ; يَّعْصِمُنِىْ-(يعصم+نى)-যা আমাকে রক্ষা করবে; مِنَ-থেকে ; الْمَآءِ-(ال+ماء)-পানি; قَالَ-তিনি বললেন ; لَا-নেই ; عَاصِمَ-কোনো রক্ষাকারী ; الْيَوْمَ-আজ ; مِنْ-থেকে ; اَمْرِ-নির্দেশ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلَّا-সে ছাড়া ; مَنْ-যার উপর ; رَّحِمَ-দয়া করবেন ; وَ-অতপর ; حَالَ-আড়াল হয়ে দাঁড়ালো ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-উভয়ের মাঝে; الْمَوْجُ-ঢেউ ; فَكَانَ-এবং সে থেকে গেলো ; مِنَ-শামিল; الْمُغْرَقِيْنَ-(ال+مغرقين)-নিমজ্জিতদের। ৪৪ وَ-তারপর ; قِيْلَ-বলা হতো ; يٰٓاَرْضُ-(يا+ارض)-হে যমীন ; ابْلَعِىْ-শোষণ করে নাও ; مَآءَكِ-(ماء+ك)-তোমার পানি ; وَ-আর ; يٰسَمَآءُ-(يا+سماء)-হে আকাশ ; اَقْلِعِىْ-তুমি থেমে যাও ; وَ-তারপর ; غِيْضَ-শুকিয়ে দেয়া হলো ; الْمَآءُ-পানিকে ; وَ-এবং ; قُضِىَ-শেষ করা হলো ; الْاَمْرُ-কাজটি ; وَ-আর ; اسْتَوَتْ-তা এসে স্থির হলো ; عَلَى-উপর ; الْجُوْدِىِّ-(ال+جودى)-জূদী পাহাড়ের ;

৪৬. 'জূদী' পাহাড় কুর্দীস্তান এলাকায় অবস্থিত। বর্তমানে পাহাড়টি এ নামেই পরিচিত। নূহ (আ)-এর সময়কার এ প্লাবনের কথা দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি হিসেবে প্রচলিত থাকায় অনুমান করা হয় যে, যে অঞ্চলে এ মহাপ্লাবন

وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ

আর বলে দেয়া হলো—যালিম সম্প্রদায়ের জন্যই ধ্বংস। ৪৫. আর নূহ তাঁর প্রতিপালককে ডাকলেন এবং বললেন—হে আমার প্রতিপালক!

إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ ○

নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশ্যই আপনার ওয়াদা একমাত্র সত্য,[৪৭] আর আপনিতো অবশ্যই বিচারকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।[৪৮]

﴿٤٥﴾ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ

৪৬. তিনি (আল্লাহ) বললেন—হে নূহ! নিশ্চয়ই সে আপনার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; অবশ্যই সে অসৎকর্মশীল ;[৪৯]

وَ-আর ; قِيلَ-বলে দেয়া হলো ; بُعْدًا-ধ্বংস ; لِّلْقَوْمِ-(ل+ال+قوم)-সম্প্রদায়ের জন্য ; الظَّلِمِينَ-যালিম। ﴿٤٥﴾ وَ-আর ; نَادَىٰ-ডাকলেন ; نُوحٌ-নূহ ; رَّبَّهُ-(رب+ه)-তাঁর প্রতিপালককে ; فَقَالَ-(ف+قال)-এবং তিনি বললেন ; رَبِّ-(رب+ى)-হে আমার প্রতিপালক ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ابْنِي-আমার পুত্র ; مِنْ-অন্তর্ভুক্ত ; أَهْلِي-(اهل+ى)-আমার পরিজনদের ; وَ-এবং ; إِنَّ-অবশ্যই ; وَعْدَكَ-(وعد+ك)-আপনার ওয়াদা ; الْحَقُّ-একমাত্র সত্য ; وَ-আর ; أَنتَ-আপনিতো ; أَحْكَمُ-সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ; الْحَكِمِينَ-(ال+حكمين)-সর্বশ্রেষ্ঠ। ﴿٤٦﴾ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; يَنُوحُ-(يا+نوح)-হে নূহ ; إِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই সে ; لَيْسَ-নয় ; مِنْ-অন্তর্ভুক্ত ; أَهْلِكَ-(اهل+ك)-আপনার পরিজনদের ; إِنَّهُ-অবশ্যই সে ; عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ-(عمل+غير+صالح)-অসৎ কর্মশীল;

সংঘটিত হয়েছিল, সেই অঞ্চলেই মানব বসতি সীমিত ছিল। প্লাবনের পরে নূহ (আ)-এর নৌকায় যারা আশ্রয় পেয়েছিল তাদের দ্বারাই পরবর্তী মানব বংশধারার সূচনা ঘটে। কালক্রমে এসব লোকের দ্বারাই দুনিয়াতে মানব বংশের বিস্তার ঘটে। আর এ জন্যই দুনিয়ার সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এ মহা প্লাবনের ঘটনা জনশ্রুতি হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।

৪৭. অর্থাৎ আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, আপনি আমার পরিবার-পরিজনদেরকে এ মহা প্লাবন থেকে রক্ষা করবেন। আর আমার পুত্রও আমার পরিবার-পরিজনের একজন। অতএব অপনি তাকে রক্ষা করুন।

৪৮. অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আপনার ফায়সালা-ই চূড়ান্ত তার উপর কথা বলার কোনো সুযোগ নেই ; কেননা আপনার ফায়সালা নির্ভুল জ্ঞান ও পূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক।

فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۖ اِنِّیْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

অতএব যে বিষয়ে আপনার কোনো জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে আমার কাছে কোনো আবেদন জানাবেন না ;[৫০] নিশ্চয়ই আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি।

(৪৭) قَالَ رَبِّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ

৪৭. তিনি (নূহ) বললেন—হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি সেই বিষয়ে আপনার কাছে আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যেই বিষয়ে নেই

فَلَا تَسْـَٔلْنِ-(ف+لاتسئل+نى)-অতএব আমার কাছে কোনো আবেদন জানাবেন না; مَا-যে বিষয়ে ; لَيْسَ-নেই ; لَكَ-আপনার ; بِهٖ-সেই বিষয়ে ; عِلْمٌ-কোনো জ্ঞান ; اِنِّیْٓ-নিশ্চয়ই আমি ; اَعِظُكَ-(اعظ+ك)-উপদেশ দিচ্ছি অপনাকে ; اَنْ تَكُوْنَ -হওয়া থেকে ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْجٰهِلِيْنَ-অজ্ঞদের। (৪৭) قَالَ-তিনি (নূহ) বললেন; رَبِّ -হে আমার প্রতিপালক ; اِنِّیْٓ-নিশ্চয়ই আমি ; اَعُوْذُ-আশ্রয় চাচ্ছি ; بِكَ-আপনার কাছে ; اَنْ اَسْـَٔلَكَ-(ان اسئل+ك)-আপনার কাছে আবেদন করা থেকে ; مَا-যেই বিষয়ে ; لَيْسَ-নেই ;

৪৯. অর্থাৎ যে পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য আপনি দরখাস্ত করছেন, সে আপনার ঔরসজাত সন্তান হতে পারে ; কিন্তু নৈতিক আদর্শ ও কাজের দিক থেকে আপনার পরিজনদের মধ্যে শামিল হওয়ার যোগ্যতা তার নেই। সে তো দেহের পঁচা অংশের মতই। দেহের পঁচা অংশ যেমন কেটে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না তেমনি তাকেও পরিজনদের তালিকা থেকে বাদ দেয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

একজন মু'মিনের প্রিয় সন্তানের ব্যাপারে যখন এরূপ নীতি, তখন অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে তার নীতি কিরূপ হওয়া উচিত। তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারো সাথে ঈমানী সম্পর্ক ছাড়া একজন মু'মিনের অন্য কোনো আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ও যদি নীতি ও আদর্শগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধী হয় তাহলে তার সাথে মানুষ হিসেবে সম্পর্ক থাকলেও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। আবার কোনো রক্ত সম্পর্ক না থাকলেও যদি মু'মিনের সাথে নীতি-আদর্শগত মিল থাকে, তা হলে তার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এটাই ঈমানের দাবী।

৫০. নবী-রাসূলগণও যেহেতু মানুষ ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটা নবুওয়াতের মর্যাদার খেলাফ নয়। তাই কাফির হওয়া সত্ত্বেও প্রাণাধিক পুত্র চোখের সামনে ডুবে মারা যাওয়ার দৃশ্য দেখে নূহ (আ) অস্থির হয়ে সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন জানিয়েছিলেন। নবী-রাসূলের সামান্যতম

لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْلِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

আমার কোনো জ্ঞান সেই বিষয়ে ; আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং না করেন দয়া তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে পড়বো।[৫১]

﴿٤٨﴾ قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ

৪৮. বলা হলো—হে নূহ! নেমে পড়ুন[৫২] আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণ সহ, আপনার প্রতি এবং সেসব সম্প্রদায়ের প্রতি যারা রয়েছে

مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

আপনার সাথে ; আর অপর সম্প্রদায়সমূহকেও আমি অচিরেই জীবনোপকরণ দান করবো, অতপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

﴿٤٩﴾ تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ

৪৯. এসব অদৃশ্যের খবর, আমি তা ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি, যা জানতেন না আপনি

لِيْ-আমার ; بِهٖ-সেই বিষয়ে ; عِلْمٌ-কোনো জ্ঞান ; وَ-আর ; اِلَّا تَغْفِرْلِيْ-আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ; وَ-এবং ; تَرْحَمْنِيْٓ-এবং দয়া না করেন; اَكُنْ-তবে আমি হয়ে পড়বো ; مِنَ-শামিল ; الْخٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্তদের। ﴿٤٨﴾ قِيْلَ-বলা হলো ; يٰنُوْحُ-হে নূহ ; اهْبِطْ-আপনি নেমে পড়ুন ; بِسَلٰمٍ-(ب+سلم)-শান্তি সহ ; مِنَّا-(من+نا)-আমার পক্ষ থেকে ; وَ-ও ; بَرَكٰتٍ-কল্যাণ(সহ) ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; وَ-এবং; عَلٰى-প্রতি ; اُمَمٍ-সেসব সম্প্রদায়ের ; مِمَّنْ-যারা রয়েছে ; مَعَكَ-(مع+ك)-আপনার সাথে ; وَ-আর ; اُمَمٌ-অপর সম্প্রদায়সমূহকেও ; سَنُمَتِّعُهُمْ-(سنمتع+هم)-আমি অচিরেই জীবনোপকরণ দান করবো ; ثُمَّ-অতপর ; يَمَسُّهُمْ-(يمس+هم)-তাদেরকে স্পর্শ করবে ; مِنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; عَذَابٌ-আযাব ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٤٩﴾ تِلْكَ-এসব ; مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ-(من+انباء+ال+غيب)-অদৃশ্যের খবর ; نُوْحِيْهَآ-(نوحى+ها)-আমি ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি ; اِلَيْكَ-আপনাকে ; مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ-(ما+كنت تعلم+ها)-যা জানতেন না ; اَنْتَ-আপনি ;

বিচ্যুতি হলেও আল্লাহ তা তাঁকে জানিয়ে দেন, সাথে সাথে তিনি তাওবা করে নিজেকে সংশোধন করে নেন। সে অনুসারেই নিজের কাফির পুত্রের জন্য কোনো আবেদন জানাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আসার সাথে সাথেই নূহ (আ) আল্লাহর দরবারে নিজের সামান্য ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ কোনো কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

এর আগে আর না আপনার সম্প্রদায় (জানতো) ; অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন, শুভ পরিণাম অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে।[৫৩]

وَ-আর ; لَا-না ; قَوْمُكَ-(قوم+ك)-আপনার সম্প্রদায় (জানতো) ; مِنْ قَبْلِ-আগে ; هٰذَا-এর ; فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন ; اِنَّ-অবশ্যই ; الْعَاقِبَةَ-(ال+عاقبة)-শুভ পরিণাম রয়েছে ; لِلْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের জন্যই।

৫১. এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নূহ (আ) একজন নবী হওয়া সত্ত্বেও নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারলেন না, তখন কোনো পীর-পুরোহিত, দেব-দেবী আল্লাহর আযাব থেকে কাউকে বাঁচাতে পারবে বলে আশা করাটা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে। ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা এ ধরনের অলীক আশার পেছনেই ছুটছে। মুসলমানদের মধ্যেও কিছু কিছু লোক এ ধরণের ভুল বিশ্বাসে পড়ে আছে।

৫২. অর্থাৎ যে পাহাড়ে নৌকা গিয়ে ঠেকেছিল, সেই পাহাড় থেকে নেমে পড়ুন।

৫৩. অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা আপনাদের চেয়ে বাহ্যিক দিক থেকে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত বিজয় আপনাদের হবে। যেভাবে নূহ (আ)-এর সংগী-সাথীরা তাদের প্রবল বিরোধীদের মুকাবিলায় আল্লাহর রহমতে তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতন-নিপীড়ন, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে আপনাদের মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই ; কারণ এক্ষেত্রেও বিজয় আপনাদের-ই হবে। আল্লাহর স্থায়ী বিধান এটাই যে, সত্যের দুশমনরা বাহ্যিক দিক থেকে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত বিজয় সত্যের পথের পথিকদের-ই হয়ে থাকে যারা আল্লাহকে ভয় করে নিজেদের কাজের ভুল নীতি পরিহার করে এবং সত্য দীনের সাফল্যের জন্য কাজ করে ।

৪ রুকূ' (৩৬-৪৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলগণ মানুষের হিদায়াতের ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাশ হন না যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হিদায়াত না পাওয়ার ব্যাপারে কোনো ওহী পান।

২. হযরত নূহ (আ) কঠিন নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেও নির্যাতনকারীদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করেছেন এবং তাদের অজ্ঞতাজনিত অপরাধের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন।

৩. কোনো জাতির উপর আল্লাহ তাআলা আসমানী গযব দিয়ে তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ তাদের হিদায়াত লাভের সম্ভাবনা থাকে। নূহ (আ)-এর জাতির মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া বাকীদের হিদায়াত লাভের সম্ভাবনা বাকী না থাকায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এটাই আল্লাহর বিধান।

৪. নূহ (আ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও শেখানো পদ্ধতিতেই নৌকা তৈরি করেছিলেন। ইতিপূর্বে নৌকা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা-ই ছিল না।

৫. আল্লাহ তাআলা সীমা অতিক্রমকারীকে দুনিয়াতেই কঠোর আযাব ও গযবে নিপতিত করেন। আর আখিরাতের আযাবতো তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছেই। দুনিয়ার আযাব দ্বারা কাফিরদের আখিরাতের আযাব মাফ হয় না।

৬. সকল শিল্পকর্মের সূচনা হয়েছে ওহীর মাধ্যমে। পরবর্তীতে তাতে ক্রমে ক্রমে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেমন—যে চাকার মাধ্যমে সকল প্রকার যানবাহন ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান চলছে সে চাকা এবং চাকা-চলিত বাহনের প্রথম উদগাতা হযরত আদম (আ)।

৭. মানুষের প্রয়োজনীয় সকল শিল্পকর্মই আল্লাহ তাআলা ওহীর সাহায্যে তাঁর নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষাদান করেছেন।

৮. সকল প্রকার যানবাহনের গতি ও স্থিতি আল্লাহর কুদরতের অধীন। সুতরাং সকল যান-বাহনে আল্লাহর নাম নিয়েই আরোহণ করা কর্তব্য।

৯. কাফির ও যালিমের জন্য দোয়া করা জায়েয নয়। দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে—যার বা যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে তা জায়েয, হালাল ও ন্যায়সংগত কি-না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোনো বিষয়ে দোয়া করাও নিষিদ্ধ।

১০. কোনো মু'মিনের সাথে কোনো কাফিরের আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, পারে না থাকতে কোনো ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

১১. নূহ (আ)-এর নৌকায় উঠানো হয়েছিল এমন সব প্রাণী যেগুলো মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ও গৃহপালিত এবং যেগুলো নর-মাদী মিলনের ফলে বংশ বিস্তার ঘটে। যেসব পোকা-মাকড় বা কীট-পতঙ্গের নর-মাদী মিলন ছাড়াই বংশ বিস্তার ঘটে সেসবকে নৌকায় উঠানো হয়নি।

১২. নূহ (আ) তাঁর পুত্রের কুফরী মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না, তাই তিনি পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থে আল্লাহর দরবারে আবেদন করেছিলেন ; নচেৎ একজন নবীর পক্ষে একজন কাফিরের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করাটা সংগত ছিল না।

১৩. কাফির-মুশরিকদেরকেও দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করেন। এর দ্বারা তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে বলে ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, মৃত্যু হওয়ার পরপরই তারা তাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করবে।

১৪. আল্লাহর পথে যারা মানুষকে ডাকে তাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হবে সবর বা ধৈর্য। তারা তাদের কর্তব্যে পাহাড় সমান অটল থাকবে, কেননা তাদের সাফল্য নিশ্চিত। অতএব আন্তরিক সন্তোষ সহকারে দীনের কাজ করে যেতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿٥٠﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم

৫০. আর আ'দ জাতির নিকট (পাঠিয়েছিলাম আমি) তাদের ভাই হূদকে ;[৫৪] তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তোমাদের তো নেই

مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥١﴾ يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ

অন্য কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া ; তোমরা তো মিথ্যা উদ্ভাবনকারী ছাড়া কিছু নও।[৫৫]
৫১. হে আমার সম্প্রদায়! আমিতো এজন্য তোমাদের নিকট চাচ্ছি না

أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

কোনো বিনিময় ; আমার বিনিময় তো সেই সত্তা ছাড়া (কারো নিকট) নেই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ; তবুও তোমরা কি বুঝবে না ?[৫৬]

(৫০) وَ-আর ; إِلَىٰ-নিকট (পাঠিয়েছিলাম) ; عَادٍ-আ'দ জাতির ; أَخَاهُمْ-(اخا+هم)-তাদের ভাই ; هُودًا-হূদকে ; قَالَ-তিনি বললেন ; يَٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায়; اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللَّهَ-আল্লাহর ; مَا لَكُمْ-(ما+لكم)-তোমাদের তো নেই ; مِّنْ إِلَٰهٍ-(من+اله)-অন্য কোনো ইলাহ ; غَيْرُهُ-(غير+ه)-তিনি ছাড়া ; إِنْ أَنتُمْ-তোমরা কিছু নও ; إِلَّا-ছাড়া ; مُفْتَرُونَ-মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। (৫১) يَٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; لَا أَسْـَٔلُكُمْ-(لاأسئل+كم)-আমি তো তোমাদের নিকট চাচ্ছি না ; عَلَيْهِ-এর জন্য ; أَجْرًا-কোনো বিনিময় ; إِنْ أَجْرِىَ-আমার বিনিময় তো (কারো নিকট) নেই ; إِلَّا-ছাড়া ; عَلَى الَّذِى-সেই সত্তা যিনি ; فَطَرَنِى-আমাকে সৃষ্টি করেছেন ; أَفَلَا تَعْقِلُونَ-(أ+ف+لاتعقلون)-তবুও তোমরা কি বুঝবে না ?

৫৪. আ'দ জাতির পরিচয় সূরা আ'রাফের ৯ম রুকূ'তে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত রুকূ'র সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৫. অর্থাৎ তোমরা যেসব মা'বূদের দাসত্ব ও পূজা-উপাসনা করছো, সেগুলোর কোনো যোগ্যতা-ই নেই তোমাদের পূজা-উপাসনা পাওয়ার। তোমরা তো এসব নিজেরা বানিয়ে নিয়েছো আর অলীক আশায় ডুবে আছো যে, এরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে।

৫২ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ

৫২. আর হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ক্ষমা চাও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে, তারপর তোমরা ফিরে এসো তাঁরই দিকে, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বর্ষণ করবেন

مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ○

প্রচুর বৃষ্টি এবং বাড়িয়ে দেবেন শক্তি—তোমাদের শক্তির উপর,[৫৭] সুতরাং তোমরা অপরাধী হিসেবে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

৫২ وَ-আর ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ! اسْتَغْفِرُوْا-তোমরা ক্ষমা চাও ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ; ثُمَّ-তারপর ; تُوْبُوْٓا-তোমরা ফিরে এসো ; اِلَيْهِ-তাঁরই দিকে ; يُرْسِلِ-তিনি বর্ষণ করবেন ; السَّمَآءَ-আসমান থেকে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; مِّدْرَارًا-প্রচুর বৃষ্টি ; وَّ-এবং ; يَزِدْكُمْ-(يزد+كم)-তিনি বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের ; قُوَّةً-শক্তি ; اِلٰى قُوَّتِكُمْ-(الى+قوة+كم)-তোমাদের শক্তির উপর ; وَ-সুতরাং ; لَا تَتَوَلَّوْا-মুখ ফিরিয়ে নিও না ; مُجْرِمِيْنَ-অপরাধী হিসেবে।

৫৬. অর্থাৎ তোমরা আমার দাওয়াতকে নিতান্ত হেলা ভরে উড়িয়ে দিচ্ছো একটুও বুঝতে চেষ্টা করছো না যে, এ লোকটি কোনো বিনিময় ছাড়া-ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ ছাড়া নিজেকে এত বড় দুঃসাহসিক ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে ; শত শত বছরের পুরনো বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে ; যার জন্য সমাজের প্রায় সব লোকের শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছে—এর পেছনে নিশ্চয়ই নিশ্চিত কোনো জ্ঞান ও সন্দেহাতীত বিশ্বাসের কোনো না কোনো ভিত্তি তার অবশ্যই রয়েছে এবং তার কথা কোনোভাবেই মূল্যহীন মনে করা যেতে পারে না ; এর কথাকে অবিশ্বাস করে তাঁর বিরোধীতা করা কোনো বুদ্ধি -জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাজ হতে পারে না।

৫৭. কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানেই একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোনো জাতির নিকট নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে, তখন সেই জাতির ভাগ্য সেই পয়গামের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট জাতি যদি সেই পয়গামকে গ্রহণ করে সে অনুসারে জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত ও বরকতের দ্বার খুলে দেন। আর যদি তারা সেই পয়গামকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর নেমে আসে চরম ধ্বংস। এটা মানুষের সাথে ব্যবহারের আল্লাহর একটি নৈতিক বিধান। এরূপ আর একটি বিধান হলো—মানুষ যখন দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের মোহে পড়ে যুল্ম ও নাফরমানীর পথে চলতে শুরু করে এবং পরিণামে ধ্বংসের উপযুক্ত হয়ে যায়, ঠিক তখনই তারা যদি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে যুলম-নাফরমানী পরিত্যাগ করে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য

۝٥٣ قَالُوا يٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ

৫৩. তারা বললো—হে হূদ! তুমি তো আমাদের নিকট সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নিয়ে আসোনি,[৫৮] এবং না আমরা তোমার কথায় আমাদের মা'বূদদের পরিত্যাগকারী হতে পারি,

وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٤ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا

আর আমরা তো তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই। ৫৪. আমরাতো বলি না এছাড়া অন্য কিছু যে, আমাদের মা'বূদদের কেউ তোমার উপর ফেলেছে

بِسُوْٓءٍ ۚ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ

অশুভ প্রভাব ;[৫৯] তিনি (হূদ) বললেন—নিশ্চয়ই আমি সাক্ষী করছি আল্লাহকে[৬০] এবং তোমরাও সাক্ষী থেকো, আমি অবশ্যই দায়মুক্ত

۝٥٣ قَالُوْا-তারা বললো ; يٰهُوْدُ-হে হূদ ; مَا جِئْتَنَا-(ماجئت+نا)-তুমি তো আমাদের নিকট নিয়ে আসোনি ; بِبَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণ ; وَ-এবং ; مَا-না ; نَحْنُ-আমরা ; بِتَارِكِيٓ-(ب+تاركى)-পরিত্যাগকারী হতে পারি ; اٰلِهَتِنَا-(الهة+نا)-আমাদের মা'বূদদের ; عَنْ قَوْلِكَ-(عن+قول+ك)-তোমার কথায় ; وَ-আর ; مَا-নই ; نَحْنُ-আমরা ; لَكَ-তোমার প্রতি ; بِمُؤْمِنِيْنَ-(ب+مؤمنين)-বিশ্বাসী। ۝٥٤ اِنْ نَّقُوْلُ-আমরা তো বলি না ; اِلَّا-এছাড়া অন্য কিছু যে ; اعْتَرٰىكَ-(اعترى+ك)-ফেলেছে ; بَعْضُ-কেউ ; اٰلِهَتِنَا-(الهة+نا)-আমাদের মা'বূদদের ; بِسُوْٓءٍ-(ب+سوء)-অশুভ প্রভাব ; قَالَ-তিনি (হূদ) বললেন ; اِنِّيْٓ-নিশ্চয়ই আমি ; اُشْهِدُ-সাক্ষী করছি ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-আর ; اشْهَدُوْٓا-তোমরাও সাক্ষী থেকো ; اَنِّيْ-আমি অবশ্যই ; بَرِيْٓءٌ-দায়মুক্ত ;

গ্রহণ করে নেয়, তখন তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। আর তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কাজ করার জন্য অবকাশকাল বৃদ্ধি করে দেন। যার ফলে ভবিষ্যতে তারা আযাবের বদলে উন্নতি ও পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়।

৫৮. অর্থাৎ তুমি এমন কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন বা চিহ্ন, কিংবা কোনো দলিল-প্রমাণ নিয়ে আসোনি, যা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ সত্যই তোমাকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তোমার কথা সত্য।

৫৯. অর্থাৎ তুমি আমাদের কোনো দেবতা বা উপাস্যের সাথে বেয়াদবী করেছো, যার জন্য তুমি দুরবস্থায় পড়ে এসব বাজে কথা বলছো। নচেত ইতিপূর্বে তো তুমি আমাদের মধ্যে সম্মানের পাত্র ছিলে ; এখন তুমি কেনো এরূপ নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে পড়েছো।

مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٥﴾ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ○

তা থেকে যাকে তোমরা আল্লাহর শরীক করছো।[৬১] ৫৫. তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, অতপর আমাকে কোনো অবকাশ দিও না।[৬২]

﴿٥٦﴾ إِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ

৫৬. আমি অবশ্যই ভরসা রাখি আল্লাহর উপর (যিনি) আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক ; বিচরণশীল কোনো প্রাণী নেই, তিনি নন

اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٧﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا

যার মস্তক পাকড়াওকারী ; অবশ্যই আমার প্রতিপালক রয়েছেন সরল-সঠিক পথে।[৬৩] ৫৭. তারপরও তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও

مِمَّا (من+)-তা থেকে যাকে ; تُشْرِكُوْنَ-তোমরা আল্লাহর শরীক করছো। ﴿٥٥﴾ مِنْ دُوْنِهٖ (دون+ه)-তিনি (আল্লাহ) ছাড়া ; فَكِيْدُوْنِىْ (ف+كيدوا+ى)-তোমরা ষড়যন্ত্র করো ; جَمِيْعًا-সকলে মিলে ; ثُمَّ-অতপর ; لَاتُنْظِرُوْنِ-তোমরা আমাকে কোনো অবকাশ দিও না। ﴿٥٦﴾ اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; تَوَكَّلْتُ-ভরসা রাখি ; عَلَى-উপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; رَبِّىْ (رب+ى)-(যিনি) আমারও প্রতিপালক ; وَ-এবং ; رَبِّكُمْ (رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; مَا-নেই ; مِنْ دَآبَّةٍ-বিচরণশীল কোনো প্রাণী ; اِلَّا هُوَ-তিনি নন ; اٰخِذٌ-পাকড়াওকারী ; بِنَاصِيَتِهَا (ب+ناصية+ها)-যার মস্তক ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; عَلٰى صِرَاطٍ-রয়েছেন পথে ; مُّسْتَقِيْمٍ-সরল-সঠিক। ﴿٥٧﴾ فَاِنْ (ف+ان)-তারপর যদি ; تَوَلَّوْا-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ;

৬০. বিরুদ্ধবাদীদের সাক্ষ্য প্রমাণ চাওয়ার জবাবে নূহ (আ) বলেছেন যে, তোমাদের সাক্ষ্য চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সবচেয়ে বড় সাক্ষ্যই পেশ করছি, আর তা হলো সেই মহান আল্লাহর সাক্ষ্য যিনি তাঁর নিজ ক্ষমতা-আধিপত্যের নিদর্শন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে জাগরূক করে রেখেছেন। আমি যেসব বিষয় তোমাদের সামনে পেশ করছি তা সবই অকাট্য সত্য—এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আর তোমরা যেসব ধারণা-বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করে রেখেছো, তাতে সত্যের লেশমাত্রও নেই—তা সবই অমূলক ও ভ্রান্ত।

৬১. এখানে বিরোধীদের—'তোমার কথায়তো আমরা আমাদের মা'বুদদের পরিত্যাগ-কারী হতে পারি না'—একথার জবাবে নূহ (আ)-এর বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যেসব মিথ্যা দেব-দেবীকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছো, আল্লাহ সাক্ষী,

فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۖ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا

তবে নিসন্দেহে আমি তোমাদের প্রতি পৌছে দিয়েছি তা, যা নিয়ে আমি প্রেরীত হয়েছি তোমাদের প্রতি ; আর আমার প্রতিপালক স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন কোনো জাতিকে—

غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ۝

তোমাদের থেকে ভিন্ন এবং তোমরা তাঁর কোনো প্রকার ক্ষতিই করতে পারবে না ;[৬৪] নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সকল বস্তুর উপর হিফাযতকারী।

۝ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ

৫৮. আর যখন এলো আমার নির্দেশ আমি রক্ষা করলাম আমার রহমতে হূদকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে ;

وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝ وَتِلْكَ عَادٌ ۟ جَحَدُوْا

আর রক্ষা করলাম তাদেরকে এক কঠিন আযাব থেকে। ৫৯. আর এ আদ সম্প্রদায়, তারা অস্বীকার করেছিল

فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ-(ف+قد ابلغت+كم)-তবে নিসন্দেহে আমি তোমাদের প্রতি পৌছে দিয়েছি ; مَّآ-যা ; اُرْسِلْتُ-আমি প্রেরিত হয়েছি ; بِهٖٓ-যা নিয়ে ; اِلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; وَ-আর ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; يَسْتَخْلِفُ-স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন ; قَوْمًا-কোনো জাতিকে ; غَيْرَكُمْ-(غير+كم)-তোমাদের থেকে ভিন্ন ; وَ-এবং ; لَا تَضُرُّوْنَهٗ-(لاتضرون+ه)-তোমরা তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না ; شَيْـًٔا-কোনো প্রকার ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; عَلٰى-উপর ; كُلِّ-সকল ; شَىْءٍ-বস্তুর ; حَفِيْظٌ-হিফাযতকারী। (৫৮) وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; جَآءَ-এলো ; اَمْرُنَا-(امر+نا)-আমার নির্দেশ ; نَجَّيْنَا-আমি রক্ষা করলাম ; هُوْدًا-হূদকে ; وَّ-এবং ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছিল ; مَعَهٗ-তাঁর সাথে ; بِرَحْمَةٍ-(ب+رحمة)-রহমতে ; مِّنَّا-আমার ; وَ-আর ; نَجَّيْنٰهُمْ-(نجينا+هم)-রক্ষা করলাম তাদেরকে ; مِّنْ-থেকে ; عَذَابٍ-এক আযাব; غَلِيْظٍ-কঠিন। (৫৯) وَ-আর ; تِلْكَ-এই ; عَادٌ-আদ সম্প্রদায় ; جَحَدُوْا-তারা অস্বীকার করেছিল ;

তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি তোমাদের এসব মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তোমাদের এ শিরক থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত।

بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○

তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলদেরকে,[৬৫] আর তারা অনুসরণ করতো প্রত্যেক অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারীর নির্দেশ।

⑥⓪ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ

৬০. আর লা'নতকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ দুনিয়াতে আর কিয়ামতের দিনেও (এরা লা'নতগ্রস্ত হবে) ;

اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ○

জেনে রেখো! অবশ্যই আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল ; জেনে রেখো! হূদের সম্প্রদায় আদ-এর জন্য ধ্বংস।

بايت-(ب+ايت)-নিদর্শনাবলীকে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; عَصَوْا-অমান্য করেছিল ; رُسُلَهٗ-(رسل+ه)-তাঁর রাসূলদেরকে ; وَ-আর ; اتَّبَعُوْا-তারা অনুসরণ করতো ; اَمْرَ-নির্দেশ ; كُلِّ-প্রত্যেক ; جَبَّارٍ-স্বেচ্ছাচারীর ; عَنِيْدٍ-অত্যাচারী। ⑥⓪ وَ-আর ; اُتْبِعُوْا-তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল ; فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا-(فى+هذه+ال+دنيا)-এ দুনিয়াতে; لَعْنَةً-লা'নতকে ; وَ-আর ; يَوْمَ-দিনেও ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের (এরা লা'নতগ্রস্ত হবে) ; اَلَآ-জেনে রেখো ; اِنَّ-অবশ্যই ; عَادًا-আদ সম্প্রদায় ; كَفَرُوْا-অস্বীকার করেছিল ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; اَلَا-জেনে রেখো ; بُعْدًا-ধ্বংস ; لِّعَادٍ-আ'দ-এর জন্য ; قَوْمِ-সম্প্রদায় ; هُوْدٍ-হূদের।

৬২. অর্থাৎ তোমাদের মা'বূদদের অশুভ প্রভাব দ্বারা শুধু নয় ; রবং তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে কোনো সুযোগও দিও না ; তোমরা চেষ্টা করে দেখো আমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারো কি না।

৬৩. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক নিশ্চিত সরল-সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যা করেন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে করেন। তোমরা সকল অপকর্ম সত্ত্বেও কল্যাণ লাভ করবে, আর আমি তাঁর নির্দেশিত পথে চলেও তোমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবো—এটা মহান আল্লাহর ইনসাফের বিপরীত।

৬৪. অর্থাৎ আমার দাওয়াত গ্রহণ করে সঠিক পথে না আসলে আল্লাহ অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন, তখন তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না—তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

৬৫. 'আ'দ সম্প্রদায়ের নিকট তো এসেছিল একজন রাসূল, কিন্তু সেই একজন

রাসূল যে দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, সেই একই দাওয়াত নিয়েই সকল নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছিলেন। তাই সেই একজনকে অমান্য করার অর্থ যত নবী-রাসূলের আগমন দুনিয়াতে ঘটেছিল, তাদের সকলকেই অমান্য করা। অতএব একজন নবীকে মেনে চললে সকল নবী-রাসূলকে মেনে নেয়াটা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় ; কারণ সকল নবী-রাসূলকে মেনে নেয়াটাই প্রত্যেক নবীর শিক্ষা।

৫ রুকূ' (৫০-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের মধ্য থেকেই নবী প্রেরণ করা হয়েছে—এটাই আল্লাহর চিরন্তন নীতি।

২. সকল নবীর দাওয়াত ছিল—এক আল্লাহর ইবাদাত করা। সকল প্রকার শির্ক থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য করা।

৩. দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য থাকলে দীনী দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় না। সুতরাং দীনী দাওয়াতের কাজ নিঃস্বার্থ ও বিনিময়হীনভাবে করতে হবে।

৪. কুফর ও শিরক-এর ন্যায় চরম অপরাধ ও খাঁটি মনে তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন।

৫. সঠিকভাবে তাওবা করলে এবং দীনী জীবন যাপন করলে শুধু যে আখিরাতের জীবন সুখময় হবে তা নয়, দুনিয়ার জীবনেও দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও অন্যান্য দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৬. মানুষের নিজেদের অস্তিত্ব ও পরিবেশে আল্লাহর অস্তিত্বের অগণিত অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। নবী-রাসূলদের জীবন ও কর্ম, তাঁদের চরিত্র ও আচরণ তাদের নবুওয়াতের প্রমাণ। এতদসত্ত্বেও যারা অন্য কোনো প্রমাণ দাবী করে, তাদের হিদায়াত লাভের সৌভাগ্য নেই।

৭. দীনী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করলে দুনিয়ার লোকদের কুফর ও শিরক-এর দায় থেকে মুসলমানরা মুক্ত থাকবে।

৮. আর যদি মুসলমানরা দীনী দাওয়াতের কাজকে উপেক্ষা করে এবং এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে তাহলে মুসলমানদেরকে অবশ্যই দায়ী হতে হবে।

৯. দীনের কাজে আল্লাহ-ই তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেন। স্মরণ রাখতে হবে, দুনিয়ার কোনো শক্তিই আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

১০. মু'মিনের একমাত্র ভরসা আল্লাহর উপর। দুনিয়ার কোনো প্রাণী আল্লাহর আয়ত্বের বাইরে নয়।

১১. মুসলমানরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজ না করলে আল্লাহ অন্য কোনো জাতিকে দিয়ে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করবেন।

১২. দীন প্রতিষ্ঠার কাজ না করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব ও গযব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৩. আল্লাহর আনুগত্য থেকে স্বাধীন থাকলে কোনো যালিম স্বেচ্ছাচারীর আনুগত্য অনিবার্যভাবে ঘাড়ে চেপে বসবে।

১৪. দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে দূরে থাকলে দুনিয়াতেও অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হবে এবং আখিরাতেও কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৮

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ ﴿٦١﴾

৬১. আর সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালেহকে,[৬৬] তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তোমাদের তো কোনো ইলাহ নেই

غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ

তিনি ছাড়া ; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যমীন থেকে এবং সেখানেই তোমাদেরকে পুনর্বাসন করেছেন,[৬৭] অতএব তোমরা তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো[৬৮]

ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ

অতপর তাঁর দিকেই ফিরে এসো ; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী আবেদন গ্রহণকারী।[৬৯] ৬২. তারা বললো—হে সালেহ!

(৬১) وَ-আর ; إِلَى-নিকট ; ثَمُودَ-সামূদ সম্প্রদায়ের ; أَخَاهُمْ-তাদের ভাই ; صَٰلِحًا-সালেহকে ; قَالَ-তিনি বললেন ; يَٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللَّهَ-আল্লাহর ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِنْ إِلَٰهٍ-কোনো ইলাহ ; غَيْرُهُ-(غير+ه)-তিনি ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; أَنشَأَكُمْ-(انشا+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِّنَ-থেকে ; الْأَرْضِ-যমীন ; وَ-এবং ; اسْتَعْمَرَكُمْ-(استعمر+كم)-তোমাদেরকে পুনর্বাসন করেছেন ; فِيهَا-সেখানেই ; فَاسْتَغْفِرُوهُ-(ف+استغفرو+ه)-অতএব তোমরা তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো ; ثُمَّ-অতপর ; تُوبُوا-ফিরে এসো ; إِلَيْهِ-তাঁর দিকেই ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبِّي-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; قَرِيبٌ-নিকটবর্তী ; مُّجِيبٌ-আবেদন গ্রহণকারী। (৬২) قَالُوا-তারা বললো ; يَٰصَٰلِحُ-(يا+صالح)-হে সালেহ ;

৬৬. সূরা আল-আ'রাফের ১০ম রুকূ'তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ রুকূ'র সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৬৭. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে ; কারণ তিনিই মানুষ এবং অন্য সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি, তিনি তাদেরকে যমীনে পুনর্বাসন ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপরন্তু তিনিই মানুষের প্রতিপালনকারী।

قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ

নিসন্দেহে তুমি ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে ভরসাস্থল ছিলে,[৭০] তুমি কি আমাদেরকে সে সবের উপাসনা করতে বারণ করছো যার উপাসনা করতো

قَدْ كُنْتَ-নিসন্দেহে তুমি ছিলে ; فِيْنَا-আমাদের মধ্যে ; مَرْجُوًّا-ভরসাস্থল ; قَبْلَ هٰذَآ-ইতিপূর্বে ; اَتَنْهٰىنَآ-(ا+تنهى+نا)-তুমি কি আমাদেরকে বারণ করেছো ; اَنْ نَّعْبُدَ-উপাসনা করতে ; مَا-সে সবের যার ; يَعْبُدُ-উপাসনা করতো ;

৬৮. অর্থাৎ অতীতের অপরাধ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা-উপাসনা করে যে অপরাধ তোমরা করেছো, তার জন্য তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বান্দাহর অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং তিনি বান্দার সকল প্রার্থনার জবাব নিজেই দান করেন। দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের মতো তাঁর দরবারে কোনো আবেদন-নিবেদন জানাতে কোনো মাধ্যম বা অসীলার প্রয়োজন নেই। মূলত মানুষের ভুল ধারণা-ই মানুষকে শিরকে লিপ্ত করেছে। মানুষ আল্লাহ তাআলাকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মত মনে করেছে। তাদের ধারণা-আল্লাহ মানুষ থেকে এত দূরে অবস্থান করেন এবং এত নিপরাদ বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করেন যেখানে সাধারণ মানুষের পৌঁছা বা তাদের আবেদন-নিবেদন পৌঁছানো সম্ভব নয়। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ লোক ছাড়া তাঁর নিকট কেউ যেতে পারে না, অথবা, বিশেষ বিশেষ 'অসীলা' ছাড়া কোনো আবেদন-নিবেদন তাঁর নিকট পৌঁছানো এবং তা মঞ্জুর করানো সম্ভব নয়। বস্তুত এ ভুল ধারণাই মানুষকে শিরক-এর মত জঘন্য গুনাহে নিমজ্জিত করেছে। এখানে আল্লাহ তাআলা সালেহ (আ)-এর যবানীতে এ বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনেছেন। বলা হয়েছে, 'আমার প্রতিপালক একেবারেই নিকটে এবং তিনি নিজেই আবেদন গ্রহণ করেন।' সুতরাং তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদন পৌঁছানোর জন্য কোনো ব্যক্তি বা কোনো শক্তিকে মাধ্যম বা অসীলা হিসেবে ধরা প্রয়োজন নেই। মানুষের নিজের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করা বা কোনো কিছু চাওয়ার জন্য কোনো নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নেই। আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যেভাবে চাওয়ার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে মানুষ সরাসরিই আল্লাহর নিকট-ই চাইবে।

৭০. নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এবং দীনের দাওয়াতী কাজ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট অনন্য বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বস্ত, আমানতদার ও ন্যায়বান বলে বিবেচিত হতেন ; কিন্তু যখনই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত দেয়া শুরু করতেন, তখনই তারা নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করতো এ পর্যায়ে হযরত সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর সাথে সেই একই আচরণ দেখিয়েছে। তারা বললো যে, তোমার প্রতিভার উপর আমাদের আশা-ভরসা ছিল যে, তুমি দেশ-জাতির

أَبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ○

আমাদের বাপ-দাদারা,[৭১] আর আমরা তো অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছি সেই বিষয়ে যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছো।[৭২]

⑥৩ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي

৬৩. তিনি (সালেহ) বললেন—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি যদি দান করে থাকেন আমাকে

أَبَاؤُنَا-(اباؤ+نا)-আমাদের বাপ-দাদারা ; وَ-আর ; إِنَّنَا-আমরা অবশ্যই ; لَفِي شَكٍّ-(ل+فى+شك)-আছি সন্দেহে ; مِّمَّا-সেই বিষয়ে যার ; تَدْعُونَآ-(تدعوا+نا)-আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছো ; إِلَيْهِ-প্রতি ; مُرِيبٍ-বিভ্রান্তিকর। قَالَ⑥৩-তিনি বললেন ; يَٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; أَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; إِن-যদি ; كُنتُ-আমি থাকি ; عَلَىٰ-উপর ; بَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণের ; مِّن-পক্ষ থেকে ; رَّبِّي-আমার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; ءَاتَىٰنِي-তিনি যদি দান করে থাকেন আমাকে ;

কল্যাণের কাজে লাগবে ; এখন দেখছি তুমি তা না করে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের কথা বলে নিজেও বরবাদ হয়ে গেছ, আর আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও শেষ করে দিয়েছো। একই ধারণা পোষণ করতো আরবের কুরাইশ সরদার-মাতব্বররা। তাদেরও বিশ্বাস ছিল মুহাম্মাদের প্রতিভা তাদেরকে বৈষয়িক উন্নতির পথে নিয়ে যাবে, সাথে সাথে সেও বড় কিছু একটা হবে। অর্থাৎ তিনিও একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হবেন ; কিন্তু তিনিও যখন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের কথা বলা শুরু করলেন তখন তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হলো এবং তারা তাঁর বিরোধীতা শুরু করলো।

৭১. এখানে সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মা'বূদদের উপাসনা কেন করতে হবে, তার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করছে। সালেহ (আ) বলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অর্থাৎ ইবাদাত একমাত্র তাঁরই করতে হবে, কেননা তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়াতে তোমাদেরকে পুনর্বাসন করেছেন। এর জবাবে তারা বলছে যে, 'আমাদের মা'বূদরাও ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য ; কেননা আমাদের বাপ-দাদারা এসব মা'বূদদের ইবাদাত করে গেছে। আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবো।—এখানে জাহিলিয়াত ও ইসলামের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার ধরণে যে পার্থক্য রয়েছে, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৭২. 'দীনে হক' তথা সত্য দীনের দাওয়াত যখন আসে, তখন সমাজের সকলেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে। কারণ একদিকে নবী-রাসূলদের উন্নত নৈতিক চরিত্র। তাঁদের জ্ঞান ও সত্য দীনের পক্ষে পেশকৃত যুক্তি-প্রমাণ এবং সমাজের জ্ঞানী ও সৎলোকদের সত্য

مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ إِنْ عَصَيْتُهُ تف

তাঁর পক্ষ থেকে রহমত ; তবে আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে ;

فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ

অতপর তোমরা তো আমার ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছুই বাড়াতে পারবে না।[৭৩]

৬৪. আর হে আমার সম্প্রদায়! এটি আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য

ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ

নিদর্শন ; অতএব এটিকে ছেড়ে দাও, এটি চরে খাবে আল্লাহর যমীনে এবং কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে এটিকে ছুঁয়ো না,

مِنْهُ-তাঁর পক্ষ থেকে ; رَحْمَةً-রহমত ; فَمَنْ-(ف+من)-তবে কে ; يَنْصُرُنِي -আমাকে রক্ষা করবে ? مِنَ-থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর (পাকড়াও) ; إِنْ-যদি ; عَصَيْتُهُ-(عصيت+ه)-আমি তাঁর নাফরমানী করি ; فَمَا تَزِيدُونَنِي-(ف+ماتزيدون+نى)-অতপর তোমরা তো আমার কিছুই বাড়াতে পারবে না ; غَيْرَ-ছাড়া ; تَخْسِيرٍ-ক্ষতিকর। ﴿৬৪﴾-وَ-আর ; يَٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; هَٰذِهِ-এটি ; نَاقَةُ-উটনী ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَكُمْ- তোমাদের জন্য ; ءَايَةً-নিদর্শন ; فَذَرُوهَا-(ف+ذروا+ها)-অতএব এটিকে ছেড়ে দাও ; تَأْكُلْ- এটি চরে খাবে ; فِي أَرْضِ-যমীনে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; لَاتَمَسُّوهَا-(لاتمسوا+ها)- এটিকে ছুঁয়ো না ; بِسُوٓءٍ-(ب+سوء)-কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে ;

দীন গ্রহণ, যার প্রতি রয়েছে তাদের বিবেকের সাক্ষ্য ; অপরদিকে সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজ এবং বাপ-দাদা ও সমাজপতিদের উপাস্য দেব-দেবী, যার পক্ষে বিবেকের সাক্ষ্য না থাকলেও সমাজের বাধ্য-বাধকতা রয়েছে।—এসব কারণে তাদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মনের শান্তি বিদায় হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে মনের চাঞ্চল্য। কারণ পূর্বে তারা নির্ঝঞ্ঝাটে জাহিলিয়াতের চরম গুমরাহীর মধ্যে ডুবে থাকতে পেরেছে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন তারা অনুভব করেনি। একমাত্র সত্য দীনের দাওয়াত আসার সাথে সাথে তাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তারা কি সত্য দীন গ্রহণ করে নেবে। না-কি বাপ-দাদাদের সে পথেই তারা চলতে থাকবে।

৭৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাকে যে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি দিয়েছেন, জেনে শুনে আমি যদি সেই দয়াময় মহান আল্লাহর নাফরমানী করি—শুধু তোমাদের খুশী

فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ

তাহলে তাৎক্ষণিক কোনো আযাব এসে তোমাদেরকে ঘিরে ধরবে। ৬৫. তারপর তারা সেটার কুঁজ কেটে ফেললো, তখন তিনি বললেন—তোমরা উপভোগ করে নাও তোমাদের ঘরে

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا

তিন দিন ; এটা এমন এক ওয়াদা যা মিথ্যা হতে পারে না।
৬৬. তারপর যখন এসে পড়লো আমার নির্দেশ, আমি রক্ষা করলাম

صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ

আমার নিজ রহমতে সালেহকে এবং তাদেরকে যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে এবং রক্ষা করলাম সেদিনের অপমান-লাঞ্ছনা থেকে ;[৭৪]

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক—তিনি মহাশক্তিধর পরাক্রমশালী। ৬৭. আর পাকড়াও করলো তাদেরকে যারা যুল্‌ম করেছিল—এক বিকট গর্জন

فَيَأْخُذَكُمْ-(ف+ياخذ+كم)-তাহলে তোমাদেরকে ঘিরে ধরবে ; عَذَابٌ-কোনো আযাব ; قَرِيبٌ-তাৎক্ষণিক। ৬৫ فَعَقَرُوهَا-(ف+عقروا+ها)-তারপর তারা তার কুঁজ কেটে ফেললো ; فَقَالَ-(ف+قال)-তখন তিনি বললেন, تَمَتَّعُوا-তোমরা উপভোগ করে নাও ; فِي دَارِكُمْ-(فى+دار+كم)-তোমাদের ঘরে ; ثَلَاثَةَ-তিন ; أَيَّامٍ-দিন ; ذَٰلِكَ-এটা ; وَعْدٌ-এমন এক ওয়াদা ; غَيْرُ مَكْذُوبٍ-(غير+مكذوب)-মিথ্যা হতে পারে না। ৬৬ فَلَمَّا-তারপর যখন ; جَاءَ-এসে পড়লো ; أَمْرُنَا-আমার নির্দেশ ; نَجَّيْنَا-আমি রক্ষা করলাম ; صَالِحًا-সালেহকে ; وَ-এবং ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; مَعَهُ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; بِرَحْمَةٍ-(ب+رحمة)-রহমতে ; مِنَّا-আমার নিজ ; وَ-এবং (রক্ষা করলাম) ; مِنْ خِزْيِ-অপমান-লাঞ্ছনা থেকে ; يَوْمِئِذٍ-সেদিনের ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তিনি ; الْقَوِيُّ-(ال+قوى)-মহাশক্তিধর ; الْعَزِيزُ-(ال+عزيز)-মহা পরাক্রমশালী। ৬৭ وَ-আর ; أَخَذَ-পাকড়াও করলো ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; ظَلَمُوا-যুল্‌ম করেছিল ; الصَّيْحَةُ-বিকট গর্জন ;

করার জন্য, তাহলে আল্লাহর আযাব থেকে তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে না। শুধু তাই নয়, আমার অপরাধ তখন তোমাদের অপরাধের চেয়ে বেশীই হবে এবং একই কারণে আমার শাস্তিও বেড়ে যাবে। কারণ আমি তোমাদেরকে তাঁর সত্য-সঠিক পথে

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾ كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۗ

ফলে তারা নিজেদের ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো। ৬৮. যেন তারা সেখানে কখনো বাস করেনি ;

أَلَآ إِنَّ ثَمُوْدَا۟ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾

জেনে রেখো! সামূদ সম্প্রদায় অবশ্যই কুফরী করেছিল তাদের প্রতিপালকের ; জেনে রেখো! সামূদ সম্প্রদায়ের জন্যই ধ্বংস।

فَأَصْبَحُوْا-(ف+اصبحوا)-ফলে তারা পড়ে থাকলো ; فِيْ دِيَارِهِمْ-(فى+ديار+هم)-নিজেদের ঘরেই ; جٰثِمِيْنَ-উপুড় হয়ে। ⑥৮ كَأَنْ-যেন ; لَّمْ يَغْنَوْا-তারা কখনো বাস করে নি ; فِيْهَا-সেখানে ; أَلَآ-জেনে রেখো ; إِنَّ-অবশ্যই ; ثَمُوْدَا-সামূদ সম্প্রদায় ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিল ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; أَلَا-জেনে রেখো! ; بُعْدًا-ধ্বংস ; لِّثَمُوْدَ-(ل+ثمود)-সামূদ সম্প্রদায়ের জন্যই।

পরিচালিত না করার পরিবর্তে স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে তোমাদেরকে গুমরাহীর পথে পরিচালিত করেছি বলে তখন প্রমাণিত হবে।

৭৪. হযরত সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায় 'সামূদ' জাতির উপর যখন আসমানী আযাব নাযিল হয় তখন সালেহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে সে অঞ্চল থেকে হিজরত করে একটি পাহাড়ে চলে যান। বর্তমানেও সেই পাহাড়ের নাম 'বনী সালেহ' বলে মশহূর রয়েছে। বলা হয় যে, সেখানে হযরত সালেহ (আ) অবস্থান করেছিলেন।

৬ রুকূ' (৬১-৬৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ যেহেতু মানুষ এবং অন্যান্য সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তাই ইবাদাত করতে হবে তাঁরই, আনুগত্য করতে হবে তাঁরই আদেশ-নিষেধের।

২. অতীতের সকল প্রকার গুনাহের ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহর নিকট-ই এবং সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তাঁর দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৩. আল্লাহ মানুষের এত নিকটে যে, মানুষের সশব্দ ও নিঃশব্দ সকল কথা-ই শুনেন এবং সকল আবেদন-নিবেদনের জবাব দান করেন।

৪. আল্লাহর নিকট কোনো আবেদন-নিবেদন পৌঁছানোর জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। বান্দাহর সকল আবেদন সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে এবং তিনি স্বয়ং তা কবুল করেন।

৫. সত্য দীনের দাওয়াত আসার পর সমাজের সৎ, চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোকেরা যখন গ্রহণ করে নেয়, তখন জাহিলিয়াতের ধারক-বাহকদের অন্তরও তা গ্রহণ করার জন্য সাক্ষ্য দেয় ; কিন্তু তারা সংশয় ও বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকে।

৬. সত্য দীনের পক্ষে একদিকে জাহিলিয়াতের ধারক-বাহকদের বিবেকের সাক্ষ্য, অপরদিকে বাপ-দাদার অনুসৃত ধর্ম এবং বাতিল শক্তির সাথে মুকাবিলার আশঙ্কা তাদেরকে সংশয় ও বিভ্রান্তিতে ফেলে।

৭. সত্য দীনের হিদায়াত লাভ করা আল্লাহর সবচেয়ে বড় রহমত। সুতরাং যাদেরকে হিদায়াত লাভের সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কোনো প্রকার হতাশা হীনমন্যতা-বোধ থাকতে পারে না। সকল ব্যাপারে তাদের অন্তর থাকবে প্রশান্ত।

৮. আল্লাহর প্রতি ঈমানদার বান্দাহগণ যদি তাদের দীনী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে যে কোনো আসমানী আযাব ও গযব থেকে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১৫

۝٦٩ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا ۖ

৬৯. আর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা নিঃসন্দেহে ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল, তারা বললো—সালাম,

قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝٧٠ فَلَمَّا رَأٰى أَيْدِيَهُمْ

তিনিও বললেন—সালাম, তারপর তিনি একটি ভূনা করা বাছুর নিয়ে আসতে দেরী করলেন না।[৭৫] ৭০. কিন্তু তিনি যখন দেখলেন তাদের হাতগুলো

لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ

সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তিনি তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখলেন এবং তাদের সম্পর্কে ভয়ে কেঁপে উঠলেন ;[৭৬] তারা বললো—ভয় পাবেন না

৬৯ وَ-আর ; لَقَدْ جَاءَتْ-(ل+قد جاءت)-নিসন্দেহে এসেছিল ; رُسُلُنَا-(رسل+نا)-আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের নিকট ; بِالْبُشْرٰى-(ب+ال+بشرى)-সুসংবাদ নিয়ে ; قَالُوْا-তারা বললো ; سَلٰمًا-সালাম ; قَالَ-তিনিও বললেন ; سَلٰمٌ-সালাম ; فَمَا لَبِثَ-(ف+مالبث)-তারপর তিনি দেরী করলেন না ; اَنْ جَاءَ-আসতে ; بِعِجْلٍ-(ب+عجل)-বাছুর নিয়ে ; حَنِيْذٍ-ভূনা করা। ৭০ فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; رَاٰ-তিনি দেখলেন ; اَيْدِيَهُمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাতগুলো ; لَاتَصِلُ-প্রসারিত হচ্ছে না ; اِلَيْهِ-সেদিকে ; نَكِرَهُمْ-(نكر+هم)-তিনি তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখলেন ; وَ-এবং ; اَوْجَسَ-কেঁপে উঠলেন ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের সম্পর্কে ; خِيْفَةً-ভয়ে ; قَالُوْا-তারা বললো ; لَاتَخَفْ-ভয় পাবেন না ;

৭৫. হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদেরকে অপরিচিত কোনো মেহমান বলে ধারণা করেছিলেন, কারণ ফেরেশতারা মানুষের অবয়বে এসেছিল। আর এজন্যই তিনি তাদের জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

৭৬. আরবদেশে রীতি ছিল যে, কোনো ব্যক্তি যদি কারো মেহমানদারী গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো তখন তার আগমন শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্য বলে মনে করা হতো।

إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ

আমরা নিশ্চয়ই লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।[৭৭] ৭১. আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন দাঁড়ানো অবস্থায় এবং তিনি হেসে ফেললেন ;[৭৮]

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ

অতপর আমরা তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পরবর্তীতে ইয়াকূবের।[৭৯] ৭২. তিনি বললেন—

إِنَّا-নিশ্চয়ই আমরা ; أُرْسِلْنَا-প্রেরিত হয়েছি ; إِلَى-প্রতি ; قَوْمِ-সম্প্রদায়ের ; لُوطٍ-লূতের। ﴿٧١﴾ وَ-আর ; امْرَأَتُهُ-(امراة+ه)-তাঁর স্ত্রী ; قَائِمَةٌ-ছিল দাঁড়ানো অবস্থায় ; فَضَحِكَتْ-(ف+ضحكت)-এবং সে হেঁসে ফেললো ; فَبَشَّرْنَاهَا-(ف+بشر+ها)-অতপর আমরা তাকে সুসংবাদ দিলাম ; بِإِسْحَاقَ-(ب+اسحق)-ইসহাকের ; وَ-এবং ; مِن وَرَاءِ-পরবর্তীতে ; إِسْحَاقَ-ইসহাকের ; يَعْقُوبَ-ইয়াকূবের। ﴿٧٢﴾ قَالَتْ-সে বললো ;

তবে ইবরাহীম (আ) যদিও প্রথমে তাদেরকে মানুষ বলে ভেবেছিলেন, কিন্তু তাদের জন্য আনীত খাদ্য গ্রহণ না করায় তাদেরকে মানুষ বেশে ফেরেশতা বলেই ধরে নিয়েছেন। আর কোনো অসাধারণ কোনো অবস্থা ছাড়া ফেরেশতারা মানুষ বেশে দুনিয়াতে আসে না। এজন্যই তিনি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন।

৭৭. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আশংকার কারণ ছিল এই যে, ফেরেশতাদের মানুষ বেশে আসা তাঁর লোকালয়ের লোকদের বা তাঁর পরিবারের লোকদের অথবা তাঁর নিজের কোনো অপরাধের শাস্তি দানের জন্য কিনা ? তবে ফেরেশতারা এ বলে তাঁর আশংকা দূর করলো যে, আমরা এসেছি লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অপরাধের শাস্তি দিতে। এতে জানা গেলো যে, তাদের খাদ্য গ্রহণ না করায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা।

৭৮. এতে জানা গেলো যে, ফেরেশতাদের মানবীয়রূপে আসার কারণে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারের সকলেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এমন কি তাঁর স্ত্রীও ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে যখন জানতে পারলেন যে, তাঁরা এসেছে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে শাস্তি দেয়ার জন্য তখন তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। আর ইসহাক ও তাঁর পরে ইয়াকূব সম্পর্কিত সুসংবাদ জেনে ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীর মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

৭৯. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম স্ত্রী সা'রা নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত ছিল, ফেরেশতারা তাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরিবর্তে হযরত সা'রাকে তাঁর গর্ভে ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর হযরত হাযেরার

يٰوَيْلَتٰىٓ ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا

কি আশ্চর্য।[৮০] আমি সন্তান ধারণ করবো ? অথচ আমি বৃদ্ধা, আর এ আমার স্বামীও বৃদ্ধ ;[৮১] নিশ্চয়ই এটা

لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ

এক অদ্ভুত ব্যাপার। ৭৩. তারা বললো—আপনি কি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে আশ্চর্য হচ্ছেন ?[৮২] আল্লাহর রহমত

وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

ও তাঁর বরকত আপনাদের উপর রয়েছে, হে ঘরের বাসিন্দারা! নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত প্রশংসিত সুমহান।

﴿٧٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا

৭৪. অতপর যখন ইবরাহীম থেকে ভয় দূর হলো এবং তাঁর নিকট সুসংবাদটি আসলো, তিনি আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলেন।

يٰوَيْلَتٰى-কি আশ্চর্য ; ءَاَلِدُ-(ء+الد)-আমি সন্তান ধারণ করবো ; وَ-অথচ ; اَنَا-আমি ; عَجُوْزٌ-বৃদ্ধা ; وَّ-আর ; هٰذَا-এই ; بَعْلِيْ-(بعل+ى)-আমার স্বামীও ; شَيْخًا-বৃদ্ধ ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এটা ; لَشَيْءٌ-(ل+شئ)-ব্যাপার ; عَجِيْبٌ-এক অদ্ভুত। ﴿٧٣﴾ قَالُوْا-তারা বললো ; اَتَعْجَبِيْنَ-(ا+تعجبين)-আপনি কি আশ্চর্য হচ্ছেন ; مِنْ-সম্পর্কে ; اَمْرِ-হুকুম ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; رَحْمَتُ-রহমত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; بَرَكٰتُهٗ-(بركت+ه)-তার বরকত ; عَلَيْكُمْ-আপনাদের উপর রয়েছে ; اَهْلَ-বাসিন্দারা ; الْبَيْتِ-(ال+بيت)-ঘরের ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; حَمِيْدٌ-অত্যন্ত প্রশংসিত ; مَّجِيْدٌ-সুমহান। ﴿٧٤﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ; ذَهَبَ-দূর হলো ; عَنْ-থেকে ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ; الرَّوْعُ-(ال+روع)-ভয় ; وَ-এবং ; جَآءَتْهُ-(جاءت+ه)-তাঁর নিকট আসলো ; الْبُشْرٰى-(ال+بشرى)-সুসংবাদটি ; يُجَادِلُنَا-তিনি আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলেন ;

গর্ভে ইসমাঈল (আ) তার পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত সা'রাকে শুধুমাত্র ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুখবর দিলেন না, ইসহাক (আ)-এর পুত্র ইয়াকূব (আ)-এর মত মহা সম্মানিত নবীর আগমন সম্পর্কেও সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন।

৮০. এ বয়সে পুত্র-সন্তান লাভের সংবাদে হযরত সা'রার আশ্চর্য হওয়া দুঃখজনিত

فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ

লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে।[৮০] ৭৫. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল, কোমল-হৃদয়, সকল অবস্থায় আল্লাহমুখী। ৭৬. (ফেরেশতারা বললো) হে ইবরাহীম!

أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ

আপনি এটা থেকে বিরত হোন ; আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ নিশ্চিতভাবে এসে পড়েছে এবং অবশ্যই এমন আযাব তাদের উপর আসবে

غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ

যা অনিবার্য।[৮৪] ৭৭. তারপর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের নিকট এলো[৮৫] তাদের সম্পর্কে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে অসমর্থ মনে করলেন তাদেরকে

فِىْ-সম্পর্কে ; قَوْمِ-সম্প্রদায় ; لُوْط-লূতের। ﴿٧٥﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ছিলেন ; لَحَلِيْمٌ-অত্যন্ত সহনশীল ; اَوَّاهٌ-কোমল-হৃদয় ; مُنِيْبٌ-সকল অবস্থায় আল্লাহমুখী। ﴿٧٦﴾ يَاِبْرٰهِيْمُ-(يا+برهيم)-হে ইবরাহীম ; اَعْرِضْ-আপনি বিরত হোন ; عَنْ-থেকে ; هٰذَا-এটা ; اِنَّهٗ-নিশ্চিতভাবে ; قَدْ جَآءَ-এসে পড়েছে ; اَمْرُ-নির্দেশ ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; اِنَّهُمْ-অবশ্যই ; اٰتِيْهِمْ-(اتى+هم)-তাদের উপর আসবে ; عَذَابٌ-এমন আযাব ; غَيْرُ مَرْدُوْدٍ-যা অনিবার্য। ﴿٧٧﴾ وَ-তারপর ; لَمَّا-যখন ; جَآءَتْ-এলো ; رُسُلُنَا-(رسل+نا)-আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ; لُوْطًا-লূতের নিকট ; سِيْٓءَ-তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন ; بِهِمْ-তাদের সম্পর্কে ; وَ-এবং ; ضَاقَ-নিজেকে অসমর্থ মনে করলেন ; بِهِمْ-তাদেরকে ;

ছিল না ; বরং তা ছিল স্বাভাবিক বিস্ময় এবং তাঁর উচ্চারিত কথাটি ছিল মহিলাদের স্বাভাবিক ভাষা।

৮১. কুরআন মজীদ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী সা'রার তখনকার বয়স সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে বাইবেল থেকে যা জানা যায় তাহলো—হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল একশত বছর এবং সা'রা (আ)-এর বয়স ছিল নব্বই বছর।

৮২. অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতে কোনো কাজই অসম্ভব নয় ; বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়াতো নগণ্য ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা যেখানে সুসংবাদ দিচ্ছেন, সেখানে বিস্ময় প্রকাশের কোনো কারণ-ই নেই।

৮৩. হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সাথে বাদানুবাদ করেছিলেন। বাদানুবাদ

ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ

রক্ষা করতে, আর বললেন—এটা অত্যন্ত সংকটময় দিন,[৮৩] ৭৮. আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর নিকট দ্রুত ছুটে আসলো ;

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ ۚ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ

এবং পূর্ব থেকে তারা মন্দ কাজই করে আসছিল ; তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়! এই যে, এরা

ذَرْعًا-রক্ষা করতে ; وَ-আর ; قَالَ-বললেন ; هٰذَا-এটা ; يَوْمٌ-দিন ; عَصِيبٌ-অত্যন্ত সংকটময়। ⑦৮ وَ-আর ; جَآءَهُ-(جاء+ه)-তাঁর নিকট আসলো ; قَوْمُهُ-(قوم+ه)-তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা; يُهْرَعُونَ-দ্রুত ছুটে ; اِلَيْهِ-তার প্রতি ; وَ-এবং ; مِنْ قَبْلُ-(من+قبل)-পূর্ব থেকেই ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করে আসছিল ; السَّيِّاٰتِ-(ال+سيات)-মন্দ কাজে ; قَالَ-তিনি বললেন ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; هٰٓؤُلَآءِ-এই যে এরা ;

আল্লাহর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। ইবরাহীম (আ) লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর আসন্ন আযাবকে সরিয়ে দেয়ার জন্যই আল্লাহর দরবারে আবেদন নিবেদন জানিয়ে ছিলেন—তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তাদের মধ্যে যদি সামান্য কল্যাণও থেকে থাকে, তবে তাদেরকে আরো কিছুকাল সময় দিন। এতে তারা হয়তো কল্যাণের পথে ফিরে আসতে পারে। আল্লাহ এর জবাবে বলেন যে, এদের অপরাধ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে আর কোনো কল্যাণ-ই অবশিষ্ট নেই। কুরআন মজীদে অবশ্য এ বিতর্কের কোনো ব্যাখা বিশ্লেষণ নেই ; তবে বাইবেলে এর কিছুটা ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হয়েছে।

৮৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত ও প্রতিশোধ—আইন চূড়ান্ত হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। এখানে লূত সম্প্রদায়ের ঘটনার ভূমিকা হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তার পূর্বে হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে কুরাইশ-কাফিরদেরকে একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তোমরা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হিসেবে দাবী করে আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যেসব নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে আছে তাতে তোমাদের মিথ্যা অহমিকতার কোনো ভিত্তিই নেই। কারণ হযরত নূহ (আ) নিজেদের প্রাণপ্রিয় পুত্রকে চোখের সামনে ডুবে মরতে দেখে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানিয়েও তা মনজুর করাতে সক্ষম হন নি। অপর দিকে ইবরাহীম (আ)-ও লূত সম্প্রদায়ের উপর আসন্ন আযাব দূরীকরণে অনেক কাকুতি-মিনতি করার পরও আল্লাহর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত ছিল। সুতরাং তোমাদেরও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হওয়ার মিথ্যা অহমিকতা কোনো ফল বয়ে আনবে না।

بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي

আমার কন্যা, তারা তোমার জন্য অধিক পবিত্র[৮৭] অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না ;

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا

তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো লোক নেই ? ৭৯. তারা বললো—তুমি তো জানোই যে, আমাদের নেই

فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي

কোনো অংশ তোমাদের কন্যাদের ক্ষেত্রে ;[৮৮] এবং আমরা কি চাই তা তুমি অবশ্যই জানো। ৮০. তিনি বললেন, যদি আমার থাকতো

بَنَاتِيْ-(بنات+ى)-আমার কন্যা ; هُنَّ-তারা ; أَطْهَرُ-অধিক পবিত্র ; لَكُمْ- তোমাদের জন্য ; فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; لَاتُخْزُوْنِ-আমাকে লজ্জিত করোনা ; فِيْ-ব্যাপারে ; ضَيْفِيْ-(ضيف+ى)-আমার মেহমানদের ; أَلَيْسَ-(ا+ليس)-নেই কি ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; رَجُلٌ -কোনো লোক ; رَشِيْدٌ-ভালো, হিদায়াতপ্রাপ্ত। ৭৯ قَالُوا-তারা বললো ; لَقَدْ عَلِمْتَ-তুমি তো জানোই যে; مَا لَنَا-নেই আমাদের; فِيْ-ক্ষেত্রে ; بَنٰتِكَ-(بنت+ك)-তোমার কন্যাদের; مِنْ حَقٍّ-কোনো অংশ ; وَ-এবং ; اَنَّكَ-(ان+ك)-অবশ্যই তুমি ; لَتَعْلَمُ-জানো ; مَا -কি ; نُرِيْدُ-আমরা চাই। ৮০ قَالَ-তিনি বললেন ; لَوْ-যদি ; اَنَّ-নিশ্চিত ; لِيْ-আমার ;

৮৫. সূরা আল আ'রাফ-এর ১০ম রুকূ'র সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৮৬. লূত (আ)-এর চিন্তিত হওয়ার কারণ ছিল—ফেরেশতারা সুশ্রী ছেলেদের রূপ নিয়ে এসেছিল ; কিন্তু তারা যে, ফেরেশতা তা লূত (আ)-ও বুঝতে পারেনি। আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের চারিত্রিক নির্লজ্জতা সম্পর্কে তো তিনি অবহিত ছিলেন। তাই মেহমানদের মর্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন।

৮৭. হযরত লূত (আ)-এর কথা "এরা আমার কন্যা, তারা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র" দ্বারা কোনো ভুল অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই। কারণ পবিত্র যৌন সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমেই স্থাপিত হতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য মেয়েরা রয়েছে। তাদের সাথে স্বাভাবিক পন্থায় বিয়ের মাধ্যমে তোমরা যৌন চাহিদা মেটাতে পারো। আর 'আমার কন্যা' দ্বারা তাঁর নিজের কন্যারাও হতে পারে, আবার তাঁর সম্প্রদায়ের কন্যারাও হতে পারে ; কেননা একজন নবী তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের পিতার সমতুল্য, তাই তিনি 'আমার কন্যারা' বলেছেন।

بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿৮০﴾ قَالُوا يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ

তোমাদের উপর নিশ্চিত কোনো ক্ষমতা অথবা আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের! (তবে কতইনা ভালো হতো)। ৮১. তারা (ফেরেশতারা) বললো—আমরা অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা,

لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ

তারা কখনো আপনার নিকট পৌছতে পারবে না, অতএব আপনি আপনার পরিবার-পরিজনসহ রাতের কোনো অংশে বের হয়ে পড়ুন এবং যেন পেছনে না তাকায়[৮৯]

مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ

আপনাদের মধ্যকার কেউ, আপনার স্ত্রী ছাড়া ; নিশ্চয়ই তার উপর তা-ই আপতিত হবে যা তাদের উপর আপতিত হবে ;[৯০]

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿৮১﴾ فَلَمَّا جَآءَ

তাদের নিশ্চিত প্রতিশ্রুত সময় প্রভাত ; সেই প্রভাত কি নিকটবর্তী নয় ?
৮২. অবশেষে যখন এসে পড়লো আমার

بِكُمْ-(ب+كم)-তোমাদের উপর ; قُوَّةً-কোনো ক্ষমতা ; اَوْ-অথবা ; اوِىْ-আমি আশ্রয় নিতে পারতাম ; اِلٰى رُكْنٍ-(الى+ركن)-কোনো স্তম্ভের ; شَدِيْدٍ-সুদৃঢ়। (৮১) قَالُوْا-তারা (ফেরেশতারা) বললো ; يٰلُوْطُ-(يا+لوط)-হে লূত! ; اِنَّا-আবশ্যই আমরা ; رُسُلُ-প্রেরিত ফেরেশতা ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَنْ يَّصِلُوْٓا-তারা কখনো পৌছতে পারবে না ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; فَاَسْرِ-(ف+اسر)-অতএব আপনি বের হয়ে পড়ুন ; بِاَهْلِكَ-(ب+اهل+ك)-আপনার পরিবার পরিজনসহ ; بِقِطْعٍ-কোনো অংশে ; مِّنَ الَّيْلِ-(من+ال+ليل)-রাতের ; وَ-এবং ; لَايَلْتَفِتْ-পেছনে না তাকায় ; مِنْكُمْ-আপনাদের মধ্যকার ; اَحَدٌ-কেউ ; اِلَّا-ছাড়া ; امْرَاَتَكَ-(امراتك+ك)-আপনার স্ত্রী ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই ; مُصِيْبُهَا-(مصيب+ها)-তার উপর আপতিত হবে ; مَآ-তা-ই যা ; اَصَابَهُمْ-তাদের উপর আপতিত হবে ; اِنَّ-নিশ্চিত ; مَوْعِدَهُمُ-(موعد+هم)-তাদের প্রতিশ্রুত সময় ; الصُّبْحُ-(ال+صبح)-প্রভাত ; اَلَيْسَ-নয় কি ; الصُّبْحُ-সেই প্রভাত ; بِقَرِيْبٍ-নিকটবর্তী। (৮২) فَلَمَّا-(ف+لما)-অবশেষে যখন ; جَآءَ-এসে পড়লো ;

৮৮. লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের নির্লজ্জ মানসিকতা তাদের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। এসব লোকের মধ্যে কল্যাণের ছিঁটিফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না। এরা ছিল

أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۥ

নির্দেশ, আমি তার (জনপদটির) উপর দিকটাকে নীচের দিকে উল্টে দিলাম এবং বর্ষণ করলাম তার উপর পাকানো মাটির কংকর

مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

স্তরে স্তরে।[৯১] ৮৩. যা ছিল আপনার প্রতিপালকের নিকট বিশেষভাবে চিহ্নিত ;[৯২] আর যালিমদের থেকে তা কিছুমাত্র দূরে নয়।[৯৩]

أَمْرُنَا-আমার নির্দেশ ; جَعَلْنَا-আমি করে দিলাম (উল্টে দিলাম) ; عَالِيَهَا-(عالى+ها)-তার (জনপদটির) উপর দিকটাকে ; سَافِلَهَا-(سافل+ها)-তার নীচের দিকে ; وَ-এবং ; أَمْطَرْنَا-বর্ষণ করলাম ; عَلَيْهَا-তার উপর ; حِجَارَةً-কংকর ; مِّن سِجِّيلٍ-(من+سجيل)-পাকানো মাটির ; مَّنضُودٍ-স্তরে স্তরে।(৮২) مُّسَوَّمَةً-যা ছিল বিশেষভাবে চিহ্নিত ; عِندَ-নিকট ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; مَا-নয় ; هِيَ-তা ; مِنَ-থেকে ; الظَّالِمِينَ-যালিমদের ; بِبَعِيدٍ-কিছুমাত্র দূরে।

মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর কীট সমতুল্য। আর তাই আল্লাহ তাআলা এ ক্ষতিকর কীট থেকে মানব সমাজকে রক্ষাকল্পে তাদেরকে সমূলে উৎখাত করে দিয়েছেন।

৮৯. অর্থাৎ এখন আপনার একমাত্র কর্তব্য কাজ হলো, এ এলাকা ত্যাগ করে চলে যাওয়া। পেছনে পড়ে থাকা লোকদের অবস্থা দেখা বা তাদের আর্ত-চিৎকার শোনার জন্য কিছুমাত্র বিলম্ব করাও আপনাদের জন্য উচিত হবে না।

৯০. অর্থাৎ আপনার স্ত্রীও তাদের দলের মধ্যেই শামিল যাদের উপর আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে গেছে। এখানে একটি বিষয় ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়নি। সুতরাং কোনো মহান ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কের দোহাই দিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে আখিরাতে পার হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না ।

৯১. কাওমে লূত-এর উপর আপতিত আযাব সম্ভবত আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের রূপ নিয়ে এসেছিল। আর তার উৎক্ষিপ্ত ধাতু পাথর নিক্ষেপের মত বর্ষিত হয়েছিল। আর পাকানো মাটির কংকর যা আগ্নেয়গিরির মধ্যস্থ ভূতলে অবস্থিত মাটি অত্যাধিক উত্তাপে পাথরে পরিণত হয়ে আগ্নেয়গিরির জ্বালা মুখ দিয়ে বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। লূত সাগরের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে এ ধরনের লাভা স্রোতের চিহ্ন সেদিকেই ইংগিত করে।

৯২. অর্থাৎ প্রত্যেক পাথর কণার দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞের কোন্ কাজটি সম্পাদিত হবে তাও মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

৯৩. অর্থাৎ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যেভাবে আযাব এসেছিল সেরূপ আযাবের আওতা থেকে এ যুগের যালিমরাও যেন নিজেদেরকে দূরে মনে না করে।

৭ রুকূ' (৬৯-৮৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইবরাহীম (আ) দুনিয়াতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর সূচনা করেন। মেহমান ছাড়া তিনি একাকী খানা খেতেন না।

২. 'রাসূল' দ্বারা এখানে ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতারা মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিল, তাই ইবরাহীম (আ) তাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৩. ফেরেশতারা খাদ্য গ্রহণ না করায় ইবরাহীম (আ) ভীত-শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তখনকার রীতি ছিল কেউ কারো বাড়ীতে মন্দ উদ্দেশ্যে আসলে সেই বাড়িতে কোনো খাদ্য গ্রহণ করতো না।

৪. কারো বাড়ীতে কেউ আসলে আগন্তুক ব্যক্তিই প্রথমে সালাম জানাবে। সালামের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তির জান-মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা দেয়া হয়ে থাকে।

৫. পারস্পরিক সাক্ষাতকালে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের রীতি আদীকালের মানব সমাজেও প্রচলিত ছিল।

৬. 'সালাম' আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সালামের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌রও হয়ে যায়।

৭. শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন—'আস্‌সালামু আলাইকুম'। এটাই সালাম প্রদানের সুন্নাত নিয়ম।

৮. লূত (আ)-এর সম্প্রদায়-ই দুনিয়াতে পুরুষে পুরুষে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মত ঘৃণ্য প্রথার সূচনা করেছিল। এটা ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য অপরাধ।

৯. স্বভাব বিরুদ্ধ এ সমকাম প্রথা এত জঘন্য যে, এর জন্য লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে দুনিয়াতেই এর শাস্তি দেয়া হয়েছি। তাদের বসবাসের পুরো জনপদকেই উল্টে দেয়া হয়েছিল। অতপর তাদের উপর অবিরাম পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল।

১০. লূত (আ)-এর এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষা-ই পাওয়া যায় যে, নবী-রাসূলদের শিক্ষার বিপরীত এবং প্রাকৃতিক নিয়ম তথা স্বভাব বিরুদ্ধ কাজের ফলে দুনিয়াতেও আল্লাহর আযাব এসে পড়তে পারে।

১১. আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান দান করতে পারেন। যেমন ইবরাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী সা'রাকে দান করেছেন।

১২. পাপাচার যখন ব্যাপকতা লাভ করে এবং আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন সাধারণ কোনো নেক বান্দাহ তো দূরের কথা সমসাময়িক নবীর প্রার্থনায়ও আল্লাহ তাআলা আযাবের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন না।

১৩. সঠিক অর্থে যথাসময়ে তাওবা-ইসতিগফার-এর মাধ্যমে দীনের পথে ফিরে আসার ফলেই একমাত্র আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

১৪. জাতিগতভাবে লিপ্ত পাপাচার থেকে যারা নিজেরা বেঁচে থাকে এবং মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা-সাধনা করে যায়, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আযাব থেকে রক্ষা করেন।

১৫. সর্বকালে নবী-রাসূলগণ-ই ছিলেন মানুষের জন্য অকৃত্রিম কল্যাণকামী। আর তাঁদের শিক্ষার যথাযথ অনুসরণের মধ্যে মানবতার সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

১৬. আজকের যুগেও পৃথিবীর মানুষের স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণ নবী-রাসূলদের শিক্ষার অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো পথে সম্ভব নয়।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১২

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর মাদইয়ান বাসীদের নিকট (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শুয়াইবকে ;[১৪] তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইবাদাত করো আল্লাহর, তোমাদের তো নেই

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ

কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া ; আর তোমরা পরিমাপে ও ওযনের কম দিও না আমি তো দেখছি যে, তোমরা নিশ্চিত

بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٤﴾ وَيٰقَوْمِ

ভালো অবস্থায় কিন্তু আমি তোমাদের উপর এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশংকা করছি। আর হে আমার সম্প্রদায়!

اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ

তোমরা ইনসাফ সহকারে পরিমাপ ও ওযন পুরোপুরি দিও এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দিও না

৮৪ وَ-আর ; اِلٰى-নিকট ; مَدْيَنَ-মাদইয়ানবাসীদের ; اَخَاهُمْ-(اخا+هم)-তাদের ভাই ; شُعَيْبًا-শুয়াইবকে ; قَالَ-তিনি বললেন ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের তো ; مِنْ اِلٰهٍ-কোনো ইলাহ ; غَيْرُهٗ-(غير+ه)-তিনি ছাড়া ; وَ-আর ; لَا تَنْقُصُوا-তোমরা কম দিও না ; الْمِكْيَالَ-(ال+مكيال)-পরিমাপে ; وَ-ও ; الْمِيْزَانَ-(ال+ميزان)-ওযনে ; اِنِّىْ-(ان+ى)-আমি তো নিশ্চিত ; اَرٰىكُمْ-(ارى+كم)-দেখছি যে, তোমরা ; بِخَيْرٍ-(ب+خير)-ভালো অবস্থায় ; وَ-কিন্তু ; اِنِّىْ-নিশ্চিত আমি ; اَخَافُ-আশংকা করছি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; عَذَابَ-আযাবের ; يَوْمٍ-দিনের ; مُحِيْطٍ-সর্বগ্রাসী। ৮৫ وَ-আর ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; اَوْفُوا-তোমরা পুরোপুরি দিও ; الْمِكْيَالَ-পরিমাপ ; وَ-ও ; الْمِيْزَانَ-ওযন ; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)-ইনসাফ সহকারে ; وَ-এবং ; لَا تَبْخَسُوا-কম দিও না ; النَّاسَ-মানুষকে ; اَشْيَاءَهُمْ-(اشياء+هم)-তাদের প্রাপ্য জিনিস ;

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم

আর দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না। ৮৬. আল্লাহর ইচ্ছায় যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা হয়ে থাকো

مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ

মু'মিন ; আর আমি তো তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নই।[৯৫] ৮৭. তারা বললো—হে শুয়াইব! তোমার নামায কি

تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا

তোমাকে নির্দেশ দেয়[৯৬] যে, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদাত করতো আমরা সেসব পরিত্যাগ করি অথবা আমরা (পরিত্যাগ) করি আমাদের ধন-সম্পদে

وَ-আর ; لَا تَعْثَوْا-বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; مُفْسِدِينَ-বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ন্যায়। ﴿٨٦﴾ بَقِيَّتُ-যা অবশিষ্ট থাকবে ; اللَّهِ-আল্লাহর ইচ্ছায় ; خَيْرٌ-তা-ই উত্তম ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; إِنْ-যদি ; كُنتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; مُّؤْمِنِينَ-মু'মিন ; وَ-আর ; مَا أَنَا-(ما+انا)-আমিতো নই ; عَلَيْكُم-তোমাদের উপর ; بِحَفِيظٍ-(ب+حفيظ)-তত্ত্বাবধায়ক। ﴿٨٧﴾ قَالُوا-তারা বললো ; يَا شُعَيْبُ-হে শুয়াইব ; أَصَلَاتُكَ-(ا+صلوة+ك)-তোমার নামায কি ; تَأْمُرُكَ-(تامر+ك)-তোমাকে নির্দেশ দেয় ; أَن نَّتْرُكَ-যে আমরা পরিত্যাগ করি ; مَا-সেসব যাদের ; يَعْبُدُ-ইবাদাত করতো ; آبَاؤُنَا-(اباؤ+نا)-আমাদের বাপ-দাদারা ; أَوْ-অথবা ; أَنْ ; نَّفْعَلَ-পরিত্যাগ করি ; فِي أَمْوَالِنَا-(فى+اموال+نا)-আমাদের ধন-সম্পদে ;

৯৪. 'মাদইয়ান' একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম শহরটি পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান 'মুয়ান' নামক স্থানে শহরটির অবস্থান ছিল বলে ধারণা করা হয়। সেই শহরবাসীকে মাদইয়ানবাসী' না বলে 'মাদইয়ান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা আল আ'রাফের ১১ রুকূ' ও সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৯৫. অর্থাৎ আমি তো তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক বা হিফাযতকারী নই। তোমাদের উপর আমার কোনো জোর চলে না। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দানকারী মাত্র। আমার নিকট তোমাদের জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। তোমাদের চিন্তা করা উচিত আল্লাহর নিকট জবাবদিহির কথা। তোমাদের মনে যদি সেই চিন্তা থেকে থাকে তবে তোমরা অবশ্যই তোমাদের বর্তমান আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে।

৯৬. 'নামায' দীনদারীর পরিচায়ক। তাই অসৎ ও মন্দ চরিত্রের লোকেরা নামাযী

مَا نَشٰٓؤُا ۖ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ

যা আমরা চাই তা ;[৯৭] তুমি তো অবশ্যই অত্যন্ত ধৈর্যশীল একমাত্র সৎলোক।

৮৮. তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছো

اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ

আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিয্ক দিয়ে থাকেন।[৯৮] (তাহলে আমি কিভাবে তোমাদের মন্দ কাজে শরীক হবো)

مَا-তা যা ; نَشٰٓؤُا-আমরা চাই ; اِنَّكَ-তুমি তো অবশ্যই ; لَاَنْتَ-অবশ্যই তুমি ; الْحَلِيْمُ-(ال+حليم)-অত্যন্ত ধৈর্যশীল ; الرَّشِيْدُ-(ال+رشيد)-একমাত্র সৎলোক। ﴿٨٨﴾ قَالَ-তিনি বললেন ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; اَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; اِنْ-যদি ; كُنْتُ-আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি ; عَلٰى-উপর ; بَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণের ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; رَزَقَنِيْ-(رزق+نى)-রিয্ক দিয়ে থাকেন আমাকে ; مِنْهُ-তাঁর পক্ষ থেকে ; رِزْقًا-রিয্ক ; حَسَنًا-উত্তম ;

লোকদেরকে ভীতির চোখে দেখে। নামাযী লোকদেরকে এরা বিভিন্ন প্রকার বিদ্রূপাত্মক ভাষায় সম্বোধন করে। এখানেও শুয়াইব (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বিদ্রূপ করে উল্লিখিত কথা কয়টি বলেছিল। সকল যুগেই এ ধরনের পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। বর্তমান কালেও দেখা যায়—কারো মধ্যে নামায পড়ার অভ্যাস জাগ্রত হলে ফাসিক-ফাজির লোকেরা মনে করে যে, এবার দীনদারীর ওয়ায-নসীহত শুরু হয়ে যাবে। কারণ তারা জানে যে, নামাযী লোকেরা শুধুমাত্র নিজেদের আমলকেই সুন্দর করে না, অন্যান্যদের আমলকেও সংশোধন করার জন্য তারা চেষ্টিত হয়। এটাই নামাযীদের বৈশিষ্ট্য। ঠিক এ কারণে নামায ও নামাযী ব্যক্তিদের উপর অসৎ লোকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিদ্রূপাত্মক কথা বলা হয়ে থাকে। তারা নামাযকেই এর জন্য দোষারোপ করে এবং এটাকে একটা রোগ হিসেবে সাব্যস্ত করে।

৯৭. ইসলামের মূলনীতি হলো—আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্যান্য মত, পথ ও পন্থা সবই ভুল এবং কোনো অবস্থাতেই সেসবের অনুসরণ করা যাবে না। কেননা সেসব মত পথের সপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আসমানী কিতাবসমূহে কোনো প্রমাণ নেই। আর আল্লাহর বন্দেগী বা দাসত্ব শুধুমাত্র সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মানুষ দুনিয়ার কোনো সম্পদের উপরই তার স্বেচ্ছাচার প্রয়োগ করতে পারে না। মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ও আল্লাহর দাসত্বের আওতা বহির্ভূত নয়।

অপর দিকে জাহিলিয়াতের মত এর বিপরীত। জীবনকে ধর্মীয় ও বৈষয়িক এ দুভাগে ভাগ করা জাহিলিয়াতের মতবাদ। আর এ জাহিলী মতবাদ কোনো নতুন কিছু নয়।

وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلٰى مَآ أَنْهٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيْدُ

আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা করতে আমি নিষেধ করি আমি নিজেই তার বিপরীত করি ;[৯৯] আমি তো চাই না

إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

সংশোধন ছাড়া (অন্য কিছু) যতটুকু আমি ক্ষমতা রাখি ; আসলে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোনো কর্মক্ষমতা-ই নেই ; তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি

وَ-আর ; مَآ أُرِيْدُ-আমি চাই না ; أَنْ أُخَالِفَكُمْ-(ان اخالف+كم)-أَنْ-যে, আমি বিপরিত করি ; إِلٰى مَآ-তার যা ; أَنْهٰكُمْ-(انهى+كم)-আমি নিষেধ করি তোমাদেরকে ; عَنْهُ-তা থেকে ; إِنْ أُرِيْدُ-আমি তো চাই না (অন্য কিছু) ; إِلَّا-ছাড়া ; الْإِصْلَاحَ-সংশোধন ; مَا-যতটুকু ; اسْتَطَعْتُ-আমি ক্ষমতা রাখি ; وَ-আসলে ; مَا-নেই ; تَوْفِيْقِيْ-(توفيق+ى)-আমার কোনো কর্মক্ষমতা-ই ; إِلَّا-ছাড়া ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর সাহায্য ; عَلَيْهِ-তার উপরই ; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা রাখি ;

হাজার হাজার বছর পূর্বে এ ধারণা-ই মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। শুয়াইব (আ)-এর সম্প্রদায়ও এ দাবীই করেছিল। বর্তমান যুগেও মানুষের মধ্য এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও এ ধারণা বিরাজমান। মুসলমানদের পথভ্রষ্টতার কারণও এটাই।

৯৮. পূর্ববর্তী আয়াতে শুয়াইব (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা যে তীব্র বিদ্রূপ করে বলেছিল—"তুমি তো অবশ্যই অত্যন্ত ধৈর্যশীল, একমাত্র সৎলোক"—এখানে তার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের বিদ্রূপের জবাবে শুয়াইব (আ) অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় বলেছেন যে, আল্লাহ যদি আমাকে সত্যের জ্ঞান ও সত্যদৃষ্টি দান করে থাকেন, দান করে থাকেন আমাকে জীবন-যাপনের হালাল উপায়-উপাদান, তাহলে আমি কিভাবে তোমাদের এসব গুমরাহী হারামখোরীকে সংগত ও হালাল মনে করে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হতে পারি ? জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এখানে 'রিয্‌ক' দ্বারা সত্যজ্ঞান ও নির্ভুল তথ্য এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপায়-উপাদান উভয় অর্থ বুঝানো হয়েছে।

৯৯. অর্থাৎ তোমরা ভেবে দেখো, আমি তোমাদেরকে যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছি, আমি নিজেও সেই কাজ থেকে বিরত আছি এবং তোমাদের যে কাজ করতে উপদেশ দিচ্ছি, আমি নিজেও তা করছি। তোমাদের জীবনকে পরিশোধন করা ছাড়া আমার তো অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমার চেষ্টা-সাধনার পেছনে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো শক্তি নেই। অন্যথায় আমার কোনো সাধ্য ছিল না তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা চালানো। আর তাই আমি একমাত্র তাঁর উপরই ভরসা করি এবং সর্ব অবস্থায় তাঁর দিকেই ফিরে যাই।

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم

এবং তাঁর দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করি। ৮৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার বিরুদ্ধতা তোমাদেরকে যেন এমন অপরাধে লিপ্ত না করে যাতে তোমাদের উপর এসে পড়ে

مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَٰلِحٍ ۚ

অনুরূপ কোনো মসীবত যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায় বা হূদের সম্প্রদায় অথবা সালেহ-এর সম্প্রদায়ের প্রতি

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟

আর লূত-এর সম্প্রদায়-তো তোমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়।[১০০] ৯০. আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমাদের প্রতিপালকের কাছে, তারপর ফিরে এসো

إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا

তাঁরই দিকে ; আমার প্রতিপালক অবশ্যই অত্যন্ত দয়ালু অতি প্রেমময়।[১০১] ৯১. তারা বললো—হে শুয়াইব! আমরা তো তার অধিকাংশই বুঝি না

وَ-এবং ; إِلَيْهِ-তাঁর দিকেই ; أُنِيبُ-আমি প্রত্যাবর্তন করি। (৮৯) وَ-আর ; يَٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; لَا يَجْرِمَنَّكُمْ-(لايجرمن+كم)-তোমাদেরকে যেন এমন অপরাধে লিপ্ত না করে ; شِقَاقِيٓ-(شقاق+ى)-আমার বিরুদ্ধতা ; أَن يُصِيبَكُم-যাতে তোমাদের উপর এসে পড়ে কোনো মসীবত ; مِّثْلُ-অনুরূপ ; مَآ-যা ; أَصَابَ-আপতিত হয়েছিল ; قَوْمَ-সম্প্রদায় ; نُوحٍ-নূহের ; أَوْ-বা ; قَوْمَ-সম্প্রদায় ; هُودٍ-হূদের ; أَوْ-অথবা ; قَوْمَ-সম্প্রদায়ের প্রতি ; صَٰلِحٍ-সালেহ-এর ; وَ-আর ; مَا-নয় ; قَوْمُ-সম্প্রদায় তো ; لُوطٍ-লূত-এর ; مِّنكُم-তোমাদের থেকে ; بِبَعِيدٍ-বেশি দূরে। (৯০) وَ-আর ; ٱسْتَغْفِرُوا۟-তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ; ثُمَّ-তারপর ; تُوبُوٓا۟-তোমরা ফিরে এসো ; إِلَيْهِ-তাঁরই দিকে ; إِنَّ-অবশ্যই ; رَبِّى-আমার প্রতিপালক ; رَحِيمٌ-অত্যন্ত দয়ালু ; وَدُودٌ-অতি প্রেমময়। (৯১) قَالُوا۟-তারা বললো ; يَٰشُعَيْبُ-হে শুয়াইব ; مَا نَفْقَهُ-(ما نفق+ه)-আমরা তো বুঝি না ; كَثِيرًا-অধিকাংশ ;

১০০. অর্থাৎ অতীতে যারা নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে সীমালংঘনমূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সেই অপরাধের কারণে তাদের উপর যে আসমানী আযাব এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তোমাদের অপরাধও যেন তোমাদেরকে সেই পরিস্থিতির

مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ز

যা তুমি বলছো,[১০২] আসলে আমরা তো তোমাকে দেখছি নিশ্চিত তুমি আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল ; আর যদি তোমার আত্মীয়-স্বজন না থাকতো তবে আমরা তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করতাম ;

مِمَّا-(من+ما)-তার যা ; تَقُوْلُ-তুমি বলছো ; وَ-আসলে ; اِنَّا-আমরাতো নিশ্চিত ; لَنَرٰىكَ-(ل+نرى+ك)-তোমাকে দেখছি ; فِيْنَا-(فى+نا)-আমাদের মধ্যে ; ضَعِيْفًا-অত্যন্ত দুর্বল ; وَ-আর ; لَوْلَا-যদি না থাকতো ; رَهْطُكَ-(رهط+ك)-তোমার আত্মীয়-স্বজন ; لَرَجَمْنٰكَ-(لرجمنا+ك)-তবে অবশ্যই তোমাকে আমরা পাথর মেরে হত্যা করতাম ;

মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে না দেয়। এসব জাতির মধ্যে নূহ (আ), হূদ (আ) এবং সালেহ (আ)-এর জাতির কথা তোমরা জানো। আর লূত (আ)-এর জাতির উপর আপতিত ধ্বংসলীলা-তো খুব বেশি অতীতের ঘটনা নয়। ধারণা করা হয় যে, শুয়াইব (আ)-এর সময়কাল থেকে কাওমে লূত-এর ঘটনা মাত্র ছয়-সাতশ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আর তাদের বসবাসের এলাকাও শুয়াইব (আ)-এর এলাকার সংলগ্ন ছিল।

১০১. আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ও প্রেমময়। মানুষ যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি। নিজের সৃষ্টিকে অনর্থক তিনি শাস্তি দেবেন এত নিষ্ঠুর-নির্দয় তিনি নন। মানুষ যখন তাঁর বিরোধিতায় সীমালংঘন করে কেবল তখনই তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন। কঠিন অপরাধ করেও মানুষ যখন লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে রহমতের ছায়াতলে আশ্রয়দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—তোমাদের কারো উট যদি ঘাস-পানি হীন মরুতে হারিয়ে যায়, আর সেই ব্যক্তি ঘাস-পানি নিয়ে উটটিকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে গাছতলে শুয়ে পড়ে এবং চোখ খুলে যদি সে তার হারানো উটটিকে দেখে যতটুকু খুশী হয়, আল্লাহ তাআলা তার গুমরাহ বান্দাহকে তাঁর দিকে ফিরে আসতে দেখে তার চেয়ে অনেক বেশি খুশী হন।

১০২. হযরত শুয়াইব (আ)-এর কথা বিরোধীদের বুঝতে না পারার অর্থ এটা নয় যে, শুয়াইব (আ) কোনো জটিলতা দার্শনিক তত্ত্বকথা বলছেন যা বোধগম্য হওয়া তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার ; বরং তাদের মন-মানসিকতা এতখানি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা শুয়াইব (আ)-এর সহজ-সরল কথাগুলোও বিশ্বাস করে নিতে পারছিল না। আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত সম্পর্কে যেসব কথা তিনি তাদেরকে বলেছেন, এসব কথা মূলত তারা শুনতেই রাজী ছিল না। আসলে যেসব লোক হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রবৃত্তির পূজায় সদা ব্যস্ত, তাদের মন-মগযে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বাণী ঢুকে না ; আর ঢুকলেও এসব কথা তাদের মধ্যে তা কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝٩١ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ

আর তুমি তো আমাদের উপর শক্তিশালী নও।[১০৩] ৯২. তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়! আমার আত্মীয়-স্বজন কি তোমাদের নিকট আল্লাহর চেয়েও অধিক শক্তিশালী ?

وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আর তোমরা তো তাঁকে (আল্লাহকে) তোমাদের পেছনে রেখে দিয়ে ভুলে বসে আছো ; তোমরা যা করছো তা অবশ্যই আমার প্রতিপালক

مُحِيْطٌ ۝٩٢ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ؕ

পরিবেষ্টনকারী। ৯৩. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করতে থাকো, আমিও অবশ্যই কর্মরত ;

سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ

তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর এমন আযাব আসবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে আর কে সেই মিথ্যাবাদী ;

وَ-আর ; مَآ-নও ; اَنْتَ-তুমি তো ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; بِعَزِيْزٍ-শক্তিশালী। ⑨২ قَالَ-তিনি বললেন ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; اَرَهْطِىْٓ-(ا+رهطى)-আমার আত্মীয়-স্বজন কি; اَعَزُّ-অধিক শক্তিশালী ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের নিকট ; مِّنَ-চেয়েও ; اللّٰه-আল্লাহর; وَ-আর ; اتَّخَذْتُمُوْهُ-(اتخذتموا+ه)-তোমরা তো তাঁকে রেখে দিয়েছো ; وَرَآءَكُمْ-তোমাদের পেছনে ; ظِهْرِيًّا-ভুলে বসে আছো ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; بِمَا-তা যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো ; مُحِيْطٌ-পরিবেষ্টনকারী। ⑨৩ وَ-আর ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; اعْمَلُوْا-তোমরা কাজ করতে থাকো ; عَلٰى مَكَانَتِكُمْ-(على+مكانة+كم)-তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ; اِنِّىْ -আমিও অবশ্যই ; عَامِلٌ-কর্মরত ; سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-তোমরা অচিরেই জানতে পারবে ; مَنْ-কার উপর; يَّاْتِيْهِ-(ياتى+ه)-আসবে ; عَذَابٌ-এমন আযাব ; يُّخْزِيْهِ-(يخزى+ه)-যা তাকে লাঞ্ছিত করবে ; وَ-আর ; مَنْ-কে ; هُوَ-সেই ; كَاذِبٌ-মিথ্যাবাদী ;

বর্তমান সমাজেও এ ধরনের লোকের কোনো অভাব নেই। এসব লোক মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কোনো কথা শুনতেই প্রস্তুত নয়। আর যদিও বা এ ধরনের কথা তাদের কানে দৈবাৎ প্রবেশ করে, তাহলেও তা তার মস্তিষ্কে কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। মূলত এরা হলো গাফেল।

وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا

এবং তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও অবশ্যই তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারী।
৯৪. অতপর যখন আমার নির্দেশ এলো, আমি রক্ষা করলাম শুয়াইবকে

وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا

ও তাদেরকে যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে—আমার রহমত দ্বারা, আর যারা সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে পাকড়াও করলো

الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا

বিকট গর্জন, ফলে তাদের ঘরেই তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।
৯৫. যেন তারা কখনো তাতে বসবাস করেনি ;

اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝

জেনে রেখো ধ্বংস মাদইয়ান বাসীদের জন্য, যেমন ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়।

وَ-এবং ; اِرْتَقِبُوْٓا-তোমরা অপেক্ষা করো ; اِنِّىْ-আমিও অবশ্য ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ; رَقِيْبٌ-অপেক্ষাকারী। ৯৪ وَ-অতপর ; لَمَّا-যখন ; جَآءَ-এলো ; اَمْرُنَا-(امر+نا)-আমার নির্দেশ ; نَجَّيْنَا-আমি রক্ষা করলাম ; شُعَيْبًا-শুয়াইবকে ; وَ-ও ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; مَعَهٗ-তাঁর সাথে ; بِرَحْمَةٍ-(ب+رحمة)-রহমত দ্বারা ; مِّنَّا-আমার ; وَ-আর ; اَخَذَتِ-পাকড়াও করলো ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; ظَلَمُوْا-সীমালংঘন করেছিল ; الصَّيْحَةُ-(ال+صيحة)-এক বিকট গর্জন ; فَاَصْبَحُوْا-ফলে তারা পড়ে থাকলো ; فِىْ دِيَارِهِمْ-(فى+ديار+هم)-তাদের ঘরেই ; جٰثِمِيْنَ-উপুড় হয়ে। ৯৫ كَاَنْ-যেন ; لَمْ يَغْنَوْا-তারা কখনো বসবাস করেনি ; فِيْهَا-তাতে ; اَلَا-জেনে রেখো ; بُعْدًا-ধ্বংস ; لِمَدْيَنَ-(ل+مدين)-মাদইয়ানবাসীদের জন্য ; كَمَا-যেমন ; بَعِدَتْ-ধ্বংস হয়েছিল ; ثَمُوْدُ-সামূদ সম্প্রদায়।

১০৩. হযরত শুয়াইব (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যকার যে পরিবেশ-পরিস্থিতি আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ঠিক একই পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে। হযরত শুয়াইব (আ)-এর আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে বিরোধীরা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হচ্ছিল না, নচেৎ তারা তাঁকে হত্যা করতেই প্রস্তুত ছিল। একইভাবে আরবের কুরাইশরাও রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েই ছিল ; কিন্তু বনু হাশেম গোত্রের

লোকদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তারা তা করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে বিরোধীদের প্রতি যে জবাব দিয়েছিলেন, কুরাইশদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জবাবও সেটাই ছিল। আর তা ছিল—হে বিরোধীরা তোমরা আল্লাহর চেয়েও আমার স্বজন-বর্গকে বেশি শক্তিশালী মনে করছো, তাই আল্লাহকে পেছনে ফেলে রেখে আমার স্বজন বর্গকে অধিক ভয় করছো ?

৮ রুকূ' (৮৪-৯৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পূর্বেকার নবী-রাসূলদের মত শুয়াইব (আ)-ও তাঁর জাতিকে একই দাওয়াত দিয়েছিলেন—হে আমার জাতি! তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো, কেননা ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা নেই।

২. শুয়াইব (আ)-এর জাতি মাদইয়ানবাসী ওযন ও পরিমাপে কম দেয়ার মত অপরাধেও লিপ্ত ছিল।

৩. মাদইয়ানবাসীরা বৃক্ষ পূজা করতো, সেজন্য তাদেরকে 'আসহাবুল আইকা' তথা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধী দেয়া হয়েছিল।

৪. কুফরী ও শিরক্-এর সাথে সাথে ওযন ও পরিমাপে হেরফের করার কারণে দুনিয়াতেই তাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছিল।

৫. ওযন ও পরিমাপে কম দেয়া সমকামের মতই জঘন্য অপরাধ। কারণ সমকামের জন্য কাওমে লূত এবং ওযন ও পরিমাপে হেরফের করার জন্য কাওমে শুয়াইব-এর উপর দুনিয়াতেই আল্লাহর আযাব নেমে এসেছিল।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—কোনো জাতি যখন ওযন ও পরিমাপে কম দেয়ার অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও মূল্য বৃদ্ধিজনিত শাস্তি আপতিত হয়।

৭. সকল নবীর দাওয়াতের মূলকথা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানতে হবে এবং তাঁর দেয়া বিধান অনুসারেই জীবন পরিচালনা করতে হবে।

৮. ওয়ায-নসীহত ও তাবলীগ দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কোনো উপকার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাবলীগকারীর কথা ও কাজে সামঞ্জস্য না থাকবে।

৯. দায়ী' ইলাল্লাহর তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা ও আন্তরিকতা থাকা মানুষের সংশোধনের জন্য অপরিহার্য গুণ।

১০. দাওয়াতী কাজে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

১১. দুনিয়াতে যেসব দুর্যোগ, মহামারী, ভূমিকম্প প্রলংকারী ঝড় ইত্যাদি হয় তা মানুষের গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে।

১২. এসব বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় খালেস নিয়তে আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইসতিগফার করা।

১৩. মানুষের ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দেয়া, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওযন ও পরিমাপে জালিয়াতি করা, কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তার কর্তব্য কাজে গাফলতী করা, কোনো শিক্ষক তার শিক্ষাদান

কাজে হক আদায় না করা এবং নামাযী ব্যক্তি নামাযের সুন্নাতগুলো পালনে অবহেলা করা ইত্যাদি কাজ ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে হারাম।

১৪. আল্লাহর আযাব থেকে একমাত্র তারাই রেহাই পেতে পারে, যারা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তথা আল্লাহর দীনের দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

১৫. দীনী দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে বিপর্যয় থেকে আল্লাহ অলৌকিকভাবে যে নিরাপদ রাখেন তা যুগে যুগে প্রমাণিত সত্য।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১৪

٩٦ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ ٩٧ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

৯৬. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসাকে আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম। ৯৭. ফিরাউনের নিকট

وَمَلَإِيْهِۦ فَٱتَّبَعُوٓا۟ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ○

এবং তার পারিষদবর্গের নিকট কিন্তু তারা ফিরাউনের নির্দেশ-ই মেনে চললো ; অথচ ফিরাউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না।

٩٨ يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ

৯৮. সে কিয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের আগে আগে চলবে, অতপর তাদেরকে পৌছে দেবে জাহান্নামে ;[১০৪] আর (তাদের) সেই অবতরণ স্থানটি কতইনা নিকৃষ্ট

(৯৬) وَ-আর ; لَقَدْ اَرْسَلْنَا-নিসন্দেহে অমি পাঠিয়েছিলাম ; مُوسٰى-মূসাকে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনসহ ; وَ-ও ; سُلْطٰنٍ-প্রমাণ ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। (৯৭) اِلٰى-নিকট ; فِرْعَوْنَ-ফিরাউনের ; وَ-এবং ; مَلَائِه-(ملاء+ه)-তার পারিষদবর্গের নিকট ; فَاتَّبَعُوْٓا-(ف+اتبعوا)-কিন্তু তারা মেনে চললো ; اَمْرَ-নির্দেশ ; فِرْعَوْنَ-ফিরাউনের ; وَ-অথচ ; مَآ-ছিল না ; اَمْرُ-নির্দেশ ; فِرْعَوْنَ-ফিরাউনের ; بِرَشِيْدٍ-(ب+رشيد)-সঠিক। (৯৮) يَقْدُمُ-সে আগে আগে চলবে ; قَوْمَهٗ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায়ের ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; فَاَوْرَدَهُمُ-(ف+اورد+هم)-অতপর তাদেরকে পৌছে দেবে ; النَّارَ-(ال+نار)-জাহান্নামে ; وَ-আর ; بِئْسَ-কতই না নিকৃষ্ট ; الْوِرْدُ-(ال+ورد)-অবতরণ স্থানটি ;

১০৪. এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যেসব লোক কোনো জনগোষ্ঠির নেতৃত্ব লাভ করে, কিয়ামতের দিন তারাই সেই জনগোষ্ঠির নেতা হবে। দুনিয়াতে তারা যদি সত্য দীনের দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকে এবং সৎ কাজের আদেশ দিয়ে থাকে, কিয়ামতের দিনেও তারা তাদের নেতৃত্ব দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে। অপরদিকে দুনিয়াতে যেসব নেতা তাদের অনুসারীদেরকে বিপথে পরিচালিত করে থাকে এবং অন্যায় ও পাপ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, কিয়ামতের দিনেও তারা তাদের অনুসারীদেরকে নেতৃত্ব

الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٩﴾ وَأُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ بِئْسَ

অবতরণস্থল। ৯৯. আর এখানেও লা'নত তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কিয়ামতের দিনেও ; কতই না মন্দ

الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿١٠٠﴾ ذٰلِكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ

সেই পুরস্কার যাতে তারা পুরস্কৃত। ১০০. এটা কতক জনপদের কিছু সংবাদ, আমি তা আপনার নিকট তুলে ধরলাম

مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠١﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ

সেগুলোর মধ্যে কতেক এখনও বিদ্যমান আর কতেক মূলোচ্ছেদকৃত। ১০১. আর আমি তাদের উপর যুল্‌ম করিনি বরং তারাই নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছে

فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ

ফলে তাদের কোনো কাজেই আসেনি তাদের সেইসব উপাস্য দেবতা যাদের নিকট তারা আল্লাহকে ছেড়ে দোয়া প্রার্থনা জানাতো—

اَلْمَوْرُوْدُ-(ال+مورود)-অবতরণ স্থল। ﴿٩٩﴾ وَ-আর ; اُتْبِعُوْا-তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল ; فِيْ هٰذِهٖ-এখানেও ; لَعْنَةً-লা'নত ; وَّ-এবং ; يَوْمَ-দিনেও ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; بِئْسَ-কতই না মন্দ ; الرِّفْدُ-(ال+رفد)-সেই পুরস্কার ; الْمَرْفُوْدُ-(ال+مرفود)-যাতে তারা পুরস্কৃত। ﴿١٠٠﴾ ذٰلِكَ-এটা ; مِنْ اَنْۢبَآءِ-কিছু সংবাদ ; الْقُرٰى-(ال+قرى)-কতক জনপদের ; نَقُصُّهٗ-(نقص+ه)-আমি তা তুলে ধরলাম ; عَلَيْكَ-আপনার নিকট ; مِنْهَا-সেগুলোর মধ্যে ; قَآئِمٌ-কতেক বিদ্যমান ; وَّ-আর ; حَصِيْدٌ-মূলোচ্ছেদকৃত। ﴿١٠١﴾ وَ-আর ; مَا ظَلَمْنٰهُمْ-(ظلمنا+هم)-আমি তাদের উপর যুল্‌ম করিনি; وَلٰكِنْ-বরং ; ظَلَمُوْٓا-তারাই যুল্‌ম করেছে ; اَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের উপর ; فَمَآ اَغْنَتْ-(ف+ما اغنت)-ফলে কাজেই আসেনি ; عَنْهُمْ-তাদের ; اٰلِهَتُهُمُ-(الهة+هم)-তাদের সেইসব উপাস্য দেবতা ; الَّتِيْ-যাদের নিকট ; يَدْعُوْنَ-তারা দোয়া-প্রার্থনা জানাতো ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছু ;

দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। নবী করীম (স)-এর নিম্নোক্ত কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায় ; তিনি বলেছিলেন—"কিয়ামতের দিন জাহেলী কবিদের নেতৃত্বের পতাকা ইমরাউল কায়েস বহন করবে—সে নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।"

لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذَٰلِكَ

যখন এসে পড়লো আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ; এবং তারা ধ্বংস-দুর্ভোগ ছাড়া তাদের কিছুই বৃদ্ধি করতে পারলো না। ১০২. আর এমনই

أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ

আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও, তিনি যখন পাকড়াও করেন কোনো জনপদকে তার যুল্মরত অবস্থায় ; নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও

أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ

খুবই যন্ত্রণাদায়ক অত্যন্ত কঠিন। ১০৩. যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে ;[১০৫]

لَمَّا-যখন ; جَاءَ-এসে পড়লো ; أَمْرُ-নির্দেশ ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; مَازَادُوهُمْ-(مازادوا+هم)-তারা কিছুই করতে পারলো না তাদের ; غَيْرَ-ছাড়া ; تَتْبِيبٍ-ধ্বংস-দুর্ভোগ। ﴿١٠٢﴾ وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এমনই ; أَخْذُ-পাকড়াও ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; إِذَا-যখন ; أَخَذَ-তিনি পাকড়াও করেন ; الْقُرَىٰ-(ال+قرى)-কোনো জনপদকে ; وَ-অবস্থায় ; هِيَ-তার ; ظَالِمَةٌ-যুলুমরত ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; أَخْذَهُ-(اخذ+ه)-তাঁর পাকড়াও ; أَلِيمٌ-খুবই যন্ত্রণাদায়ক ; شَدِيدٌ-অত্যন্ত কঠোর। ﴿١٠٣﴾ إِنَّ-অবশ্যই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে ; لَآيَةً-(ل+اية)-নিদর্শন রয়েছে ; لِمَنْ-(ل+من)-তার জন্য যে ; خَافَ-ভয় করে ; عَذَابَ-আযাবকে ; الْآخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতের ;

পথভ্রষ্টকারী নেতাদের পেছনে জাহান্নামের দিকে যেতে যেতে তারা তাদের নেতাদেরকে অভিশাপ দিতে দিতে অগ্রসর হবে। অপরদিকে সত্যের পথে পরিচালনাকারী নেতাদেরকে তাদের অনুসারীরা দোয়া করতে থাকবে এবং তাদের প্রসংশা করতে করতে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

১০৫. কুরআন মাজীদে যেসব জাতির উত্থান ও পতন এবং কোনো কোনো জাতির সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক বিবরণ রয়েছে তাতে সেসব লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা আখিরাতে কঠিন আযাবকে ভয় করে। আর সেই নিদর্শন হলো পরকাল এবং সেখানকার কঠিন আযাবের সত্যতার নিদর্শন। প্রাকৃতিক জগতে কোনো কোনো জাতির উত্থান ও কোনো কোনো জাতির পতন মূলত এমন একটি আইনের অধীন, যে আইনের মানদণ্ডে কোনো জাতিকে পুরস্কৃত করা হয়, আবার কোনো জাতিকে এমনভাবে নীচের দিকে নিক্ষেপ করা হয় যা মানুষের জন্য শিক্ষাপ্রদ হয়ে উঠে। পুরস্কার দান ও আযাব

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○

তা (আখিরাত) এমন দিন, একত্রিত করা হবে তাতে সকল মানুষকে, আর এটা সকলের উপস্থিতির দিন।

⑩④ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ⑩⑤ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ

১০৪. আর আমি নির্দিষ্ট একটি সময়-কাল ছাড়া তা (নিয়ে আসতে) বিলম্ব করবো না। ১০৫. সেদিন (যখন) আসবে তখন কথা বলতে পারবে না

نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ⑩⑥ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا

কোনো ব্যক্তি তাঁর অনুমতি ছাড়া ;[১০৬] অতপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য ও কেউ ভাগ্যবান। ১০৬. অতপর যারা হতভাগ্য হবে

ذٰلِكَ-তা ; يَوْمٌ-এমন দিন ; مَّجْمُوْعٌ-একত্রিত করা হবে ; لَّهُ-তাতে ; النَّاسُ -সকল মানুষকে ; وَ-আর ; ذٰلِكَ-এটাই ; يَوْمٌ-দিন ; مَّشْهُوْدٌ-সকলের উপস্থিতির। ⑩④ وَ-আর ; مَا نُؤَخِّرُهٗٓ-(ما نؤخر+ه)-তা (নিয়ে আসতে) বিলম্ব করবো না ; اِلَّا-ছাড়া ; لِاَجَلٍ-(ل+اجل)-একটি সময়কাল ; مَّعْدُوْدٍ-নির্দিষ্ট। ⑩⑤ يَوْمَ-সেদিন ; يَاْتِ-আসবে (যখন) ; لَا تَكَلَّمُ-তখন কথা বলতে পারবে না ; نَفْسٌ-কোনো ব্যক্তি ; اِلَّا-ছাড়া ; بِاِذْنِهٖ-(ب+اذن+ه)-তাঁর অনুমতি ; فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-অতপর তাদের মধ্যে কেউ হবে ; شَقِيٌّ-হতভাগ্য ; وَّ-ও ; سَعِيْدٌ-কেউ ভাগ্যবান। ⑩⑥ فَاَمَّا الَّذِيْنَ-(ف+اما+الذين)-অতপর যারা ; شَقُوْا-হতভাগ্য হবে ;

দানের এ ধারাবাহিকতায় ইনসাফের দৃষ্টিতে যা হওয়া দরকার তার কিছুটা পূরণ হয় বটে, কিন্তু তারপরও অনেকটা-ই থেকে যায়। কেননা দেখা যায়—যারা আযাবের মূল কারণ অর্থাৎ যারা অন্যায়ের বীজ বপন করে গেছে তারা অনেকে আযাব আসার পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, এখন তাদের বংশধরগণই তার কুফল ভোগ করছে। অথচ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আইনের নৈতিক দাবি অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে দুনিয়াতে যে আযাব এসেছে তা যথেষ্ট নয় ; বরং আরো অনেক বাকী রয়ে গেছে। আর আল্লাহ যেহেতু ন্যায়-বিচারক, তাই অপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার জন্য তিনি অবশ্যই এমন এক জগত সৃষ্টি করবেন যেখানে পূর্ণ প্রতিক্রিয়া তথা পূর্ণ শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া সম্ভব হবে। আর তা হবে দুনিয়ার আযাব বা পুরস্কার থেকে অনেক বেশি।

১০৬. অর্থাৎ কোনো পীর-মুরশিদ, আলিম-বুযর্গ সম্পর্কে এমন ধারণা করা কোনো মতেই সঠিক নয় যে, অমুক হযরতের হাতে যেহেতু আমরা বাইয়াত হয়েছি, তিনি

فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

(তারা) থাকবে জাহান্নামে, সেখানে থাকবে তাদের জন্য চিৎকার ও চেঁচামেচি।
১০৭. তাতে থাকবে তারা চিরদিন, যতদিন বিদ্যমান থাকবে

السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝

আসমান ও যমীন,[১০৭] তবে যা চান আপনার প্রতিপালক ; অবশ্যই আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা-ই করতে সক্ষম।[১০৮]

﴿١٠٨﴾ وَاَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ

১০৮. আর যাদেরকে সৌভাগ্যবান করা হবে, তারা থাকবে জান্নাতে, তাতে থাকবে তারা চিরদিন, যতদিন বিদ্যমান থাকবে আসমান

فَفِى النَّارِ-(ف+فى+نار)-(তারা) থাকবে জাহান্নামে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِيهَا-সেখানে থাকবে ; زَفِيرٌ-চিৎকার ; وَ-ও ; شَهِيقٌ-চেঁচামেচি। ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِينَ-তারা চিরদিন থাকবে ; فِيهَا-তাতে ; مَا دَامَتْ-যতদিন বিদ্যমান থাকবে ; السَّمٰوٰتُ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضُ-যমীন ; اِلَّا-তবে ; مَا-যা ; شَآءَ-চান ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; فَعَّالٌ-করতে সক্ষম ; لِّمَا يُرِيدُ-(ل+ما+يريد)-যা ইচ্ছা করেন তা-ই। ﴿١٠٨﴾ وَ-আর ; اَمَّا الَّذِينَ-যাদেরকে ; سُعِدُوا-সৌভাগ্যবান করা হবে ; فَفِى الْجَنَّةِ-(ف+فى+ال+جنة)-(তারা) থাকবে জান্নাতে ; خٰلِدِينَ-তারা থাকবে চিরদিন ; فِيهَا-তাতে ; مَادَامَتْ-যতদিন বিদ্যমান থাকবে ; السَّمٰوٰتُ-আসমান ;

আমাদেরকে আখিরাতে পার করে নেবেন। তিনি জাহান্নামের পথে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর অনুসারীদেরকে জাহান্নামে নিতে বাধা সৃষ্টি করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। আসলে সেখানে অবস্থা এমন হবে যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো অতি বড় ব্যক্তিত্ব বা নৈকট্য প্রাপ্ত কোনো ফেরেশতাও কোনো কথা বলতে পারবে না। সুতরাং কাউকে মহা প্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম মনে করে তাদের আস্তানায় গিয়ে মাথানত করা, নযর-নিয়ায পেশ করা, মানত মানা এবং তার উপর ভরসা করা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় ; আর এরূপ যারা করছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে অবশ্যই হতাশ হতে হবে।

১০৭. এখানে যেসব কথা বলা হচ্ছে সেসব আখিরাত তথা কিয়ামতের পরের অবস্থা। আর এটা সুস্পষ্ট যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর দুনিয়াতে বর্তমানে আমরা যে

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ

ও যমীন তবে যা চান আপনার প্রতিপালক ;[১০৯] (এটা) অফুরন্ত নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। ১০৯. অতএব আপনি থাকবেন না

فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم

কোনো সংশয়ে তারা যাদের উপাসনা করে সে সম্পর্কে ; তাদের বাপ-দাদারা যেরূপ উপাসনা করতো, তারাও সেরূপ ছাড়া (অন্য) উপাসনা করে না—

مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝

ইতিপূর্বে ;[১১০] আর আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের অংশ পুরোপুরিই প্রদানকারী—কোনোরূপ ঘাটতি ছাড়া।

وَ-ও ; الْأَرْضُ-যমীন ; اِلَّا-তবে ; مَا-যা ; شَاءَ-চান ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; عَطَاءً-(এটা) পুরস্কার ; غَيْرَ مَجْذُوذٍ-অফুরন্ত-নিরবচ্ছিন্ন। ﴿١٠٩﴾ فَلَا تَكُ-(ف+لاتك)-অতএব আপনি থাকবেন না ; فِي مِرْيَةٍ-কোনো সংশয়ে ; مِمَّا-(من+ما)-সে সম্পর্কে যাদের ; يَعْبُدُ-উপাসনা করে ; هَؤُلَاءِ-তারা ; مَا يَعْبُدُونَ-তারা (অন্য) উপাসনা করে না ; اِلَّا-ছাড়া ; كَمَا-সেরূপ যেরূপ ; يَعْبُدُ-উপাসনা করতো ; آبَاؤُهُمْ-(اباؤ+هم)-তাদের বাপ-দাদারা ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; وَ-আর ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; لَمُوَفُّوهُمْ-(ل+موفو+هم)-পুরোপুরি প্রদানকারী তাদেরকে ; نَصِيبَهُمْ-(نصيب+هم)-তাদের অংশ ; غَيْرَ-ছাড়া ; مَنْقُوصٍ-কোনোরূপ ঘাটতি।

আসমান-যমীন দেখছি তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে যে আসমান-যমীন বিদ্যমান থাকার কথা বলা হয়েছে, সে আসমান-যমীন হবে আখিরাতের আসমান-যমীন।

১০৮. অর্থাৎ এসব লোক তাদের কৃতকর্মের জন্য যে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে, তা থেকে কেউ তাদের বাঁচাবার ক্ষমতা রাখেনা। তবে তাদের জাহান্নামে যাওয়াটা যেহেতু আল্লাহর বিধান অনুসারে হয়েছে, এর পেছনে কোনো উচ্চতর আইন পরিষদ নেই, যে পরিষদ আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা বা অধিকার রাখে, সেহেতু তাদের চিরদিনের আযাবের বিধান পরিবর্তন করে নির্দিষ্ট মেয়াদের আযাবে পরিবর্তন করা বা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার ক্ষমতা বা অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে।

১০৯. অনুরূপভাবে জান্নাতের অধিকারী যাদেরকে করা হবে তা-ও একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের ভিত্তিতে হবে ; তিনি জান্নাতে দিতে বাধ্য নন। আবার তিনি চাইলে তাঁর এ

বিধান পরিবর্তন করে ফেলতেও পারেন, সেই অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই সংরক্ষিত।

১১০. এখানে নবীকে সম্বোধন করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকেই বলা হচ্ছে যে, এসব মিথ্যা মা'বূদদের বাতিল হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকা উচিত নয়। এমন মনে করাও উচিত নয় যে, এ লোকেরা যাদের পূজা-উপাসনা করছে তাদের নিকট থেকে অবশ্যই কোনো না কোনো ফায়দা দুনিয়াতে পেয়েছে এবং এখনো তারা পরবর্তীতে কোনো উপকার পাওয়ার আশা রাখে। আসলে আল্লাহ ছাড়া এরা যাদের পূজা-উপাসনা করে আসছে, তা কোনো নির্ভুল জ্ঞান, বাস্তব অভিজ্ঞতা বা সঠিক কোনো চিন্তা-গবেষণার ভিত্তিতে করা হয়নি ; বরং এ সবই অন্ধভাবে অনুসরণের ভিত্তিতেই করে আসছে। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির লোকেরাও এরূপই করেছে।

৯ রুকূ' (৯৬-১০৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সাধারণ জনগণের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর সাথে সাথে শাসক শ্রেণীর নিকটও দীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

২. কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ কিয়ামতের দিন তাদের অনুগামীদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেবে।

৩. আল্লাহ তাআলা অনেক জনপদকে তাদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসব জাতির মধ্যে কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। এসব থেকে মানুষের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

৪. আসমানী আযাব ও গযব থেকে রক্ষা করার মত কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই। একমাত্র যথার্থভাবে তাওবা করে দীনের পথে ফিরে আসা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

৫. আখিরাতেও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য চেষ্টা-তদবীর বা সুপারিশ করার কোনো শক্তি থাকবে না।

৬. কিয়ামতের দিনের নির্দিষ্ট দিনকাল একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানেই সংরক্ষিত। এ ব্যাপারে কোনো নবী-রাসূল বা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা-ও কোনো জ্ঞান রাখেন না।

৭. কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়েই সংঘটিত হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পরেও হবে না, আগেও হবে না।

৮. চিরস্থায়ী আযাব থেকেও আল্লাহ যদি চান তবে কাউকে রেহাই দিতে পারেন।

৯. কাউকে জান্নাত দান করাও আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি কাউকে জান্নাত দিতে বাধ্য নন।

১০. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা নিঃসন্দেহে কুফরী। স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহর আইনছাড়া অন্য আইনের অধীনে শাসিত হওয়া কুফরী।

১১. কাফির-মুশরিকদের ধর্ম ও জীবনাচার-এর ভ্রান্তি সম্পর্কে কোনোরূপ দ্বিধা-সন্দেহ থাকার কোনোই অবকাশ নেই।

১২. আখিরাতে কাফিরদের কর্মফলও তাদেরকে পুরোপুরিই দেয়া হবে। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার কমবেশি করা হবে না।

১৩. অতীতের নবী-রাসূলদের ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, তা থেকে মানুষ যেন উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহর গযব এবং আখিরাতে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿١١٠﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

১১০. আর আমি নিসন্দেহে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম কিন্তু তাতে সৃষ্টি করা হলো মতভেদ ;[১১১] তবে যদি কথা আগেই স্থির হয়ে না থাকতো

مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, তা হলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা-ই করে দেয়া হতো ;[১১২] আর তারা অবশ্যই সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে।

﴿١١١﴾ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১১১. আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক প্রত্যেককে যথাসময়ে তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল-ই তাদেরকে দেবেন ; নিশ্চয়ই তারা যা করছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

(১১০) وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-(ل+قد اتينا)-আমি নিসন্দেহে দিয়েছিলাম ; مُوْسَى-মূসাকে ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ; فَاخْتُلِفَ-(ف+اختلف)-কিন্তু সৃষ্টি করা হলো মতভেদ ; فِيْهِ-তাতে ; وَ-তবে ; لَوْلَا-যদি না ; كَلِمَةٌ-কথা ; سَبَقَتْ-আগেই স্থির হয়ে না থাকতো ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; لَقُضِيَ-তাহলে চূড়ান্ত মীমাংসা-ই করে দেয়া হতো ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; وَ-আর ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা অবশ্যই ; لَفِيْ شَكٍّ-(ل+فى+شك)-সন্দেহে পড়ে আছে ; مِّنْهُ-সে সম্পর্কে ; مُرِيْبٍ-বিভ্রান্তিকর। (১১১) وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; كُلًّا-প্রত্যেককে ; لَّمَّا-যথাসময়ে ; لَيُوَفِّيَنَّهُمْ-(ليوفين+هم)-তাদেরকে পূর্ণ প্রতিফল-ই দেবেন ; رَبُّكَ -আপনার প্রতিপালক ; اَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কৃতকর্মের ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; يَعْمَلُوْنَ-তারা করছে ; خَبِيْرٌ-পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

১১১. অর্থাৎ মূসা (আ)-কে প্রদত্ত কিতাব সম্পর্কেও তৎকালীন লোকেরা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল সুতরাং কুরআন মজীদ সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি কোনো নতুন কিছু নয়। অতএব আপনি এসব লোকের ঈমান না আনাতে হতাশ হবেন না।

১১২. আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দান করে বলছেন যে, এসব হিদায়াত-বিমুখ লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েই আছে এবং তা যথাসময়ে

(১১২) فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

১১২. অতএব আপনি এবং যারা (কুফরী থেকে) তাওবা করে নিয়েছে আপনার সাথে—দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন, যেমন আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না ; তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত

بَصِيرٌ (১১৩) وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُم

সম্যক দ্রষ্টা। ১১৩. আর যারা যুল্‌ম করেছে তাদের দিকে তোমরা একটুও ঝুঁকে পড়বে না , তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে ; আর তোমাদের তো নেই

مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (১১৪) وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ

আল্লাহ ছাড়া কোনো বন্ধু, অতপর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।
১১৪. আর আপনি নামায কায়েম করুন

طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـَٔاتِ ۚ

দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের প্রথম ভাগে ;[১১৩] নিশ্চয়ই সৎকাজসমূহ অসৎকাজগুলোকে মিটিয়ে দেয় ;

(১১২) فَاسْتَقِمْ-অতএব আপনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন ; كَمَا-যেমন ; أُمِرْتَ-আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ; وَ-এবং; مَنْ-যারা ; تَابَ-তাওবা করে নিয়েছে (কুফরী থেকে); مَعَكَ-(مع+ك)-আপনার সাথে ; وَ-এবং ; لَا تَطْغَوْا-সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না ; إِنَّهُ-তিনি নিশ্চিত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করছো ; بَصِيرٌ-সম্যক দ্রষ্টা। (১১৩) وَ-আর; لَا تَرْكَنُوا-তোমরা একটুও ঝুঁকে পড়বে না ; إِلَى-দিকে ; الَّذِينَ-তাদের যারা; ظَلَمُوا-যুল্‌ম করেছে ; فَتَمَسَّكُمُ-(ف+تمس+كم)-তাহলে তোমাদেরকে স্পর্শ করবে ; النَّارُ-আগুন ; وَ-আর ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের তো ; مِنْ دُونِ-ছাড়া ; اللَّهِ-আল্লাহ ; مِنْ أَوْلِيَاءَ-(من+اولياء)-কোনো বন্ধু ; ثُمَّ-অতপর ; لَا تُنْصَرُونَ-তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। (১১৪) وَ-আর ; أَقِمِ-কায়েম করুন ; الصَّلَوٰةَ-(ال+صلوة)-নামায ; طَرَفَيِ-উভয় প্রান্তে ; النَّهَارِ-(ال+نهار)-দিনের ; وَ-এবং ; زُلَفًا-প্রথম ভাগে ; مِنَ الَّيْلِ-(من+ال+ليل)-রাতের ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْحَسَنَٰتِ-(ال+حسنت)-সৎকাজসমূহ ; يُذْهِبْنَ-মিটিয়ে দেয় ; السَّيِّئَاتِ-(ال+سيات)-অসৎকাজগুলোকে ;

কার্যকরী হবে। দুনিয়ার মানুষের তাড়াহুড়োর কারণে সময়ের আগেই তা কার্যকরী হয়ে যাবে না। আল্লাহর সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে কার্যকরী হয় না।

ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ

এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এক মহা স্মারক।[১১৪] ১১৫. আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন, কেননা আল্লাহ কখনো বিনষ্ট করেন না

اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ

নেককারদের কর্মফল। ১১৬. তবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্য থেকে কিছু (সৎ) লোক কেন বাকী থাকলো না

يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ

যারা দুনিয়াতে বিপর্যয় করতে নিষেধ করতো মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া, যাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম তাদের (জাতিসমূহ) মধ্য থেকে ;

وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

আর যারা সীমালংঘন করেছে তারা তার পেছনে পড়ে থাকলো যে আরাম-আয়েশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল অপরাধী।

ذٰلِكَ-এটা ; ذِكْرٰى-এক মহা স্মারক ; لِلذّٰكِرِيْنَ-(ل+ال+ذاكرين)-উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য। ﴿١١٥﴾ وَ-আর ; اصْبِرْ-আপনি ধৈর্যধারণ করুন ; فَاِنَّ-(ف+ان)-কেননা কখনো ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يُضِيْعُ-বিনষ্ট করেন না ; اَجْرَ-কর্মফল ; الْمُحْسِنِيْنَ-(ال+محسنين)-নেককারদের। ﴿١١٦﴾ فَلَوْلَا كَانَ-(ف+لو+لاكان)-তবে কেন থাকলো না ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْقُرُوْنِ-(ال+قرون)-জাতিগুলোর ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+كم)-তোমাদের পূর্ববর্তী ; اُولُوْا-কিছু (সৎ) লোক ; بَقِيَّةٍ-বাকী ; يَّنْهَوْنَ-যারা নিষেধ করতো ; عَنِ الْفَسَادِ-(عن+ال+فساد)-বিপর্যয় করতে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-মুষ্টিমেয় কিছু লোক ; مِّمَّنْ-যাদেরকে ; اَنْجَيْنَا-আমি রক্ষা করেছিলাম ; مِنْهُمْ-তাদের (জাতিসমূহের) মধ্য থেকে ; وَ-আর ; اتَّبَعَ-পেছনে পড়ে থাকলো ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; ظَلَمُوْا-সীমালংঘন করেছে ; مَآ-তার যে ; اُتْرِفُوْا-আরাম-আয়েশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল ; فِيْهِ-তাতে ; وَ-এবং ; كَانُوْا-তারা ছিল ; مُجْرِمِيْنَ-অপরাধী।

১১৩. এখানে তিন ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে মি'রাজ-এর রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। দিনের উভয় প্রান্তের নামায দ্বারা ফজর ও

(১১৭) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ○

১১৭. আর আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদগুলোকে ধ্বংস করে দেবেন অথচ সেখানকার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।[১১৫]

(১১৭) وَ-আর ; مَا كَانَ-এমন নন যে ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لِيُهْلِكَ-তিনি ধ্বংস করে দেবেন ; الْقُرٰى-(ال+قرى)-জনপদগুলোকে ; بِظُلْمٍ-(ب+ظلم)-অন্যায়ভাবে ; وَ-অথচ ; اَهْلُهَا-(اهل+ها)-সেখানকার অধিবাসীরা ; مُصْلِحُوْنَ-সংশোধনকামী।

মাগরিব বুঝানো হয়েছে। আর রাতের প্রথম ভাগের নামায দ্বারা এশার নামায বুঝানো হয়েছে।

১১৪. অর্থাৎ এ নামায-ই মানুষকে সৎলোক হিসেবে গড়ে তোলার সর্বোত্তম উপায়। যথাযথভাবে নামাযের হাকীকত তথা তাৎপর্য অনুধাবন করে নামায আদায় করলে মানুষের চারিত্রিক পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে এবং উন্নত চরিত্রের মানুষ তৈরি হবে। আর সেসব উন্নত চরিত্রের মানুষ দ্বারাই উন্নত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সমাজ থেকে পাপ ও অন্যায়কে দূর করা সহজ হবে।

১১৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে ইতিপূর্বে যেসব জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন নি ; বরং তারা নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, তাদের মধ্যে নিজেদেরকে সংশোধনের কোনো ইচ্ছা ও চেষ্টা অবশিষ্ট নেই। সৎ মনোভাব বিশিষ্ট নগণ্য কিছু লোক তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকলেও তারা সংখ্যায় ও শক্তিতে এতই দুর্বল যে, তাদের কথা কাজ জাতির লোকদের মধ্যে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ নয়। যার ফলে উক্ত জাতি আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে যায়।

এখানে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়—

এক ঃ কোনো জাতির মধ্যে যদি বিপুল সংখ্যক নেক চরিত্রের লোক বর্তমান থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কল্যাণকামী সেসব সৎলোকদের খাতিরে অন্যদের পাপ ও অন্যায়কে সহ্য করেন। কিন্তু কোনো জাতি যদি সম্পূর্ণই কল্যাণ শূন্য হয়ে পড়ে, তখন তাদের উপর আসমানী আযাব আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

দুই ঃ কোনো জাতি যখন তাদের মধ্যকার নগণ্য সংখ্যক নেক লোকদেরকে সহ্য করতেও প্রস্তুত থাকে না তখন তাদের উপর যে কোনো মুহূর্তে আসমানী আযাব আসন্ন হয়ে পড়ে।

তিন ঃ কোনো জাতির মধ্যে যদি এমন সংখ্যক লোক বর্তমান থাকে যারা সত্য দীন গ্রহণ এবং অসত্যকে মুকাবিলা করার ইচ্ছা ও আগ্রহ পোষণ করে এবং তাদের দ্বারা এ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব, কেবলমাত্র তখনই তাদের উপর আযাব আসা বন্ধ থাকে।

١١٨ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

১১৮. আর যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই মানবকুলকে একই উম্মত করে দিতে পারতেন কিন্তু তারা মতভেদকারী-ই থেকে যাবে।

١١٩ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ

১১৯. তবে তারা ছাড়া যাদের প্রতি আপনার প্রতিপালক দয়া করেছেন ; এবং তিনি তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন ;[১১৬] আর আপনার প্রতিপালকের একথা পূর্ণ হবেই—"আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো

١١٨ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَجَعَلَ-(ل+جعل)-তাহলে তিনি করে দিতে পারতেন ; النَّاسَ-মানবকূলকে ; أُمَّةً-উম্মত ; وَاحِدَةً-একই ; وَ-কিন্তু ; لَا يَزَالُونَ-তারা থেকে যাবে ; مُخْتَلِفِينَ-মতভেদকারীই। ١١٩ إِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-তারা যাদের প্রতি ; رَحِمَ-দয়া করেছেন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; وَ-এবং ; لِذَٰلِكَ-এজন্যই ; خَلَقَهُمْ-(خلق+هم)-তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; وَ-আর ; تَمَّتْ-পূর্ণ হবেই ; كَلِمَةُ-একথা ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; لَأَمْلَأَنَّ-আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো ;

আর যদি এমন লোক বর্তমান না থাকে, এবং ক্রমাগত চেষ্টা-সাধনার পরও এমন লোক পাওয়া না যায়, তখন তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট আছে বলে মনে করা হয় না। এমতাবস্থায় তাদের উপর আসমানী আযাব আসাটা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১১৬. এখানে তাকদীর সম্পর্কে মানুষ যে সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়, তা দূর করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, কুফরী ও পাপের জন্য মানুষ দায়ী হবে কেন ? আল্লাহ চাইলে তো সকল লোককে হিদায়াত দান করতে পারতেন। অতীতের জাতিসমূহের মধ্যে সৎলোক না থাকার কারণে যদি তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তো তাদেরকে চাইলেই সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারতেন। কারণ তাকদীরতো আল্লাহ-ই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ প্রশ্নের জবাবে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষকে জীবজন্তু উদ্ভিদ বা অন্যান্য সৃষ্টির মত আল্লাহর আইন মানতে বাধ্য করা আল্লাহর ইচ্ছা নয় এবং এরূপ করা আল্লাহর নীতিও নয়। কারণ এরূপ করলে নবী-রাসূল পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার কোনো প্রয়োজন-ই থাকতো না। আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে মুসলিম ও সৎকর্মশীল বানিয়ে দিতে পারতেন। নাফরমানী করার ক্ষমতা-ই কারো থাকতো না। তাহলে সৎকাজের পুরস্কার ও অসৎকাজের শাস্তি দেয়াও অর্থহীন হয়ে যেতো। মূলত আল্লাহ তাআলা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ যেন নিজ ইখতিয়ারে ভাল-মন্দ দুটো পথের যে কোনো একটি গ্রহণ করে নিতে পারে। ভাল পথে চলার পুরস্কার এবং মন্দ পথে চলার শাস্তির

جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَاءِ الرُّسُلِ

জাহান্নাম জ্বিন ও মানুষ উভয় থেকে। ১২০. আর রাসূলদের এসব সংবাদ আপনার কাছে আমি বর্ণনা করছি

مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِى هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ

যদ্বারা আপনার অন্তরকে দৃঢ় করছি ; আর এর মাধ্যমেই আপনার নিকট এসেছে সত্য এবং (এসেছে) উপদেশবাণী ও স্মরণীয় বিষয়

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

মু'মিনদের জন্য। ১২১. আর আপনি তাদেরকে বলে দিন যারা ঈমান আনে না—তোমরা তোমাদের স্থানে কাজ করে যাও,

إِنَّا عَٰمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانتَظِرُوٓا ۖ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَٰوَٰتِ

আমরাও আবশ্যই কর্মরত। ১২২. আর তোমরাও অপেক্ষা করতে থাকো, আমরাও অবশ্যই অপেক্ষাকারী হিসেবে থাকলাম। ১২৩. আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান—আসমান

جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; مِنَ-থেকে ; الْجِنَّةِ-(ال+جنة)-জ্বিন ; وَ-ও ; النَّاسِ-মানুষ ; أَجْمَعِيْنَ-উভয় থেকে। ১২০ وَ-আর ; كُلًّا-এসব ; نَقُصُّ-আমি বর্ণনা করছি ; عَلَيْكَ-আপনার কাছে ; مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ-(من+انباء+ال+رسل)-রাসূলদের সংবাদ ; مَا-যা ; نُثَبِّتُ-আমি দৃঢ় করছি ; بِهِ-দ্বারা ; فُؤَادَكَ-(فؤاد+ك)-আপনার অন্তরকে ; وَ-আর ; جَاءَكَ-(جاء+ك)-আপনার নিকট এসেছে ; فِيْ هٰذِهِ-(فى+هذه)-এর মাধ্যমেই ; الْحَقُّ-সত্য ; وَ-এবং ; مَوْعِظَةٌ-উপদেশবাণী ; وَ-ও ; ذِكْرٰى-স্মরণীয় বিষয় ; لِلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের জন্য। ১২১ وَ-আর ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান আনে না ; اعْمَلُوْا-তোমরা কাজ করে যাও ; عَلٰى مَكَانَتِكُمْ-(على+مكانة+كم)-তোমাদের স্থানে ; اِنَّا-আমরাও অবশ্যই ; عٰمِلُوْنَ-কর্মরত। ১২২ وَ-আর ; انْتَظِرُوْا-তোমরাও অপেক্ষা করতে থাকো ; اِنَّا-আমরাও অবশ্যই ; مُنْتَظِرُوْنَ-অপেক্ষাকারী হিসেবে থাকলাম। ১২৩ وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহর নিকটই রয়েছে ; غَيْبُ-অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ;

কথাও তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যে যে পথে চলতে চায় সেদিকে চলার তাওফীকও তাকে দিয়ে দেয়া হয়। যেন যে যা পায় তা তার কর্মফল হিসেবেই পায়।

وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ

ও যমীনের এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে সকল বিষয়, অতএব আপনি ইবাদাত করুন তাঁর এবং ভরসাও করুন তাঁর উপর ;

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

আর তোমরা যা করছো তা থেকে আপনার প্রতিপালক অনবহিত নন।[১১৭]

وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; اِلَيْهِ-তাঁরই দিকে ; يُرْجَعُ-প্রত্যাবর্তিত হবে ; الْاَمْرُ-বিষয় ; كُلُّهٗ-সকল ; فَاعْبُدْهُ-(ف+اُعبد+ه)-অতএব আপনি ইবাদাত করুন তাঁর ; وَ-এবং ; تَوَكَّلْ-ভরসাও করুন ; عَلَيْهِ-তাঁর উপর ; وَ-আর ; مَا-নন ; رَبُّكَ- আপনার প্রতিপালক ; بِغَافِلٍ-(ب+غافل)-অনবহিত ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যা ; تَعْمَلُوْنَ- তোমরা করছো।

তবে তারাই আল্লাহর রহমত পাওয়ার অধিকারী হতে পারে যারা নিজেরা নিজেদের সংশোধনকারী। যারা নিজেরা কল্যাণের ডাকে সাড়া দেবে এবং নিজেদের সমাজে সংশোধনমূলক কার্যক্রম জারী রাখবে, আল্লাহর রহমত তো তাদের-ই পাওয়া উচিত। আর ন্যায় ও ইনসাফের দাবীও তাই।

১১৭. অর্থাৎ যারা সমাজ সংশোধনে সংগ্রামরত তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, তাদের সংগ্রাম সাধনা সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত। তাদের প্রচেষ্টা কখনো নিষ্ফল হবে না। অপর দিকে যারা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিতে লিপ্ত, যারা সমাজ সংশোধনের সংগ্রামে নিয়ত আল্লাহর নেক বান্দাহদের উপর নির্যাতন করছে এবং এ কাজকে খতম করে দিতে বদ্ধপরিকর, তাদের সাবধান হওয়া উচিত যে, তাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন ; তাদের এসব কাজের প্রতিফল তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

১০ রুকূ' (১১০-১২৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সর্বকালেই বিভ্রান্ত লোকেরা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং কুরআন মজীদ সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চালানো নতুন কিছু নয়।

২. হিদায়াত বিমুখ লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েই আছে। যথাসময়ে তা কার্যকর হবেও এতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

৩. জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর আনুগত্য করাই হলো ইসতিকামাত তথা সুদৃঢ় ঈমান।

৪. বাতিলের পক্ষ থেকে আগত সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও যুল্‌ম-নির্যাতন উপেক্ষা করে দীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই ঈমানের দাবী।

৫. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং এ কাজে বাধা সৃষ্টিকারী শক্তি—উভয়ের কর্মতৎপরতা সম্পর্কেই আল্লাহ পুরোপুরি অবগত।

৬. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিদের একমাত্র বন্ধু ও অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং অন্য কোনো শক্তিকে বন্ধু ও অভিভাবক মেনে নেয়া যাবে না।

৭. এখানে ফজর, মাগরিব ও ইশা'র নামায সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৮. নামাযের হাকীকত তথা তাৎপর্য অনুধাবন করে যথাযথভাবে নামায আদায়ের মাধ্যমেই গুনাহ থেকে বাঁচা এবং নিজেকে সৎলোক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

৯. নামায আল্লাহর স্মরণকে নামাযীর অন্তরে সদা জাগরুক রাখে।

১০. নামায ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গড়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ। সমাজে নামায প্রতিষ্ঠিত না থাকায় আমরা এক অনন্য নিয়ামত থেকে বঞ্চিত।

১১. কোনো জাতির মধ্যে পাপাচারে যখন সয়লাব হয়ে যায়, তখন তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নেমে আসে।

১২. আল্লাহর গযব থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় তাওবা করে সমাজে দীনী দাওয়াতের কার্যক্রম চালু রাখা। অর্থাৎ 'সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের প্রতিরোধ' কার্যক্রম চালু থাকলেই আল্লাহর গযব থেকে রেহাই পাওয়ার আশা করা যায়।

১৩. সমাজ যদি দাওয়াত গ্রহণ না-ও করে এবং পাপাচারে ডুবেই থাকে তাহলে যারা দীনী দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত, তারাই শুধু আল্লাহর গযব থেকে রেহাই পাবেন।

১৪. নিজেকে এবং সমাজকে সংশোধন করতে আগ্রহী ও এ কাজে তৎপর একদল লোক কোনো সমাজে বর্তমান থাকাবস্থায় আল্লাহ সেই সমাজকে ধ্বংস করেন না।

১৫. কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে হিদায়াত গ্রহণ করতে বাধ্য করা আল্লাহর নীতি নয়, কারণ তা হলে ভাল কাজে পুরস্কার এবং মন্দ কাজে সাজা দেয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ থাকে না। তাছাড়া এতে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠানোর কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

১৬. এক বিশাল সংখ্যক মানুষ ও জ্বিন দ্বারা আল্লাহ জাহান্নাম ভর্তি করবেন।

১৭. কাউকে হিদায়াত লাভে বাধ্য করা যেমন আল্লাহর রীতি নয়, তেমনি দীনী দাওয়াত দানকারীদের জন্যও কাউকে জোর করে মুসলমান বানানো বৈধ নয়।

১৮. আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের এবং বিরুদ্ধবাদীদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কেই আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত, সুতরাং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ভরসা সহকারে দীনের কাজ করে যেতে হবে।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

শব্দে শব্দে আল কুরআন

পঞ্চম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান